উৎসর্গ

পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা সাহিত্য যে নূতন রূপসজ্জা লাভ করিল তাহার পশ্চাতে নবজাগ্রত বাঙ্গালীর মানসিকতা কার্যকরী ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের প্রথম দলটি ঈষৎ মুক্ত হইয়া রেনাসাঁসের বিকাশ সূচনা করিয়াছিল, ইহা সেদিন কেহ বুঝিতে পারে নাই। ইহার পর একটি একটি করিয়া পাপড়ি মেলিতে মেলিতে জাতীয় নবজাগরণের বিপুল গৌরবে বাঙ্গালা সাহিত্য এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁহাদের বাণীবদ্ধ রচনার শ্বেতকুসুমে বঙ্গ বীণাপাণির পাদপীঠতলে অর্ঘ্য সাজাইলেন। জাতির অন্তরের বাসনা ও আত্মপ্রকাশের বেদনায় এই সাহিত্য-অর্ঘ্য সৃষ্টি রসে আদ্যন্ত অভিষিক্ত হইয়া অনুপম রূপলাবণ্যে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জাতীয় জাগরণের বীজ জাতির অন্তরের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে—বাহিরের করাঘাত ইহাকে ডাক দিয়া জাগাইয়া তুলে মাত্র। জাতি মৃত হইলে, তাহার অন্তরের জীবনরস সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে বাহির হইতে ডাক দিয়া ইহাকে জাগান যায় না। একটি নির্জীবন পুষ্পকলিকাকে জাগাইতে শিশির বিন্দুর অজস্র করাঘাত এবং উষালোকের নিঃশব্দ হুলুধ্বনি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর রেনাসাঁসের মূল আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যেই নিহিত ছিল, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বহির্দ্বারে করাঘাত করিয়া ইহাকে ডাক দিল। তন্দ্রাজড়িমা ত্যাগ করিয়া আমরা জাগিয়া উঠিলাম, 'অজস্রসহস্রবিধ চরিতার্থতায়' নিজেদিগকে আবিষ্কার করিলাম। আত্মাবিষ্কারেই জাতির মহত্তম গৌরব—আমরা এই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী হইলাম।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও ইহা পুনরাবৃত্ত হইল। ইউরোপীয় প্রচেষ্টা বাহির হইতে বাঙ্গালার সাহিত্য সাধনার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া আনিয়াছিল—ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাঙ্গালায় গ্রন্থরচনা ও প্রকাশ করিয়া, ও সর্বোপরি ইহাকে সরকারী কাজকর্মের বাহন করিয়া। জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রায়

্যক অধ্যায়েই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয়দের পদচিহ্ন পড়িয়াছে
হাকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য যাত্রা আরম্ভ—ক্রমে এই অস্পষ্ট চিহ্ন
মুছিয়া দিয়া এই পথে বাঙ্গালীর প্রাণপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার
ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা বিদেশীর, প্রথম আইনের বই বিদেশীর, প্রথম
কলন বিদেশীর, প্রথম সংবাদপত্র, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান,
ান, কৃষিবিজ্ঞান, ভূমিপরিমাণ, বর্ণ পরিচয় ও বানান শিক্ষার বইও বিদেশীর
চ। ইহারই পথ ধরিয়া আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল—এখন ইহারা
রে এবং এমন অকিঞ্চিৎকর হইয়া গিয়াছে যে, এখান হইতে পশ্চাতের
ফিরিয়া তাকাইলে এই সকল মৃত জ্যোতিষ্কের ভস্মসারও দৃষ্ট হইবে না।
ইহারাই একদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রগমন পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।
নিক বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সম্পৃক্ত
লয়ম কেরীর উদ্যম আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি মাত্র, তাঁহার অপরিমিত
সের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাবধি হয় নাই। এই-
আমার মনে হইয়াছে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া
কল ইউরোপীয় নিজেদের বাঙ্গালা রচনা দিয়া একদিন আমাদের গদ্য
ত্যের প্রথম চলার পথ প্রস্তুত করিতে নামিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে স্মরণের
আমি জাতীয় ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারিব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিস্মৃত-প্রায় অনালোচিত অধ্যায়টি অজস্র জটিল
থে অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যমত উদ্ধার করিয়াছি। বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য
য়াছি ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনার সংখ্যা অজস্র এবং লেখকদের তালিকা
ত করিতে গিয়া দেখিয়াছি—ইঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। এই আবিষ্কারই
ান গবেষণাপত্রের রূপ পাইয়াছে।

আমার গবেষণায় 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ' গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু
লাচনার প্রেক্ষাপট রচিত হইয়াছে ইউরোপীয়দের ভারত আগমন হইতে।
খ্রীষ্টাব্দ আলোচনার শেষ বৎসর। এই বৎসরটিকে শেষপ্রান্ত বলিয়া
ত করিবার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ইহার পরই ইউরোপীয় ও
য় লেখকের মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য রচিত হইল যে পরবর্তীকালে
রাপীয় লেখকদের রচনায় ও বিষয়বস্তুতে আর কোনো বৈশিষ্ট্য রহিল না।
ারেণ্ড লং এই সেতু রচনা করিলেন। বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ ও মুদ্রণের

ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের প্রয়াস শিথিল হইয়া আসিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর এই ধারা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পশ্চাতের পানে বহুবার ফিরিতে হইয়াছে। বিষয়টির অভিনবত্বই ইহার প্রথম কারণ। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সুদূর ইউরোপখণ্ডের—স্পেন-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ প্রভৃতি জাতির যোগ ও ভারতাগত এই সকল জাতির বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া এই ভাষায় গ্রন্থ রচনার ইতিহাস সার্ধ দুইশত বৎসরেরও প্রাচীন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই ইতিহাসের পরিণত সর্বশেষ অধ্যায়। ইহার সামগ্রিক বিচার ও মূল্যায়ন করিতেই পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির পরিক্রমা শেষ করিতে হইয়াছে। ইউরোপীয়দের ভারত আগমনের সূত্র ধরিয়া তাহাদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কারণ ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থরচনা পর্ব শেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনার কথা বলিতে হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সংখ্যা অধিক বলিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সহিত পূর্বাবধি বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া মানোএলের আলোচনা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি —শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সংস্থা ও অন্যান্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সমিতিগুলির সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের যোগসূত্র নির্ণয়ের পৌর্বাপর্য রক্ষা করিতে এই আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ কালের দিক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কিন্তু বাঙ্গালা গদ্যের সেই অস্ফুট উষালগ্নে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা ও ইহার গুরুত্ব নির্ণয়ে হলহেড ও কেরী একই সারিতে দণ্ডায়মান। এ বিষয়ে হলহেডের আগে কেহ ছিলেন না—পরে ফরসটার ও কেরী আসিয়াছিলেন। হলহেড ও ফরসটার যাহা চাহিয়াছিলেন কেরী তাহা করিয়াছিলেন—বাঙ্গালা ভাষাকে নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইজন্য কেরীর কথা আলোচনার আগে হলহেড হইতে সূত্র টানিতে হইয়াছে। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রেই মূল অনুসন্ধান করিতে আমাকে পশ্চাতে ফিরিতে হইয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে মুদ্রণের ইতিহাস আরম্ভ হইলে আমরা বাঙ্গালা বর্ণমালার মুদ্রিত প্রতিলিপি পাইলাম। ইহার বহু পূর্বে বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম মুদ্রিত প্রতিলিপি

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী হইতে প্রকাশিত লাতিন ভাষার একটি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া গবেষণাপত্রের পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়াছি। সম্প্রতি ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের একটি গ্রন্থে প্রাচীনতম মুদ্রিত বঙ্গীয় বর্ণমালার সন্ধান মিলিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আলোচনাও করিয়াছি—ইহাদের সবগুলিই ইউরোপীয় লেখকের রচনা। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'ফরসটারের বোকেবুলারি' (১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ), কেরীর 'ব্যাকরণ' ও 'অভিধান' (১৮০১ ও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ), 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ) 'মঙ্গল সমাচার মতীয়র রচিত' (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ), 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ), 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ), 'পদার্থ-বিদ্যাসার' ও ভূগোল (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ), 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি প্রধান। কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরপাড়া লাইব্রেরী, চন্দননগর লাইব্রেরী ও শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরী হইতে আমরা এই সকল গ্রন্থ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি এবং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া বর্তমান গবেষণাপত্রে সংযোজন করিয়াছি। এই সকল চিত্রগুলির মধ্যে কতিপয় মাত্র বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ করিয়া কেরীর কথাই উল্লিখিত হয়—আমি দেখাইয়াছি যে, কেরী ব্যতীত আরও একাধিক ব্যক্তি ঘনিষ্ঠভাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। যোশুয়া মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ফেলিক্স কেরী, জন মার্শম্যান, ইয়েটস, ওয়েঙ্গার, ষ্টুয়ার্ট এবং আরও অন্যান্য ইউরোপীয় লেখক বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কথা বাদ দিলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা অপূর্ণ থাকে। এই অংশটি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন সংযোজন বলিয়া মনে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টা বহুবার হইয়াছিল। সে যুগে প্রেস, সোসাইটি ও মিশন যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতেন তাহার সাধ্যমত তালিকা রাখিতেন। লণ্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টারস বাঙ্গালাদেশে যে সকল বই প্রকাশিত হইবে তাহার প্রত্যেকটির কপি প্রকাশককে লণ্ডনে পাঠাইতে হইবে—এই মর্মে আদেশ দিয়াছিলেন। রয়েল

এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থতালিকা প্রণয়নে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড লং, রবিনসন, রেভাঃ জে. ওয়েঙ্গার ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁহাদের গ্রন্থতালিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। জন মারডকের তালিকাটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত। আমরা খুঁটিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছি কোনো তালিকাই নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নহে। এমন অনেক গ্রন্থ রহিয়াছে যাহাদের উল্লেখ এই তালিকাগুলিতে নাই, কোনো গ্রন্থের উল্লেখ একটিতে আছে অন্যগুলিতে নাই, গ্রন্থের ইংরাজী নাম আছে বাঙ্গালা নাম নাই, কখনও যে সোসাইটি হইতে গ্রন্থটি প্রকাশিত তাহার নাম আছে গ্রন্থকর্তার নাম নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, গ্রন্থের আখ্যাপত্রে প্রকাশের যে তারিখ আছে, গ্রন্থটি তাহার কিছু আগে বা পরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোনো গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে কাহারও প্রচেষ্টায় সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে দেখা গিয়াছে, সম্পাদক ইহাতে গ্রন্থকর্তার ভূমিকা লইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থের নাম পাওয়া গেল তাহাদের অনেকের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কোনোটির বা আখ্যাপত্র নাই, কোনোটি বা খণ্ডিত, কোনো গ্রন্থ আবার অন্য গ্রন্থের সহিত একত্রে একই মলাটের অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে। রেভাঃ লং ৫১৫ জন গ্রন্থকারের নাম দিয়াছেন। রবিনসনের গ্রন্থ তালিকায় ৯০০ গ্রন্থের নাম রহিয়াছে, ওয়েঙ্গারের তালিকায় গ্রন্থসংখ্যা এগারশত। মারডকের তালিকায় ইহারও অধিক। এই সকল তালিকায় ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থ, সংবাদপত্র, প্রচারপুস্তিকা, রিপোর্ট প্রভৃতি যাবতীয় মুদ্রিত বিষয় মিশিয়া রহিয়াছে এবং কোথাও বিদেশীয় ও এদেশীয় গ্রন্থকর্তার তালিকা পৃথক করিয়া দেখান হয় নাই। আমি সমস্ত গ্রন্থতালিকা, সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনা ও বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইউরোপীয় গ্রন্থকার, তাঁহার পরিচয়, গ্রন্থের বিবরণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সাধ্যমত বিস্তৃতভাবেই সংগ্রহ করিয়াছি।

মুদ্রিত গ্রন্থের কাগজ আসিত ইংলাণ্ড ও চীন হইতে, যে দেশী কাগজ ব্যবহৃত হইত তাহা পাটনা বা শ্রীরামপুরে প্রস্তুত হইত। যে মুদ্রাক্ষর ব্যবহৃত হইত তাহা দেশীয় কারিগররা নির্মাণ করিতেন। কাগজের তারতম্য ও মুদ্রাক্ষরের বৈচিত্র্য কম ছিল না। ইহাতে এক জাতীয় নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বহুক্ষেত্রেই গ্রন্থের আখ্যাপত্র নষ্ট হইয়া যাওয়ায় গ্রন্থ হইতে ইহার মুদ্রণকাল জানা

যাইতেছে না। এরূপক্ষেত্রে কাগজ ও মুদ্রণ দেখিয়া কালনির্ণয়ের একটি পন্থা অনুসৃত হয়। মুদ্রিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রকাশকাল নির্ণয়ে এই পন্থা অনুসরণ করিলে বিভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে। আমার আলোচনায় এরূপ একটি ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছি। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আপজনের 'বোকেবিলারি' বা বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানের কাগজ ও মুদ্রণ এমনই যে গ্রন্থটি দেখিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে, ইহা হলহেডেরও পূর্ববর্তী কালে প্রকাশিত। ইহার অক্ষরগুলি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির আদর্শে কাটা, বড় বড়, এবং কাগজও হাতে তৈরী কাগজের মত মোটা ও আঁশ যুক্ত। ইহার একটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র পরিশিষ্টে (চিত্র সংখ্যা ১০) সংযোজিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার বিষয়বস্তু ছিল বিবিধ। এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে —

"Every subject was discussed in print—just as at the bazar. Some tales were long, others quickly told, some were traditional literature of one faith or another, and some were the matter of fact records of market place, Cantonment and Government, some were not nice to retell—those of the Surgeons who were promoting better physical arrangements for the prisoners, or those of the law-enforcement officers of the Bengal Presidency. But others were sheer fun." (Preface, Early Indian Imprint, prepared by Katharine Smith Dielh. Serampore, 1962.) ইহার সঙ্গে গণিত, ত্রিকোণমিতি, নীতিকথা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জীববিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতিবিদ্যা, সাহিত্য, জীবনী, অর্থ-বিজ্ঞান, শিক্ষা, ইতিহাস, ধর্ম, সঙ্গীত এমনকি ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতিও ছিল। আশ্চর্য এই যে, এই সমস্ত শাখার সর্বত্রই ইউরোপীয়দের বিচরণ ঘটিয়াছিল। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া গ্রন্থ-অরণ্যে তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয়গণের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ সম্বন্ধে সঠিক করিয়া কিছু বলিতে গেলে এই সকল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিতে হয়। সাধ্যমত এই সকল বাধা সতর্কে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখকদের একটি পরিচ্ছন্ন আলোচনাই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত এই আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে ইউরোপীয়দের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপখণ্ডের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন, খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতেই এই সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় বাণিজ্য-পণ্যের জন্য ইউরোপ বহুকালাবধি লালায়িত ছিল, ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনে এই লালসা চরিতার্থ হইয়াছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইউরোপীয়দের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছি। বাঙ্গালাদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের নিকট বাঙ্গালা ভাষা প্রয়োজনের ভাষা ছিল কিন্তু এই ভাষায় তাঁহারা এমন দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন যে, উইলিয়ম কেরী একদা বলিয়াছিলেন—'বঙ্গীয় ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে'। ইউরোপীয়দের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের যোগসূত্র নির্ণয়ে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র ও বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রাচীনতম মুদ্রিত প্রতিলিপির কথা আসিয়া পড়ে এবং এই সূত্রে ভারতীয় ভাষায় ইউরোপীয়দের গ্রন্থরচনার প্রয়াস এবং কোন্ সূত্র ধরিয়া তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন আলোচনা করিতে হয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি বিবৃত হইয়াছে। বহির্ভারতে প্রকাশিত মিশনারীদের বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির বিবরণ ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মানোএল-এর এবং সপ্তম অধ্যায়ে বাঙ্গালা-দেশের প্রাচীনতম প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারীদের কয়েকটি বাঙ্গালা গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা আছে। অষ্টম অধ্যায়ে এই সকল প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর মূল্যায়ন করা হইয়াছে। ইহার পর আধুনিক যুগের সূত্রপাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু কর্মচারী নূতন দৃষ্টিতে বাঙ্গালাদেশ ও ইহার ভাষাকে দেখিলেন। এই ঘটনাটিকে আমরা একটি 'নবাবিষ্কার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে মানোএল এবং হলহেডের মনোভাবে যে মেরু-প্রমাণ ব্যবধান—উভয়ের রচনা হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া তাহা আমরা প্রমাণ করিয়াছি। হলহেডের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী ইউরোপীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা ব্যাপকভাবে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই নবম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। দশম অধ্যায়—'চার্লস উইলকিন্স'। বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যস্রষ্টা পঞ্চানন কর্মকারের একটি বংশপীঠিকাও এই অধ্যায়ে সংযোজিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের কতিপয় প্রাচীন রচনার কথা আছে। ইহার পর 'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরী যুগ'।

এই সুবৃহৎ অধ্যায়টি দুইটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথমে কেরী যুগের 'প্রাচীন ইউরোপীয় লেখক' ও পরে 'নবীন লেখক' এবং 'কতিপয় অপ্রধান লেখক' প্রভৃতির আলোচনা আছে। টমাস, কেরী, মার্শম্যান, ফেলিক্স, জন মার্শম্যান, পীয়ার্স, ম্যাক, ইয়েটস প্রভৃতি লেখকের সকল বাঙ্গালা রচনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই অধ্যায় দ্বয়ের বিষয়বস্তু। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সহমরণ নিবারণ বিষয়ক আন্দোলন রাজা রামমোহনের অন্যতম কীর্তি এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই বিষয়ের আইন বিধিবদ্ধ হয়। উইলিয়ম কেরীর সহিত বাঙ্গালার সমাজজীবনের যোগ দেখাইতে গিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে সহমরণ নিরোধ কল্পে কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের বহু পুর্বেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিষয়টি যে স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত নহে তাহার প্রমাণপঞ্জী মৃত্যুঞ্জয় কেরীকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কতিপয় নূতন বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী অধ্যায় 'বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইউরোপীয় পরিচালনা'। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে বহু ইউরোপীয় সোসাইটি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারে সক্রিয় হইয়াছিল। এই সকল সোসাইটির সহিত বাঙ্গালা ভাষার যোগ, ইহাদের বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের ধারা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত উইলিয়ম কেরীর কথা স্মরণ করি, এবং মনে করি ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনা কেবল গদ্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা 'বাঙ্গালা কাব্যচর্চায় ইউরোপীয় লেখক'দের কথা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর সমান্তরাল আর একটি সাহিত্যধারার স্রোত বহাইলেন—'খ্রীষ্টীয় পদাবলী সাহিত্যের ধারা' বলিয়া ইহাকে আমরা অভিহিত করিয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন, পূর্বে ইহা কখনও আলোচিত হয় নাই। পরিশিষ্টে মানচিত্র, কয়েকটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও গ্রন্থ-পৃষ্ঠার আলোকচিত্র সংযোজিত হইয়াছে। পরিশিষ্টের একটি অধ্যায়ে ইউরোপীয়দের রচিত বাঙ্গালা গদ্য ও গদ্যের কয়েকটি উদ্ধৃতিও প্রদত্ত হইয়াছে। এইভাবে বিষয়টিকে একটি প্রামাণ্য রচনা করিয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

বর্তমান আলোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ফাদার হস্টেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, সুকুমার সেন, সজনীকান্ত দাশ প্রভৃতির

রচনা হইতে সাহায্য লইয়াছি। ইঁহাদের রচনাগুলি জাহ্নবী-স্রোতের মত—অনুবর্তী গবেষকেরা ইচ্ছামত এই স্রোতোধারা হইতে ঘট ভর্তি করিয়া লন। আমি ইহার ব্যতিক্রম নহি।

কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বসুবিজ্ঞান মন্দিরে কর্মরত অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত সুধীনকিশোর চক্রবর্তী প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিস্ফুটনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমার গবেষণায় উৎসাহ দিয়াছেন। অগ্রজের স্নেহের দান প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না বলিয়া সুধীনদার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, চন্দননগরের পাবলিক লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর কলেজ সংশ্লিষ্ট উইলিয়ম কেরী হিষ্টরিক্যাল লাইব্রেরী হইতে বহু গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ—যাঁহারা আমাকে প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থগুলি অনুসন্ধানে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। উত্তরপাড়া লাইব্রেরীর তরুণ মিত্র, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর আশুতোষ সংগ্রহের কল্যাণী মৈত্র, মীরা চ্যাটার্জী ও বিমল সেনগুপ্ত বর্তমান গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতেছি। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। পুজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গবেষণায় নিরবধি পথ দেখাইয়াছেন। ঋণ স্বীকার করিয়া গুরুঋণ পরিশোধ করা যায় না, সে ধৃষ্টতাও আমার নাই। তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

সবিতা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট :

নির্ঘণ্ট :

॥ পরিশিষ্ট 'ঘ'এ সন্নিবিষ্ট চিত্রাবলীর তালিকা ॥

মানচিত্র ॥

মুদ্রিত বাঙ্গালা বর্ণমালার বিবর্তন চিত্র ॥

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত চিত্রাবলী ॥

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ নির্ণয়

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some parts very paradise on earth—I shall point to India."—Max Muller. ইহাই ছিল পাশ্চাত্য জগতের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা, এইজন্যই প্রাচ্যের দেশটির প্রতি পশ্চিম দেশবাসীর এত গভীর আকর্ষণ। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য-গৌরবে মুগ্ধ হইয়াই স্মরণাতীত কাল হইতে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ইহার দ্বারে করাঘাত করিয়া ফিরিয়াছে। ভারত কোনদিন কাল-নির্দেশসহ জাতীয়জীবনের উত্থানপতনের ইতিবৃত্ত রচনায় উৎসাহ বোধ করে নাই। এইজন্যই ভারত-পাশ্চাত্য সম্বন্ধের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস আমাদের নাই। বৈদেশিক ইতিবৃত্তকারের রচনা, পর্যটকগণের বিবরণ, বিভিন্ন কালের শিলালিপি, তাম্রপট্ট ও বিজয়স্তম্ভের উৎকীর্ণ লেখমালা এবং প্রাচীনমুদ্রাসংগ্রহ হইতে এই ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস ইহাদের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে।[১]

ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চত্যের সম্বন্ধ মৌলে ত্রিবিধ—রাজনৈতিক, ধর্মগত ও বাণিজ্যিক।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সম্বন্ধের ইতিহাস মৌর্য ভারতের সহিত সংপৃক্ত, ধর্মসংযোগের ইতিহাস সেণ্ট টমাসের ভারত আগমনের সহিত বিজড়িত, কিন্তু এই দুই ভূখণ্ডের বাণিজ্যবন্ধন স্মরণাতীত কালের।[২] ভারতবর্ষ জয় করিয়া সাম্রাজ্য-স্থাপন করিবার বাসনা কোনোদিনই ইউরোপের ছিল না, যখন দেশজয়ের বাসনা জাগিয়াছে তখনও সমগ্র ভারতবর্ষ জয়ের আশা তাহার সফল হয় নাই। আলেকজাণ্ডারকে সিন্ধু নদীর তীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল, সেলুকাসের এশিয়াখণ্ডে গ্রীক-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন বিফল হইয়াছে। এই ঘটনাগুলি খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কথা। খ্রীষ্টীয় শতকের ইতিবৃত্তে রেনাসাঁসের আলোকে উদ্ভাসিত যে জাতিগুলির অর্ণবপোত ভারতের

উপকূলে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারাও নবাবিষ্কারের উন্মাদনা লইয়া বাণিজ্য করিতেই আসিয়াছিল, রাজ্য-স্থাপন করিতে নহে। তৎকালের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বহিরাগত বণিকদিগের হাতে রাজদণ্ড তুলিয়া দিয়াছিল ইহা তাহাদের একটি অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক সৌভাগ্য মাত্র।[৩]

ইহুদীরা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই আসিতে শুরু করে। আরবদের অর্ণবপোত ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব হইতে ভারতের উপকূলে বাণিজ্যপণ্য বহন করিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনগণের সহিতও ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৬৮ অব্দে সেণ্ট টমাসের দ্বারা ধর্মান্তরিত বহু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মালাবার উপকূলে বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন।[৪] সেণ্ট টমাসের ভারত আগমন ও ভারতের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণের পরিচয় খ্রীষ্টীয় জগতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি আলফ্রেড মাদ্রাজের নিকটবর্তী সেণ্ট টমাস স্মৃতিমন্দিরে একজন ধর্মযাজক পাঠাইয়াছিলেন।[৫] ইতিহাসের এই বিক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী হইতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনগণের উপস্থিতির বিবরণ ও কালনির্দেশ পাওয়া যাইতেছে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালেই ভারত-বর্ষীয়েরা অধিকসংখ্যায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। পর্তুগীজদের প্রথম ভারত আগমনের সময় এদেশবাসী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। ইহাদের কেহ কেহ হিন্দুরাজার মন্ত্রী পর্যন্ত হইয়াছিলেন, বিজয়নগরের ইতিহাসে ইহার একটি নজির আছে।[৬] ইউরোপীয় রেনাসাঁসের যুগে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি তাহাদের বাণিজ্যপোত লইয়া যখন এদেশে উপস্থিত হইল তখন তাহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন খ্রীষ্টীয় জনগণের মধ্যে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

রাজ্যজয় বা ধর্মবিজয়—ইহার কোনটিই ইউরোপীয়দের ভারত আগমনের প্রধান কারণ নহে। অতীত ও বর্তমান—সকল যুগের ইতিহাসেই দেখা গিয়াছে যে ভারতবাণিজ্যলব্ধ ঐশ্বর্য করতলগত করিয়া নিজের দেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও গৌরব বর্ধনই তাহাদের ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের সহিত পাশ্চাত্যের বাণিজ্যসম্বন্ধ বহু প্রাচীন।

মালাবার উপকূল ও সিন্ধুতটবর্তী ভূভাগের সহিত পাশ্চাত্যের যে বাণিজ্য পরিবাহিত হইত তাহা কখনোই কেবলমাত্র স্থল বা জলপথ অবলম্বন করে নাই,

ইহা জল ও স্থলের মিশ্রপথ। বণিকসম্প্রদায়ের সুবিধা ও লক্ষ্য অনুযায়ী ইহাদের যে কোনো একটিকে প্রধান ও অপরটিকে গৌণপথরূপে ব্যবহার করা হইত।

স্থল-বাণিজ্য-পথটির ঐতিহাসিক নাম ক্যাস্পীয় পথ। সিন্ধুতীর হইতে ক্যাস্পিয়ান সাগরের দিকে ইহার প্রাথমিক গতি ছিল বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। এই পথের আরম্ভস্থল সিন্ধুতীর। তথা হইতে আফগানিস্থানের গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া ইহা বহুমুখে অগ্রসর হইত ও পরিশেষে ক্যাস্পিয়ান সাগরের উত্তর বা দক্ষিণ তটবাহী হইয়া লক্ষ্যপথের দিকে চলিয়া যাইত। উত্তরের শাখাটি ভল্গা ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলে জলপথে পরিণতি লাভ করিত এবং দক্ষিণ তটের শাখাটি কৃষ্ণসাগরের তীরে উপস্থিত হইয়া জলপথের সহিত মিলিত হইত। ভারতবর্ষ হইতে ক্যাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণতটে যে বাণিজ্য শাখাটি আসিয়া উপনীত হইত তাহার অন্য আর একটি গতি ছিল প্রাচীন ক্যাস্পীয় রাজ্যের ভিতর দিয়া ভূমধ্য-সাগরের তীর অতিক্রম করিয়া মিশরের দিকে। মালাবার উপকূল ধরিয়া ক্রমে সিরিয়ার মধ্য দিয়া একটি মিশ্র বাণিজ্যপথে বণিকগণ দূরবর্তী পশ্চিম-দেশ পর্যন্ত গমন করিতেন। অনেকে ইহাকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্বপ্রাচীন বাণিজ্যপথ বলিয়া অভিহিত করেন।[৭]

অতীতকালে নৌবাণিজ্যে ভারতের প্রসিদ্ধি ছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিম-উপকূল ধরিয়া পারস্য ও লোহিতসাগরের মধ্য দিয়া একটি নৌ-বাণিজ্য পথ ভারতবর্ষকে বেলুচিস্থান, আরব, পারস্য ও মিশরের সহিত যুক্ত করিয়াছিল। পারস্য উপসাগরের শাখাটি কালদীয় রাজ্যে উপনীত হইলে স্থল-পথের সহিত মিলিত হইত। ইহা কালদীয় বাণিজ্যপথ নামে পরিচিত। নৌবাণিজ্যের অপর পথটির নাম মিশরীয় বাণিজ্যপথ। লোহিতসাগরের পথে ইহা মিশর পর্যন্ত পৌছিয়া স্থলপথের সহিত মিলিত হইত। এই পথেই ভারত-রোমান বাণিজ্যপণ্য পরিবাহিত হইত। দক্ষিণভারতে রোমান-বাণিজ্য এতদূর সম্প্রসারিত হইয়াছিল যে, রোম ও আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক বণিক এখানে বসবাস করিতেন এবং মাদুরায় রোমানদের একটি মুদ্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল। ভারত-বাণিজ্যের এই বহুপরিচিত পথরেখা ধরিয়াই বেলুচিস্থান-আরব-পারস্য ও মিশরের বণিকগণ যাতায়াত করিতেন। কুষাণ রাজত্বকালে ভারত-মিশর-ইউরোপ বাণিজ্য এই পথেই পরিবাহিত হইত। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য

হইতে জানা যাইতেছে যে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরের পথে ভারতবর্ষ বহুকালাবধিই পাশ্চাত্যজগতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে যুক্ত ছিল।[৮]

যে সকল বাণিজ্যপথে ভারতীয় পণ্য পাশ্চাত্যদেশগামী হইত' তাহারই উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন সমৃদ্ধিশালী জনপদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই বাণিজ্য প্রসাদেই কালদীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ব্যাবিলনের গর্ব, ফিনিসীয় বণিকগণের অসাধারণ বাণিজ্যোন্নতি। মিশর-গ্রীস-রোম প্রভৃতির ঐশ্বর্যবিকাশের মূলেও ভারতবাণিজ্যলব্ধ ধনের গরিমা।[৯] এইজন্য প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্য-পথ হস্তগত করিবার লোভ কেহই সংবরণ করিতে পারে নাই। ইহা কখনও কালদীয় অধিকারে, কখনও বা পারস্য, গ্রীস বা রোমের করতলগত হইয়াছে। এই পথের অধিকার অসীম ঐশ্বর্যের উৎস বলিয়া পূর্ব, মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তি ইহাকে আপন শাসনে আনিতে সর্বদা উৎসুক থাকিত।[১০]

মধ্য এশিয়ায় ইসলামের অভ্যুত্থান ইউরোপগামী ভারতীয় বাণিজ্যপণ্য-ধারাকে ক্ষীণতর করিয়া তুলিল।[১১] খ্রীষ্টীয় ৬৩২ অব্দ হইতে ৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইসলামীয় শক্তি সিরিয়া, পারস্য, মিশর জয় করিয়া কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই স্পেন জয় করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে। এইভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে প্রাক্-রেনাসাঁস যুগ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইউরোপের পূর্ব প্রান্তে ইসলামীয় রাজশক্তির সহিত পাশ্চাত্য জাতির ক্রমাগত শক্তিপরীক্ষা চলিতেছিল। ক্রুশেডের ইতিহাস এই শতাব্দীগুলিতে পরিকীর্ণ। এইযুগে ভারতপণ্যের ইউরোপ প্রবেশ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিলে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ক্যাস্পীয় পথবাহী ভারতবাণিজ্যের পণ্যসংগ্রহের চেষ্টায় রত হইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাতারগণ ক্যাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরতট অধিকার করিয়া ভারতবাণিজ্যপণ্যের ইউরোপ-প্রবেশ বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়া তুলিল। তাহারা ভল্গাতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলে ইউরোপীয় ধর্মাচার্য ও ফরাসী নরপতি সেণ্ট লুই ইউরোপ হইতে প্রাচ্যগামী অবরুদ্ধ পথ মুক্ত করিবার আশায় তাতারদের সহিত সন্ধিস্থাপনের বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইলেন না।[১২] ফলে এইযুগে ভারতের পণ্যস্রোত ইসলামশক্তির দয়ার ছাড়পত্র লইয়া প্রতিহত দাক্ষিণ্যের নির্বাপিত-প্রায়-ক্ষীণধারায় ইউরোপ

প্রবেশ করিতেছিল। ইহাতে ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্যতৃষ্ণা মিটিতে পারে না।

ইসলামশক্তির অভ্যুদয়ের এই কালটি ইউরোপের পক্ষে অন্ধ তমিস্রার যুগ। বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও পতন, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের চার্চের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল (iconoclastic) বিরোধ, ইসলামের সহিত খ্রীষ্ট-জগতের ক্রুসেড ঘোষণা, কনস্টান্টিনোপলের পতন প্রভৃতি ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে মধ্যযুগীয় ইউরোপের জীবন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে দুর্যোগরাত্রির অবসানে অন্ধ তমিস্রার ঘন যবনিকা কাটিয়া গেল এবং সেই নূতন উষায় ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড, জার্মাণী ও ইটালী নব-অভ্যুদয়কে স্বাগত জানাইতে বাহু প্রসারিত করিল। ইতিহাসে দেখি, পুরাতনের অবসান ও নূতনের আবির্ভাব কোনো একটি বিশেষ দিনের ঘটনা নহে, দীর্ঘদিন ধরিয়া গোপনে রস সঞ্চয় করিতে করিতে যেদিন অকস্মাৎ নবজীবনের পাত্র পূর্ণতার অমৃতস্পর্শে উচ্ছলিত হইয়া উঠে সেদিন সকলে সচকিত হইয়া নূতনকে আবিষ্কার করে। মধ্যযুগের রক্ত-রঞ্জিত যুদ্ধক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতে প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধ ও জাতীয় চার্চের অভ্যুদয়ের মধ্যে, বিভিন্ন রাজবংশের উত্থানপতনের ইতিহাসে ও ইসলামশক্তির অভিঘাতে পাশ্চাত্যজগতের জীবনদলগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছিল। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই নবজাগরণ ইটালীতে পূর্ণসত্তায় বিকশিত হইল, ক্রমে সমগ্র ইউরোপেই নবজাগ্রত জীবনের প্রাণকল্লোল ধ্বনিত হইল। ইহাই ইউরোপীয় ইতিহাসে রেনাসাঁস (১৪৯৪-১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ)[১৩] নামে পরিচিত।

ভৌগোলিক আবিষ্কার রেনাসাঁসের একটি অন্যতম আন্তর-স্পৃহা। পৃথিবীর দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের ভ্রান্ত ধারণা ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মার্টিন বেহাইমের ভূমণ্ডল[১৪] হইতে সহজেই অনুমেয়। তথাপি, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের যে রহস্য ইউরোপের নিকট ভূমণ্ডলের অর্ধাংশকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে ভেদ করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে জানিবার দুর্নিবার স্পৃহায় সমগ্র ইউরোপ মাতিয়া উঠিল।* পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিক ও নাবিকেরা জলপথে ভারতবর্ষের তটভূমি স্পর্শ করিবার অধীর আগ্রহে প্রাণপাত প্রচেষ্টায় রত হইলেন। হেনরি ও রাজা জোয়া স্থলপথ ও জলপথে—উভয়দিকেই ভারতবর্ষের বাণিজ্য পরিচালনার সুগম পথ আবিষ্কার করিতে পথসন্ধানকারী দুঃসাহসী পর্তুগীজগণকে নিযুক্ত

করিয়াছিলেন।[১৫] আফ্রিকার পুর্বতটবর্তী জনপদের সহিত ভারতের সুদীর্ঘ পশ্চিমতটভূমির বাণিজ্য চলিত। আরববণিকগণ লোহিতসাগর ও পারস্য-উপসাগরের মধ্য দিয়া আরবসাগরের পথে ভারতবর্ষে পৌছিবার পথটি জানিতেন। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বারথোলেমু-ডায়া আফ্রিকার পশ্চিমতট ধরিয়া দক্ষিণাস্তে অগ্রসর হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছিয়াছিলেন।[১৬] ঠিক একই সময়ে কোভিলহাম ও পয়ভা নামক দুইজন পর্যটক ভারতোদ্দেশে বাহির হইয়া স্থলপথে এডেন পর্যন্ত আসিয়া জলপথে ভারতের পশ্চিমতটে পৌছিয়াছিলেন। ইহাদের প্রচেষ্টা ভাস্কো-ডা-গামার জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার দুঃসাহসী প্রচেষ্টাকে সহজ করিয়া দিয়াছিল।[১৭] ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ভাস্কো-ডা-গামা ১৬০ জন নাবিকসহ পর্তুগাল হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত বারথোলেমু-ডায়া আবিষ্কৃত পথে ভ্রমণ করিয়া উত্তরাস্তে আফ্রিকার পুর্বতট বাহিয়া মোম্বাসায় উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে কোভিলহামের পরিচিত পথে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তিনি আফ্রিকার তটভূমি ছাড়িয়া উত্তর-পুর্ব-মুখে ভারতাভিমুখে অভিযান শুরু করেন। ঐ বৎসরই ১৭ই মে কালিকটের আট মাইল উত্তরে ভারত-তটরেখালগ্ন সমুদ্রে গামার অর্ণবপোত নোঙর ফেলিল।[১৮] সমুদ্রপথে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে পৌছিবার এই অভিনব জলপথটির আবিষ্কার মধ্যযুগে পাশ্চাত্যজগতের নিকট একটি যুগান্তব্যাপী-ফলপ্রসূ গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা।

উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে গমনাগমনের এই অখণ্ড জলপথ আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগালের অধীশ্বর 'Lord of Navigation and Commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and India', উপাধি গ্রহণ করেন।[১৯] পোপ এই উপাধি প্রদান করায় পর্তুগাল রাজ্যের ভারতবিজয়ের ও ভারতবাণিজ্যের অদ্বিতীয় অধিকারটি সাময়িকভাবে ইউরোপখণ্ডে স্বীকৃত হইল। পোপ স্পেনবাসীর নবাবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জে তাহাদের অধিকার স্বীকার করিয়া আটলাণ্টিক জলপথে স্পেন ও পর্তুগালের বিবাদ রোধের একটি উপায় স্থির করিয়া দেন। ইহার ভিত্তিতে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের টরডেসিলার সন্ধিতে স্থির হয় যে, আফ্রিকার ভার্দে অন্তরীপের প্রায় ১১০০ মাইল পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী একটি কাল্পনিক রেখার পুর্বাংশের দেশগুলির অধিকার পর্তুগালের এবং পশ্চিমাংশের

নবাবিষ্কৃত দেশগুলির আধিপত্য স্পেনের থাকিবে।[২০] ফলে পর্তুগালের পক্ষে আফ্রিকার পশ্চিমতট বাহিয়া দক্ষিণ দিকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পর উত্তরাস্থে মাদাগাস্কর ও মোম্বাসা অতিক্রম করিয়া ভারতগমনপথে কোনো ইউরোপীয় শক্তি কর্তৃক বাধা পাইবার সমস্ত সম্ভাবনা দূর হইল, এমন কি তাহারাই এই পথের একেশ্বর বাণিজ্যক্ষমতা ও সমুদ্র-অধিকার লাভ করিল। রাজনৈতিক আনুকূল্য ও পোপের পৃষ্ঠপোষকতা পর্তুগালকে ভারতপথে অগ্রসর হইতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই ভারত-বাণিজ্যে তাহাদের সৌভাগ্যগর্বে ঈর্ষান্বিত অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি তাহাদের পশ্চানুসরণ করিয়াই ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পর্তুগীজগণের পর ওলন্দাজ তাহার পর ইংরেজ ও অবশেষে ফরাসীগণ ভারতে আসিলেন। সকলের আগমনের প্রধান লক্ষ্য এক—বাণিজ্য।[২১]

বর্তমান পরিচ্ছেদে ইউরোপীয়গণের ভারত আগমনের কারণ নির্দেশ করিয়া দেখান হইয়াছে যে পাশ্চাত্যজাতির ভারত আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাণিজ্যে ধনলাভ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির পথ অবারিত করা। তবে সেই যুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের পারস্পরিক আত্মকলহের সুযোগে এইসব পাশ্চাত্য বণিকগণ প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে বাণিজ্যের রন্ধ্রপথ ধরিয়া অবশেষে রাজদণ্ড পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"[২২]

প্রথম অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। The Early History of India—Vincent A. Smith—Chapter II—Sources of Indian History—pages 7-8

২। An Advanced History of India—Chapter I—page 631—R. C. Majumdar. H. C. Roy Chaudhuri. Kalikinkar Dutta.

৩। An Advanced History of India—Chapter I—page 631—R. C. Majumdar. H. C. Roy Chaudhuri. Kalikinkar Dutta.

৪। Riyazu-S-Salatin—Translated by Maulavi Abdus Salam—page 401 (Notes) (Published by Asiatic Society)

৫। ফিরিঙ্গি বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—পৃষ্ঠা ৬০

৬। ফিরিঙ্গি বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—পৃষ্ঠা ৬০

৭। A History of British India—Sir W. W. Hunter—Vol I—page 17

৮। The Early History of India—Vincent A. Smith—page 2

৯। Portuguese in India—Danvers—Chapter I (Last Portion)

১০। ফিরিঙ্গি বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—পৃষ্ঠা ৮

১১। A History of British India—Sir W. W. Hunter—Vol. I—Chapter I, page 53

১২। A History of British India—Sir W. W. Hunter—Vol. I—Chapter II, page 54

১৩। The Renaissance and the Reformation—by Emmeline, M. Tarner—Chapter 'The Renaissance, its various aspects'.

১৪। পরিশিষ্ট ক : চিত্র সংখ্যা—১

১৫। The Cambridge Shorter History of India (British India)—J. Allan, etc.—page 379.

১৬। A History of British India—Sir W. W. Hunter—page 75-76

১৭। —Do— page 78

১৮। ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনের তারিখ সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যাইতেছে—

(১) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে—Cambridge History of India Edited by H. H. Dodwell—Vol. V—Chapter I, page 3

(২) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে—The Renaissance and Reformation—Tarner—page 38

(৩) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে—An Advanced History of India—Modern India, Part III—R. C. Majumdar, etal.—page 631

১৯। The Cambridge History of India—By H. H. Dodwell—Chapter I, page 2

২০। The Cambridge History of India—By H. H. Dodwell—Chapter I, page 2

২১। An Advanced History of India—Part III—By R. C. Majumdar, etc.—page 631-644

২২। শিবাজী উৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ

দেশের সহিত জাতি ও তাহার ভাষার যোগ অনবচ্ছিন্ন। দেশকে জানিতে হইলে তাহার জাতির ইতিহাস ও ভাষা জানিতে হইবে। এই ইতিহাস যে পতন-অভ্যুদয়ের পথ অবলম্বন করিয়া চলে তাহার স্বাক্ষর ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্য ও চিত্রে—জাতীয় জীবনের অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া থাকে। ভাষা তো কেবল ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার মাধ্যম নহে, ইহার সাহায্যে মানুষের সুদূরাভিসারী মনে বাসনাগুলি দেশ ও কালের হস্তাবলেপমুক্ত নভস্তলে বিহঙ্গের মত উড়িয়া বেড়ায়। ভাষার সূত্রেই মানুষের সহিত মানুষের, জাতির সহিত জাতির ও এক কালের সহিত অন্য কালের যুক্তবেণী রচিত হয়।

জীবনের সহিত মাতৃভাষার যোগ নিরবধি ও সুগভীর। মানুষের ভাষান্তর গ্রহণের মধ্যে জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত প্রয়োজন জড়াইয়া রহিয়াছে। শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষা পৃথিবীর একটি আশ্চর্য ঘটনা হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি-জীবী মানুষের পক্ষে অন্য ভাষা আয়ত্ত করিয়া মনের সকল অনুভূতিগুলিকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করাও কিছু কম কৃতিত্বের নহে। মানবজীবনের প্রয়োজন বহুমুখী, ইহারই দুর্নিবার প্ররোচনায় মানুষ অন্য ভাষা শিখিতে বাধ্য হয়। শক্তিশালী জাতি কর্তৃক বিজিত দেশের ভাষা পীড়িত হয়, বিজিতের ভাষা তাহার অঙ্গে অঙ্গে স্মরণচিহ্ন অঙ্কিত করে। ইংরাজী ভাষার উপর রোমানের প্রভাব, বাঙ্গালায় ইংরাজীর প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৈনন্দিন জীবনের ছায়ামণ্ডপতলে রাজনীতি যখন আসন পাতিয়া বসে তখনো মানুষ প্রয়োজনের তাড়নায় মাতৃভাষা ছাড়াও রাজভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বৈদেশিক দূতগণকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ত করিতে হয়, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, সাংস্কৃতিক সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইতেও বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষাগুলি শিখিয়া লইবার প্রয়োজন ঘটে। যে সকল শিক্ষার সাধনা ও প্রয়োগকৌশল আমাদের অজানা, সেগুলিকে আয়ত্ত করিবার জন্য অন্য দেশের ভাষা শিখিতে হয়। কোনো কথা, কোনো চিন্তা, ধ্যানলব্ধ কোনো সত্য

বিশ্বমানবকে জানাইতে হইলে বিশ্বের বহু ভাষায় তাহার অনুবাদ করিতে হয়। সহৃদয় মানুষের চিত্ত যখন বাণীবদ্ধ-শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে রসের অমৃতপিপাসা চরিতার্থ করিতে চায়, তখনো অন্য ভাষা শিখিতে হয়। মানুষের প্রয়োজন যেমন সংখ্যাতীত তেমনি তাহার ভাষা শিক্ষার কারণও বহুবিধ।

রেনাসাঁসে উদ্বোধিত ইউরোপীয় জাতিগুলি ভারতবর্ষকে চিনিবার, তাহার অধিবাসীদের পরিচয় লাভ করিবার আগ্রহ লইয়া এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবহারিক জীবনের সত্য ছিল—বাণিজ্যপ্রয়াস। ভারতবর্ষের ভাষা না শিখিলে, এই দেশ ও ইহার বিচিত্র মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভব নহে, বাণিজ্যও সফল হয় না। তাই নবাগত বৈদেশিকগণ আমাদের ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে, ইহার পূর্বে ভারতবাসী ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল অল্প, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের গমনাগমনপথ ছিল দুঃসহ কষ্টের ও ব্যয়বহুল। তাই যাঁহারা একবার আসিতেন তাঁহারা একস্থানে জোটবদ্ধ হইয়া বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়াই বসবাস করিতেন। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এবং এদেশীয় জনগণের সহিত মেলামেশার ফলে ক্রমে অনেকে আমাদের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইতেন, আমাদের ভাষা শিখিতেন, ব্যবহার করিতেন।[১] অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই বহু ইউরোপীয় সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ইতিমধ্যেই ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজগণ বাঙ্গলাদেশের জীবনের সহিক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন, ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র ও বাণিজ্য পরিচালনার জন্য অনেক কুঠি নির্মিত হইয়াছিল; এমন কি তাঁহারা রাজশক্তির দুর্বলতা ও রাজসভার অন্তর্বিরোধের রন্ধ্রপথে বাঙ্গালাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ক্রমে একদিন এদেশের শাসনভার পর্যন্ত তাহাদের হস্তগত হইল। তথাপি ইহা সত্য যে, কোনো ইউরোপীয় জাতিই বাঙ্গালাকে আপনার দেশ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাণিজ্যের দ্বারা ধনোপার্জন করিতে আসিয়াছিলেন, রাজা হইয়া দেশ লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়া লইয়া গেলেন, পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করিয়া তাহাকে চিরকালের মতো নির্জীব করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—কেহই দেশটিকে ভালবাসিয়া আপনার করিবার চেষ্টা করেন নাই।[২] প্রথম দিকে যে-সকল পাশ্চাত্য দেশবাসী বাংলায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের কিছু সংখ্যক হৃদয়ের মমতায় আমাদের মাতৃ-

ভূমিতে তাহাদের দ্বিতীয় বাসস্থান (land of adoption) রচনা করিয়াছিলেন।[৩] পরবর্তী কালেও আমরা কতিপয় ভারতবন্ধুর উষ্ণ হৃদয়ের মমতা লাভ করিয়াছিলাম—কিন্তু এরূপ ঘটনা ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নহে।

বণিকগণের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য, বণিকরাজার লক্ষ্য ছিল স্বার্থরক্ষা এবং খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের অদম্য চেষ্টা ছিল এ দেশবাসী জনগণের 'পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকতীর্থে উত্তীর্ণ করা'। বাঙ্গালা দেশের সহিত তাহাদের বিমাতার সম্বন্ধও ছিল না। তাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ছিল তাহাদের প্রয়োজনের ব্যাপার, ইহা না শিখিলে তাহাদের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

মিশনারীগণ জানিতেন, এ দেশের মানুষের নিকট পৌঁছিতে হইলে ইহাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী ও ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার কেন্দ্রের কর্মিগণের তাই প্রথম প্রয়াস ছিল এই দেশের ভাষা সুন্দরভাবে শিখিয়া লওয়া—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না।

"During the early period so great an importance was attached to the role of Indian languages in the work of evangelisation that the Concilio Provincial in 1606 ordered that no cleric should be placed in charge of a parish unless he learnt the local language; and that parish priests who were ignorant of local languages would automatically lose their positions if they failed to pass an examination in the local languages within six months."[৪]

খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের মধ্যে এখনও এই নিয়ম প্রচলিত। রাজ্যশাসন করিতে গেলেও শাসিতের ভাষা জানিতে হইবে, বাঙ্গালা দেশে শাসনকার্যে নিযুক্ত ইউরোপীয়দের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা এইজন্যই একটি অপরিহার্য ব্যাপার ছিল। ইউরোপীয়গণের ভারত আগমনের প্রথম দিকে বাঙ্গালা দেশের সমুদ্র ও নদীকূলবর্তী বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির বাণিজ্যিক ভাষা ছিল পর্তুগীজ। তাহাদের বাণিজ্যের সর্বমুখী বিস্তার ও জনপ্রিয়তা এমন বেগবতী ছিল যে তৎকালে পর্তুগীজ ভাষা এই অঞ্চলগুলির দ্বিতীয় ভাষা (lingua franca) রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।[৫] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত বন্দরগুলিতেই বাণিজ্য এই ভাষাতেই চলিত।[৬] ক্লাইভ কোনো দেশীয় ভাষা

জানিতেন না, কিন্তু পর্তুগীজে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। দেশীয় জনগণের সহিত কথোপকথনে ফরাসী ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গালার দেশীয় বাজারগুলিতে আরবি-ফারসী-পর্তুগীজ মিশ্রিত একটি প্রয়োজনের বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল। এই অবস্থা বেশীদিন চলে নাই।

ইসলামশক্তির হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেই আরবি-ফারসী ভাষা ক্রমে দরবারী ভাষার মর্যাদাচ্যুত হইল। দেশের সাধারণ জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দেশীয় বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন বৈদেশিক বণিকগণের উপর নির্ভরশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। ফরাসী ও পর্তুগীজ শক্তি অপসৃত হইলে ইংরাজেরা রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনেই প্রাদেশিক ভাষার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। এইভাবে ইংরাজী ভাষাভাষী বণিক, শাসক ও মিশনারীদের স্বার্থের সহিত বিজড়িত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা তাহার অগ্রগতির মুখে একটি শক্তিশালী অবলম্বন লাভ করিল। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাব, বিদেশীর পক্ষে কার্যকরী ব্যাকরণ, অভিধান ও সর্বোপরি বাঙ্গালা ছাপাখানার অভাব—সর্ববিধ বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বঙ্গভারতীর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। তথাপি একথা সত্য নহে যে তাঁহারাই বাঙ্গালা ভাষাকে উন্নত করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ওয়ারেন হেষ্টিংসের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল, কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড প্রভৃতির চেষ্টায় ইহার গদ্য মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করিয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, ইউরোপীয়গণ বাঙ্গালায় অনেক পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ও সংবাদপত্রে বাংলা গদ্যের ব্যবহার করিলেন, কিন্তু সাহিত্যের ভাষারূপে বাঙ্গালা গদ্যকে যাঁহারা আদর্শ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহাদের কেহই ইউরোপীয় নহেন,—বাঙ্গালী। এইখানে আমরা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়া লইলাম।

ভাষাকে বহতা নদীর সহিত তুলনা করা যায়। মৃত না হইলে ইহা কোনো শতাব্দীতেই সম্ভাবনার অন্তিমকলায় স্তব্ধ হইয়া পড়ে না—নিত্য বিবর্তনের পথে চঞ্চল চরণে পরিবর্তনের পর পরিবর্তনকে অঙ্গীকার করিয়া নিরন্তর অগ্রসর হইতে থাকে। প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালা কবিতার ক্ষেত্রে ভাষার এই অপরূপ লীলা-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্র ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতে

পারে নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের একটি ক্ষীণ ইতিহাসের ধারা আছে, কিন্তু তাহা অপুষ্ট ও বাঙ্গালা-কাব্য-ইতিহাসের তুলনায় বড়ই অকিঞ্চিৎকর। যে-সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালা গদ্যের এই অবহেলিত অমসৃণ রূপটির মধ্যে সম্ভাবনার অগ্নি লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যে কোনো অমর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্যের অপ্রমেয় সিসৃক্ষা-শক্তিতে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না। হলহেডের বাঙ্গালা-ব্যাকরণের ভূমিকায়, কেরীর মন্তব্যে, মার্শম্যানের উক্তিতে বহুবার ইহা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

চেষ্টার সহিত সাহিত্য-রস-সাফল্যের যোগ অত্যল্প। তবে নিরন্তর ব্যবহারের ফলে ভাষার উপর যে আধিপত্য জন্মে তাহাতে রচনায় বাগ্-বিন্যাসের একটি মার্জিত রূপায়ণ সম্ভব। সাহিত্যের রস, ঔজ্জ্বল্য ও পরিচর্চা-শীলিত এই রূপের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেখানে ইউরোপীয়গণ সর্বোত্তম বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিলেন সেখানেও তাঁহারা সর্বত্র রচনায় বাঙ্গালা গদ্যের পরিচর্চাশীলিত রূপ-বিধানে সক্ষম হইয়াছেন—তাহা নহে। তবে তাঁহাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই অকৃত্রিম ও আন্তরিক ছিল।

বাঙ্গালা ভাষার সহিত যুক্ত হইয়া ইউরোপীয়গণ ইহার পরিচর্যায় যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন—তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে, মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে, এমন কি ভারতবাসীকে বাঙ্গালা গদ্য রচনায় উৎসাহ ও প্রেরণাদানের ক্ষেত্রেও তাঁহাদের আন্তরিকতা আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De—pages 48-49

২। কালান্তর : সভ্যতার সঙ্কট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠা ৩৮৬

৩। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De—page 50 (Second Edition 1962)

৪। Printing Press in India—A. K. Priolkar—page 23-24.

৫। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De—page 58

৬। History of the Portuguese in Bengal, Introduction—J. J. A. Campos

তৃতীয় অধ্যায়

মুদ্রিত বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রাচীন ইতিহাস

মুদ্রণ ইতিহাসে বাঙ্গালার ঐতিহ্য

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস আমাদের কাললগ্ন বলিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া কঠিন নহে, বিশেষতঃ শ্রীরামপুর মিশনারীদের সহিত ইহার অচ্ছেদ্য যোগ থাকায় তাহাদের প্রতিবেদন, হিসাব, চিঠিপত্র, জীবনী প্রভৃতি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি হইতে বাঙ্গালায় ছাপাখানার ইতিবৃত্ত রচনার উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু আলোচনা ছাড়া এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচিত হয় নাই।

ইউরোপীয় প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়া বাঙ্গালা দেশে মুদ্রণশিল্পের কোনো নিজস্ব ইতিহাস নাই বলিয়াই ঐতিহাসিকদের অভিমত।[১] এরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাববশতঃ নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না, দ্বিধার সহিত স্বীকার করিতে হয় যে ইউরোপীয়দের আগমনের পুর্বে বাঙ্গালা দেশে ছাপাখানা ছিল না, পুস্তক মুদ্রণের প্রচেষ্টাও ছিল না এবং মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে কৌতূহল অনুপস্থিত ছিল। ভারতবর্ষে 'মুদ্রা' শব্দের প্রচলন বহুকালাবধি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃষ্টপুর্ব ৪০০—খৃষ্টাব্দ ৪০০) শীলমোহর অর্থে শব্দটির ব্যবহার আছে। মহেঞ্জোদড়ো হইতে চিত্র-সম্বলিত আনুমানিক পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন মুদ্রা ও শীল পাওয়া গিয়াছে।[২] ভারতবর্ষে মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠে চিত্র ও লেখন অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। এই প্রমাণ হইতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, এদেশে মুদ্রণশিল্প অপরিজ্ঞাত ছিল না।

বাঙ্গালা দেশে কাঠের উপর খোদিত প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কথা দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] তাঁহার উক্তি বিশ্বাস করিলে স্বীকার করিতে হয় বাঙ্গালায় কাষ্ঠখোদিত ব্লকের মুদ্রণ পদ্ধতি অজানা ছিল না। এরূপ পাণ্ডুলিপি তিনি দেখিয়াছিলেন। পিতলের রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত গোপীছাপের প্রচলন কখন হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে বহুদিন হইতেই বৈষ্ণবগণ গোপীছাপ চন্দনে ডুবাইয়া অঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কন

করিতেছেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত—উভয় ধর্মে নামাবলীর প্রচলন আছে। উত্তরীয় খণ্ডে তারকব্রহ্ম, রাধাকৃষ্ণ, দশমহাবিদ্যা, কালী বা দুর্গা নাম ছাপান হয়। বস্ত্রখণ্ডে এরূপ মুদ্রণ কবে থেকে শুরু হইয়াছে নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু অনুমেয় যে নামাবলী ও গোপীছাপ যোড়শ-সপ্তদশ শতক হইতে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত আছে। অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও "খোদাই করা কাঠ বা পোড়ামাটির পাতের সাহায্যে ছাপার অপরিপক্ক প্রচেষ্টা মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত"[৪] হইত বলিয়া যখন ঐতিহাসিকরা স্বীকার করিতেছেন তখন এই 'অপরিপক্ক প্রচেষ্টা'র সহিত মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি, গোপীছাপ, নামাবলীকে মিলাইয়া একথা বলিতে পারি যে মুদ্রণশিল্প পুস্তক ছাপান ব্যাপারে ইউরোপীয়দের দ্বারা বহুল প্রযুক্ত হইবার পূর্ব হইতেই এদেশে ইহার প্রয়োগবিধি অজানা ছিল না,—সুনির্দিষ্ট চর্চা ও ব্যাপক প্রয়োগের অভাবে ইহা পুস্তক মুদ্রণের অনুপযোগী ছিল।

এস্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ছাপা'র ইতিহাসে অনেকে বলেন সাহিত্য-লিপি-পত্রাদিতে এই প্রয়োগবিদ্যা অতি প্রাচীন কালে চীন হইতে কোরিয়া-মাঞ্চুরিয়া হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত হয়। মুদ্রণ-বিজ্ঞানে ইহা একটি সুপরিচিত সূত্র। চীনের সহিত ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশের (বৃহৎ বঙ্গ) সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ সুপ্রাচীন। হিউয়েন সাঙ্ নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে চীন-ভারতের এই মৈত্রী-বন্ধন থাকিলেও চীনের লিপি-মুদ্রণের পদ্ধতি বাঙ্গালায় প্রসারিত হয় নাই, এদেশবাসী গ্রন্থ-প্রতিলিপিকরণে এই প্রয়োগবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া রহিলেন —ইহা বিস্ময়ের বিষয়। এরূপ হইবার একটিমাত্র সম্ভাব্য কারণ আমাদের চোখে পড়ে—ভারত 'শ্রুতি-বিশ্বাসী'। বিদ্যাবিস্তারে ইহাই ভারতের ঐতিহ্য। এইজন্যই সর্বভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসকল ছন্দোবদ্ধ, এমন কি বৈদ্যশাস্ত্র, ব্যাকরণও ছন্দে রচিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যও ছন্দোবদ্ধ, ইহার প্রচারও সঙ্গীত-মাধ্যম গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন গায়েনের দল মহাভারত, রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যগুলি গান করিরা বেড়াইতেন। বাঙ্গালা দেশে ইহা একটি বিশেষ উপজীবিকা বলিয়া পরিগণিত হইত। কবিওয়ালাদের পর এই উপজীবিকা উঠিয়া গিয়াছে।

বহির্ভারতে মুদ্রিত বঙ্গীয় বর্ণমালার প্রাচীন ইতিহাস (১৬৯২-১৭৭৬ খ্রীঃ)

ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার মূলে ধর্মপ্রচারের বাসনাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ। ভাষা শিখিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, এই নবলব্ধ ভাষায় দেশীয় জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মপ্রচার, খ্রীষ্টীয় গ্রন্থরচনা, খ্রীষ্টীয় নীতি ও বিবরণাদির প্রকাশ প্রভৃতি প্রচারমূলক কর্মে তাঁহারা সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রচার বিষয়ে বাঙ্গালার ঐতিহ্য গ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে প্রচলিত কথ্যভাষা শিখিয়া তাঁহারা যে গ্রন্থ রচনা করিলেন, তাহার মাধ্যম গদ্য। ইতিমধ্যে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হইয়াছিল, ইহার কার্যকারিতা তাঁহারা জানিতেন। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া তাঁহারা এই অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইতে বিলম্ব করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকারী প্রচার কর্মেও দেশীয় ভাষার প্রচলন হইল। মুদ্রাযন্ত্র ব্যতীত এই প্রচারকর্ম কার্যকরী হইতে পারে না। বাঙ্গালাদেশে এই শিল্প অপ্রচলিত ছিল বলিয়া তাঁহাদিগকেই বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা পরিসর করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসের সহিত ইউরোপীয়গণের বাঙ্গালা ভাষা চর্চা ও গ্রন্থরচনার ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত।

বাঙ্গালাদেশে মুদ্রণশিল্প এদেশের স্বকীয় প্রচেষ্টায় ঘটে নাই বলিয়া ইহার ক্রমোন্নতির স্তর-পরিচয় নাই ; ইহা পাশ্চাত্য দেশবাসীর আগমন ও প্রয়োজনের আশু প্রত্যক্ষ ফল। সেইজন্য ইউরোপে তৎকালে প্রচলিত মুদ্রণ পদ্ধতিই বাঙ্গালাদেশের ছাপাখানায় গৃহীত হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের বহুল প্রচলন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। এই সময়কার বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশের সহিত বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের যৎসামান্য আলোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে করা হইয়া থাকে। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, পঞ্চানন, তাঁহার জামাতা এবং সর্বাপেক্ষা অধিক স্মরণযোগ্য চার্লস উইলকিন্স—বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই সময়েরও পূর্বেকার বাঙ্গালা হরফের ছাপার অক্ষরের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। ইহা ইউরোপীয়দের সহিত জড়িত বলিয়া এইস্থলে আমরা বিষয়টি আলোচনা করিলাম।

(বাঙ্গালাদেশের বাহিরে বহুদূরে ইউরোপখণ্ডে প্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গীয় বর্ণমালার কতিপয় মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থগুলি ইউরোপীয়দের রচিত। এই সকল গ্রন্থে প্রকাশিত বঙ্গীয় অক্ষরের প্রাচীন প্রতিলিপিগুলি মুদ্রণশিল্পের কোনো রীতি বা বিন্যার নিয়মিত পরিচর্চার লক্ষণ বহন করে না। ইহারা ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র কিন্তু ইউরোপীয়-দের সহিত যুক্ত হইয়া বহির্ভারতে প্রকাশিত মুদ্রিত অক্ষরগুলি বঙ্গীয় লিপিমালার প্রাচীন-মুদ্রণ-ঐতিহ্য বহন করিতেছে বলিয়া ইহাদের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই বাঙ্গালা অক্ষরের প্রাচীনতম মুদ্রিতলিপির নিদর্শন রহিয়াছে। আমাদের দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, ভূপ্রকৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি ইহার বিষয়বস্তু, ভারতে ও চীনে যীশুট চার্চের প্রতিনিধি ফাদার জেন-ড-ফনটেনে, গে টাচার্ড, এটিনিউ নোয়েল এবং ক্লডে-দা-বেজে (Fathers Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienue Noel and Claude de Beze) প্রদত্ত বিবরণ ইহার উপজীব্য। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৩, ইহাতে দুইটি মানচিত্র এবং একটি পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও বর্মা অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে।)

"Observations physiques et Mathematiques pour servir a L'histoire naturelle, et a la perfection de L'Astronomie et de la Geographie : Envoyees des Indes et de la Chine a l'Academie Royale des Sciences a Paris per les Peres Jesuites, Avec les reflexions de Mrs. de L'Academie, et les Notes du P. Gouye, de la compagnie de Jesus. A Paris, de L'Imprimerie Royale, M. Dc. XCII".[৬]

(বাঙ্গালায় ছাপা প্রতিলিপির দ্বিতীয় নিদর্শন গেওর্গ-যাকোব-কের (Georg Jacob Kehr) রচিত 'Aurenk Szeb' নামক পুস্তকে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৬(ক)] বইটি ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর অন্তর্গত লাইপজিগ নগরে মুদ্রিত, ভাষা লাটিন। ইহার ৪৮ পৃষ্ঠায় ১ হইতে ১১ পর্যন্ত বাঙ্গালা সংখ্যা, এবং ৫১ পৃষ্ঠায় ক হইতে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গের পঁচিশটি বর্ণ এবং য, র, ল, ব, শ, ষ,

স, হ, ক্ষ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া প্রতিলিপি আছে। অক্ষরগুলির পাশে রোমান হরফে ইহাদের উচ্চারণ দেওয়া আছে। এই পৃষ্ঠাতেই শ্রীসরজন্ত বলপকাং মাএর (Sergeant Wolffgang Meyer) জার্মান নামটি 'বাঙ্গালায় মুদ্রিত রহিয়াছে, (পরিশিষ্ট 'ঘ', চিত্র সংখ্যা ৩)।

লাইপজিগ নগর হইতেই ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যোহান ফ্রীদরিখ-ফ্রিৎস (Johaun Friedrick Fritz) রচিত Orientalischer Und Occidentalischer Sprachmeister (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক) পুস্তকটিতে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিলিপিটি পুণর্মুদ্রিত হয়।[৭]

হল্যাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড মিল 'Disserta-tiones Selectae'[৮] নামে লাটিন ভাষায় একটি বই প্রকাশ করেন। ইহার শেষাংশে যোয়ানেস যসুয়া কেটলার (Joannes Josua Ketelaer) রচিত 'Miscellanea Orientalia' নামক মূল ওলন্দাজে রচিত হিন্দুস্থানী ভাষার একটি ব্যাকরণের মিল-কৃত লাটিন অনুবাদ গ্রন্থে দুইটি পৃথক প্লেটে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি আছে। Alphabetum Brahmanicum iii B সংখ্যক প্রতিলিপিতে বাঙ্গালা বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জন সমস্ত বর্ণগুলিই মুদ্রিত হইয়াছে। কেটেলে'র মূল ব্যাকরণটি কোনোদিন ছাপা হয় নাই। ডেভিড মিল বঙ্গীয় বর্ণমালাকে 'Alphabatum Brahmanicum' বলিয়াছেন। অর্থ 'ব্রাহ্মণ বর্ণমালা'। মিল এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, এই বর্ণমালা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা বর্ণমালা কোনোদিনই সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয় নাই। বইটির প্রকাশকাল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, এই সময় বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় পৃথক পৃথক বর্ণমালা ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ আছে। ডেভিড মিল বোধ করি ব্রাহ্মী লিপির সহিত বঙ্গলিপি গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

এই সকল অক্ষরগুলি কখন কে নির্মাণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালাদেশ হইতে কিভাবেই বা নমুনাগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল—সে সকল ইতিহাস আমাদের অপরিজ্ঞাত।

Aurenkszeb, Orientalischer Und Occidentalischer Sprachmeister বা Dissertationes Selectae-গ্রন্থে কের, ফ্রীদরিখ ফ্রিৎস ও ডেভিড মিল যে বর্ণমালাগুলির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি নিদর্শন

হিসাবে পৃথক প্লেটে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বঙ্গীয় বর্ণমালার হরফ নির্মাণ করিয়া তাহাকে মুদ্রণশিল্পে ব্যবহারোপযোগিতা দানের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। ইহারা উদাহরণ মাত্র, মুদ্রণশিল্পে ইহাদের প্রয়োগের কথা কেহ চিন্তা করেন নাই। এই বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা দেখা গেল ইংল্যাণ্ডে।

মূল ইউরোপখণ্ডের বাহিরে বৃটেনেও বাঙ্গালায় হরফ মুদ্রণের চেষ্টা হইয়াছিল। লণ্ডনের ক্যাসলনের ঢালাইখানায় জ্যাকসন নামে এক সামান্য ঘর্ষক নিজের চেষ্টায় ছেনি কাটার পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাষায় হরফ নির্মাণ জোসেফ জ্যাকসনের অন্যতম কীর্তি। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কারখানা হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষায় টাইপের এক তালিকায় তিনি বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। তালিকাটিতে বাঙ্গালাকে 'Modern Sanskrit' বলা হইয়াছে। শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখিত আছে "a corruption of the character of the Hindoos, the ancient inhabitants of Bengal". রো মোরেস (Rowe Mores) সংগৃহীত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে জ্যাকসন বাঙ্গালা হরফ নির্মাণের নির্দেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী উইলিয়ম বোল্টসের নিকট হইতে পান।[৯] বোল্টস্ বাঙ্গালা অক্ষরের যে নমুনাগুলি পাঠাইয়াছিলেন সেগুলি হইতে সুন্দর অক্ষর নির্মাণ সম্ভব হয় নাই বলিয়াই জ্যাকসনকে কিছুকাল কাজ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। হলহেড তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিয়াছেন: বোল্টস্ লণ্ডনের সুদক্ষ শিল্পীদিগকে দিয়া বর্ণমালার প্রতিলিপি নির্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহার সহজতম অংশ বা প্রাথমিক অক্ষরগুলি নির্মাণেও বিশেষভাবে অকৃতকার্য হন—অক্ষরগুলির যে কয়েকটি প্রতিলিপি তিনি মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহা হইতে ইহা কিছুতেই বলা যায় না যে সমস্ত অক্ষরের প্রতিলিপি নির্মিত হইলে তাহা এমন এক উন্নত পর্যায়ের হইতে পারিত যাহার পর এ-বিষয়ে নূতন-উদ্যমের আর প্রয়োজন হইত না। "Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this languåge) attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artist in London. But as he was egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he published a specimen, there is

no reason to suppose that his project when completed, would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed."[১৪] অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইহা জ্যাকসনের অক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে বোল্টসের প্রেরিত বাঙ্গালা অক্ষরের নমুনাগুলি অনুসরণ করিতে গিয়াই জ্যাকসন এ-বিষয়ে সফল হইতে পারেন নাই।

রো মোরেসের মতে মিঃ বোল্টসের নিকট হইতে জ্যাকসন বাঙ্গালা হরফ নির্মাণের আদেশ পান। মিঃ রীড তাহার পুস্তকে বলিতেছেন যে কোম্পানীর নির্দেশেই জ্যাকসন এই কাজে ব্রতী হন। কর্মচারীগণকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার উপযোগী একটি ব্যাকরণ রচনার ভার মিঃ বোল্টসের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ইতিমধ্যে প্রাচ্যভাষা বিশারদরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 'মিঃ বোল্টস্ কলিকাতা মেয়র কোর্টের একজন অল্ডারম্যান বা বিচারপতি ছিলেন।'[১১] হলহেড মিঃ বোল্টসের প্রাচ্যভাষায় দক্ষতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় মিঃ বোল্টসের শক্তি সম্বন্ধে কোম্পানী অবহিত ছিলেন না, কিংবা মিঃ বোল্টস্ নিজেকে প্রাচ্যভাষাবিদরূপে এমনভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যাহাতে কোম্পানীর তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিয়াছিল। বোল্টস্ বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। তিনি জ্যাকসনকে বঙ্গীয় বর্ণমালার যে নমুনা পাঠাইয়াছিলেন তাহা আদর্শ ও সন্তোষজনক ছিল না।[১২]

বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালা হরফ ব্যবহারের পূর্বে বিদেশে নির্মিত বাঙ্গালা বর্ণমালার শেষ প্রতিলিপি লণ্ডন হইতে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলহেডের 'A Code of Gentoo Laws' গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে (পরিশিষ্ট 'ক' চিত্রসংখ্যা ৪)। যতদূর মনে হয়, জ্যাকসনের তৈরী বাঙ্গালা হরফগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা হরফের জন্ম। এই সময় হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালায় মুদ্রণ কার্যের যথার্থ—সূত্রপাত।

এই যুগে লণ্ডনে প্রকাশিত বাঙ্গালা হরফগুলি যে মুদ্রণের ব্যবহারোপযোগিতা অর্জন করিতে পারে নাই তাহার মূলে প্রাচীন অক্ষর খোদাইকর ও লিপিবিদ উভয়েরই ত্রুটি সম্মিলিত। প্রাচীন খোদাইকরগণ যে হস্তলিপি দেখিয়া ছেনি কাটিতেন সেই হস্তলিপির অনুকরণ করিতে গিয়া ব্যক্তি বিশেষের

লেখার ছাঁচকেই অবিকল নকল করিতেন, বর্ণমালার সার্বজনীন রূপকে নহে। হস্তলিপির মধ্যে বর্ণমালার বিভিন্ন রূপায়ন ঘটে। এই ত্রুটির জন্য প্রাচীনকালের বাঙ্গালা হরফগুলি মুদ্রণশিল্পের ব্যবহারোপযোগিতা লাভ করে নাই। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত 'A Code of Gentoo Law' সহ জেকব কে'র ও ডেভিড মিলে'র গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালা হরফের বিভিন্ন নমুনা কোনোটিই সার্থক হয় নাই, কারণ এই নমুনাগুলি মুন্সীদের ত্রুটিবহুল বঙ্কিম হস্তাক্ষরের অবিকল প্রতিকৃতি। অবশ্য অক্ষর নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে সবদেশের সব ভাষার জন্য এ-কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই সম্পর্কে মিঃ পক (Mr. Polk) বলেন 'They (the early printers) even assiduously attempted to counterfeit the workmanship of the scribes······ in order that their handwork might actually appear as manuscript'.[১৩]

প্রদত্ত প্লেটগুলির[১৪] বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের অভিমতের সারবত্তা বুঝা যাইবে।

পরিশিষ্ট 'ঘ'তে সন্নিবিষ্ট বঙ্গাক্ষরের চিত্র হইতে দেখা যাইতেছে, ইহারা হাতের লেখার প্রতিলিপি। হস্তাক্ষর ও মুদ্রণের অক্ষরে প্রভেদ এই যে, হস্তলিপির অক্ষরগুলির মূল কাঠামো একই থাকিলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইহার রূপে পার্থক্য থাকে, একজনের হাতের লেখা হুবহু অন্যের মত হয় না। ছাপাতে অক্ষরগুলি পরস্পর সমান ও হুবহু একই রকম। হস্তাক্ষরে কিছু টান থাকে, ইহাও আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক—মুদ্রিত অক্ষরে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু হস্তলিপিতে অনিবার্য এই অতিরিক্ত স্টাইলটুকুই হস্তলিপির বৈশিষ্ট্য। মুদ্রণের জন্য নির্মিত অক্ষরগুলিতে হস্তলিপির বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ পড়ে। চিত্রে প্রদত্ত বঙ্গাক্ষরের নমুনাতে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে, অক্ষরগুলি টানা টানা—ইহারা কোন পরিষ্কার হস্তলিপির চিত্ররূপ। জ্যাকোব কের প্রদত্ত বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ ও স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের কোন নমুনা নাই, হলহেড স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উদাহরণ দিয়াছেন। চ, ছ, জ, ণ, ত, ধ, ন, ভ, র এবং রস—কের প্রদত্ত নমুনা হইতে হলহেডে পৃথক। কের যে 'র' দিয়াছেন তাহা পেটকাটা 'ব'। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে ইহার ব্যবহার আছে। বর্তমানে অসমীয়া ভাষায় ইহা ব্যবহৃত হয়। হলহেডে আধুনিক বাঙ্গালা 'র'। বর্তমানে

হাতে লেখা ও মুদ্রণে ব্যবহৃত উ, ঊ, ঋ, ঌ—স্বরবর্ণগুলি হলহেডে ভিন্ন প্রকৃতির। কোনো হাতের লেখা অনুসরণ করিয়াই এই নমুনাগুলির লিপি-চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ১৭২৫ ও ১৭৭৬ সনের বাঙ্গালা বর্ণমালায় এই পার্থক্য। মুদ্রণ আদর্শ থাকিলে অক্ষরগুলির এরূপ বিবর্তিত রূপ এই দুই সময়ের স্বল্প ব্যবধানে সম্ভব হইত না। আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে মুদ্রিত বাঙ্গালা বর্ণমালার ও বর্তমানে মুদ্রিত বর্ণমালার মধ্যে—ইতিমধ্যে মুদ্রণশিল্পের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও—তেমন পার্থক্য নাই। এখন আমরা যেমন হাতের লেখার 'ব্লক' করিয়া গ্রন্থে ছাপাই, প্রদত্ত বর্ণমালার চিত্র দুইটি সেইরূপ। ইহারা কোনো পরিষ্কার হাতের লেখার 'ব্লক'। মুদ্রিত গ্রন্থে ইহা ব্যবহারের অনুপযোগী: প্রদত্ত বর্ণমালার চিত্রগুলি হস্তলিপির নমুনামাত্র, মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত বর্ণমালার সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ অক্ষরলিপি নহে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা (সাহিত্য পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)—মহম্মদ সিদ্দিক খান—পৃষ্ঠা: ৫৭।

২। Printing Press in India—A. K. Priolkar—Chapter I—Page 1.

৩। History of Bengali Language and Literature—Dinesh Ch. Sen Calcutta 1954—Page 718.

৪। বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা (সাহিত্য পত্রিকা—৩য় বর্ষ: ২য় সংখ্যা)।—মহম্মদ সিদ্দিক খান—পৃষ্ঠা ৫৭

৫। Bengal Past and Present—'The three first type printed Bengali book'—Vol. IX, Part I Page 40—H. Hosten.

৬। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস—পৃষ্ঠা: ২৪।

৬ ক) ঐ

৭। ঐ

৮। মনোএল-দা-আসসুম্পসাও'-এর বাংলা ব্যাকরণ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত—কলিকাতা ১৯৩১। প্রবেশিকা, পৃঃ ৩

৯। A History of the Old English Letter Founderies—By T. B. Reed. Page: 313

১০। A Grammar of the Bengali Language—N.B. Halhed—Preface—XXIII.

১১। বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা (সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)—মহম্মদ সিদ্দিক খান—পৃষ্ঠা : ৭৮

১২। ঐ পৃষ্ঠা : ৭৯

১৩। The Practice of Printing—Ralph W. Polk—1937—Page : 7

১৪। পরিশিষ্ট ক চিত্রসংখ্যা ৩ ও ৪।

চতুর্থ অধ্যায়

।। ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত মিশনারী গ্রন্থ ।।

ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রটি কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো সন্ধান এতদিন কেহ দেন নাই। অনেকে মনে করিতেন মোগল আমলে ছাপাখানার প্রচলন ছিল। দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) নিজের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে সাফল্যজনকভাবে মুদ্রণকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রাদুর্গ দখলের সময় ইংরেজবাহিনীর অধ্যক্ষ মেজর ইউলে, লেফটানেণ্ট ম্যাথুস এবং অন্যান্য সেনানীরা দুর্গাভ্যন্তরে একটি মুদ্রাযন্ত্র দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করেন ইহাই হিন্দুস্থানের প্রথম মুদ্রণ প্রচেষ্টা।[১]

১২৮৪ বঙ্গাব্দের নব বার্ষিকীতে 'মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র' শিরোনামায় যে কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে কোনো যুক্তি নাই। পত্রিকাটিতে বলা হইয়াছে যে "বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারানসী জেলার একস্থানে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সেস্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন একসহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।"[২] নববার্ষিকীর উক্তিটি সত্য হইলে ভারতবর্ষে চলনশীল হরফ ও মুদ্রাযন্ত্র এক হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিতে হয়। কিন্তু এই উক্তির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ মিলে নাই এবং বিষয়টি সন্দেহাতীত নয়। বরং পত্রিকাটির নামহীন সম্পাদককে এইরূপ রচনার জন্য উপহসিত হইতে হইয়াছিল।

বর্তমানে এ-বিষয়ে সঠিক সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজগণের ভারত আগমনের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা গোয়ায় দুইটি মুদ্রা-

যন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। (ইহারই একটিতে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম-বিষয়ক একটি পর্তুগীজ ভাষার বই রোমান হরফে ছাপা হয়। ইহাই ভারতে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু।[৩] ইহা ঠিক নহে। সম্প্রতি প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সাহায্যে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস শুরু হইয়াছে। এইদিন আকস্মিকভাবে পর্তুগাল হইতে আবিসেনিয়ায় প্রেরিত একটি মুদ্রাযন্ত্র গোয়ায় উপনীত হইলে সেখানের পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যবহারের জন্য ইহা রাখিয়া দেন।)

ভারতবর্ষে মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে পর্তুগীজগণ অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হইতে পারিতেন। তাঁহারাই এদেশে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন, দেশীয় ভাষায় বই রচনা করেন। কিন্তু ভারতস্থ পর্তুগীজ সরকারের দূরদৃষ্টির অভাব এবং পর্তুগীজ মিশনারীদের নৈতিক অধঃপতন তাঁহাদিগকে এই অক্ষয় কীর্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের সহিত বিজড়িত বলিয়া মুদ্রণশিল্পের গোড়ার কথা আলোচনায় তাহাদের প্রচেষ্টার উল্লেখ মাত্র করা হয়, ভারতবর্ষে মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে প্রাচীনতম উদ্যোক্তা বলিয়াই তাহাদের প্রয়াস শ্রদ্ধার সহিত স্মরণও করা হয় কিন্তু ভারতবর্ষে মুদ্রণশিল্প সম্প্রসারণে উদার প্রয়াস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাব ছিল বলিয়া তাঁহারা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে সফল হইতে পারেন নাই। তাঁহাদে দান ইতিহাসের বিষয়বস্তু হইলেও ইহা ইতিহাসে পর্তুগীজগণকে অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী করে নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ায় মিশনারীদের কার্যক্রম বহুলাংশে রাজশক্তির ছায়াতলে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত ছাপাখানার অপরিহার্য ব্যবহারের কথা তখন যে কেহ গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই তাহা নহে। কোনো কোনো মিশনারী ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি ভাবিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্মান্তরিত ভারতীয়দিগকে খ্রীষ্টীয় নীতি শিক্ষা দিবার জন্য গোয়ায় 'Casa de Santa Fe' (House of the Holy Faith) নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। যীশুট পাদ্রী জোয়ানেস-দ্য-বেইর (Father Joannes de Beira) ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর রোমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠিতে লেখেন: এই প্রতিষ্ঠানে নয়টি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির ষাটজন ছাত্র পড়িতেছে। ছাত্রেরা নিজেদের ভাষায় লিখিতে ও

পড়িতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষক ও গ্রন্থের অভাবে প্রয়োজনানুসারে তাহাদের শিক্ষা হইতেছে না। আপনি মুদ্রণের উপযুক্ত বিবেচনা করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতি দেশীয় ভাষায় প্রকাশ সম্ভব। "There lived 52 students, viz, 8 Goans, 5 Canarese, 9 Malayalees, 2 Bangalese, 2 Pegus, 6 Malays of Maleca, 4 Macasas, 6 Gujeratis, 2 Chinese, 4 Abyseinians, 4 Niggers.... ....

In this college, known as the House of Holy Faith, live sixty youngmen of various nationalities and they are of nine different languages, very much distinct one from another ; most of them read and write their own. Some understand Latin reasonably well and study poetry. Due to the absence of books and a teacher they cannot derive as much profit as they need. The Christian doctrine could be published here in all these languages, if Your Reverence feels that it may be printed."[8]

এই সকল তথ্যাবলী হইতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই গোয়ায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে বিদেশীয় ভাষায় মুদ্রণকার্যও চলিত। কাহারো কাহারো মতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ায় দুইটি মুদ্রাযন্ত্র সরকারের অধীনে কাজ করিতেছিল।

মিশনারীদের পক্ষে এদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপরিহার্যতা পর্তুগীজ সরকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের আদেশনামায় গোয়ার শাসনকর্তা নির্দেশ দেন যে ধর্মযাজকদিগকে স্থানীয় ভাষা শিখিয়া ছয়মাসের মধ্যে একটি পরীক্ষা দিতে হইবে। অন্যথায়, তাঁহারা নিজেদের যাজন অঞ্চলের (Parish) আধিপত্য হারাইবেন। ধর্মপ্রচারের জন্য স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি ধর্মযাজকদের সুপ্রসন্ন প্রয়াস এবং সরকারের নির্দেশ—এই দ্বিবিধ কারণে গোয়ায় ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি বিদেশীদের আগ্রহ মুদ্রণ ব্যাপারেও দেশীয় ভাষার চর্চাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুদ্রিত তেরটি গ্রন্থের নাম পাওয়া গেলেও ইহাদের মধ্যে সাতটির সন্ধান মিলিয়াছে। বইগুলি গোয়া হইতে মুদ্রিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে গোয়ায় মুদ্রিত বই'এর সংখ্যা একুশ। এই সমস্ত বইগুলির মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর একটি অনুবাদ ও কয়েকটি পুস্তিকা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সাতটি গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় রচিত। নীচের তালিকায় ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইল।

(ক) ষোড়শ শতাব্দীতে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা—

(১) ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ॥ সেণ্ট ফ্রানসিস্ জেভিয়ার (St. Francisco Xavier): Doutrina Christam. এই বইটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে জানা গিয়াছে যে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মূল পর্তুগীজ হইতে "খ্রীষ্টীয় ভন্নকলম" নামে ইহা মালাবার, তামিল ভাষায় অনুদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। আলোচ্য যুগে পর্তুগীজ ও অন্যান্য বিদেশীরা মালাবার ভাষা বলিতে তামিল ও মলায়লম উভয় ভাষাকেই বুঝাইতেন। মূল পর্তুগীজ অথবা 'খ্রীষ্টীয় ভন্নকলম'—উভয়েরই উল্লেখ মিলিতেছে, কিন্তু ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(২) ১৫৫৬-১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ॥ Doutrina Christa. গোয়া হইতে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ফাদার লুইফ্রইস (Fr. Luis Foris) একটি চিঠিতে লিখিতেছেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতি শিক্ষার পর দেশীয় ভাষায় ছোট ছোট মুদ্রিত পুস্তিকার সাহায্যে নীতিগুলি পুনরায় ছাত্রদিগকে আবৃত্তি করান হইত। পুস্তিকাগুলি গোয়ায় মুদ্রিত হইত। এরূপ কোনো পুস্তিকার সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না। খ্রীষ্ট নীতি সম্বলিত এই পুস্তিকাগুলিকে Doctrina Christa বলা হইয়াছে।

(৩) ফাদার জোয়ানেস ফারিয়ার (Father Joannes Faria)—'Flos Sanctorum' গ্রন্থটি তামিল ভাষায় কোচীন হইতে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটির তামিল গ্রন্থনাম জানা যায় নাই।

(খ) সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা—

(১) ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ॥ থমাস্ ষ্টিফেন্স (Thomas Stephens): Discurso Sobre a Vinda de Jusu Christo Nosso Salvador ao Mundo (Discourse on the coming of the Christ to the world).

মারাঠী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি 'পুরাণ' নামে বিখ্যাত। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ ১৬৪৯ ও ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই তিনটি সংস্করণে মুদ্রিত বইগুলির একটিও এখন পাওয়া যায় না। বর্তমানে এই নামে যে গ্রন্থটি প্রচলিত তাহা কতিপয় পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পাদিত হইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ ॥ থমাস্ ষ্টিফেনস্ (Thomas Stephens): 'Doutrina Christam' গোয়ার ব্রাহ্মণদের চলিত ভাষায় রচিত এই বইটিতে কথোপকথনের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় নীতিগুলি বর্ণিত হইয়াছে। ষ্টিফেনস্ 'পুরাণ' রচনার পূর্বেই ইহা রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা পরে মুদ্রিত হইয়াছিল। লিসবনের সরকারী গ্রন্থালয়ে এই বই'এর একটি কপি আছে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ মেরিয়নো সাল্ডন্হার (Dr. Mariano Saldanha) সম্পাদনায় সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ ॥ ডিওগো রিবেইরো (Diogo Ribeiro): Declaracam da Dovtrina Christam (A statement of the Christian Doctrine): গোয়ার ব্রাহ্মণদের ভাষায় বইটি রচিত। ইহার একটি কপি বর্তমানে লিসবনের সরকারী গ্রন্থালয়ে আছে।

(৪) ১৬২৯-১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ ॥ এটিনে-ড-লে-ক্রইক্স (Etienne de la Croix): Disevros Sobre a Vida do Apostolo Sam Pedro (Discourses on the Life of the Apostle St. Peter). ইহা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ভাষায় রচিত। গোয়ার সরকারী গ্রন্থালয়ে একটি এবং লিসবনে অপর একটি কপি আছে।

(৫) ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ ॥ থমাস্ ষ্টিফেন্স (Thomas Stephens): Arte da Lingoa Canarim (Grammar of Canarim Language). পাদ্রী ডিওগো রিবেইরো (Father Diogo Ribeiro) বইটির রচয়িতা বলিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। প্রকৃতপক্ষে থমাস ষ্টিফেন্স ইহার রচয়িতা। রিবেইরো বইটির সংশোধিত বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রথম সংস্করণের একটি বই আছে। বইটিতে গোয়ার সর্বসাধারণের ভাষাকে কানাড়ী (Lingoa Canarim) বলা হইয়াছে।

(৬) ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ ॥ এণ্টোনিও-দ্য-সাল্ডন্‌হা (Antonio de Saldanha): 'Padva mhallalea Xarantulea Sancto Antonichy Zivitua Catha (Life of St. Anthony of Padna): বইটি মারাঠী ভাষায় পদ্যে এবং গোয়ার চলিত ভাষায় গদ্যে লিখিত। লেখকের অন্য দুইটি বই'এর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,—

(i) Rosas e boninas deleitosas do ameno Rosal de Maria e Seu Rosario,

(ii) Fructo da arvore da Vida a mossas almas e Corpos Salutifero.

ইহাদের কোনটিরই রচনাকাল জানা যায় নাই। দ্বিতীয় বইটির পাণ্ডুলিপি লণ্ডনের School of Oriental and African Studies গ্রন্থালয়ে রহিয়াছে। ইহাদের মুদ্রিত সংস্করণের কোন কপি পাওয়া যায় নাই।

(৭) ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ ॥ জোয়া-দ্য-পেন্‌ডরোজা (Joao de Pendroza): Soliloquios Divinos (Divine Soliloquies). গোয়ার ব্রাহ্মণদের ভাষায় রচিত এই বইটির একটি কপি গোয়া সরকারী গ্রন্থালয়ে আছে।

অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষে মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় কাল। এই বৎসর সেণ্ট ফ্রান্সিস্‌কো জেভিয়ার 'Doutrina Christam' বইটির মালাবার-তামিল অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে "ইহাই ভারতীয় ভাষায় সর্বপ্রথম ছাপা বই।" এরূপ ধারণার বিরুদ্ধ-যুক্তি রহিয়াছে। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরের একটি চিঠির ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় ভাষায় ছাপা বই'এর প্রচলন মিশনারীদের মধ্যে অল্পবিস্তর ছিল। চিঠিতে বলা হইয়াছে যে খ্রীষ্টীয় নীতি প্রচারের পর দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তিকার সাহায্যে ধর্মান্তরিতদিগকে ঐ নীতিগুলি পুনরায় আবৃত্তি করান হইত। সুতরাং, দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের ঐতিহাসিক কাল গণনা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে না হইয়া ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইবে। তবে এই নীতিগুলি যতদূর মনে হয় প্রচারপত্রিকার (handbill) মত করিয়া ছাপান হইত—গ্রন্থাকারে নহে।

মনে রাখিতে হইবে যে এইসকল ভারতীয় ভাষায় রচিত বইগুলি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইত। যীশুট সম্প্রদায়ভুক্ত পাদ্রী জোয়ানেস্‌ গণজালভেস্‌ (Father Joannes Gonzalves) 'ফ্লস সাঙ্কটোরাম' (Flos Sanctorum)

গ্রন্থটি তামিল অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহাই দেশীয় হরফে মুদ্রিত ভারতীয় ভাষার প্রথম বই। পাদ্রী পলিনাসের (Father Paulinus) একটি বিবরণ হইতে জানা যায় যে ইগ্নাসিয়াস আইচামনি (Ignatinus Aichamoni) নামক এক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তামিল হরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মুদ্রণশিল্পের সহিত ইহাই প্রথম ভারতীয়ের যোগ। এই সূত্রে বোম্বাই'এর ভীমজী পারেখের নাম স্মরণীয়। তিনি দেশীয় ভাষায় মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বোম্বাই ছাপাখানা হইতে মলয়ালম, তামিল, কোংকনী ও মারাঠী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হইতে থাকে। দেশীয় ভাষায় গ্রন্থমুদ্রণের রীতি ব্যাপক হইবার ফলে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ত্রিবাঙ্কুরে ভারতীয় মুদ্রণ-শিল্পের কেন্দ্রটি গড়িয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে ইউরোপ হইতে রোমান হরফ আমদানী উঠিয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর মুদ্রণকেন্দ্রের সহিত এদেশে দিনেমার লুথেরান প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনের প্রধান পুরোহিত বার্থোলোমিয়াস জিয়েগানবল্গের (Bartholomaeus Ziegenbalg) নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি নিজে তামিল-টাইপ নির্মাণের চেষ্টা করেন, পরে "১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আমষ্টার্ডামের কোনো একজন প্রসিদ্ধ ঢালাইকর দ্বারা এক সাট (Fount) মলয়ালম অক্ষর"[৫] তৈরী করাইয়া আনেন। ১৭১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিউ টেষ্টামেণ্টের তামিল অনুবাদ (Biblica Damulica) এবং তামিল ভাষার ব্যাকরণটি (Grammatica Damulica) প্রকাশিত হয়। কাহারো মতে ইহা 'হলে' নগরী হইতে ছাপাইয়া আনা হয়, কেহ কেহ বলেন যে 'হলে' হইতে আনীত টাইপে ইহা মুদ্রিত হয়। এই বিষয়ে প্রমাণাভাবে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নহে। এই সময় রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'কনগ্রেশিও-ড্য-প্রোপাগাণ্ডা-ফাইডের (Congratio de Propaganda Fide) জন্য দেবনাগরী এবং অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার অক্ষর নির্মিত হইয়াছিল। এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হইবার পুর্বেই তামিল, মলয়ালম, কন্নড়, দেবনাগরী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণের পর্ব পুর্ণোদ্যমে শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে এই প্রচেষ্টা দক্ষিণ ভারত হইতে পুর্বাঞ্চলে সংক্রামিত হয় বলিয়া ভারতবর্ষে মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে ও দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির আলোচনায় বাঙ্গালাদেশের কথা গোয়া-বোম্বাই ত্রিবাঙ্কুরের পরে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। The Good Old Days of Honorable John Company, 1909 reprint, Vol. I—W. H. Carey—Page: 332-333.

২। 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' হইতে উধৃত—সজনীকান্ত দাস পৃষ্ঠা: ২৬

৩। ঐ

৪। The Printing Press—A. K. Priolkar Page: 3.

৫। বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা (সাহিত্য পত্রিকা ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা)—মহম্মদ সিদ্দিক খান পৃষ্ঠা: ৬১।

পঞ্চম অধ্যায়

।। পর্তুগীজ মিশনারীদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রয়াস ।।

পর্তুগীজদের ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরেই যে সকল মিশনারী এদেশে ধর্মপ্রচার করিতে আসেন তাঁহাদের মধ্যে দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি একটি প্রয়োজনীয় অনুরাগ ও চেষ্টা ছিল। রাজাদেশ এই চেষ্টাকে অবশ্য প্রতিপাল্য করিয়া বিষয়টির গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে পর্তুগীজ মিশনারীই সর্বপ্রথম বাঙ্গালাদেশে আসেন। ইহা ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকের কথা।

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালার জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীও এদেশের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের আশায় ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন সিলভীরা নামক একজন পর্তুগীজ এদেশে আসিয়াছিলেন।[১] কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জোয়া-দ্য-সিলভীরা নামে এক নাবিক বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন।[২] বাঙ্গালাদেশে পর্তুগীজগণের ইতিহাস গ্রন্থে অন্যরূপ আছে। ঐতিহাসিকের মতে বঙ্গ-অভিযানের প্রথম পরিচালক ছিলেন জোয়া-দ্য-সিলভীরা, তিনি বাঙ্গালায় আগত প্রথম পর্তুগীজ নহেন। জোয়া কোহেলহে সিলভীরার পূর্বেই চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। মূরদেশীয় জাহাজে অনেক পর্তুগীজ পর্যটক ও নাবিক ইহারও পূর্বে বাঙ্গালা ভ্রমণ করিয়া যান। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পিপলি'তে (উড়িষ্যায় অবস্থিত) বসবাসকারী কোনো কোনো পর্তুগীজ 'হিজলী' শহর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আলবুকার্কে'র একটি চিঠিতে রাজা মানোএলকে বাঙ্গালাদেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।[৩] ঐতিহাসিক ক্যাম্পসের মতে হুসেনশাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) পর্তুগীজেরা বাঙ্গালায় বসবাস শুরু করেন।[৪]

বাঙ্গালাদেশের সহিত পর্তুগীজদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল।[৫] বালাশোর হইতে হুগলী এবং চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত অঞ্চল পর্তুগীজদের কর্মক্ষেত্র ছিল। নদীতীরবর্তী বন্দরগুলিতে বাণিজ্য এবং সমুদ্রমেখলাবৃত দক্ষিণ বাঙ্গালার খাড়িপথে দুঃসাহসী পর্তুগীজদের

দস্যুতা অব্যাহত ছিল। পূর্ববঙ্গে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে পর্তুগীজ দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন।[৬] সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই পর্তুগীজ প্রভাব বাংলাদেশে এমন গভীর রেখাপাত করে যে, এই সময় তাঁহাদের ভাষা বাঙ্গালার দ্বিতীয় অন্যতম ভাষা (Lingua Franca) রূপে পরিগণিত হয়।[৭]

বাঙ্গলায় পর্তুগীজদের কাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই কালে বাঙ্গালার পর্তুগীজগণকে আমরা প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করিতে পারি। পর্তুগীজ মিশনারী, পর্তুগীজ দস্যু ও ব্যবসায়ী এবং পর্তুগীজ—বাঙ্গালা মিশ্রভাষী ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী সংকর বাঙ্গালী। দস্যু ও ব্যবসায়ীরা বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষ সাধনে স্বভাবতই নিরত হইবে না। মিশনারীরাই বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার ও বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেন। পর্তুগীজমিশন প্রভাবিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বাঙ্গালীও এই কাজে হাত দিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই 'ক্যাটাচিষ্ট' ছিলেন। কেহই এই সকল ক্যাটাচিষ্টদের বিস্তৃত বিবরণ রাখেন নাই। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অগাস্তীয় সম্প্রদায়ভুক্ত পর্তুগীজ মিশনারীগণ বাঙ্গালায় ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন। ইহার পূর্বেই যীশুট সম্প্রদায়ের যাজকেরা এদেশে আসেন। ফাদার ফেরনানদেসের চিঠিতে আছে যে, যীশুট যাজকেরা অগাস্তীয় যাজকগণের পূর্ব হইতে ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন, এদেশীয় জনসাধারণের অনেককে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন এবং অনেক খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালীকে গোয়ার ধর্মপ্রচার কেন্দ্রে (College of Santa Fe' in Goa) পাঠাইতেন।[৮]

পর্তুগীজদের প্রধান বাণিজ্যঘাঁটি ছিল হুগলী ও চট্টগ্রাম। হুগলীতে পর্তুগীজ অধিকার ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।[৯] ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোগলরা হুগলী হইতে পর্তুগীজগণকে তাড়াইয়া দেন এবং ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পর্তুগীজ কবল হইতে মুক্ত করেন। ইতিমধ্যে ডাচ, ফরাসি ও ইংরাজেরা বাণিজ্যসূত্রে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে বাঙ্গালা—বাণিজ্যে পর্তুগীজগণের প্রভাব খর্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু পর্তুগীজ মিশনারী কর্ম অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নানা বাধা সত্ত্বেও অব্যাহত ছিল।

পর্তুগীজেরা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙ্গালায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই তাঁহারা ব্যাণ্ডেল, বনগাঁ,

পিপলি, চুঁচুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নরিকুল, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারকেন্দ্র গঠন করেন।[১০] বাঙ্গালীজীবনে ও ভাষায় তাঁহাদের প্রভাব পড়িল। মিশনারীরা বাঙ্গালা শিখিয়া দেশীয় ভাষায় বই লিখিতেন বা ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতেন। বাঙ্গালায় ধর্মকথা প্রচার করিতেন। এমনিভাবে একটি পর্তুগীজবাঙ্গালা ভাষা গড়িয়া উঠিল। ইহাকে ফিরিঙ্গি-বাঙ্গালা বা 'ক্রিস্তাঙ্‌ সাহিত্য' বলা হইয়াছে।[১১] তদবধি বাঙ্গালা শব্দ-ভাণ্ডারে বহু পর্তুগীজ শব্দের আগমন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই নবাগত বিদেশী শব্দগুলি এমন চলিয়া গিয়াছে যে ইহাদিগকে এখন বিদেশী বলিয়া চিহ্নিত করাই কষ্টকর। জীবন্ত ভাষামাত্রই এই সজন শক্তির অধিকারী।[১২]

বাঙ্গালা ভাষায় পর্তুগীজ মিশনারীদের বই রচনার প্রয়াস ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বেই অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "খ্রীষ্টীয় ১৬০০ সালের পুর্বে ঢাকা অঞ্চলে এই ফিরিঙ্গি বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব।"

ধর্মপ্রচারক পর্তুগীজ মিশনারী প্রথম কবে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন ইহার সঠিক সংবাদ জানা যাইতেছে না।[১৩] তবে উপনিবিষ্ট পর্তুগীজগণকে আশ্রয় করিয়াই যে মিশনারীগণের বাঙ্গালায় আগমন ঘটিয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। লিখিতভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে পর্তুগীজ মিশনারীদের সংবাদ মিলিতেছে।

ঢাকার সোনারগাঁ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে শ্রীপুর অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা জনবহুল পর্তুগীজ উপনিবেশ ছিল। গোয়ার যীশুট মিশনের অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেন্তা বাঙ্গালার শ্রীপুরে ফ্রান্সিসকো ফেরনান্‌দেস এবং দোমিনিক-দ্য-সুজা নামে দু'জন মিশনারী প্রেরণ করেন।[১৪] ইঁহাদের পত্র হইতেই বৈদেশিক মিশনারীগণের বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা ও বই রচনার উদ্যমের প্রথম সংবাদ মিলিতেছে।

"খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে যেসুইট-সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রচারক (Francisco Fernandes) ফ্রান্সিস্কো ফেরানান্‌দেস্‌ পুর্ববঙ্গে সোণারগাঁর সন্নিকটস্থ শ্রীপুর হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ (Nicolas Pimenta) নিকোলাস্‌ পিমেন্তা-র নিকট একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফেরানান্‌দেস্‌ খ্রীষ্টান ধর্মের মূল কথাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে

ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন, এবং ফেরনান্দেসের সহকর্মী পাদ্রি (Dominic de Souza) দোমিনিক-দ্য-সুজা বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তিনি এই দুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।"[১৫]

আমরা পূর্বে দোমিনিক-দ্য-সুজা নামক যীশুট যাজকের কথা পাইয়াছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ভুলগুলি দর্শাইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে একটি বই লিখেন। ইহার সহিত কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত খ্রীষ্ট ধর্মনীতিপ্রসঙ্গও সংযোজিত ছিল। এই বইটি নাকি স্কুলের ছাত্রেরা আনন্দের সহিত পড়িত।[১৬]

ফাদার মার্কোস আন্তনিও সান্টুচ্চি (Father Marcos Antonio Santucci, S. J.) ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালায় পর্তুগীজ মিশনগুলির প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তিনি নালোয়াকোট (Nalua Cot) হইতে গোয়া কর্তৃপক্ষকে লেখেন: ফাদার ইগনাতিয়াস্ গোমেস, মনোএল সরয়ভা এবং তিনি (Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself) কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ভালভাবে শিখিয়াছেন, এই ভাষায় শব্দকোষ, ব্যাকরণ, কনফেসনারি এবং প্রার্থনাপুস্তক রচনা করিয়াছেন। ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরমালা তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে।[১৭]

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী বরবিএর (Father Barbier)[১৮] বাঙ্গালায় একটি প্রশ্নোত্তরমালা রচনা করেন। 'ব্রাহ্মণ রোমন ক্যাথলিক সংবাদ' এর সম্পাদনাকালে সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রস্তাবনায় বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরমালাজাতীয় গ্রন্থ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

এই সকল রচনার উল্লেখ ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্বের কোনো সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের অজ্ঞাত, তবে বিভিন্ন চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন হইতে এইটুকু নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে ধর্মপ্রচার করিতে হইলে দেশীয় ভাষা শিক্ষার অপরিহার্যতা মিশনারীদের বুঝিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় নাই। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শব্দকোষ ও ব্যাকরণের উল্লেখ প্রথমাবধিই পাওয়া যাইতেছে।

ইহাতে প্রমাণ হয় যে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষায় তাঁহারা যেভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাই বিদেশীভাষা চর্চার যথার্থ পথ—অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত কোনো ভাষা শিক্ষা সম্ভব নহে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারীদের বাঙ্গালা সাহিত্যসাধনার গোড়ার দিকে তাঁহারাও ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়নে প্রথম হইতেই দৃষ্টি দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পর্তুগীজদের অবদান বর্তমানে বাঙ্গালা শব্দ ভণ্ডারের অধ্যয়ন ও দু-একটি গ্রন্থের টীকা পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে ইঁহারা যে প্রথম মিশনারী লেখক তাহা অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত। উপকরণের স্বল্পতা ইঁহাদের বিস্তৃত আলোচনায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া আছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের আলোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে সকল পাণ্ডুলিপির সন্ধান দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ধর্ম ও তত্ত্বকথা গদ্যে লিখিত হইলে সাধারণতঃ কথোপকথনের মাধ্যম গৃহীত হইত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ পাদ্রীদের রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কথোপকথন জাতীয় ধর্মালোচনগ্রন্থের আধিক্য দেখা যায়। এই সকল রচনার গদ্যভঙ্গী কেমন ছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমান করা যায় যে, বঙ্গীয় রীতিতে রচিত কথোপকথন জাতীয় বইগুলিতে যে গদ্যভঙ্গী প্রচলিত ছিল পর্তুগীজ মিশনারীরা তাহাই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আঞ্চলিক কথিত ভাষার প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত মিশনারীদের গ্রন্থগুলিতে রহিয়াছে। ইহা হইতে এরূপ বলা যাইতে পারে যে পর্তুগীজদের রচিত প্রাচীন বইগুলিতে বোধকরি সর্বত্রই আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পড়িয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস—পৃষ্ঠা: ১৮।
পাদটীকায় 'ক্যালকাটা রিভিউ' হইতে উধৃতি দিয়াছেন।

২। Portuguese in India—By F. C. Danvers—page : 340.

৩। History of the Portuguese in Bengal—J. J. A. Campos—Chapter II.

৪। Do —Campos—Introduction.

৫। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De—page : 58,

৬। মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও'এর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকা—সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রবেশক—পৃষ্ঠা : ১১।

৭। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De—page : 58.
(Second Edition).
"বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বেয়ারনিয়ে (Berrier) লিখিয়া গিয়াছেন যে বাংলাদেশে আট নয় হাজার ঘর ফিরিঙ্গি বা পোর্তুগীসের বাস ছিল। ইহারা সকলেই যে বিশুদ্ধ পোর্তুগীস-জাতীয় ছিল তাহা নহে।"—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রবেশক (মানোএলের ব্যাকরণ) আমরা ইহাদিগকেই পর্তুগীজ-বাঙ্গালা মিশ্রভাষী সংকর বাঙ্গালী বলিতেছি।

৮। History of the Portuguese in Bengal—Campos—page : 102.

৯। Do Do page : 54.

১০। Bengal Past and Present—Vol. XI. —page : 176.

১১। মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও'এর বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রবেশক—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃষ্ঠা : ॥/••॥৶•.

১২। ভাষার ইতিবৃত্ত—শব্দভাণ্ডার—সুকুমার সেন।

১৩। প্রবেশকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু ফাদার হস্টেন বলেন যে দুইজন যীশুট মিশনারী সর্বপ্রথম বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ফাদার এণ্টনী ভজ ও পেটার ডায়া (Father Anotony Voz and Peter Dias —Bengal Past and Present—Vol. X —page : 43). ভারতবর্ষে অগাষ্টীয় মিশনারী ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হন এবং তাঁহাদের পাঁচজনের একটি দল ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে উপনীত হইয়াছিলেন। পর বৎসর আরো সাতজন আসেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বাঙ্গালায় পর্তুগীজ মিশনারীদের কাজ শুরু হইয়াছিল।

১৪। Bengal Past and Present—July-Dec, 1910 ; page : 220.

১৫। ফাদার হস্টেন Bengal Past and Present—Vol. XI. Part I সংখ্যায় ইহা O Chronista de Tissuary, Goa, Vol. ii, 1867, page 12 হইতে উধৃত করিয়াছেন। এই উধৃতিই সুশীলকুমার দে ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্যবহার করিয়াছেন।

১৬। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা : ১৯।

১৭। Bengal Past and Present—Vol. IX, Part I ; page : 46.

১৮। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De ; page : 59 (Note).

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ বহির্ভারতে প্রকাশিত মিশনারীদের কয়েকটি স্মরণীয় বাঙ্গালা গ্রন্থ ॥

পর্তুগীজ মিশনারীদের বঙ্গভাষা শিক্ষা, গ্রন্থরচনা ও অনুবাদের উল্লেখ পুর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল প্রচেষ্টার পশ্চাতে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস ছিল না, কোনো মিশনারী সংস্থার উৎসাহও ছিল না। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্য বাঙ্গালায় কিছু কিছু রচনা মিশনারীদের দ্বারা বিক্ষিপ্তভাবে হইতেছিল; সমগ্র প্রচেষ্টাকে একমুখী করিয়া পরিকল্পনানুযায়ী বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের চেষ্টা তখনোও দেখা দেয় নাই। শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করিয়া কেরীর নেতৃত্বে যেরূপ মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছিল সেরূপ কোনো সাংগঠনিক প্রতিভাধর মিশনারী পর্তুগীজদের মধ্যে ছিলেন না, অথবা কোনো কারণ বশতঃ মুদ্রণের কাজে বাঙ্গালাভাষাকে নিয়োগ করা তাহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। আস্‌সুম্পসাঁও'এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা—পর্তুগীজ শব্দ-কোষ মুদ্রণের অনুমতি পত্রগুলির[১] সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় যে সেকালে পর্তুগালে মিশনারী গ্রন্থ মুদ্রণ ব্যাপারে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এইরূপ সতর্কতার ফলে সকলের পক্ষে ইচ্ছামত গ্রন্থমুদ্রণ সম্ভব ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের যথেচ্ছ প্রচলনের অভাব এবং মুদ্রাযন্ত্রে রাজার কর্তৃত্ব থাকায় পর্তুগীজ মিশনারীদের পক্ষেও মুদ্রণের অনুমোদন লাভ সর্বত্র সহজলভ্য ছিল না, তদুপরি মুদ্রণ ব্যাপার সেযুগে ব্যয়বহুল ছিল বলিয়া কোনো পুস্তক মুদ্রণের পুর্বে অনেক বিবেচনা করিতে হইত। যতদূর মনে হয় নিম্নলিখিত চারিটি কারণে পর্তুগীজ মিশনারীগণ বাঙ্গালায় গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রচারে সাফল্য লাভ করেন নাই।

১। বাঙ্গালা হরফ ও হরফ নির্মাণে দক্ষ কারিগরের অভাব।

২। রোমান হরফে বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় বাহুল্য ও দেশীয় জনসাধারণের নিকট এরূপ গ্রন্থের অনুপযোগিতা।

৩। গ্রন্থ প্রচার ও মুদ্রণের ব্যাপারে নিয়মাবলীর কড়াকড়ি।

৪। মুদ্রাযন্ত্রে রাজার কর্তৃত্ব।

এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়াও কতিপয় বাঙ্গালাগ্রন্থ বিদেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে তখনোও ছাপাখানার উদ্ভব বা প্রচার ঘটে নাই। গ্রন্থগুলির বাঙ্গালা অংশ রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়াছিল।

(উনবিংশ শতাব্দীর পুর্বে বহির্ভারতে প্রকাশিত তিনটি অবিস্মরণীয় বাঙ্গালা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও তৎসহ বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দকোষ—তিনটি গ্রন্থের সহিতই মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও'এর নাম জড়িত রহিয়াছে। প্রথমটির রচয়িতা ভূষণার রাজপুত দোম আন্তোনিয়ো-দো-রোজারিয়ো, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থের রচয়িতা আস্‌সুম্পসাঁও।)

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের 'এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে' এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট' পত্রিকায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হষ্টেন এই তিনটি গ্রন্থের সন্ধান দিলেন। তৎপুর্বে ইহাদের কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে কেহ আলোচনা করেন নাই। দীনেশ চন্দ্র সেনের 'History of Bengali Language and Literature'-এ ইউরোপীয়দের প্রথম রচনা হলহেডের ব্যাকরণ বলিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার পুর্বেকার কোনো গ্রন্থের উল্লেখ নাই। বিশ্বকোষে 'বঙ্গ সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বেণ্টো রচিত 'প্রশ্নোত্তর-মালা'কে ইউরোপীয় রচিত প্রথম গ্রন্থ বলা হইয়াছে। ইহার রচনাকাল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই তারিখটি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। চেম্বারলেন ও উইলকিনস সঙ্কলিত 'সিলোগ' (Sylloge) নামক পুস্তকে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত একটি গানকে গ্রিয়ারসন ইউরোপীয়দের প্রথম বাঙ্গালা রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। পরে জানা গিয়াছে যে, ইহা বাঙ্গালা নহে, মালয়-ভাষা। 'Linguistic Survey' গ্রন্থে তিনি জর্জ জেকবকে'র প্রণীত 'আওরংকজেব-চরিত' নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না।[২] এইভাবে অনেকেই ইউরোপীয়ের প্রথম বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থের সন্ধান মিলিল। অনেক সন্ধানের পর গ্রন্থটি আবিষ্কৃতও হইল। ইহার পুর্বে ইউরোপীয়ের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের, প্রশ্নোত্তরমালার বা সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পর্তুগীজ অভিধান—গ্রন্থদ্বয় প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থ,

যাহা আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একই সঙ্গে মুদ্রিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' যদিও বাঙ্গালী রচিত তথাপি ইহা আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, কারণ প্রথম গ্রন্থদ্বয় যাঁহার রচনা, তাঁহারই সম্পাদনায় ইহা মুদ্রিত এবং গ্রন্থটি পর্তুগীজ-ধর্মমণ্ডলীর সাহিত্য।

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ ॥

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ৩ক কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদখ ও ব্যাকরণ-শব্দকোষগ গ্রন্থত্রয়ের সন্ধান ফাদার হষ্টেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুধীসমাজে পরিবেশন করেন। এই সময় হইতে ইহাদের সন্ধানকার্য চলিতে থাকে এবং কয়েক বৎসর মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে পুনমুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ প্রথমবার ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানোএল-দা-আস্সুম্পসাঁও কর্তৃক সম্পাদিত ও পর্তুগীজ ভাষায় অনুদিত হইয়া লিসবন হইতে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থটি সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রথমবার মুদ্রিত হইবার সময় ইহাদের যে ধর্মীয় মূল্য ছিল, এখন তাহা নাই; আমাদের নিকট ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্যই বড়, মুদ্রিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ ও ইউরোপীয় রচিত প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থরূপে ইহাদের ঐতিহাসিক আলোচনাই বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে ফাদার হষ্টেনের বিবরণটি আমরা উধৃত করিলাম।

'A Catechism of the Christian Doctrine, in the form of a dialogue. It was printed in 8vo at Lisbon in 1743 by Francisco da Silva. The contents are : A discussion about the Law between a Christian Catholic Roman, and a Bramene or Master of the Gentoos. It shows in the Bengalla tongue the falsity of the gentoo Sect and the infallible truth of our Holy Catholic faith in which alone in the way of salvation and the knowledge of God's true Law, Composed by the son of the king of Busna Dom Antonio, that great Christian

Catechist, who converted so many Gentoos, it was translated into Portuguese by father Frey Manoel da Assumpção, a native of the city of Evora, and a member of the Indian Congregation of the Hermits of St. Augustine, actually Rector of the Bengalla Mission, his object being to facilitate to the Missionaries their discussion in the said tongue with the Bramenes and Gentoos. It is a Dialogue between the Roman Catholic and the Gentoo Bramene written in two columns, Bengala and Portuguese.

The title and the Prologue are signed by father Frey Jorge da Apresentação, 'Cod $\frac{CXVI}{1-1}$ from page 1 of the 2nd series of numbering.'[৪]

গ্রন্থখানি একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের রচনা, নাম দোম আন্তোনিয়ো-দো-রোজারিয়ো। কথিত আছে তিনি ভূষণার রাজপুত্র ছিলেন। হিন্দু ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাই ইহার মূল বিষয়। ইহা কথোপকথনের মাধ্যমে গ্রথিত। "এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্ভবতঃ পাদ্রি মানুএল-দা-অস্‌সুম্পসাঁউ-ই পোর্ত্তুগালে লইয়া গিয়া এভোরার আর্ক-বিশপের গ্রন্থালয়ে দান করিয়া থাকিবেন। মানুএল ইহার পোর্ত্তুগীস অনুবাদ করেন। উপস্থিত এই অমূল্য পুস্তকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (মূল বাঙ্গালা রোমান অক্ষরে ও সামনের পৃষ্ঠায় পোর্ত্তুগীস অনুবাদ) এভোরার সাধারণ পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। এই পুস্তককে বাঙ্গালীর লেখা বাঙ্গালা ভাষার এক সুপ্রাচীন গদ্যগ্রন্থ বলা চলে। গ্রন্থকার Dom Antonio সম্বন্ধে অল্প কিছু যাহা জানা যায় তাহা হইতেছে এই : ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেরা ভূষণার এক রাজকুমারকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়, সেখান হইতে Manoel de Rozario নামে এক পোর্ত্তুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তাঁহার দীক্ষার পর স্বপ্নে St. Antony সন্ত আন্তনি তাঁহাকে দেখা দেন বলিয়া তিনি Dom Antonio নাম লয়েন ও ধর্ম্ম-গুরুর পদবী লয়েন। সুতরাং তাঁহার রচিত এই প্রশ্নোত্তর-মালা বা কথোপকথন পুস্তক সপ্তদশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থপাদে লিখিত

হইয়াছিল বুঝা যায়।”[৫] সুরেন্দ্রনাথ সেন পর্তুগালের এভোরা নগরে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থপ্রতিলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের পরিচয়লিপিটি নিম্নরূপ—

Argumento e Disputa Sobre
a Ley entre hũ Christaõ, ou
Cathol^{o}, Rom^{o}, e hu bramene ou
Me dos gentios, em q Se mostra na
Lingua beng^{a} a falsid^{e} da Seita dos
gentios, e a verdade infalivel da
nossa Sta Fee Catholica em q So
ha o cam^{o} da salvácão e o conhe
Cim^{to} da verdad^{ra} Léy de D^{o} Compos
to par aq^{a} grd^{e} Cathequista Christão
q converteo tantos gentios chamado
Dom Antonio f^{o} do Rey de Busná
Vertida em portugues pelo P. Fr Ma
noel da Assũpçao relig de Congre
gacão dos Eremitas de S Ag^{o} da India
na^{tal} da Cidade d' Evora Sendo
actualm^{te} Reitor da missão de Beng^{a}
p^{a} os Missionarios pudere disputar na
dita lingua cõ os bramenes e gentios
Vai por modo de dialogo entre o Roma
no Cat^{o} e o bramene gentio

বঙ্গানুবাদ—"জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার, ইহাতে বঙ্গভাষায় হিন্দুধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, একমাত্র এই ধর্ম্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের

প্রকৃত বিধানের সন্ধান আছে। ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো নামক বিখ্যাত খ্রীষ্টান শাস্ত্রবিদ্ (যিনি বহু হিন্দুকে দীক্ষিত করিয়াছেন) কর্ত্তৃক বিরচিত। যাহাতে মিশনারী প্রচারকেরা উক্ত (বঙ্গ) ভাষায় ব্রাহ্মণ হিন্দুদিগের সঙ্গে বিচার করিতে পারেন তাহার জন্য ভারতীয় সাধু আগুস্তিনীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বাঙ্গালার প্রচারক মণ্ডলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ এভোরা সহর নিবাসী পাদ্রী ভাই মানুয়েল দা আস্‌সুম্পসাঁও কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। রোমান ক্যাথলিক এবং ব্রাহ্মণ হিন্দুর মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত"।[৬]

এই পরিচয়পত্রটির নিম্নে কাহারো স্বাক্ষর নাই। তবে ইহার পরই গ্রন্থের প্রস্তাবনাটি মানোএলের রচিত। তিনি বলিয়াছেন: "সরল পাঠক, তোমাকে এই বইখানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; মৎকৃত বলিয়া নহে, কারণ বাঙ্গালা হইতে পর্ত্তুগীজ অনুবাদটুকু মাত্র আমার, কিন্তু যিনি বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও সুপরিচিত ছিলেন সেই ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার ফল বলিয়া।"[৭] সুতরাং গ্রন্থকার ও ইহার অনুবাদক সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রন্থটির পরিচয় দিতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছেন: "ব্রাহ্মণের সহিত তর্কে আন্তোনিয়ো প্রথমতঃ সরল যুক্তিমার্গের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে যাহা অযৌক্তিক তাহা অগ্রাহ্য পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার ইচ্ছায় এবং বাক্যে সকলই সম্ভব। তিনি পশু এবং মনুষ্যদেহ ধারণ না করিয়াও পৃথিবী উদ্ধার, সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। কিন্তু খ্রীষ্টান-গণের বিশ্বাস যে ভগবান খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এইজন্য আন্তোনিয়ো অবতারবাদ একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন যে মর জীব ভগবান্ নহে, ভগবানের সৃষ্ট। ভগবান অবিনশ্বর। দেহধারী হইলে তাঁহার দেহেরও বিনাশ নাই। কৃষ্ণের উপাখ্যান আলোচনা-কালে তিনি যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণ অনেক অসম্ভব কার্য্য করিয়াছেন। রোমান ক্যাথলিকেরাও miracles বা অলৌকিক বিশ্বাস করেন। সুতরাং কৃষ্ণের অবতারত্ব অস্বীকার করিতে হইলে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অন্তোনিয়ো বলিতেছেন যে সয়তানই কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিয়া এই সকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে।[৮]

দোম আন্তোনিয়ো কয়েকটি সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোক উধৃত করিয়াছেন। শ্লোকগুলি ঠিক ঠিক উধৃত হয় নাই।[৯] তিনি বাঙ্গালী ছিলেন অথচ গ্রন্থে যে সকল পুরাণকথা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা ভ্রান্তিপুর্ণ।[১০]

দোম আন্তোনিয়োই প্রথম বাঙ্গালা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাঁহার পুর্বে রচিত কোনো বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই গদ্যের কিয়দংশ নিম্নে উধৃত হইল : "রামের এক স্ত্রী তাহার নাম সীতা, আর দুই পুত্রো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোণ, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহার নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন, বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সুসীরেরে দিলেন, সে বালির ভাই, তাহারে রাজখণ্ডো দিলেন ; বিস্তর রাখ্যোস বধ করিলেন ; কুর্মোকর্ণো বধিলেন, ইন্দ্রোজিৎ বধিলেন, প্রছাতে রাবোণ বধিয়া সীতারে আনিলেন : রাবোণের স্ত্রীরে রাবোণের ছোটো ভাই বিবীষোণেরে দিলেন, তাহার নাম মোন্দোদরী, তাহারে রাম বর দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, তুমি জর্মোআইয়োস্ত্রী হও, এ কারোণ বিবীষোণেরে দিলাম, যেমনি (?) করিয়া রাবোণ বধ হইয়াছে, তাহারে আর জিয়াইতে না পারিলেন, তাহার অন্যো ও সীতা যে নিতে কহিলেন, তাহার পর সীতারে আনিয়া বিস্তর পরীক্ষা দিলেন, যে রাবোণে নি এহারে পরোশ করিয়াছে। তাহাতে পরীক্ষতে সীতা সাঁচা হইলেন, তত্তাচো রামে তাহানে প্রতত নহিলো ; আর রামের দুই পুত্রো লব আর কুশ সংগে রামের বিস্তর যুর্ধ করিলেন পুত্রো না চিনিয়া, শেষ মুনিয্যে পরাজএ করিয়া দিলো, প্রচাতে সকোল প্রত্তো হইলো, শেষ রাজখণ্ডো আযোধ্যাতে করিলেন ; প্রচাতে তাহান পারোলোক হইলো। তাহার আত্তাম্ পরমেশরেতে মিশিলো গিয়া।"[১১]

দোম আন্তোনিয়োই প্রথম স্বনাম খ্যাত বাঙ্গালী খ্রীষ্টান যাঁহার গ্রন্থ বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থ রচনার কাল 'সপ্তদশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থপাদ' বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। গ্রন্থটির মুদ্রণকাল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। মাঝখানে প্রায় শত বৎসরের ব্যবধান। শতবর্ষ ব্যাপিয়া গ্রন্থটি বৈদেশিক মিশনারীদের হাতে হাতে বহুবার লিখিত হইয়াছে। বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তৎকালে মিশনারীদের নিকট

এই গ্রন্থটির অত্যধিক গুরুত্ব ছিল, তাহা না হইলে এতদিন পরে ইহা বিদেশ হইতে মুদ্রিত হইত না। একজনের নামে রচিত ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি সমগ্র যাজকমণ্ডলীর গ্রন্থ।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ॥

ইহা "ক্রেপার' শাস্ত্রের অর্থভেদ" বা কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—এরূপ ভাবেও লিখিত হইতেছে। বইটির পর্তুগীজ নাম :—

'Compendio dos mysterio da fe' বা Cathecismo da doutrinaa Ordennando por modo de dialog em idiome bengalle e Portuguez. প্রথম সংস্করণে ইহার মলাটে লেখা আছে :

Creper Xaxtrer Orth, Bhed
Xixio Gurur Bichar
Fr. Manoel da Assumpçãm
Liqhiassen, O buzhaiassen
Bengallate Baoal dexe Xon hazar
Xat Xoho pointix bossor Christor
Zormo bade Bhetton Corilo boro
Tthacurque D. Fr Mignel de Tavora Evorar
Xohorer Arcebispo + Lisboate Francisco
da Sylvar Xaze' Patxaer quitaber Xapcorinia
Xpor Zormo bostore 1743
Xocol Uchiter hucume.[১২]

ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ/শিষ্যগুরুর বিচার/ফ্র মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও/ লিখিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন/বেঙ্গালাতে বাওয়াল দেশে সোন হাজার/সাত শো পঁয়তিশ বছছর খ্রীষ্টর/জর্মবাদে ভেটন করিলো বেরো/ঠাকুরকে দোম ফ্র মিগেল দে তাভোরা এভোরার/সহরের আর্চবিশপ + লিসবোয়াতে ফ্রান্সিসকো/ দা সিলভার সাজে পাতশাএর কিতাবের ছাপ কোরিনিয়া/স্পোর (খ্রীষ্ট) জর্ম বস্তরে ১৭৪৩/সকল উচিতের হুকুমে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। মলাটের পৃষ্ঠা হইতে

ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মুদ্রণের প্রয়োজনীয় আদেশলিপি পাইয়া সিলভাকর্তৃক লিসবন নগরীতে প্রকাশিত হয়।

বইটির তিনটি কপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পর্তুগালের এভোরা নগরীর সাধারণ পাঠাগারে একটি মুদ্রিত ও একটি অসম্পূর্ণ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এবং কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে'র পুস্তকাগারে অপর একখানি নামপত্রবিহীন খণ্ডিত পুস্তক রহিয়াছে। ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদের একাধিক সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণ ১৭৪৩ সালে লিসবনে ফ্রান্সিসকো-দা-সিলভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৩৬ সালে চন্দন নগরের ফরাসি পাদ্রী ফাদার Guarin। শ্রীরামপুর হইতে এই পুস্তকের পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির করেন। ১৮৬৯ সালে গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহরে ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয়বার মুদ্রিত হয়। লিসবনের জাতীয় গ্রন্থালয়ে প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে।"[১৩] অবশেষে ১৩৪৬ বাংলা সালে ইহার বাঙ্গালা অংশটুকু সজনীকান্ত দাস প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই গ্রন্থটির সর্বশেষ মুদ্রণ।

ফাদার হস্টেন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখে লিখিত ফাদার ফ্রে এমব্রোসিও'র একটি চিঠির[১৪] উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 'মনোএল ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের ভূমিকা লিখেন, মনে হয় পত্রলেখক তখন ভাওয়াল ত্যাগ করিয়াছিলেন'। গ্রন্থ রচনার পরেই ভূমিকা রচিত হয়—ইহাই স্বাভাবিক ও সাধারণ রীতি। হস্টেনের উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভূমিকা রচিত হইতেছে, তখন গ্রন্থ রচনা শেষ হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার গের্যাঁ 'অর্থভেদে'র যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন তাহার লাটিন ভূমিকায় গ্রন্থটির রচনা ও প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হস্টেন লাটিন ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার পাদটীকায় তিনি বলিয়াছেন 'এই তারিখ দু'টি যথাক্রমে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইবে'।[১৫] বারবোসা মাসাদো তাঁহার সঙ্কলিত পর্তুগীজ ভাষার গ্রন্থ ও জীবনীকোষে লিখিয়াছেন—'মানোয়েল ১৭৩৫ সালে বঙ্গদেশে সন্ত আগুস্তিনো সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদলের সন্ত নিকোলাস তলেন্তিনো মিশনের পরিচালক ছিলেন।' কুনহা রিভারা (Cunha Rivara) সংগ্রহ পত্রগুচ্ছের একটি চিঠিতেও এই খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে।[১৬] গ্রন্থটির নামপত্র অংশে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ,

সার্টিফিকেট অংশে ২৮শে আগষ্ট ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ মিলিতেছে। গ্রন্থটির মুদ্রণকাল সম্বন্ধে সকলে একমত। মুদ্রণস্থান লিসবন। আমাদের মনে হয়, মানোয়েল খ্রীষ্টীয় ১৭৩৫ সালের বেশ কিছু পুর্বেই বাঙ্গালায় আসেন এবং বাঙ্গালা শিখিয়া গ্রন্থ সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করেন। নামপত্র ও সার্টিফিকেট—গ্রন্থ রচনার পরে লিখিত, সুতরাং বলা চলে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্টের পুর্বেই কৃপার শাস্ত্রের রচনা শেষ করিয়া ইহাকে মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এভোরার আর্চবিশপ মিগেল-দা-তাভোরাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। আর্চবিশপ পদে নিযুক্ত হইবার পুর্বে তিনি কইম্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন এবং এই সময়ই পাদ্রী জর্জ-দা-আপ্রেজন্তাসাঁওর নিকট ভারতবর্ষ হইতে মানোয়েলের খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দকোষ পৌঁছে। বইগুলির মুদ্রণকালে মিগেল-দা-তাভোরা আর্চবিশপ ছিলেন। লিসবন হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিসকো দা-সিলভারা কর্তৃক গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়।[১৭]

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি'র গ্রন্থালয়ে কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র একটি কপি আছে। গ্রন্থটি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ জনৈক এগোনেসে'র নিকট হইতে গৃহীত হয়। ফাদার হষ্টেনের মতে ইহা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ এবং এ-গোমেস হইবে।[১৮]

গ্রন্থটির নাম পৃষ্ঠা ৩৩ হইতে ৪৮, ১৫৫ হইতে ১৫৮, ৩২১ হইতে ৩৩৬, এবং ৩৭১ ও ৩৭২ পৃষ্ঠা নাই। পৃষ্ঠা ৩৮০র পরের পাতাগুলিও নাই। সম্পূর্ণ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯১। ৩৪৭ পৃষ্ঠার স্থলে ১১৭ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থটি ৩৮৩ পৃষ্ঠায় শেষ। ৩৮৪ পৃষ্ঠা খালি, পৃষ্ঠা ৩৮৫-৩৯১তে গ্রন্থের উপাখ্যান-গুলির পর্তুগীজ মূলের সূচীপত্র আছে। উপাখ্যানের সংখ্যা ৬১। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত গ্রন্থের লুপ্ত পৃষ্ঠাগুলি সজনীকান্ত দাস এভোরার গ্রন্থালয়ে রক্ষিত অখণ্ডিত গ্রন্থটি হইতে নকল করাইয়া তাঁহার সম্পাদিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র বাংলা অংশটুকু সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে পর্তুগীজ ভাষায় গুরু-শিষ্যের কথোপকথন ও ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। ইহাকে দ্বিভাষিক অনুবাদ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। খোলা পুস্তকের বাম দিকের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ—দুই-ই আগাগোড়া রোমান হরফে ছাপা।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের দ্বিতীয় সংস্করণে "লাতিন ভাষায় মুখবন্ধ (তারিখ ৬ই মে, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জানা যায় যে, মানোয়েলের পর্তুগীজ পুস্তকটি

বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় এবং রোমান অক্ষরে পুস্তক লিখিত হওয়ায়, ফাদার গেঁরো বাঙ্গালা অক্ষরে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন”।[১৯] প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটিকে দুষ্প্রাপ্য বলিলেই সব বলা হয় না, ইহার একটি মাত্র কপিই (এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা) সকল আলোচনার উৎস। হষ্টেন ইহার হস্তলিখিত প্রতির কথা বলিয়াছেন, ইহার প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের একটি করিয়া কপি লিসবনে, জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে জানা গিয়াছে।[২০] অন্য একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির কথা শোনা যায় +। তবে ইহার কোনটিই আমাদের আয়ত্তগত নহে। ইহা ছাড়া ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ গ্রন্থের কোনো সন্ধান কেহ পান নাই। ফাদার গেঁরো যে গ্রন্থ হইতে তাঁহার সংস্করণ করিয়াছিলেন তাহাও নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। লিসবনে কত কপি ছাপা হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে মুদ্রিত পুস্তক বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল এবং পর্তুগীজভাষী বাঙ্গালার পাদ্রীগণের জন্য অথবা পর্তুগীজ রোমান জানা বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের জন্য ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী খ্রীষ্টান তৎকালে ছিল না বলিলেই চলে এবং বাঙ্গালায় তৎকালে পর্তুগীজ পাদ্রীর সংখ্যা পনেরোর বেশি ছিল না।[২১] ফাদার গেঁরো যাহাই বলুন না কেন, আমাদের অনুমান গ্রন্থটি বহুল প্রচলিত ছিল না, কিন্তু পাদ্রীদের সকলেরই প্রিয় ছিল এবং সংখ্যায় ছিল দু-দশটি মাত্র। এই জন্যই কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের দ্বিতীয় কোনো কপির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের সৌভাগ্য যে ইউরোপীয় মিশনারী রচিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থের অন্ততঃ দু’একটি কপি আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অনেক গ্রন্থের মত কেবলমাত্র ‘উল্লেখে’র মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। ‘ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ’ এবং ‘ব্যাকরণ’ ও ‘বাঙ্গালা-পর্তুগীজ অভিধান’ অপেক্ষা কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের জনপ্রিয়তা ছিল। এই জন্যই ইহার তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। সর্বশেষ মুদ্রণের মূল্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক, ইহার ‘ধর্মীয় মূল্য’ নাই।

গ্রন্থনাম

গ্রন্থনামটির বিচার প্রয়োজন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ লিখিয়াছেন। দোম আন্তোনিয়ো রচিত ও মানোয়েল কর্তৃক

পর্তুগীজে অনূদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ সেন রোমান হরফের উচ্চারণ অনুযায়ী 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লিখিয়াছেন। সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "মূলে আছে Crepar Xaxtrer Orth, bhed এবং সকলে কমা চিহ্নটি উপেক্ষা করিয়া মানে করেন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবিচার'। আসলে হইবে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ও রহস্য, ইংরাজী করিলে Meaning and Implication of the Faith of Mercy।"[২২]

'অর্থভেদ' এক সঙ্গে ধরিলে 'অর্থবিচার', 'অর্থ উদ্ঘাটন', 'অর্থ ব্যাখ্যা' প্রভৃতি মানে করা যায়। কৃপা-শাস্ত্রের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অর্থ বিচার ইহাতে আছে, সুতরাং নামটি গ্রন্থ বিষয়ের সহিত সমতা রাখিয়াছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—ধরিলে 'ভেদ' শব্দের কোন অর্থ সমগ্র নামটির সহিত সঙ্গতি রাখিতেছে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ও রহস্য'। 'ভেদ' অর্থে রহস্য বোঝায় না। তিনি সমগ্র গ্রন্থটিকে স্মরণে রাখিয়াই এই মানে করিয়াছেন এবং অসঙ্গতি যাহাতে পাঠককে বিভ্রান্ত না করে তাই ইংরাজীতে অর্থটিকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজী নামটিতে যাহা বোঝায় অর্থ ও ভেদ একত্র ধরিলে তাহাই বোঝায়, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-বিচার' ও 'Meaning and Implication of the Faith of Mercy' প্রায় একই অর্থ বহন করে। আমাদের মনে হয় গ্রন্থনামে উক্ত স্থানে 'কমা' থাকিবে এবং ঠিক নাম হইবে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, বেদ'। 'ভেদ' হইবে না। অর্থ হইবে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ইহাই বেদ।

হিন্দুধর্মের বিপরীতে খ্রীষ্টধর্মের সারবত্তাই গ্রন্থটির আলোচ্য। ইহাই কৃপা-শাস্ত্র এবং বেদ বলিতে ইহাকেই বোঝায়। মানোএলের এরূপ বক্তব্যই ছিল। গ্রন্থ পরিচয়ে তিনি লিখিয়াছেন :

"Dosto Bengali, Xono : Puthi

Xocoler Utom Puthi, Xaxtro Xocoler Utom Xastro ; Xaxtri Xocoler Utom Xaxtri Christor Xaxtri, Crepar Xaxtro ebong Crepar Xaxtrer Puthi

Ehi Puthite Xon mondia paiba buzhon, buzhan, buzhibar buzhaibar upae tribar. Axtar bedher ortho Xono, Xonao ; Porthoquie Zania, buzho, buzhao porinamer ponth dhoro,

dhorao ; Xixio gurur naite niae Corite Xiqho, Xiqhao ; eha Zania buzhia, mania mucti hoibeq ; dox agguia palon Coro Zodi." Crepar Xaxtrer Orth, Bhed—Bengallire Zanan Poroho.

লিপ্যন্তর—

দোস্ত বেঙ্গলী, শোনো : পুথি
সকলের উত্তোম পুথি, শাস্ত্র সকলের
উতম শাস্ত্র, শাস্ত্রী সকলের উতম
শাস্ত্রী ক্রেপার শাস্ত্রী, ক্রেপার শাস্ত্র
এবং ক্রেপার শাস্ত্রের পুথি
এহি পুথিতে শোন মনদিয়া
পাইবা বুঝন, বুঝান, বুঝিবার
বুঝাইবার উপাএ ত্রিবার (তরিবার)
আস্তার বেধের অর্থ শোনো,
শোনাও ; পরথকে জানিআ, বুঝ,
বুঝাও পরিণামের পন্থ ধর,
ধরাও ; শিশিও—গুরুর নাইতে
নিআত্র করিতে শিখো,
শিখাও, এহা জানিআ
বুঝিআ, মানিআ, মুক্তি
হইবেক ; দশ অগগুআ পালন
কর যদি।

ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, 'কৃপাশাস্ত্র' লেখকের নিকট সর্বজ্ঞান-ভাণ্ডার। ইহার প্রবক্তা স্বয়ং 'Xaxtri Xocoler Utom Xaxtri Chr.stor Xaxtri'. এই শাস্ত্রই একমাত্র জানিবার, জানাইবার, বুঝিবার ও বুঝাইবার শাস্ত্র, পরিণামের পথ নির্দেশ ইহার চূড়ান্ত কথা, গুরুর নিকট হইতে শিষ্যকে ইহা শিক্ষা করিতে হইবে ; এই শিক্ষা যদি জানা যায়, বুঝা যায়, যদি দশ-আজ্ঞা (ten commandments) পালন করা যায় তবে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এই অর্থে গ্রন্থটি হিন্দুদিগের ,বেদ' সমতুল।

'বেদ' শব্দটি এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় লেখকের অজানা ছিল না। গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা মুক্তিপথ নির্দেশ করিবে—এই সকল সাধারণে প্রচলিত বেদ-বিশ্বাস মানোএল শুনিয়াছিলেন। তাঁহার অভিধানের চতুর্থ-ভাগে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ আগম শাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, ভাগবত, গীতা, তর্কশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও বৈদ্যক শাস্ত্রের নাম—এমন কি সংস্কৃতে ব্রহ্ম-গায়ত্রীও আছে।[২৩]

রোমান অক্ষরে লিখিত 'bhed' শব্দটির বাঙ্গালা উচ্চারণ 'বেদ' হইতে পারে। অনেকে মনে করেন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' দ্বিভাষিক গ্রন্থটি আস্‌সুম্পসাঁও কর্তৃক সম্পাদিত ও পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। গ্রন্থটির নূতন সংস্করণের প্রস্তাবনায় সুরেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছেন 'দোম আন্তোনিয়ো তাঁহার পুথি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়াছিলেন। পাদ্রী সাহেবেরা নিজেদের সুবিধার জন্য রোমান হরফে তাহা নকল করেন।'[২৪] পাদ্রীগণ 'bhed' শব্দটিকে 'বেদ' অর্থে ব্যবহার করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের ১৮, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৩, ৪২, ৪৩, ৬৯ ও ৭২ পৃষ্ঠায় বহুবার এইরূপ ব্যবহার আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা-পর্তুগীজ অভিধানে 'bhed' বলিতে 'বেদ' ও 'ভেদ'—দুই-ই বুঝাইয়াছেন।[২৫] 'অর্থভেদ' শব্দটিই গ্রন্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে—

'Xidhi Cruxer Orthobhed',

Orthobheder dhormoguit (Cantiga sobre os mysterios de fe), Crepar Xaxtrer Orth, Bhed (Cathecismo Da Doutrina Christaa)[২৬]

দেখিতেছি শব্দটি বিভিন্নস্থানে পর্তুগীজভাষায় বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। যেস্থলে একত্রে শব্দ দুটি যুক্ত সেখানে 'Orthobhed' আছে, 'Orthbhed' নাই। ইহা ছাপার ভুল নহে, কারণ গ্রন্থের সর্বত্রই পৃষ্ঠশীর্ষে 'Orth, bhed' দেখিতেছি। গ্রন্থে 'bhed' শব্দটি 'প্রকার', 'ব্যাখ্যা', বা 'বিচার' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ স্থলে ইহা অন্য শব্দের সহিত কমাচিহ্ন দ্বারা বিভক্ত না হইয়া সাধারণ শব্দের মত পাশাপাশি আছে, অন্যশব্দের সহিত জড়াইয়া থাকিলে সর্বত্রই 'Orthobhed' লিখিত হইয়াছে। নামপত্রে এই শব্দ দুটি কমাচিহ্ন দ্বারা দ্বিখণ্ডিত। গেরেঁা কর্তৃক সম্পাদিত এই গ্রন্থটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ'। শব্দ দুটির মাঝে কমাচিহ্ন নাই। 'কৃপার শাস্ত্রের

অর্থ, ভেদ' নাম রাখিয়া গ্রন্থটির 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবিচার' অথবা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ও রহস্য'—এরূপ মানে করা চলে না, অন্ততঃ ইহাতে অর্থসঙ্গতি থাকে না। কিন্তু আমাদের গৃহীত নামে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে সহজ হইতেছে, কোনো অসঙ্গতিও ধরা পড়িতেছে না। 'bhed' শব্দের 'বেদ' উচ্চারণও পাদ্রীদের নিকট স্বাভাবিক ছিল। এই সকল কারণে এই বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ, বেদ'—এরূপ ধরাই যুক্তিযুক্ত।

কৃপার শাস্ত্রের ভাষার নিদর্শন—গদ্য ও পদ্য।

গদ্য ॥

অতি প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের বাঙ্গালী লেখক যেমন পাদ্রী দোম আন্তোনিয়ো তেমনি ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম বাঙ্গালা গদ্য লেখক আস্‌সুম্পসাঁও। তাঁহার পূর্বতন ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই গদ্যের নিদর্শন নীচে দেওয়া হইল।

1. Eq rahoal merir assilo ; tahare Bhute bazi dia Cohilo : tui Zodi amar nophor hoite Chahix, ami tore oneq dhan dibam. Racoale Cohilo : bhalo, tomar dax hoibo tomi amare' dhon diba. Bhute Cohilo : tabe amar golam hoile tor Uchit nohe dhormo ghare Zaite ; ebong Xidhi Crux ar Codachitio coribi na ; emot ze core xe amar golam ; ehi amar agguia, taha palon coribi ; emot zodi na Corix, tomare boutthboutth tarona dibam. Raqhoale Cohilo : zaha agguia coro, taha coribo ; zodi emot na cori, tomar za iccha, xei hoibeq".[২৭]

লিপ্যন্তর—

এক রাহোয়াল মেরির* আস্‌সিল: তাহাতে ভূতে বাজি দিয়া কহিল:

*মেরির <মেড়ির। মোট্র (সংস্কৃত) >মেচ (প্রাং) >মেড়, মেড়া (আ. বাংলা)। মেরির <মেড়ির, মেষ; দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ভেড়ি, ভেড়া। পৌষ সংক্রান্তিতে পূর্ববঙ্গে (শ্রীহট্ট) মেড়া-মেড়ির ঘর পোড়ানোর একটি উৎসব আছে। অনুমেয় যে, প্রাচীনকালে ফসল তুলিবার পর গৃহস্থ পশুগৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া ঐদিনে গৃহ তৈরী করিতেন। এই অনুষ্ঠানটি হইতেই 'মেড়ামেড়ির ঘর পোড়ান' আসিয়াছে। মেড়ামেড়ি অর্থে পশু ধরিতে হইবে। মেড়া—মেষ, মেড়া—পশু; অর্থবিস্তারের সূত্রানুযায়ী।

তুই জদি আমার নফর হইতে চাহিস আমি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাকআলে কহিল : ভাল তোমার দাস হইব তোমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল: তবে আমার গোলাম হইলে তোর উচিত নহে ধরমো ঘরে জাইতে; এবং সিধি ক্রস আর কদাচিতিও করিবি না; এমত জে করে সে আমার গোলাম, এহি আমার আগগুইয়া (আজ্ঞা), তাহা পালন করিবি। এমত জদি না করিস তোমারে বউতথবউতথ (বহুত্ বহুত্) তারনা (তাড়না) দিবাম। রাখোয়ালে কহিল: জাহা আগ্‌গুইয়া কর তাহা করিব; জদি এমত না করি, তোমার জা ইচ্ছা, সেই হইবেক।

বন্ধনীর ভিতরের শব্দগুলি আমাদের দেওয়া।

2. "Guru : Ar Coho : Porer dhoner laloze cono aphorad ni zorme ?

Xixio : Eha ami cohite parina ; quintu eq lalozer xaxtti xono, e hate buzhiba.

Flandria dexe eq xipae boro tezebonto assilo ; larai corite corite boro nam tahar hailo ; ebong razae tahare oneq dhon dilen. Dhon paia tahar pita matar ghore guelo. Tahar dexe raitre pouchilo ; tahar eq boin assilo ; tahare ponthe lagal pailo ; bhaie boinere chinilo, tahare boine na chinilo. Toqhon xe boinere cohilo : Tomini amare chino ? Na tthacur ; boine cohilo : xe cohilo : ami tomar bhai. Bhaier nam xonia uni boro prit hoilo : Bhaie ghorer cobor loilo ; ziguiaxa corilo ; Amardiguer Pita Mata quemot assen ? Boin cohilo : Cuxol : Dui Zone cotha berta cohilo : pore boin aponer ghore guelo, bhaie o Pita Matar ghore zaite laguilo. Tahar pita lagal paia, putro ochina hoia Pitar casse baxa chahia cohilo : Tthacur, tomi ni ehi raitre amare baxa diba ? Ze coroz hoe, tomare dibam. Pitae ochina putrere baxa dilo :

tahar dhon deqhia dhoner laloxe tahare raitre bodhilo: ebong tahare matti dilo: Dhon lucaia raqhilo. Ar din boro prathocal Pita Matar barite boine guelo. Pitar tthay ziguiaxa corilo: Amar bhaie cothae guelo? Pitae utor dilo: Tor bhay aixilo na, amora o deqhilam na tahare. zhie phiria ziguiaxilo: Tobe cothae guelo? Ami coilo raitre tahare deqhilam athia zaite tahar lagal pailam; amar logue cotha barta cohilo: Eha xonia Pita candite laguilo; Maguere cohilo: qui coriassi amora? amargo putro bodhilam: obhaguia hoiassi porthibir moidhe emot dhoran candite candite dui zone mag batar obhoroxa hoilo: obhoroxa hoia, zeno patoque ar patoq zorme; Pita apone aponere gholae phanxi dia morilo, matae churi dia apone morilo, ebong dui zone naroque guelo; Ehi cothate deqho, Porer dhoner laloze putrer bodh zormilo, ebong obhoroxa zormia dui zoner bodh hoilo.[২৮]

লিপ্যন্তর—

গু। আর কহো: পরের ধনের লালসে কোন অপরাধ নি জর্মে?

শি। এহা আমি কহিতে পারি না; কিন্তু এক লালসের শাস্তি শোনো, এহাতে বুঝিবা।

ফ্লান্‌দ্রিয়া দেশে এক শিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল; লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল; এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতা মাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌছিল; তাহার এক বইন্ আছিল; তাহারে পন্থে লাগাল পাইল; ভাইয়ে বইনেরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল: তুমি নি আমারে চিন? না ঠাকুর, বইনে কহিল। সে কহিল, আমি তোমার ভাই। ভাইয়ের নাম শুনিয়া উনি বড় প্রীত হইল: ভাইয়ে ঘরের খবর লইল; জিজ্ঞাসা করিল: আমারদিগের পিতা মাতা কেমত আছেন? বইন্ কহিল, কুশল। দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিল। পরে বইন আপনের ঘরে

গেল, ভাইয়েও পিতা মাতার ঘরে যাইতে লাগিল। তাহার পিতা লাগাল পাইয়া, পুত্র অচিনা হইয়া পিতার কাছে বাসা চাহিয়া কহিল, ঠাকুর, তুমি নি এহি রাত্রে আমারে বাসা দিবা? যে খরচ হয়, তোমারে দিবাম। পিতায় অচিনা পুত্রেরে বাসা দিল, তাহার ধন দেখিয়া ধনের লালসে তাহারে রাত্রে বধিল, এবং তাহারে মাটি দিল, ধন লুকাইয়া রাখিল। আর দিন বড় প্রাতঃকাল পিতা মাতার বাড়ীতে বইনে গেল। -পিতার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাইয়ে কোথায় গেল? পিতায় উত্তর দিল, তোর ভাই আসিল না, আমরাও দেখিলাম না তাহারে। ঝীয়ে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, তবে কোথায় গেল? আমি কইল্ল রাত্রে তাহারে দেখিলাম হাঁটিয়া যাইতে; তাহার লাগাল পাইলাম, আমার লগে কথাবার্ত্তা কহিল। এহা শুনিয়া পিতা কান্দিতে লাগিল; মাগেরে কহিল, কি করিয়াছি আমরা? আমারগো পুত্র বধিলাম; অভাগিয়া হইয়াছি পৃথিবীর মধ্যে। এমত ধরাণ কান্দিতে কান্দিতে দুইজনে মাগ ভাতার অভরসা হইল: অভরসা হইয়া, যেন পাতকে আর পাতক জর্ম্মে; পিতা আপনে আপনেরে গলায় ফাঁসি দিয়া মরিল, মাতায় ছুরি দিয়া আপনে মরিল, এবং দুইজনে নরকে গেল। এহি কথাতে দেখ, পরের ধনের লালসে পুত্রের বধ জর্ম্মিল, এবং অভরসা জর্ম্মিয়া দুই জনের বধ হইল।

পদ্য ॥

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'এ এমন একটি প্রার্থনা আছে যাহা ঢাকায় অদ্যাবধি গীত হয়।[২৯] ইহার আধুনিক রূপান্তরের স্বরলিপি ফাদার হষ্টেনকে ফাদার পি. আলতেন্‌হোফেন ঢাকার গোবিন্দপুর হইতে পাঠাইয়াছিলেন।[৩০] মূল প্রার্থনাটি এইরূপ:

হে বাবা জেসাস
বালক নিরমল
বিবি মারিআর উদরের
সিধি ধরমো ফল
আমার দএআর জেসাস
হে বাবা জেসাস

হে সোনার বাবা
তোমাকে আমি তই †
করি তোমার সেবা
আমার দএআর জেসাস ॥[৩১]

বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয় প্রার্থনার ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন, যাহা অদ্যাবধি মিশনগোষ্ঠীতে কাল-পরম্পরায় গীত হইয়া আসিতেছে। কৃপার শাস্ত্রে এই প্রার্থনাটি ছাড়া আর পাঁচটি খ্রীষ্টীয়-প্রার্থনা রহিয়াছে। সংখ্যায় কম, দুষ্প্রাপ্য, বাঙ্গালায় ইউরোপীয় লেখকের প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয়-প্রার্থনার নিদর্শন ও অদ্যাবধি কোথাও উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়া আমরা প্রার্থনাগুলি নীচে তুলিয়া দিলাম।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মূল		লিপ্যন্তর
1. "Pronam Maria	এক।	প্রণাম মারিয়া
Crepae Purnit,		কৃপায় পূর্ণিত,
Thomate Thacur assen ;		তোমাতে ঠাকুর আছেন
Dhormi tomi		ধর্মী তুমি
Xocol Xtriloquer moidhe,		সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ;
Dhormo phol ,		ধর্ম-ফল
Tomar Udore		তোমার উদরে,
Jesus		যেসুস্।
Xidha Maria		সিদ্ধা মারিয়া,
Poromexorer Mata ;		পরমেশ্বরের মাতা—
Xadho amora		সাধো, আমরা—
Papir Caron ;		পাপীর কারণ,
Eqhone ; ar		এখানে, আর
Amardiguer		আমারদিগের
Mirtur Cale		মৃত্যুর কালে
Amen Jesus."[৩২]		আমেন যেসুস্।

† ফাদার হস্টেন বঙ্গাক্ষরে গানটির যে আধুনিক স্বরলিপি দিয়াছেন তাহাতে 'লই' আছে। (Bengal Past and Present, Vol. IX—Hosten, page-49.) আমাদেরও মনে হয় 'তই' মুদ্রণ-প্রমাদ, ইহা 'লই' হইবে। সজনীকান্ত দাসের সংস্করণে 'তই' আছে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মূল		লিপ্যন্তর
2. Nixtar Rani	দুই।	নিস্তার রাণী
Coruna Mohi mata,		করুণাময়ী মাতা,
Zibon O Poromo Omert,		জীবন ও পরম অমৃত,
Amardiguer Axa,		আমাদিগের আশা,
Nixtar,		নিস্তার,
Amora tomare ddaqui		আমরা তোমারে ডাকি,
Xttan bhroxto hoia		স্থানভ্রষ্ট হইয়া
Adiar putro xocol,		আদ্যার পুত্রসকল,
Tomare habilax cori,		তোমারে অভিলাষ করি,
Zhuri, ar rodon cori.		ঝুরি, আর রোদন করি।
Ehi bhode rodoner.		এহি বোধে রোদনের।
Ihate		ইহাতে
Tomi amardiguer Xohae,		তুমি আমাদিগের সহায়
Ehi tomar		এহি তোমার
Corunar noean		করুণার নয়ান
Amardigueri drixtti Coro		আমাদিগেরই দৃষ্টি করো ;
Ehi Xttan bhroxttor por		এহি স্থান ভ্রষ্টর পর
Amardiguere doroxo corao.		আমাদিগেরে দরশ করাও
Jesus.		যেসুস্।
Tomar Udorer		তোমার উদরের
Dhormo phol.		ধর্মফল।
E Coruna mohi		এ করুণাময়ী।
E Poromo Omert		এ পরম অমৃত।
Xorbo cal ocumari Maria		সর্বকাল অকুমারী মারিয়া
Xadho amardiguer Caron		সাধো আমারদিগের কারণ,
Xidhi Poromexorer Mata,		সিদ্ধি পরমেশ্বরের মাতা,
Zeno amora zoguio hoi,		যেন আমরা যোগ্য হই,

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মূল	লিপ্যন্তর
Christor agguia dhoner.	খ্রীস্তর আজ্ঞা ধনের।
Amen Jesus.[৩৩]	আমেন যেস্থস্।
3. Mani Xottio Nironzon	তিন। মানি সত্য নিরঞ্জন
Pita Xorbocorta,	পিতা সর্বকর্তা,
Tini Xorgo'morto	তিনি স্বর্গমর্ত
Xristti Coriassen :	সৃষ্টি করিয়াছেন :
Mani Jesus Christo	মানি যেস্থস্ খ্রীস্ত
Quebol tahan Putro,	কেবল তাহান পুত্র,
Amardiguer tthacur ;	আমারদিগের ঠাকুর,
Tini udbhob hoilen	তিনি উদ্ভব হইলেন
Espirito Santor cortute,	ইস্পিরিতো সান্তোর কর্তৃতে,
Zormilen Ocumari Mariar	জর্মিলেন অকুমারী মারিয়ার
Udore Coxtto loilen	উদরে কষ্ট লইলেন
Poncio Pirator tthay	পানসিও পিরাতোর ঠাই,
Cruce xorit hoilen	ক্রুশে জড়িত হইলেন,
Mirtu lovilen, mirtica loilen.	মৃত্যু লভিলেন, মৃত্তিকা লইলেন।
Naroque lamilen ;	নরকে লামিলেন ;
Tetio dine	তেতীয় দিনে
Zia utthilen mirtu thaquia.	জিয়া উঠিলেন মৃত্যু থাকিয়া।
Zia utthia xorgue guelen ;	জিয়া উঠিয়া স্বর্গে গেলেন ;
Boxiassen ononto Pitar	বসিয়াছেন অনন্ত পিতার
Dahin hoxter casse ;	ডাহিন হস্তের কাছে ;
Xeqhane thaquia aixiben	সেখানে থাকিয়া আসিবেন
Bichar corite zianta morar.	বিচার করিতে জীয়ান্তা মরার।
Mani Espirito Santo ;	মানি ইস্পিরিতো সান্তো,
Xidhi Mata Dhormo Ghor,	সিদ্ধী মাতা ধর্ম-ঘর,

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মূল		লিপ্যন্তর
Xocol Xidhar dhormo		সকল সিদ্ধ্যার ধর্মফলের
pholer zugal paon		যুগল পাওন ;
Paper Udhari ;		পাপের উদ্ধার,
Xorir zia utthon ;		শরীর জিয়া উঠন ;
Ebong zibon ononta		এবং জীবন অনন্ত
xonqhia,		সংখ্যা,
Amen Jesus.[৩৪]		আমেন যেস্থস্।
4. Bhai, xono, buzhai	চার।	ভাই শোন, বুঝাই
toribar upae ;		তরিবার উপায় ;
Toribar upae ague dorazio chahe		তরিবার উপায় আগে দরাজ্য চাহে
Axtha axa, Coruna		আস্থা আশা, করুণা
upae quebol tomar,		উপাএ কেবল তোমার,
Ehi xocol tomi zodi paro buzhibar.		এহি সকল তুমি যদি পার বুঝিবার।
Zodi paro buzhibar		যদি পার বুঝিবার,
udhar hoibar laguia,		উধার হইবার লাগিয়া,
Xorgue zaite pariba tomi toria.		স্বর্গে যাইতে পারিবা তুমি তরিআ।
Uddhar hoibar laguia ague		উধার হইবার লাগিয়া আগে
dorazio chahe,		দরাজ্য চাহে ;
Zanite manite, buzhite		জানিতে, মানিতে, বুঝিতে
tomar upae.[৩৫]		তোমার উপায়এ।
5. He Baba Jesus	পাঁচ।	হে বাবা যেস্থস্
Baloq Nirmol		বালক নির্মল,
Bibi Mariar udorer		বিবি মরিয়ার উদরের

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মূল	লিপ্যন্তর
Xidhi dhormo phol ;	সিদ্ধি ধর্ম-ফল,
Amar doear Jesus.	আমার দয়ার যেস্থস্।
He Baba Jesus,	হে বাবা যেস্থস্,
He Xonar baba	হে সোনার বাবা—
Tomaque ami toi	তোমাকে আমি তই (লই)
Cori tomar xeba,	করি তোমার সেবা ;
Amar doear Jesus.	আমার দয়ার যেস্থস্।
He Xondor Jesus,	হে সোন্দর যেস্থস্,
He xondor arxi,	হে সোন্দর আরশী
Tomare tomare	তোমারে তোমারে
Bex Xondor deqhi,	বেশ সোন্দর দেখি,
Amar doear Jesus.	আমার দয়ার যেস্থস্।
He Baba Jesus,	হে বাবা যেস্থস্,
Promexor Xotio,	পরমেশ্বর সত্য,
Xon gaxer upore	সন ঘাসের উপরে
Queno Xoiasso .	কেন শুইয়াছ ?
Amar doear Jesus.	আমার দয়ার যেস্থস্।
Amardiguer Caron	আমারদিগের কারণ
Eqhane Xoiasso ;	এখানে শুইয়াছ ;
Aixore Christaora	আইসরে খ্রীস্তাওরা—
Tahan Xaba Coro.	তাহান সেবা করো।
Amar doear Jesure.	আমার দয়ার যেস্থরে।
Xansa Poromexor,	সাঁচা পরমেশ্বর,
Ar xansa purux,	আর সাঁচা পুরুষ,
Ar tini zormia	আর তিনি জর্মিয়া
Hoiassen Jesus.	হইয়াছেন যেস্থস্।
Amar doear Jesus.	আমার দয়ার যেস্থস্।
Zabot Poromexor	যাবৎ পরমেশ্বর

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মূল	লিপ্যন্তর
Tini Pitar Xoman,	তিনি পিতার সমান,
Tini xorbo corta,	তিনি সর্ব কর্তা,
Tini xorbo zan.	তিনি সর্ব-জান।
Amar doear Jesus.	আমার দয়ার যেসুস্।
Ar zabot purux	আর যাবৎ পুরুষ
Beguna quebol	বেগুনা কেবল
Bibi Mariar udore	বিবি মারিয়ার উদরে
Xidhi dhormo phol.	সিদ্ধি ধর্ম-ফল।
Amar doear Jesus.	আমার দয়ার যেসুস্।
Amardiguer caron,	আমারদিগের কারণ,
Hoiassen Purux,	হইয়াছেন পুরুষ,
Eto doea coren.	এত দয়া করেন।
Amen Jesus.	আমেন যেসুস্
Amar doear Jesus.[৩৬]	আমার দয়ার যেসুস্।
6. Pita amardiguer,	ছয়। পিতা আমারদিগের,
Poromo Xorgue asso ;	পরম স্বর্গে আছ ;
Tomar xidhi namare	তোমার সিদ্ধি নামারে
Xeba houq.	সেবা হউক।
Aixuqh amardiguere	আইসুক আমারদিগেরে
Tomar raizot ;	তোমার রাজ্যত্ ;
Tomar ze iccha,	তোমার যে ইচ্ছা,
Xei houq	সেই হউক
Zemot Prothibite,	যেমত পৃথিবীতে
Temot Xorgue.	তেমত স্বর্গে।
Amardiguer.	আমারদিগের
Protidiner ahar,	প্রতিদিনের আহার,
Amardiguere azica dio.	আমারদিগেরে আজিকা দিও।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মূল	লিপ্যন্তর
Ar amardiguer,	আর আমারদিগের,
Gaitt quemo,	ঘাইট ক্ষেমো,
Zemot amara	যেমত আমরা
Noroloquer gaitt qhemi.	নরলোকের ঘাইট ক্ষেমি।
Amardiguere cumotite	আমারদিগেরে কুমতিতে
Porite na dio,	পড়িতে না দিও,
Ar xocol monddo hote	আর সকল মন্দ হ'তে
Raqhia Coro.	রক্ষা করো।
Amen Jesus.[৩৭]	আমেন যেসুস্।

উদ্ধৃত প্রার্থনা ও সঙ্গীতগুলির মধ্যে 'ভাই শোন, বুঝাই তরিবার' গানটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্যণীয়। ইহাতে পয়ারের কাঠামো মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে, প্রশ্নোত্তরের সংলাপে সঙ্গীত-মাধ্যম গৃহীত হইয়াছে এবং ছন্দোবদ্ধ দুইটি পংক্তি বারম্বার আবৃত্ত হইয়া 'ধুয়া' সৃষ্টি করিয়াছে।

"....................যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব কি উপায় তাহার ॥"

আঠাত্তর পংক্তির ছন্দোবদ্ধ রচনায় ধুয়াটি তেরোবার আবৃত্ত হইয়াছে। শিষ্যের মুখ দিয়া 'যেশুস্ খ্রীষ্টর শাস্ত্র' গুরু বলাইয়া লইবেন। এইজন্য শিষ্য যতটুকু বলিতেছেন গুরু তাহার পরবর্তী অংশের খেই ধরাইয়া দিতে সন্তোধৃত ধুয়াটির প্রথম পংক্তির খালি জায়গাটিতে ক্রমান্বয়ে এক একটি প্রশ্ন জুড়িয়া বলিতেছেন—'ইহা যদি তুমি বলিতে পার, তবে আমি তোমাকে (তরিবার) উপায় বলিয়া দিব।' 'যেসুস্ খ্রিস্ত কে ? পরমেশ্বর কে', ত্রিলোকের নাথ কতজন, ইহাদের মধ্যে 'কোনজন বেশ বড়', 'কোন জন সাকার সার', 'বিবি মারিয়া কে', 'নর উদ্ধার-কর্তা কে', ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মৃত যিশু—'কোথায় গেলেন', নরক হইতে কোথায় গেলেন, 'স্বর্গেতে কি জাগা (জায়গা) পাইয়াছেন', 'আর বার আসিবেন কিনা', তিনি বিচারকর্তা হইয়া কবে আসিবেন, 'ভাগ্যবন্ত' ও 'অভাগিয়া' যথাক্রমে স্বর্গ ও নরক লাভ করিবে 'এহা মান কি কারণ',—গুরু এই তেরোটি প্রশ্ন করিয়াছেন, শিষ্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। এই প্রশ্নোত্তরে খ্রীষ্টীয়ধর্মতত্ত্ব

পদ্যটিতে আলোচিত হইয়াছে। ধর্মতত্ত্বের ক্রমান্বয় স্তর-বিন্যাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ধর্মীয়-সাহিত্যে এইরূপ রচনা পদ্ধতি পূর্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের কথোপকথনের কিছু অংশ এই পদ্ধতিতেই গ্রথিত। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের আলোচ্য স্থানটি পাঠককে মহাপ্রভু-রামানন্দ সংবাদ মনে পড়াইয়া দিবে। কবিত্ব, ভাব বা ধর্ম ব্যাখ্যানের জন্য নহে, রচনাপদ্ধতির সাদৃশ্যই ইহার কারণ। বৈদেশিক মিশনারী রচিত বাঙ্গালা-খ্রীষ্টীয়-সঙ্গীত পরবর্তীকালেও অনেক পাওয়া গিয়াছে কিন্তু ছন্দোবদ্ধ এরূপ প্রাঞ্জল ধর্মীয় পদ্যরচনা আর নাই। এই বিষয়ে ইহাই প্রথম ও অদ্বিতীয়। দেশীয়-পদ্ধতিতে ধর্মব্যাখ্যানের এই সাহিত্যরীতি মানোএলের পূর্বে কোনো যাজক গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই, কিন্তু যতদূর সন্ধান মিলিতেছে, পরবর্তীযুগে কোনো মিশনারী প্রচারপত্রে এই রীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায় নাই। 'কৃপার শাস্ত্রে'র গদ্য বাদ দিয়াও কেবলমাত্র এই পদ্য রচনাটিকে ভিত্তি করিয়াই আমরা বলিতে পারি যে বাঙ্গালা ভাষায় মানোএলের খুব ভাল রকম দখল ছিল। ইউরোপীয় রচিত বাঙ্গালা পদ্যের ক্ষেত্রে এই শক্তি আমাদের আলোচ্য যুগে অন্য কোনো ইউরোপীয়ের মধ্যে ছিল না।

কৃপার শাস্ত্রের ভাষা ও রোমান প্রত্যক্ষর ॥

উদ্ধৃতি হইতে দুই শত বৎসর পূর্বে ঢাকা (ভাওয়াল) অঞ্চলের ভাষার সাহিত্যরূপের খানিকটা নির্দেশ মিলে। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের ভাষা "পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক বাঙ্গালা, দুইশত বৎসর পূর্বে ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে ব্যবহৃত বাঙ্গালা।...এই ভাষা কিন্তু একেবারে মৌখিক ভাষা নহে। সাহিত্যের ভাষার, সাধু ভাষার আধারের উপরও এই ভাষা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত"। "এই ভাষার যথেষ্ট ফিরিঙ্গিয়ানা দোষ আছে, কিন্তু গুণও যথেষ্ট আছে। যদিও সাধারণতঃ আক্ষরিক অনুবাদ হয় নাই ; কেবল মূলের ভাবটি বাঙ্গালায় দেওয়া হইয়াছে, পোর্তুগীসের মূলঘেঁষা অনুবাদ করিবার চেষ্টায় তথাপি বহু বহু বাঙ্গালার বাক্যকে পোর্তুগীসের বাক্যরীতির অনুযায়ী করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে স্থানে স্থানে অর্থগ্রহে কষ্ট হয়। তারপর নানা শব্দ সাধারণতঃ যে-ভাব প্রকাশ করে সেইভাব প্রকাশ করিতে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় নাই—অনুবাদে এখানে পাদ্রি-

সাহেব কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, যেমন ভক্তি প্রেম বা দাম্পত্য প্রণয় অর্থে 'দয়া' শব্দ, 'শাশ্বত জীবন' অর্থে 'জীবন অনন্ত সংখ্যা', 'শাশ্বত কাল' অর্থে 'সর্বেকাল বিনাশেষে'। খ্রীষ্টানী ভাবজগতের সহিত এবং খ্রীষ্টানী রচনাভঙ্গীর সহিত পরিচয় না থাকিলে এই বইয়ের ভাষা বহুস্থলে অবোধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল দোষ থাকিলেও বহুস্থানে পাদ্রিসাহেব বেশ ঝরঝরে বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনাশৈলী একেবারে কথাবার্তার অনুকারী ; আস্তে আস্তে থামিয়া থামিয়া পড়িয়া গেলে, বিপরীত বাক্যরীতিও ততটা কানে ঠেকে না,—যে সব বাক্যাংশ পরে আসিলেও মনে হয় যেন বাক্য মনের ভাবের গতি অনুসরণ করিয়া সহজভাবে প্রকাশিত হইতেছে, ধরিয়া ধরিয়া গুছাইয়া লইয়া তর্কবিদ্যানুমোদিত পন্থা অনুসারে সাধুভাষার ভঙ্গীকে অবলম্বন করিয়া কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হয় নাই। ছোট ছোট বাক্যে ঘরোয়া কথা পাদ্রিসাহেব যেখানে বলিয়াছেন সেখানকার রচনা বাস্তবিকই প্রসাদগুণযুক্ত।"[৩৮]

"পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা যে বিদেশীর রচিত বাঙ্গালা সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার রচনা-শৈলীর মধ্যেই বিদ্যমান। চারিটী কারণে তাঁহার বাঙ্গালা রচনা খুব ভাল হইতে পারে নাই : (১) তিনি বিদেশী, খুব ভাল করিয়া বাঙ্গালা ভাষা দখল করা তাঁহার হয় নাই, মনে হয়, তিনি মৌখিক ভাষাই বলিতে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন, সাধু-ভাযা বা সাহিত্যের ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল না। (২) তখনকার দিনে সাধু গদ্যের পুথি ছিল না বলিলেই হয়, সুতরাং গদ্য-রচনায় পাদ্রি মানোএল্কে অনেকটা নিজেই পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছিল। গদ্যের ভাল আদর্শ তাঁহার সমক্ষে না থাকায়, তাঁহাকে লাতীন ও পোর্তুগীসের (বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষা পোর্তুগীসের) আদর্শ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার ভাষায় বহুস্থলে ফিরিঙ্গিয়ানা আসিয়া গিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাক্য-রীতিতে। (৩) তখন সাধু গদ্যে বেশী পুথি লেখা না হইলেও, পত্রাদিতে এক রকম সাধু বাঙ্গালা গদ্যের শৈলী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাদ্রি মানোএল্, ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের কথ্য ভাষা নিশ্চয় ভাল করিয়া জানিতেন, সেইজন্য তাঁহার রচনায় কথ্য ভাষার প্রভাব এত বেশী পড়িয়াছে যে তাঁহার ব্যবহৃত বাঙ্গালাকে ঢাকার কথ্য ভাষার সহিত মিশ্রিত সাধু গদ্য বলিতে হয়। ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তোনিও-র ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। (৪) বহু স্থলে সম্পূর্ণ নূতন

বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন বলিয়া, পাদ্রি মানোএল্-কে রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমত ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিভাষার জন্য বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধু-ভাষা ও আনুষঙ্গিক ভাবে সংস্কৃতের শব্দাবলী ও ধাতু-প্রত্যয়াদির সহিত তেমন পরিচিত ছিলেন না বলিয়া পারিভাষিক শব্দের জন্য চলতি বাঙ্গালা শব্দের সাহায্যই তাঁহাকে বেশীর ভাগ লইতে হইয়াছিল। Sancta Mater Ecclesia—সমস্ত খ্রীষ্টান সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় খ্রীষ্টান জনগণের আধ্যাত্মিক জীবনের রক্ষয়িত্রী মাতা রূপে কল্পিত হইয়া, লাতীনে এই নামে অভিহিত হয়—ইংরেজীতে Holy Mother Church, পোর্তুগীসে Santa Madre Igreja : পাদ্রি মানোএল্ (অথবা তাঁহার পূর্বগামী অন্য কোনও পাদ্রি ?) ইহার বাঙ্গালা করিলেন—"সিদ্ধী মাতা ধর্মধর" (সিদ্ধা—পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে সিদ্ধী)। এইরূপ অনুবাদের চেষ্টা লক্ষণীয়, ভাষার পুঁজি যেটুকু তাঁহাদের হাতে আসিয়াছিল, তাহা লইয়া এই পাদ্রিরা যতটা সম্ভব, খ্রীষ্টান ধর্মমত বাঙ্গালায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-ক্যাথলিক খ্রীষ্টান পরিভাষার পত্তন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের পরিশ্রম সাধুবাদের যোগ্য। বাধ্য হইয়া, উপযুক্ত শব্দ না জানায় বা না পাওয়ায়, তাঁহারা দুই চারি স্থানে লাতীন বা পোর্তুগীস শব্দ রাখিয়াছেন ; যেমন—খ্রীষ্টিয়ো, সান্তো, কন্‌ফেসার, ক্রুশ, বিস্‌পো—প্রভৃতি। কিন্তু মোটের উপর, বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের ধর্মকার্যে তাহার মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার কালে, সেই ভাষাকে যথাসাধ্য 'স্বদেশী' রাখিবার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল।

"বাক্যরীতির অসঙ্গতি পাদ্রি মানোএল্-এর ভাষার প্রধান দোষ, ইহা পদে পদে পাওয়া যাইবে। পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালায় গোয়ার কোঙ্কনী ভাষার প্রভাবের কথা আমি 'সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা'য় ১৩২৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষয়ে, পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালায় যে তখনকার দিনের ঢাকা-অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনের যুগে যাহা হওয়া স্বাভাবিক—আরবী-ফারসী শব্দও বেশ আছে। সংস্কৃত সাধু-ভাষার প্রভাব কথ্য ভাষায় ততটা যায় নাই, সেইজন্য প্রচলিত খাঁটী বাঙ্গালা ও অর্দ্ধ তৎসম শব্দ এবং সমাস যথেষ্ট আছে।

"পাদ্রি মান্নোএল্-এর বাঙ্গালা সবচেয়ে বেশী স্ফূর্ত হইয়াছে তাঁহার উপাখ্যানগুলিতে। এই উপাখ্যানগুলির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, মোটের উপরে বেশ প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সহজ-বোধ্য বাঙ্গালা তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে স্খলন হইলেও, এবং পোর্তুগীসের প্রভাব দেখা দিলেও, তিনি যে বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁহার উপাখ্যানগুলি শুনাইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কতকগুলি উপাখ্যান সরল বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে।"[৩৯]

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভাষা মোটের উপর বেশ সরল, ঝরঝরে বাঙ্গালা; যে যুগে বাঙ্গালায় সহজ গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, সেযুগে একজন বিদেশীর হাত দিয়া এমন বাঙ্গালা বাহির হওয়া খুবই বাহাদুরীর কথা। গদ্যে ভাল বা মন্দ কোনও আদর্শ না পাওয়ায় ফিরিঙ্গী ফিরিঙ্গী ভাব অনেক জায়গায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা কানে ততটা লাগে না।"[৪০]

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' অনুবাদ গ্রন্থ। মূলে বাঙ্গালা, তাহার পর পর্তুগীজ অনুবাদ নহে, মূলে পর্তুগীজ পরে বাঙ্গালা—ইহাই এক্ষেত্রে হইয়াছে। দোম আন্তোনিয়োর ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে ইহার উল্টা ধারা। দোম আন্তোনিয়ো বাঙ্গালায় যাহা লিখিয়াছিলেন, পাদ্রী মানোএল তাহাকেই রোমান প্রত্যক্ষরে রূপান্তরিত ও পর্তুগীজে অনুদিত করিয়াছিলেন। রোমান প্রত্যক্ষর তাঁহার কিনা সন্দেহ আছে, কারণ গ্রন্থটি মানোএলের পুর্বে প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া এই যাজক মণ্ডলীর হাতে হাতে ঘুরিয়াছিল। আমাদের মতে মানোএল ইহার পর্তুগীজ অনুবাদক ও রোমান প্রত্যক্ষরের সম্পাদক। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের আগাগোড়া তিনিই রচয়িতা। পর্তুগীজে যাহা রচনা করিলেন, রোমান হরফে বাঙ্গালায় তাহাই লিখিলেন। সুতরাং উভয় গ্রন্থের রোমান লিপ্যন্তরে সাদৃশ্য থাকিবে এবং 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রচনায় প্রভাব বিস্তারও করিতে পারে, ইহা স্বাভাবিক। এই বিষয়ে তুলনামূলক কিছু আলোচনার পুর্বে একটি মূল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আবিষ্কার প্রয়োজন। প্রশ্নটি—আলোচ্য গ্রন্থটির পর্তুগীজ অংশ মানোএলের হইলেও ইহার বাঙ্গালা অংশ মানোএলের কিনা? 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বলিতেছেন: "সামান্য দুই একটি বিষয়ের প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে

চাই। ৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাদ্রি মানোএল-এর বিজ্ঞপ্তিটির ইংরেজী অনুবাদ এইরূপ—

"I, Fr. da Assumpção, Rector of the Mission of St. Nicolas of Tolentino, and auther of this Compendium, certify that the said compendium was copied exactly both the Bengalla and the Portuguese ; and I certify also that this Doctrine is the one which the natives understand best, and the most free from errors ; in truth of which I made this attestation, and, it need be. I swear to it on my honour as a Priest. Bawal, the 28th August, 1734. Fr. Manoel da Assumpção.

"সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূল গ্রন্থটির রচয়িতা মানোএল্ স্বয়ং ; আমাদের প্রশ্ন বাংলা অংশ কাহার রচনা ? পুস্তকের রচনা-শৈলী দেখিয়া সুনীতিবাবু মন্তব্য করিয়াছেন, উহা "বিদেশীর রচনা", কিন্তু উপাখ্যানগুলির ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহা "মোটের উপর বেশ প্রাঞ্জল প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট সহজবোধ্য বাঙ্গালা।" আমাদের সন্দেহ হয়, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' পুস্তকের পোর্তুগীস অংশ মানোএল্-এর রচিত হইলেও বাংলা অংশ কোনও দেশীয় ব্যক্তির অনুবাদ : ফাদার মানোএল্ সম্ভবত অনুবাদের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া স্থানে স্থানে উহাকে পাদরি-বাংলা করিয়া তুলিয়াছেন, অথবা অনুবাদের আড়ষ্টতার দরুণও ঐরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু উপাখ্যানভাগে অনুবাদক মূলের উপর নির্ভর না করিয়া যেখানে স্বীয় কল্পনার ঘোড়দৌড় করাইয়াছেন, সেখানে খাঁটি দেশী বাংলা পাওয়া যাইতেছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'এর দ্বিতীয় সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় পাদরি গেরে'র সাক্ষ্য আমাদের এই মতের অনুকূল। তিনি বলিতেছেন—

"While carefully revising the Very Rev. Father Manoel's work, I found in the answers very many mistakes—in the words, rather than in the meanings, and it was clear to me therefore that the Catechism was written in Portuguese by Father Manoel and that the Christian of Bhowal, who translated it, did so at times alone, while the Father was napping........"

"কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া যে অখ্রীষ্টান ও অশিক্ষিত মনোভাব স্থানে স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই উক্তি অযথার্থ মনে হয় না। সুতরাং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'কে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা বই হিসাবে গণ্য করা চলে।"[৪১]

আমরা গ্রন্থটির পর্তুগীজ ও বাঙ্গালায় যে নামপত্র পাইতেছি তাহার গোড়াতেই আছে—

CATHECISMO DA DOUTRINA CHRISTAA. Ordenado por modo de Dialogo em Idioma Bengalla, e Portuguez pelo padre Fr. MANOEL DA ASSUMPÇAM...CREPAR XAXTRER ORTH, BHED XIXIO GURUR BICHAR Fr. MANOEL DA ASSUMPÇAM, Leqhiassen, o buzhaiassen Bengallate Baoal dexe : ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পর্তুগীজ ও বাঙ্গালা—উভয় অংশই পাদ্রী মানোএলের রচনা। বাঙ্গালা অংশ অন্য কাহারো রচনা হইলে লেখক তাহা স্বীকার করিতেন, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' ইহার প্রমাণ। পর্তুগীজ অংশ তাঁহার রচনা, বাঙ্গালা অনুবাদ লেখকের তত্ত্বাবধানে ভাওয়ালের পর্তুগীজ জানা কোনো বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের এরূপ মতবাদ কতদূর যুক্তিসহ বিচার্য।

প্রথমতঃ ফাদার গেঁরো'র উক্তির সত্যতা কিরূপে নির্ধারিত হইবে? গেঁরো সম্পাদিত গ্রন্থটি মূলগ্রন্থের অতি বিকৃত রূপ। মনোএলের নাম ভাঙ্গাইয়া তিনি নূতন বস্তু পরিবেশন করিয়াছেন। মূলগ্রন্থের বঙ্গানুবাদকালে মানোএল এমন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে ঝিমাইতেন—এই উক্তি অবিশ্বাস্য, তাঁহার ব্যাকরণে বা 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'এর রোমান প্রত্যক্ষরে অতি বৃদ্ধের রচনাশৈথিল্য বা কোনোপ্রকার চিন্তা-বৈকল্য লক্ষিত হয় না। গেঁরো এই সংবাদ কোথায় পাইয়াছিলেন, লিখেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থে ধর্মতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহাতে অনুবাদের আড়ষ্টতা নাই। উপাখ্যান ও সঙ্গীতগুলি পড়িবার সময় ইহারা যে ভাষান্তরিত বস্তু তাহা মনে হয় না। বরং প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে ইহারা রচিত—এই কথাটি মনে রাখিয়া পড়িলে এই অংশগুলির বাঙ্গালা 'বেশ সরল, ঝরঝরে' ইহা স্বীকার করিতেই হয়। মূলগ্রন্থের রচয়িতাই যদি ইহার অনুবাদক হন তবেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আমাদের মনে হয়, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'

গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদও মানোএলের, তবে কোনোও বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের সহায়তায় তিনি বাঙ্গালা ভাষা মার্জিত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ইউরোপীয় রচিত প্রায় সব বাঙ্গালা গ্রন্থ সম্বন্ধেই অল্প-বিস্তর সত্য। উভয় গ্রন্থের রোমান প্রত্যক্ষরে মিল আছে। "পোর্তুগীস পাদ্রিরা রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা লিখিবার একটি নিয়ম স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে Dominic de Souza'-র সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল।"[৪২] ফ্রান্সিস্কো ফেরনানদেসের পত্রটিতেও পর্তুগীজ পাদ্রীদের বাঙ্গালা শিখার উল্লেখ আছে। পত্রটির রচনাকাল জানুয়ারী ১৭, ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। পাদ্রী মার্কস আন্তোনিয়ো সানটুচ্চির পত্রটিতেও মিশনারী সাহেবদের বাঙ্গালা রচনার উল্লেখ আছে। দোম আন্তোনিয়ো বাঙ্গালায় খ্রীষ্টনীতিপ্রচারক প্রশ্নোত্তর রচনা করিয়াছিলেন। অনুমেয় যে পাদ্রিগণ ইহা রোমান-প্রত্যক্ষরে পড়িতেন। মানোএল ইহা রোমান প্রত্যক্ষরেই সম্পাদন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় আসিবার পুর্বে গোয়ায় সেখানের স্থানীয় ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিয়া পর্তুগীজ মিশনারীরা কাজ চালাইতেন। ইহাতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ঝামেলা অনেকটা কম হইত। বাঙ্গালায় আসিবার পর মিশনারীরা এই পরিচিত পথেই চলিয়াছিলেন। সুতরাং মানোএল বাঙ্গালার রোমান প্রত্যক্ষর বিষয়ে প্রায় দেড়শত বৎসর প্রাচীন একটি প্রচলিত রীতি পাইয়াছিলেন বলিয়া আলোচ্যগ্রন্থদ্বয়ে ও ব্যাকরণে যে রোমান-বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা একটি নির্ধারিত রীত্যনুসারী হইয়াছে। এই বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্বজনগ্রাহ্য মতটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"আসসুম্পসাঁউর বইগুলির রোমান-বাঙ্গালা বর্ণবিন্যাস-রীতি বেশ সহজ ও কার্য্যকর, এবং বাঙ্গালার উচ্চারণকে মোটামুটি যথাযথ ভাবেই প্রকাশ করিবার উপযোগী। এই রীতি নিশ্চয়ই বহুদিনের চেষ্টার ফল। প্রথম যুগের পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলন করিয়া তাহাতে কি কি ধ্বনি আছে তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা বর্ণমালায় এবং বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনি-সমষ্টিতে যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, তজ্জন্য প্রথমটা নিশ্চয়ই তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কাজটী সহজ নহে, বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালার নির্দেশ, উচ্চারণ-সম্বন্ধে বহুস্থলে আমাদের ভ্রমপথেই লইয়া

যায়,—বর্ণমালার প্রভাব এড়াইয়া উচ্চারণের প্রকৃত স্বরূপটী বাহির করা বিশেষ সূক্ষ্ম আলোচনা-সাপেক্ষ। বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিবার পুর্বে পোর্তুগীসদের গোয়ায় কোঙ্কনী মারহাট্টীর সঙ্গে পরিচিত হইতে হইয়াছিল। কোঙ্কনী ভাষায় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বৃহৎ একটি খ্রীষ্টান ফিরাঙ্গী-কোঙ্কনী সাহিত্য গড়িয়া উঠে, রোমান অক্ষরে কোঙ্কনী লেখা হইতে থাকে। গোয়ায় কোঙ্কনী ভাষার ধ্বনিগুলির জন্য রোমান প্রত্যাক্ষর পোর্তুগীসেরা ঠিক করিয়া লন। ইহা-দ্বারা বাঙ্গালায় আগত পাদ্রিদের পক্ষে কোঙ্কনীর মতই আর একটি নবীন ভারতীয় আর্যভাষা বাঙ্গালার জন্য রোমান প্রত্যক্ষর নির্ণয় করা সহজ হইয়াছিল। কতকগুলি বিশিষ্ট ভারতীয় ধ্বনি—যেমন মূর্ধন্য বর্ণগুলির ধ্বনি—জানাইবার জন্য ইতিমধ্যেই কোঙ্কনীতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; বাঙ্গালাতেও সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়। ওলন্দাজ Ketelaer-এর লেখা হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণ ১৭৪৩ সালে হল্যাণ্ডে লাইডেন নগরে ইংরেজ লেখক David Mills-এর সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের হিন্দুস্থানী ভাষার রোমান প্রত্যক্ষরীকরণে কোন বিশেষ শৃঙ্খলা নাই, ইহার তুলনায় পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালা-রোমান বানানকে সুনিয়ন্ত্রিতার জন্য বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।"[৪৩]

কৃপার শাস্ত্রে দীর্ঘায়তন উপাখ্যানের সংখ্যা ৬১, ইহা ছাড়া সিদ্ধপুরুষদের অলৌকিক কর্মের অনেক উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা উপাখ্যান হইতে পৃথক হইয়াও উপাখ্যানের রসমণ্ডিত। এরূপ একটি অলৌকিক বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Xidha Joao Chrisostomer cale boner moidhe eq boro *xingh assilo* ; *xei puxu oneq loq noxtto corilo* : eha deqhia xadhue eq Crux bhanaia boner moidhe raqhilen ; ar din munixie deqhite guelo ; xingh Crucer casse moria rohia-ssilo."[৪৪]

"সিদ্ধা জোয়াওঁ ক্রিসস্তোমের কালে বনের মধ্যে এক বড় সিংহ আছিল ; সেই পশু অনেক লোক নষ্ট করিল ; ইহা দেখিয়া সাধুয়ে এক ক্রুশ বানাইয়া বনের মধ্যে রাখিলেন ; আর দিন মুনিষ্যে দেখিতে গেল—সিংহ ক্রুশের কাছে মরিয়া রহিয়াছিল।"

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থে হিন্দু পুরাণের উপাখ্যানগুলিতে যে ভ্রান্তি রহিয়াছে, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'এর খ্রীষ্টীয় উপাখ্যানে তাহা নাই। উভয় গ্রন্থের উপস্থাপনা এক প্রকার। মানোএল বোধকরি গ্রন্থরচনার এই রীতি পূর্বসূরীদের, বিশেষ করিয়া আন্তোনিয়োর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম গ্রন্থটিতে ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের আলোচ্য বিষয়টি লেখক প্রথম কুড়ি পংক্তিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন, দ্বিতীয় গ্রন্থে এই উপস্থাপনা গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের প্রথম দশ পংক্তিতেই হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের রচনা-রীতি এক—"Por modo de dialogo",—"কথোপকথনের আকারে লিখিত।"[৪৫]

এই সকল দিক লক্ষ্য করিয়া বলা চলে যে মানোএল তাঁহার গ্রন্থরচনায় পূর্বসূরী আন্তোনিয়োর নিকট পরোক্ষে ঋণী। দোম-আন্তোনিয়োর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এই ঋণ তিনি পরিশোধ করিয়াছেন। "সরল পাঠক, তোমাকে এই বইখানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; মৎকৃত বলিয়া নহে, কারণ বাঙ্গালা হইতে পর্তুগীজ অনুবাদটুকু মাত্র আমার, কিন্তু যিনি বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও সুপরিচিত ছিলেন সেই বুষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার ফল বলিয়া।"[৪৬]

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশে মূল রচয়িতা সম্বন্ধে এইরূপ শ্রদ্ধেয় উক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রকার ভেদ মাত্র।

গ্রন্থপরিচয় ॥

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটির দুইটি ভাগ। প্রথম ভাগে নীতির বিশদ ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় ভাগে খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনা ও একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর যাহা অবশ্যই জানা উচিত, তাহার বিবরণ রহিয়াছে। নীচে পরিচ্ছেদ বিভাগের বিবরণ দেওয়া হইল—

পুঁথি ১. Xo˙ (Col. Kor) oner ortho, ebong Prothoqhie Prothoqhie buzhan

স (কল কর) অনের অর্থ, এবং প্রথখ্যে প্রথখ্যে বুঝান

(খ্রীষ্টীয় নীতি পালন করণের অর্থ এবং তাহার ব্যাখ্যা।)

১. Xidhi Cruxer orthobhed
সিদ্ধি ক্রুসের অর্থভেদ
—(ক্রুশ চিহ্নের অর্থ বিচার বা ব্যাখ্যা)

২. Pita Paron ebong tahan ortho
পিতার পাড়ন এবং তাহান্ অর্থ
—(খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধতা এবং তার অর্থ)

৩. পরিচ্ছেদটির প্রথমাংশের পৃষ্ঠাগুলি নাই, ফলে পরিচ্ছেদটির নাম জানা যায় না। যে পৃষ্ঠাগুলি মিলিতেছে, সেগুলি মেরী ও রোজারির বিষয়ে লেখা।

৪. Mani Xottio Niranzan, Axthar Choudo bhed ebong tahandiguer ortho
মানি সত্য নিরাঞ্জান,আস্থারচৌদ ভেদ এবং তাহানদিগের অর্থ
—(সত্য নিরঞ্জনের প্রতি বিশ্বাস, বিশ্বাসের চৌদ্দটি অনুচ্ছেদ, তাহাদের ব্যাখ্যা।)

৫. Dos Agguia, ebong tahandiguer ortho.
দস আগ্‌গ্যা, এবং তাহানদিগের অর্থ।
—(দশটি নীতি, এবং তাহার অর্থ।)

৬. Pans Agguia, ebong tahandiguer ortho.
পাঁচ আগ্‌গ্যা, এবং তাহানদিগের অর্থ।
—(পাঁচ আজ্ঞা এবং তাহার অর্থ।)

৭. Xat Sacraments, ebong tahandiguer ortho
সাত সাক্রামেণ্ট, এবং তাহানদিগের অর্থ
—(খ্রীষ্টধর্মের সাতটি অনুষ্ঠান এবং তাহার অর্থ)

পুথি ২. Poron Xaxtro Xocol, ar ze uchit zanite xorgue zaibar.
পড়ন সাস্ত্র সকল, আর যে উচিৎ জানিতে সরগে জাইবার।
—(পঠিতব্য সমস্ত শাস্ত্র, আর স্বর্গে যাইবার জন্য যাহা জানা উচিৎ।)

Tazel ১. Axthar bhed bichar xotto coria xiqhibar xiqhaibar upae
আস্থার ভেদ বিচার সত্য করিয়া সিখিবার সিখাইবার উপাএ তরিবার।
—(বিশ্বাসের ভেদ বিচার, তরিবার উপায় যাহা সত্য করিয়া শিখিবার ও শিখাইবার বিষয়)

২. Poron Xaxtro nirala
পড়ন সাস্ত্র নিরালা
—(নিরালায় পড়িবার শাস্ত্র)

এশিয়াটিক সোসাইটির যে গ্রন্থটিকে ভিত্তি করিয়া আমাদের আলোচনা তাহা অখণ্ডিত নহে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায় ইহারও নামপত্র ও শেষাংশ নাই। বইটি ৩৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে কিন্তু এই পৃষ্ঠাটি গ্রন্থ সমাপ্তির পৃষ্ঠা নহে। পরে আরো কিছু পৃষ্ঠা ছিল। মাঝখানে ৩৩ হইতে ৪৮, ১৫৫ হইতে ১৫৮, ৩২১ হইতে ৩৩৬, ৩৭১ এবং ৩৭২ পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। পরিচ্ছেদটির নাম 'পড়ন সাস্ত্র নিরালা'—নিরালায় পড়িবার শাস্ত্র। ইহার বিষয়বস্তু প্রার্থনা-সঙ্গীত। প্রার্থনা সকল ধর্মেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। খ্রীষ্টধর্মে ইহার গুরুত্ব সমধিক। যে সকল বাঙ্গালা প্রার্থনা পুস্তক উইলিয়ম কেরীর সময় শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হইয়াছিল বা বর্তমানে যাহা প্রচলিত তাহার কোনোটিতে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'এর গানগুলি সংযোজিত হয় নাই। এইসব গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রার্থনাগুলির প্রাচীনতম সঙ্গীতটি রামরাম বসুর রচনা দেখিতেছি। অনেক ইউরোপীয় যাজক প্রার্থনা রচনা ও অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাদের কথা আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থের প্রার্থনাগুলিই ইউরোপীয় মিশনারী রচিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয়প্রার্থনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'এর দ্বিতীয় সংস্করণ

চন্দননগর হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার গেরে (Father Guerin) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন।

মূল গ্রন্থের সহিত ইহার মিল অত্যল্প। মূল এবং নব-সংস্করণটির পরিচয় জানা থাকিলে সম্পাদকের হাতে পড়িয়া মূল গ্রন্থের কখনো কখনো কি দশা ঘটে জানা যাইবে।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Kripar Shastrer arthabed/Surjyer ar Chandrer grahan gananar Sahit 140 batsarer/arambh 1836 Sal abadhi/Sahar Chandannagar/ebang Samasta Bangala deshernimitte/Keriyacchen Jakabachh Phranchhiskas Mariya Geren/Chandannagarer Sarbba grahyar Padri/Niyojita Preritasampakiya ebang dharmmatmar Sabhastha/Dwitiya bar ebang Shudharupe/Shrirampure mudrankita hoila/San 1836.

কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ/স্থূর্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের/আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি/সহর চন্দননগর/এবং সামস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে/করিয়াছেন জাকবছ্ ফ্রাঁছিসকস মারিয় গেরেঁ/চন্দননগরের সর্ব গ্রহ্যর পাদ্রী/নিয়োজিত প্রেরিত সম্পকীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভাস্থ/ দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে/শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল/সন ১৮৩৬।

ভূমিকা লাতিনে রচিত। হস্টেন ইহার ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন। সম্পাদক লিখিতেছেন[৪৭] :

"বাঙ্গালীরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইতেছে কিন্তু তাহারা নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ভাষা জানে না বলিয়া খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইলে বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য মানোএল পর্তুগীজ—বাঙ্গালায় একটি ক্যাটাকিজম রচনা করেন। গ্রন্থটির রচনা কাল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, লিসবন শহর হইতে ইহা ১৭৬৩ সালে মুদ্রিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। অদ্যাবধি ইহার কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। যে সকল মিশনারী পর্তুগীজভাষা কিছুটা জানেন তাঁহারা এরূপ একটি গ্রন্থের অভাব অনুভব করেন। যাহারা পর্তুগীজভাষা ও রোমান হরফ সম্বন্ধে অনবহিত এই জাতীয় গ্রন্থে তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। তাহারা নিজেরা ইহা হইতে কিছু শিখিতে পারিবে না, সন্তান-সন্ততিকেও শিখাইতে পারিবে না। গ্রন্থটি প্রথমাবধি বাঙ্গালায় মুদ্রিত হইলে, ইহার মূল্য ভিন্নরূপ হইত।

"ধর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এইজন্যই শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থটি ফরাসী অনুবাদসহ বাঙ্গালায় রোমান হরফে প্রকাশ করিলাম।

"মানোএলের গ্রন্থটি সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া দেখিলাম, ইহার উত্তর অংশে অনেক ভুল আছে। ইহা শব্দগত ভ্রান্তি নহে, অর্থগত। এইজন্য আমার মনে হইয়াছে গ্রন্থটির পর্তুগীজ অংশ ফাদার মানোএলের এবং বাঙ্গালা অংশ ভাওয়ালের কোনো খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী রচিত। মানোএল মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িতেন; এই সময় বাঙ্গালা অংশের যে স্থানগুলি রচিত হইত তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ, ইহাদের সংশোধন ঘটে নাই। এই অংশগুলি বাদ দিলে সমগ্র গ্রন্থটির এক তৃতীয়াংশ মাত্র বাকী থাকে। প্রায় ন-মাস পরিশ্রম করিয়া দুইজন ব্রাহ্মণ ও একজন মুসলমানের সহায়তায় এই বাঙ্গালা ক্যাটাকিজমটি প্রস্তুত করিয়াছি। অবিশ্বাসীগণের কৌতূহল জাগাইতে ইহাতে তিনটি নূতন কথোপকথন অংশ যুক্ত হইয়াছে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশের সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কাল গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হইল।..." ইহার কয়েক পংক্তি পরে ভূমিকা শেষ হইয়াছে। ভূমিকালিপির পর স্বাক্ষর ও তারিখ। তারিখ আছে ৬ই মে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত।

এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থালয়ে কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের যে কপি আছে, তাহা ব্যতীত অন্য কোনো কপির সন্ধান ভারতবর্ষে মিলে নাই। ফাদার গেরেঁ-র সংস্করণ হইতে ইহা অনুমেয় যে, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অন্ততঃ ইহার আর একটি প্রতি চন্দননগরে ছিল।

ফাদার গেরেঁ মূল গ্রন্থের রচনাকাল ও মুদ্রণকাল যথাক্রমে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ দিয়াছেন। মুদ্রণকালের এই তারিখটি তিনি কোথায় পাইলেন জানা যায় নাই। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র কি অন্য একটি সংস্করণ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল এবং ইহারই কোনো প্রতি অবলম্বনে ফাদার গেরেঁ-র সংস্করণটি রচিত? কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র বেশ কয়েকটি কপি খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে এই সমস্যার সমাধান হইবে না।

ফাদার গেরেঁ আরো বলিয়াছেন পর্তুগীজ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ মানোএলের নয়, ভাওয়ালের কোনো খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর এবং মানোএল যখন ঝিমাইতেন তখন যে যে অংশগুলি বাঙ্গালায় রচিত হইত তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ।

এই উক্তির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই, ফাদার গেরে ইহা কোথায় পাইলেন তাহাও জানা যায় নাই। এই বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও তাহার দ্বিতীয় সংস্করণের পার্থক্য

উভয় গ্রন্থের পার্থক্য সমধিক। দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থটিকে একেবারে নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। নীচে দ্বিতীয় সংস্করণের সূচীপত্রটি তুলিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হইল :—

নামপত্রের পর লাতিন ভূমিকা।

পৃঃ ১-হিন্দু ও মুসলমান পাঠকদের জন্য ভূমিকা।

পৃঃ ২-অমুদ্রিত পৃষ্ঠা।

পৃঃ ৩-১৩,	১ম পরিচ্ছেদ।	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ			২য় অধ্যায়		১ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৩১৪-৩৪৭	
পৃঃ ১৩-২১,	২য়	„ ।	„	„	„	২য় পরিচ্ছেদ		
পৃঃ ২১-২৪,	৩য়	„ ।	„	„	„	১ম অধ্যায়	২য় পরিচ্ছেদ	
পৃঃ ২৪-২৬,	৪র্থ	„ ।	„	„	„	„ „	৩য়	„
পৃঃ ২৬-৩৯,	৫ম	„ ।	„	„	„	„ „	৪র্থ	„
পৃঃ ৪০-৫১,	৬ষ্ঠ	„ ।	„	„	„	„ „	৫ম	„
পৃঃ ৫১-৫৫,	৭ম	„ ।	„	„	„	„ „	৬ষ্ঠ	„

পৃঃ ৫৫-৫৭। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের ধর্মগীত, পৃঃ ৩৪৮-৩৫২

পৃঃ ৫৭-৫৮। শিশু যীশুর গীত ; মূল গ্রন্থের— পৃঃ ৩৫৩-৩৫৫

পৃঃ ৫৮-৬২। ৮ম পরিচ্ছেদ। মূল গ্রন্থে ইহা নাই। এই পরিচ্ছেদের বিষয় একজন মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী গুরুর কথোপকথন।

পৃঃ ৬২-৬৫। ৯ম পরিচ্ছেদ। মূল গ্রন্থে ইহা নাই। বিষয় একজন হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী গুরুর কথোপকথন।

পৃঃ ৬৬-৯৭। ইহাও নূতন সংযোজন। খ্রীষ্টান গুরু, মৌলবী ও হিন্দু পণ্ডিতের কথোপকথন।

পৃঃ ৯৮-৯৯। ইহা মূল গ্রন্থে নাই। কথোপকথনে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অংশ গ্রহণ।

পৃঃ ৯৯-১০০। বৎসর ও গ্রহণ গণনার নিয়ম। ইহা মূল গ্রন্থে নাই।
পৃঃ ১০১-নূতন অধ্যায়ের নামপত্র---১০৪ বৎসরের গ্রহণ গণনা। মূল গ্রন্থে নাই।
পৃঃ ১০২-১২৫—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের বিবরণ। মূল গ্রন্থে নাই।

গ্রন্থটির শেষাংশে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর লিখিত পুঁথির একটি নাম-তালিকা আছে।

গেরে-সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা আড়াইশতের কাছাকাছি। ইহার ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মূল গ্রন্থের সহিত মিল রহিয়াছে। বাকী সমস্তটাই অমিল। মূল গ্রন্থের যে পরিচ্ছেদগুলি এখানে আছে, সেগুলিও নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

এই সামান্য অংশকেই মানোএলের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত সংস্করণ বলা চলে। মূল গ্রন্থের উপাখ্যানগুলির প্রায় সবগুলিই ইহাতে বাদ পড়িয়াছে। ৫৮ হইতে ৯৯ পৃষ্ঠায় খ্রীষ্টান গুরু কর্তৃক মুসলমান ও হিন্দু মত খণ্ডন এবং "খ্রীষ্টান জগতের ইতিহাস কথন ও রোমান-ক্যাথলিক ধর্মের প্রাধান্য ও মহিমা কীর্তন" আছে। এই অংশ সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন "পাদ্রি গেরে ৫৮ হইতে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ভাষা ও ভাব উভয় দিক দিয়া সেই অংশ সম্বন্ধে এক কথায় সমালোচনা করা যায়—'বর্বর'।"[৪৮]

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে হিন্দু মুসলমানের সমাজজীবন বা ধর্মমতের উপর আক্রমণ নাই, তবে দুইটি উপাখ্যানে সামান্য কটাক্ষ আছে। মানোএল এ-বিষয়ে পাদ্রী গেরে অপেক্ষা অনেকাংশে পরমত-সহিষ্ণু। মানোএল যে দুইটি স্থানে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন সেই অংশ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"Hispaniate eq Padre niomique Prodhan Padrire bodhilo; bodhi padrir pindon qhoxaia grihoxter capor pindia polaia guelo Berberiate (Berberia Mossolomaner dex) : Xequane onaxthiq hoia Mahomeder Cu xaxtro mania dhorilo Mossoloman hoia oneq oporad coria boro oporadi hoilo :"[৪৯]

লিপ্যন্তর—"হিসপানিয়াতে এক পাদ্রি নিয়মিকে প্রধান পাদ্রিরে বধিল; বধী পাদ্রির পিন্ধন খসাইয়া গৃহস্থের কাপড় পিন্ধিয়া পলাইয়া গেল বেরবেরিয়াতে (বেরবেরিয়া মোছলমানের দেশ): সেখানে অনাস্থিত হইয়া মহম্মদের কুশাস্ত্র মানিয়া ধরিল, মোছলমান হইয়া অনেক অপরাধ করিয়া বড় অপরাধী হইল:"

"Franca dexe eq halua chax corita silo; chax corite eq munixier zirbhua pailo mattite; xei zirbhua axthao silo; tazao silo, ebong ze bex hoe, cotha cohite laguilo. Grihoxto zirbhuare ziguiaxilo; tomi quetta? Zirbhua cohilo: ami eq Indur zirbhua; eqhane mirtica loilam. Zoto din prothibite banxilam, bichar cortar cormo carzio corilam; ebong cono ozothartho na coria, zothartho bichar corilam. Ehi punier caron ze zone zothartho poromo Raz, tini tahan crepae amar zion zirbhuate raqhilen, zabot Baptismo na pae. Zao guia tomi, Bispore cobor dio, ebong tahan tthai coho; ze tini axia amare Baptismo deuq. Ehi xansar xinniete, Baptismo paia dula hoia nax hoibo. Eha grihoxto Bispore cohilo guia. Bispo padri xocolque xongue loia haluar xongue guelen ebong zirbhua o deqhilen; oneq xiguiaxa coria tahare Baptismo dilen; Baptismo paia, zirbhua dula hoilo, ebong atua xorgue guelo uria. Eto boro opurba deqhia loq xocole Poromexorere puzio dilo, ebong xocole deqhilo, ze bine Baptismote mucti nahi."[৫০]

লিপ্যন্তর—"ফ্রান্সা দেশে এক হালুয়া চাষ করিতেছিল; চাষ করিতে এক মুনিষ্যের জিহ্বা পাইল মাটিতে; সেই জিহ্বা আস্তাও ছিল, তাজাও ছিল, এবং যে বেশ হয়, কথা কহিতে লাগিল। গৃহস্থ জিহ্বারে জিজ্ঞাসিল: তুমি কেটা? জিহ্বা কহিল: আমি এক হিন্দুর জিহ্বা; এখানে মৃত্তিকা লইলাম। যতদিন পৃথিবীতে বাঁচিলাম, বিচারকর্তার কর্ম কার্য করিলাম, এবং কোন অযথার্থ না করিয়া যথার্থ বিচার করিলাম। এহি পুণ্যের কারণ

যে জনে যথার্থ পরমরাজ, তিনি তাহান কৃপায় আমার জিওন জিহ্বাতে রাখিলেন, যাবত বাপ্তিস্মো না পায়। যাও গিয়া তুমি, বিস্‌পোরে খবর দিও, এবং তাহান ঠাঁই কহো, যে তিনি আসিয়া আমারে বাপ্তিস্মো দেউক। এহি সাঁচার চিহ্নেতে, বাপ্তিস্মো পাইয়া ধূলা হইয়া নাশ হইব। এহা গৃহস্থ বিস্‌পোরে কহিল গিয়া। বিস্‌পো পাদ্রি সকলকে সঙ্গে লইয়া হালুয়ার সঙ্গে গেলেন: এবং জিহ্বাও দেখিলেন; অনেক জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারে বাপ্তিস্মো দিলেন। বাপ্তিস্মো পাইয়া, জিহ্বা ধূলা হইল, এবং আত্মা স্বর্গে গেল উড়িয়া। এত বড় অপূর্ব দেখিয়া লোক সকলে পরমেশ্বরের পুজা দিল এবং সকলে দেখিল, যে বিনে বাপ্তিস্মোতে মুক্তি নাহি।"

উপরিধৃত এই আলোচনা হইতেই উভয় গ্রন্থের পার্থক্য বুঝা যাইবে। তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থ আমরা সন্ধান করিয়াও পাই নাই। চতুর্থ সংস্করণ সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত। মানোএলের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ-কালে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) প্রবেশকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন: "এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত; অন্ততঃ ইহার বাঙ্গালা অংশটুকু রোমান অক্ষরে যেমন আছে, তেমনি ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়।" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেমন বলিয়াছিলেন ঠিক তদনুযায়ী রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা অংশ ও বঙ্গাক্ষরে ইহার লিপ্যন্তর সজনীকান্ত দাস প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশকাল, শ্রাবণ, ১৩৪৬ সাল।

বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণ ॥

বইটির নামপৃষ্ঠায় আছে—

Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, dividido em duas partes, dedicado ao Excellent e Rever. Senhor D. Fr. Miguel de Tavora Arcebispo de'Evora do Concelho de Sua Magestade Foy delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremite de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental, Lisbon 1743. ইহাই সংক্ষেপে "Vocabulario em idiome Bengalla e Purtuguez dividido em duas partes."

গ্রন্থটি এভোরার আর্চবিশপ পরম-সম্মানীয় শ্রীযুক্ত ডি. মিগেলকে উৎসর্গীকৃত, ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রানসিস্‌কো-দা-সিলভা কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। দুইভাগে বিভক্ত এই শব্দকোষটি ব্যাকরণের সহিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকায় (প্রবেশক) সম্পাদক বলিয়াছেন, "এই বই খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে রচিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ সালে পোর্তুগাল দেশের রাজধানী লিসবন নগরীতে রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল।"[৫১]

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের ভূমিকায় ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণটির রচনাকাল ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ভাষাচার্য নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোঝা যায় ব্যাকরণ ও শব্দকোষটি প্রথমে এবং তাহার পর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের দুইটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুস্তকাগারে আছে। একখানি খণ্ডিত, অপরটি সম্পূর্ণ। ইহার সম্পূর্ণটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০২, প্রথম দশটি পৃষ্ঠা ভূমিকা ইত্যাদি, পরে পৃষ্ঠা ১ হইতে ৫৯২ পর্যন্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। সমগ্র গ্রন্থটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১ম ভাগ। নামপত্র, ভূমিকা প্রভৃতি। পৃঃ ৪ পর্যন্ত।
২য় ভাগ। বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পৃঃ ১ হইতে ৪০।
৩য় ভাগ। বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দকোষ। পৃঃ ৪১ হইতে ৩০৬।
৪র্থ ভাগ। পর্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান। পৃঃ ৩০৭ হইতে ৫৭০।
৫ম ভাগ। বিভিন্ন "শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে—যেমন, তিথির নাম, সংখ্যাবাচক নাম, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের নাম, ঈশ্বরের গুণাবলী এবং সর্বশেষে সমোচ্চার্য বাঙ্গালা শব্দাবলী।"[৫২]

ব্যাকরণটি সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা বাঙ্গালা ব্যাকরণের বা সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী লিখিত হয় নাই। মানোএল ইহাকে লাতিনের ছাঁচে ঢালিয়া রচনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ এই গ্রন্থের গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। হষ্টেন একটি পত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ইগনাতিয়াস গোমেস, মানোএল সরায়ভা এবং সাণ্টোচিচ বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দকোষ, একটি ব্যাকরণ, কনফেসনারী এবং প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এই পত্রটির

সূত্র ধরিয়া তিনি বলিতে চান যে মানোএলের ব্যাকরণ ও শব্দকোষ মূলে তাঁহার পূর্ববর্তী মিশনারীগণের রচিত।

এইরূপ সন্দেহ অমূলক না-ও হইতে পারে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ মিশনারীদের অন্ততঃ চারটি ধর্মমণ্ডলী বাঙ্গালায় যাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্‌সিস্‌কো ফারনেনদেস, ডোমিনিগো-দা-সুজা, মেলকইর-দা-ফনস্কো, আন্দ্রো বোভে, ফাদার গস্পার ডা, আসসুম্প-সাঁও, ফাদার পেরাইরা এবং ফিগুরেডো প্রভৃতি যাজকগণের বাঙ্গালায় বসতি-স্থাপন ও ধর্মপ্রচারের কথা জানিতে পারা যাইতেছে। এই সকল ধর্মযাজকগণ প্রয়োজনমত ব্যক্তিগত শব্দকোষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা ব্যবহারিক সত্য, এরূপ না হইলে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলে বসতি স্থাপন ও ধর্মপ্রচার করিতে পারিতেন না। উল্লিখিত পত্রে শব্দকোষ প্রণয়নের প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার উল্লেখ আছে। এমন হইতে পারে যে মানোএল পূর্ববর্তীগণের শব্দকোষ সঙ্কলন ও সম্পাদিত করিয়া এবং তাহাতে প্রয়োজনমত নিজের সংগ্রহ সংযোজিত করিয়া বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দকোষ ও ব্যাকরণটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তবে ইহা অনুমানমাত্র, ইহার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ মিলিতেছে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। অনুমতিপত্র সম্প্রদায় হইতে/২। অনুমতিপত্র পবিত্র অধিকরণ হইতে/৩। সাধারণ অধিকরণ হইতে/৪। রাজাধিকরণ হইতে/৫। (পুনরায়) পবিত্র অধিকরণ হইতে/৬। (পুনরায়) সাধারণ অধিকরণ হইতে/৭। (পুনরায়) রাজাধিকরণ হইতে।

২। ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক—সুশীলকুমার দে—সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা—২৩শ ভাগ, ৩য় খণ্ড, ১৩২৩ সাল।

৩। (ক) Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—Edited by S. K. Chatterjee and P. R. Sen—C. U. 1931,

(খ) ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ—সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত—C. U. 1937.

(গ) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা-১২) সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস—১৩৪৬ সাল।

৪। Bengal Past and Present—Vol. IX-1914-page ; 41.

৫। Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—
প্রবেশক—পৃষ্ঠা : ৶৹ কাহিনীটি ফাদার হষ্টেনের প্রবন্ধেও আছে।

৬। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ—পৃষ্ঠা : ৩৷৵৹—৩৷৶৹
৭। " " " " প্রস্তাবনা (বঙ্গানুবাদ)—পৃষ্ঠা : ৩৶৹
৮। " " " " প্রস্তাবনা—পৃষ্ঠা : ২৶৹
৯। " " " " " : ৬, ৫৬।
১০। " " " " প্রস্তাবনা— " : ২৵৹, ২৵৹, ২৶৹
১১। " " " " " : ৩৭, ৩৮।
১২। " " " " প্রস্তাবনা— " : ১৵৹
১৩। " " " " " " : ১৷৵৹
১৪। Bengal Past and Present—'The Three First Type—Printed Bengali Books—Vol IX, 1914—Hosten—Page : 44,
১৫। Do ... Page : 59.
১৬। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ—প্রস্তাবনা—পৃষ্ঠা : ৩৵৹
১৭। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—নামপৃষ্ঠা।
১৮। Bengal Past and Present—The Three First Type—Printed Bengali Books—Vol IX, Part 1—Description of No. 2. page : 46.
১৯। ফাদার গেঁরো সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা এবং 'ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক'—সুশীলকুমার দে—সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা। ২৩শ ভাগ, ৩য় খণ্ড, ১৩২৩ সাল।
২০। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ—Bengali Manuscripts at Avora.
* "The Bibliotheca Publica of Evora possessess an incomplete manuscript of this work. The opening lines differ slightly from the opening lines of the published book...". Bengali MSS at Evora.
২১। Bengal Past and Present—Vol IX—Hosten—Page : 43
২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ—সুকুমার সেন—পৃষ্ঠা : ৪।
২৩। Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—পৃষ্ঠা : ১৩৬-১৩৭।
২৪। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ—প্রস্তাবনা—পৃষ্ঠা : ২৷৵৹
২৫। Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—পৃষ্ঠা : ৫১।
২৬। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—পৃষ্ঠা : ২।
২৭। " " " " : ১২।
২৮। " " " " : ২৪০-২৪২।
২৯। Bengal Past and Present—Vol IX—Hosten—Page : 48.
৩০। Do

৩১। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—পৃষ্ঠা : ৩৫৩।

৩২। " " " — " : ৪০।

৩৩। " " " — " : ৬৮।

৩৪। " " " — " : ৭৮।

৩৫। " " " — " : ৩৪৮।

৩৬। " " " — " : ৩৫৩।

৩৭। " " " — " : ৩৫৬।

৩৮। Manoel Da Assumpçam's Bengali Gaammar—প্রবেশক—পৃষ্ঠা ১৵০, ১৷০

৩৯। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—প্রবেশক—পৃষ্ঠা : ৷৵০-৸৵০

৪০। Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—প্রবেশক, পৃষ্ঠা ২৷৶০

৪১। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—পৃষ্ঠা : ৶০-৷০

৪২। Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—প্রবেশক—পৃষ্ঠা : ১৵০

৪৩। Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—প্রবেশক—পৃষ্ঠা : ১৴০-১৶০

৪৪। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—পৃষ্ঠা : ১০।

৪৫। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ—পৃষ্ঠা : ৩৷৵০-৩৷৶০

৪৬। " " " " — " : ৩৸৶০

৪৭। Bengal Past and Present—Vol IX, 1914—Page : 59.
(হস্টেন অনুদিত ইংরাজী ভূমিকার বাঙ্গালা অনুবাদ)।

৪৮। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—ভূমিকা'—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
—পৃষ্ঠা ৸৵০

৪৯। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—পৃষ্ঠা : ৭২।

৫০। " " " " : ২৭৮।

৫১। বাঙ্গালা ব্যাকরণ—মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও—প্রবেশক—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
—পৃষ্ঠা : ৴০

৫২। Manoel Da Assumpçam's Bengali Grammar—পৃষ্ঠা : ১৩৬-১৩৭।

সপ্তম অধ্যায়

বাঙ্গালায় প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারীদের বাঙ্গালা গ্রন্থ

জন জাকারিয়া কিরনানদের ও বেস্তো-দে সিভেস্ত্রে।

ভারত প্রত্যাবৃত ভাস্কো-ডা-গামা পর্তুগালে বাঙ্গালার একটি চিত্র প্রকাশ করিলেন :—

"Bangala has a Moorish king and a mixed population of Christians and Moors. Its army may be about twenty-four thousand strong, ten thousand being cavalry, and the rest infantry, with four hundred war elephants. The country could export quantities of wheat and very valuable cotton goods. Clothes which sell on the spot for twenty-two shillings and six pence fetch ninety shillings in Calicut. It abounds in Silver" (Appendix to the Roteiro of Vasco-da-Gama).[১]

বিবরণটির সত্যতা যাহাই হোক, ইহা যে বাঙ্গালাদেশের প্রতি পর্তুগালের আকর্ষণ বাড়াইয়া দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্যই বোধ করি গামার ভারত আগমনের অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালায় পর্তুগীজদের আগমন ঘটে।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তখনও সপ্তগ্রামের বাণিজ্যখ্যাতি বিদ্যমান কিন্তু তাম্রলিপ্ত 'সকরুণ স্মৃতি'মাত্র। চট্টগ্রাম ছিল বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, ঢাকার ছিল সর্বভারতীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে সুনাম। পর্তুগীজেরা এই সময়ের মধ্যেই চট্টগ্রামে আসিয়া বাণিজ্য শুরু করিলেন। হুগলীতে তখনও পর্তুগীজ প্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই।[২]

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে জোয়া-কোহেল্‌হো নামে একজন পর্তুগীজ বণিক চট্টগ্রামে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার পিপলি অঞ্চলে যে পর্তুগীজ বণিকগণ ব্যবসায় করিতেন ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহারা বাঙ্গালার হিজলি ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যব্যাপারে যাতায়াত করিতেন। গামার ভারত আগমনের প্রথম বিশ বছরে বাঙ্গালার সহিত পর্তুগীজদের

যে ব্যবসায় চলিত তাহার নির্দিষ্ট কোনো ধারা ছিল না। মুর'দের জাহাজে পর্তুগীজ বণিকেরা আসিতেন, জিনিষপত্রের আদান-প্রদান ঘটিত, এবং শীঘ্রই তাঁহারা ফিরিয়া যাইতেন। তখনও মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন নাই, পর্তুগীজগণ বাণিজ্যব্যাপারে বাঙ্গালায় ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হন নাই। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি পত্রে পর্তুগালের রাজা মানোএলকে বাঙ্গালাদেশে পর্তুগাল-বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংবাদ পাঠান হইয়াছে :—

"He (Albuquerque) wrote (to the king Manoel "Bengal requires all our merchandise and is in need of it") about the possibilities of trade in Bengal, and probably acting upon his injunction the king sent in 1517 Fernão Peres d' Andrade with four ships particularly to open a trade with Bengal and China."[৩]

ইতিহাসের এই বিবৃতি হইতে অনুমান করা চলে যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেই পর্তুগীজ বসতি বাঙ্গালায় আরম্ভ হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ক্যাথলিক ও পরে প্রোটেষ্টাণ্ট যাজকগণ বাঙ্গালায় আসেন।

ক্যাথলিক যাজকগণ বাঙ্গালা ভাষায় ছোটো ছোটো পুস্তিকা, ধর্ম-ব্যাখ্যান, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন হইতে রোমান হরফে ছাপা বাঙ্গালা গ্রন্থত্রয়ে পাওয়া গেল।

শ্রীরামপুর মিশনের পূর্বে প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারীর প্রভাব বাঙ্গালায় ছিল না বলিলেই চলে। টমাস ও কেরীর পূর্বে কিরনানদের নামে একজন প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মযাজক বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনিই বাঙ্গালার প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মগুরু।

জন জাকারিয়া কিরনানদের (John Zachariah Kiernander)[৪] সুইডেনের লিংকোপিং শহরে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা এই শহরে শেষ করিয়া উচ্চশিক্ষার্থে তিনি ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হলে নগরে গমন করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যাজকবৃত্তি লইয়া লণ্ডনে এবং লণ্ডন হইতে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে (মে-জুন) ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-

ভারতে প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনের কাজ অনেক আগাইয়া গিয়াছিল, দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ, শব্দকোষ, ধর্মপুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। কিরনানদেরকে এই প্রস্তুত মিশন-ক্ষেত্রে কাজ করিতে বেগ পাইতে হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণভারতে পর্তুগীজপ্রভাব অস্তমিত প্রায় এবং বাঙ্গালায় ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথে। পর্তুগীজ যাজকগণ চিন্তান্বিত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাঙ্গালার ভাগ্য নির্ধারিত হইল। ঠিক এই সময় ক্লাইভের আমন্ত্রণ লইয়া একজন ব্যক্তি কিরনানদারের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য যাজক-ভ্রাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বাঙ্গালায় যাওয়া স্থির করিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতায় পৌছেন। ক্লাইভ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন ও একটি সরকারী বাসভবনে বসবাসের অনুমতি দিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হইল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার দুই সহকারী বন্ধুকে হারাইলেন, পত্নীও এই সময়ে দেহত্যাগ করিলেন। চোখে ছানি পড়িল, দুইবার বিবাহ এবং নিজ উপার্জনে যে অগাধ সম্পত্তির তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা দেনার দায়ে বিক্রি হইল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মিশন বন্ধ হইল, তিনি তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া চুচুঁড়ায় উপনীত হইলেন। ভাগ্য তাঁহার পশ্চাতে সেখানে উপস্থিত হইল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দেহত্যাগ করিলেন। পুত্রবধূ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়া ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইলে তিনি নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। কিরনানদের যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি অথর্ব, পঁচাশী বৎসরের বৃদ্ধ। ৮৮ বৎসর বয়সে এই ধর্মপ্রাণ যাজক আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিরনানদের বাঙ্গালা জানিতেন না। বাঙ্গালা ভাষায় যাজকতাও করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় ধর্মপ্রচার করিতে হইবে, ধর্মপুস্তক রচনা করিতে হইবে, ইহা বুঝিতেন। দক্ষিণভারতে থাকাকালে দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধীয় প্রচার পুস্তিকা, শব্দকোষ, ব্যাকরণ প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না কিন্তু তিনি নিজে বাঙ্গালাভাষা শিখেন নাই বা ইহাতে কোনো বই রচনাও করেন নাই। বেন্তো-দে-সিভেস্ত্রে প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মযাজক, যিনি বাঙ্গালায় পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন।

বেস্তো[৫] ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ইউরোপীয়ান। অগাস্তীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া প্রায় পনেরো বছর তিনি বাঙ্গালা দেশে যাজকতা করিবার পর কিরনানদেরের সহিত মিলিত হন এবং পোপকে অস্বীকার করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনীতে বলা হইয়াছে যে এই সময় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা আত্মম্ভরিতা দেখিয়া তিনি এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। কিরনানদের তাঁহাকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতে দীক্ষিত করেন।+ তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণে কলিকাতায় ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল।

বেস্তো-দে-সিভেস্ত্রে পর্তুগীজ, ফরাসী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন। পনেরো বছর ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার করিয়া বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন মিশনারীদের সহিত এবং জনসাধারণের সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতে আসিলে তাঁহার দ্বারা এই অঞ্চলে এই ধর্মমত বহুল প্রচারিত হইতে পারিবে ইহাই কিরনানদেরের আশা ছিল। বেস্তো প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়িতেন[৬] বলিয়া ধর্মপ্রচার কার্যে আশামত সাফল্য অর্জন করেন নাই। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতে অভিষিক্ত হইবার পরই তাঁহাকে ক্যাটাকিস্ট বা ধর্ম-প্রচারক পদে নিয়োগ করা হয়। সেই সময় ক্যাটাকিস্টদিগকে বৎসরে সাধারণতঃ পর্তুগীজ মুদ্রায় ১৮ হইতে ২০ ক্রাউন দেওয়া হইত।[৭] বেস্তো একটি 'ক্যাটাকিজম' ও 'বুক অব কমন প্রেয়ার' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। দুইটিই অনুবাদগ্রন্থ বলিয়া অনেকের অনুমান।[৮]

তাঁহার পুস্তিকা দুইটির বাঙ্গালা নাম 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা'। 'বিশ্বকোষে' নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'প্রশ্নোত্তরমালা'র প্রকাশ তারিখ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন, কিন্তু সুশীলকুমার দে'র মতে ইহার প্রকাশকাল আরও কয়েক বৎসর পরে।[৯] সিভেস্ত্রে ফেব্রুয়ারী ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতে অভিষিক্ত হন। আমাদের মতে বেস্তো প্রোটেষ্টাণ্ট হইবার পর এই পুস্তিকা দুটি রচনা করিয়াছিলেন ও পরে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রণস্থান লণ্ডন। রোমান হরফে বাঙ্গালায় মুদ্রিত পুস্তিকা দুইটি 'দি সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ক্রীশ্চান নলেজ' কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। রোমান হরফে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থের ইহাই প্রথম

আত্মপ্রকাশ। ইহাদের প্রকাশকাল কোন মতেই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে হইতে পারে না।

'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা'র উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এই দুইটি পুস্তিকা কেহই দেখেন নাই। এই জন্য মনোএলের গ্রন্থ তিনটির মত ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা কোথাও পাওয়া যায় নাই।

এই পুস্তিকা দুইটিকে অনুবাদগ্রন্থ বলা হইতেছে, ইহা অনুমান মাত্র। বই দেখেন নাই বলিয়া সঠিক করিয়া কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই। আমাদের মত ভিন্নরূপ। বেন্তো প্রথমে অগাস্তীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর এই ধর্মমত লোকমধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিমধ্যেই অনেক ক্যাটাকিস্ট ও প্রার্থনা রচয়িতা পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। মনোএলের গ্রন্থগুলির সহিত বেন্তোর হয়ত পরিচয়ও ছিল। তিনি ক্যাথলিক ধর্মমতে থাকিবার সময়ই ক্যাটাকিজম ও প্রার্থনা রচনা বা সংগ্রহ প্রকাশ করিবার কথা ভাবিয়া থাকিবেন। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতে অভিষিক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্যাটাকিস্টও নিযুক্ত হন। যতদূর মনে হয় তাঁহার প্রশ্নোত্তরমালাটি নিজের রচনা, প্রার্থনামালাটি অনুবাদ পুস্তক হইতে পারে, তবে কোন প্রার্থনাসঙ্গীত তিনি রচনা করেন নাই এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

বেন্তো-দে-সিভেস্ত্রে ৫৮ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অসুস্থ শরীরেও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে[১০] মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সপ্তম অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। Portuguese in Bengal—J. J. A. Campos—page : 25,

২। "Before the Portuguese Settlement Hoogly has neither a distinct existence nor history of its own. It was only a small insignificant village consisting of a few huts, while Satgaon was a great port and flourishing city whose antiquity extended beyond the times of Ptolemy. The Portuguese indeed, were founders of the town of Hoogly. ...Hoogly was established either towards the close of 1579 or in the earlier months of 1580"—Ibid—Page : 54.

৩। Portuguese in Bengal—J. J. A. Campos.

৪। Oriental Christian Biography—W. H. Carey—Vol I—1852; Page : 193-204.

৫। Oriental Christian Biography—W. H. Carey—Vol II; Page: 182.

† এই তারিখটি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়—১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

(Oriental Christian Biography Vol II—Page : 182),

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ।

(Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De—Page : 69)

৬। Oriental Christian Biography—W. H. Carey—Vol I—Page : 201.

৭। The mission of the Jesuits in India—Rev. W. S. Mackay—Page : 20.

৮। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস—পৃষ্ঠা : ২৩।

৯। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস—পৃষ্ঠা : ২৩।

১০। Oriental Christian Biography—W. H. Carey—Vol I—Page : 201.
মৃত্যুর তারিখ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মূল্যায়ণ

(১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ—১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)

ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মূল্যায়ণ করিবার পূর্বে ইহাদের তালিকা প্রস্তুত প্রয়োজন। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য নীচে একটি গ্রন্থ-তালিকা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

১। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ। Doctrina Christa. গোয়া অঞ্চলের দেশীয় ভাষা। রচয়িতা—অজ্ঞাত।

২। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীষ্টীয় ভন্নকনম। মালাবার-তামিল। মূল গ্রন্থের রচয়িতা সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার, অনুবাদকের নাম—অজ্ঞাত।

৩। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। Flos Sanctorum—তামিল। ফাদার জোয়ানেস ফারিয়ার।

৪। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ। Discurso Sobre a Vinda de Jusu Christo Nosso Salvador ao Murdo—মারাঠী। থমাস্ ষ্টিফেন্স।

৫। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ। Declaracam da Dovtrina Christam—গোয়ার ব্রাহ্মণদের ভাষা—ডিওগো রাইবেরো।

৬। ১৬২৯-১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। Disevros Sobre a Vida do Apostolo Sam Pedro মারাঠী ব্রাহ্মণ ভাষা। এটীনে-দা-লে-ক্রইক্স্।

৭। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ। Arte da Lingoa Canarim। পর্তুগীজ-কানাড়ী। থমাস্ ষ্টিফেন্স।

৮। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। Padva mhallalea Xarantulea Sancto Antonichy Zivitua Catha—মারাঠী ও গোয়ার চলিত ভাষা—আন্তোনিয়ো-দা-সাল্ডন্হা।

৯। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ। Soliloquios Divinos†—গোয়ার ব্রাহ্মণদের চলিত ভাষা—জোয়াও-দা-পেগুরোজা।

১০। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ। Doutrina Christam—গোয়ার ব্রাহ্মণদের চলিত ভাষা—থমাস্ ষ্টিফেন্স।

১১। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ—বাঙ্গালা—মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও।

১২। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। বাঙ্গালা-পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ। বাঙ্গালা-পর্তুগীজ—মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও।

১৩। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রশ্নোত্তরমালা—বাঙ্গালা—বেন্তো-দা-সিভেস্ত্রে।

১৪। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রার্থনামালা—বাঙ্গালা—বেন্তো-দা-সিভেস্ত্রে।

এই গ্রন্থতালিকায় আমরা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একেবারে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, মাঝখানে প্রায় আশী বছরের ব্যবধান। কারণ, ইত্যবসরে বোম্বেতে ভীমজী পারেখের উদ্যমে মুদ্রণশিল্পের একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল এবং ভারতীয়ের রচিত গ্রন্থ, ভারতীয় হরফেই মুদ্রিত হইতে শুরু হইয়াছিল। ফলে, প্রাচীন মিশনারী প্রচেষ্টায় দ্বিভাষিক রোমান হরফে মুদ্রিত দেশীয় ভাষার গ্রন্থের প্রয়োজন শেষ হইয়া আসে। ইউরোপীয় রচিত দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষার গ্রন্থসকল আমাদের আলোচনা বহির্ভূত। এইজন্য এই দীর্ঘ বিরতি। তবে, দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির উল্লেখ অপরিহার্য এই কারণে যে, ইহাদের সহিত পর্তুগীজ মিশনারীদের যোগ রহিয়াছে এবং এই মিশনারীরাই বাঙ্গালাদেশের প্রথম ইউরোপীয় যাঁহারা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। দক্ষিণ-ভারতে তাঁহারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পদ্ধতিতে প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিও মুদ্রিত হয়। উল্লিখিত তালিকাটিতে দক্ষিণ-ভারতের মুদ্রণ-প্রচেষ্টা কিভাবে বাঙ্গালায় সংক্রমিত হয়—ইহা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। কারণ এই মিশনারী উদ্যম হইতেই ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণ শুরু হইয়াছে।

যদিও অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই হলহেডের ব্যাকরণ, কোম্পানীর আইন ও বিভিন্ন পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছিল তথাপি ইহারা আমাদের বর্তমান তালিকায় গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থের নূতন একটি যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাদের আলোচনা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে করা হইল।

ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির তালিকা দেখিয়া ইহাদিগকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। খ্রীষ্টীয় ধর্মসঙ্গীত।

২। খ্রীষ্টীয় নীতিনিবন্ধ।

৩। প্রশ্নোত্তরে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যাপুস্তক।

৪। ব্যাকরণ।

৫। শব্দকোষ ও অভিধান।

তালিকাটির প্রথম ১০টি গ্রন্থ দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষায় ও শেষ চারিটি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থ তালিকা হইতে বোঝা যাইতেছে যে দাক্ষিণাত্যে মিশনারীরা তাঁহাদের গ্রন্থ প্রচেষ্টা যেরূপ খ্রীষ্টীয় নীতিনিবন্ধ ও ব্যাকরণ শব্দকোষাদিতে সীমাবদ্ধ ছিল বাঙ্গালা দেশেও তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহারা মূলে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ধর্মীয় গ্রন্থাবলী ও (২) ব্যাকরণ ও অভিধান। ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণ—অভিধানের প্রয়োজন এবং ভাষা শিক্ষার মূলে রহিয়াছে দেশীয় ভাষায় ধর্মপ্রচারের বাসনা। সুতরাং, আলোচ্যযুগে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষার বইগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে কোনোপ্রকার বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বিদেশীরা ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ-প্রকাশে আগ্রহশীল হন নাই, প্রথম দিকে গ্রন্থ প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। বাঙ্গালাদেশে ষোড়ষ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীদের মধ্যেও ধর্ম প্রচারের জন্যই দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়াস বিদ্যমান ছিল। ইহার সহিত কোনো প্রকার রাজনৈতিক অভিসন্ধি জড়িত ছিল না।

ভাষা মানুষের রক্তের সহিত প্রবহমান জাতীয় সংস্কৃতির মহত্তম সম্পদ। যে মুহূর্তে প্রথম পাশ্চাত্য মিশনারী এদেশের ভাষা উচ্চারণ করিলেন সেই মুহূর্তেই অজানিতভাবে এদেশের সংস্কৃতিকে তিনি স্বীকার করিয়া ইহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। ভারতবর্ষের জ্ঞানের অন্ধকার দূর করিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার অত্যাবশ্যক বলিয়া এই মহৎকর্ম সম্পাদনের পুণ্যলোভে মিশনারীরা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অবরুদ্ধ দ্বার তাঁহাদের নিকট উন্মোচিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষায়, সভ্যতায়, জ্ঞানে, অধ্যাত্মচিন্তায় ভারতীয়েরা দীন নহে।

সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থতালিকা হইতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কেরীর সম্পাদিত 'কথোপকথন' চলিত

ভাষায় রচিত হইলেও বাঙ্গালা গদ্যে ইহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। 'কথোপকথনে'র প্রায় একশত বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর হাতে বাঙ্গালা গদ্যে চলিত ভাষা সর্বজন স্বীকৃত রূপ পায়। গোয়া হইতে প্রচারিত খ্রীষ্টীয় গ্রন্থগুলির কোনো কোনোটি গোয়ার চলিত ভাষার গদ্যে রচিত। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আন্তোনিয়ো-দা সালডন্হা রচিত সেণ্ট এণ্টনির একটি জীবনী গ্রন্থ গোয়ার চলিত ভাষায় রচিত। প্রাক্ শ্রীরামপুর যুগে রচিত বঙ্গভাষার খ্রীষ্টীয় ধর্মপুস্তকগুলির ভাষায় চলিত ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে গোয়া ও মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাষা সংস্কৃত হইলে পৃথক পৃথক ভাবে 'গোয়ার ব্রাহ্মণদের ভাষা', 'মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের ভাষা' বলিয়া উল্লিখিত হইত না। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে উচ্চবর্ণের ভাষা ও সর্বসাধারণের কথ্য ভাষার মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য বাঙ্গালা দেশেও বিদ্যমান ছিল তাহার একটি প্রমাণ মিলিতেছে। উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পৌছান এবং ঐদিনই রামরাম বসু তাঁহার মুন্সী নিযুক্ত হন। তিনি শুধু কেরীকেই বাঙ্গালা শিখাইতেন না তাঁহার পুত্র ফেলিক্সকেও শিখাইতেন। "সাড়ে সাত বৎসর বয়সে ফেলিক্স যখন মালদহ পৌছান, তখন মুন্সী রামরাম বসুর সাহায্যে ব্রাহ্মণদের এবং অব্রাহ্মণদের মধ্যে কথিত উভয়বিধ বাঙ্গালা ভাষাতেই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা জন্মিয়াছে।"[১] ইহাতে দেখা যাইতেছে যে উইলিয়াম কেরী যখন বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের কথিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য ছিল। আমাদের অনুমান 'ব্রাহ্মণদের ভাষা' বলিয়া 'সাধু ভাষা'কেই চিহ্নিত করা হইয়াছে। আমাদের এই অনুমানের স্বপক্ষে মানোএলের ব্যাকরণ হইতে একটি প্রমাণ মিলিতেছে। 'NOMES RELATIVO, INTERROGATIVO E PARTETIVO'—শীর্ষক পরিচ্ছেদের 'NOTA' অংশে বলা হইয়াছে যে—

"Na lingua Bengala vulgar nao se uza-de plurar, assim como em muitos idiomas"······"Porem na lingua Bengala politica, que fallaõ os Bramenes, tem os nomes plurar."

অন্যান্য অনেক ভাষার ন্যায়, চলিত বাঙ্গালা ভাষায় বহুবচনের প্রয়োগ নাই······কিন্তু সাধু বাঙ্গালায়, যাহা ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, বহুবচন শব্দ

আছে। সুতরাং দেখিতেছি মানোএল 'Bengala Vulgar' ও 'Bengala Politica'র পার্থক্য দেখাইয়াছেন এবং দ্বিতীয়টি ব্রাহ্মণদিগের ভাষা। ইহাই সাধু ভাষা। ওলন্দাজ ভাষায় রচিত কেটেলের হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণটির লাতিন অনুবাদ প্রকাশকালে (১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) ডেভিড মিল ভূমিকায় বাঙ্গালা বর্ণমালাকেও 'ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালা' বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের টেবল্ III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা (Alphabatum Brahmanicum-III B) প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা। সুতরাং অনুমেয় যে আলোচ্যযুগে দেশীয় ভাষায় সাহিত্য সাধনার সাধুরীতিকে ব্রাহ্মণদের ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হইত। এরূপ হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে শিক্ষা সেযুগে সমাজের উচ্চকোটির মধ্যে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বিদেশীয়দের ধারণা জন্মিয়াছিল যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই শিক্ষাদীক্ষা বোধকরি একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বিষয়।

তালিকাবদ্ধ গ্রন্থগুলি হইতে মিশনারীদের তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সমাজে উচ্চবর্ণের একটি সম্মানীয় মহৎ প্রতিষ্ঠার কথা তাঁহারা ভুলেন নাই। জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে উচ্চবর্ণের সহায়তা প্রয়োজন বলিয়া প্রথম হইতেই খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের দৃষ্টি এই শ্রেণীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কথোপকথন—জাতীয় গ্রন্থে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক', 'গুরু-শিষ্য' প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ উচ্চবর্ণে ব্যবহৃত সাধু প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। তাঁহারা সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করিতেন তাহার নজির আছে। এই সঙ্গে সর্বজনগ্রাহ্য চলিত গদ্যেও তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ধর্মনীতি-নিবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। উচ্চকোটির ব্রাহ্মণসমাজে এবং নিম্নকোটির হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের এই প্রকল্প। ব্রাহ্মণেরা প্রভাবিত হইলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মপ্রচার সহজ হইবে ইহা তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন। এইজন্য ভারতীয় সমাজিক কাঠামোর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সুচিন্তিত উপায়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রথম হইতেই মিশনারীরা এই দ্বিমুখী-প্রয়োগনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে পক্ষবিস্তার করিয়া ক্রমে এই দেশের একটি বৃহৎ অংশকে এই ধর্মচ্ছায়ায় আনিয়াছে তাহার ইতিহাস রচনা করিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি উপকরণরূপে গৃহীত হইবে। কি অসীম অধ্যবসায়ে খ্রীষ্টীয় যাজকবৃন্দ

বিদেশে সর্ববিধ দুঃখ, দারিদ্র্য ও কষ্ট সহ্য করিয়া ধর্মের জন্য প্রাণাতিপাত করিতেছিলেন তাহার পরিচয় প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হইতে পাওয়া যায়। আর আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা উচ্চ নীচে কি বিরাট ও ব্যাপক পার্থক্য রচনা করিয়া নিজেকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়িয়াছিল তাহারও পরোক্ষ ইঙ্গিত ইহাতে আছে। এক কথায়, সমাজের যে সামান্য ক্ষীণ পরিচয় গ্রন্থগুলিতে রহিয়াছে তাহা হইতেই গ্রন্থ প্রকাশযুগে আমাদের সমাজের আভ্যন্তরিক ক্ষয়িষ্ণুতার কথা প্রকট হইয়া উঠে।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে গ্রন্থগুলির মূল্য কিছু কম নহে। মূল ভাষার অনেক উপভাষা থাকে। উপভাষাগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যাহার ফলে একটি উপভাষা অন্যটি হইতে পৃথক হয়। এই গ্রন্থগুলি রোমান হরফে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হইলেও মূল ভাষার কোনো-না-কোনো উপভাষার প্রভাব এগুলিতে রহিয়াছে। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপভাষা আলোচনা ও ইহার উচ্চারণ বিধি, ধ্বনি পরিবর্তন প্রভৃতির বিষয় এই গ্রন্থগুলি হইতে কিছু কিছু পাওয়া যাইবে।

মানোএলের ভাষা হইতে ইহার কিছু উদাহরণ দেওয়া হইল।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে রচিত, নামপৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ আছে : "ফাদার মনোএল-দা-আসম্পসাঁও লিখিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন বাঙ্গালাতে ভাওয়াল দেশে, সন হাজার সাত শহ পইনতিস বসসর খ্রীষ্টর জর্ম বাদে।" গ্রন্থটির মুখবন্ধ নিম্নরূপ :

TAZEL 1

Xidhi Cruccer Ortho, Bhed. G.—Guru. X.—Xixio.

X. Puzio houq xidhi poromo Nirmol Dhormo.

G. Tini tomare axirbad deuq, ebong tomare bhalo Coruq ; aixo, Pola, tomi quetta.

X. Ami Christao, Poromexorer Crepae.

G. Cothae Zao ?

X. Barite Zai.

G. Tomar bari Cothae ?

X. Baval dexe, ami tomar raioto : Nagorite boxi.

G. Ami to xeqhane zai : amar xongue aixo ;

তাজেল ১

সিদ্‌ধি ক্রুসের অর্থ, ভেদ। গু—গুরু। শি—শিষ্য।

শি : পূজ্য হোক সিদ্ধি পরম নির্মল ধর্ম।

গু : তিনি তোমারে আশীর্বাদ দেক, এবং তোমারে ভাল করুক ; আইস পোলা, তুমি কেটা ?

শি : আমি খ্রীস্তাও, পরমেশ্বরের কৃপায়।

গু : কোথায় যাও ?

শি : বারিতে যাই।

গু : তোমার বারি কোথায় ?

শি : ভাওয়াল দেশে ; আমি তোমার রাইয়ত। নাগরিতে বসি।

গু : আমি তো সেখানে যাই। আমার সঙ্গে আইস।

উদ্ধৃতাংশ হইতে গুরু ও শিষ্য ভাওয়াল অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বোঝা যাইতেছে। তাহাদের কথোপকথন এই অঞ্চলের ভাষায় হইতেছে।

গ্রন্থরচনা ভাওয়াল দেশে এবং গুরু-শিষ্য—যাহাদের কথোপকথন গ্রন্থের একমাত্র বিষয়, তাহারাও ভাওয়ালের অধিবাসী। মানোএল এই অঞ্চলেই যাজকবৃত্তি লইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব অবশ্যই থাকিবে।

গ্রন্থের ভাষা বিচারে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলিতেছে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'এ পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব ॥

ক. ধ্বনিগত ॥

i. অ-কার স্থানে উ-কার, যেমন, শহর>শুহর Xuhar[2] [256]

ii. অ-কার স্থানে ও-কার, ও-কার হইতে উ-কার, যেমন, বিধবা> বিধোবা>বিধুবা bidhuba মোটা>মুটা Muta.

iii. ক-স্থানে গ, যেমন, Pag-Porox (পাক-স্পর্শ)। তুলনীয়—সকল> হগল, কাক>কাগ, শাক>শাগ, Xag [206]

iv. দুই স্বরের মধ্যবর্তী 'ক' বা 'খ'-র উচ্চারণ অনেকটা 'হ'র মত, যেমন রাখাল>রাহ্আল rahoal [12]

v. য-ফলা ও 'ক্ষ' যুক্ত পদে উচ্চারণের সময় যে 'য়' বা 'ই' আসে তাহা এবং কিছু ই-কারান্ত পদের 'ই' পশ্চিমবঙ্গে লুপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গে লুপ্ত হয় না। কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে আসে এবং মৃদুভাবে উচ্চারিত হয়। "যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই মৃদু ই-কারকে [ˉ] এবং [ি] চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করেন।"

কন্যা>কোন্নে Konne
রক্ষা>রোক্খে Rokkhe
রাত্রি>(রাত্তি>রাতি) রাত্ Rat

পূর্ববঙ্গে কন্যা>ক ˉ ন্না Koinna
রক্ষা>র ˉ কখা Raiqha
রাত্রি>(রত্তি>রাতি) রাৗত্ Rait [10]

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে Koinna বা raiqha নাই, আছে Konia [64] এবং raqhia [358] ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুইশত বৎসর পূর্বে য-ফলার উচ্চারণ এখনকার চেয়ে ভিন্ন ছিল বোঝা যাইতেছে। বিবর্তনটি এইরূপ: Kanya>Kania>Kainna ; Raksha>Raqhia>Raiqha। এই সূত্র অনুযায়ী madhye>madhie>maidhe হওয়া উচিত এবং কৃপার শাস্ত্রে madhie থাকিবে। কিন্তু গ্রন্থটিতে maidhe [158] পাইতেছি। তবে এরূপ ব্যবহার কম।

vi ই-আগমে'র উদাহরণও আছে। বোন>বইন bain [240], চার >চাইর chair [236], ঘাট>ঘাইট, ghaitt [32]

খ. শব্দরূপে পূর্ববঙ্গীয় রীতি কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমায় 'এ' বিভক্তি—

i. "maihae moria guelo", মাইয়াএ মরিয়া গেল [10]

ii. "matae Saoaler upore proti raite xidhi Crux Coriassilo", মাতাএ ছাওয়ালের উপরে প্রতি রাতে সিদ্ধি ক্রুশ করিয়াছিল [10]

গ. পূর্ববঙ্গীয় বাক্যরীতি কৃপার শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।
"aixo, Pola, tomi Quetta", আইস পোলা, তুমি কেটা?
"tomi ni axthar nirupon zano", তুমি নি আস্থার নিরূপণ জান?
"hoe zani", হয় (হঁ্যা) জানি [২]।

ঘ. পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দের ব্যবহার কৃপার শাস্ত্রে আছে। যেমন Saoal, maia, Pola, Phal, Longue
ছাওয়াল (ছেলে), মাইয়া (মেয়ে), পোলা (সন্তানতুল্য অর্থে), ফাল (লাফ >লম্ফ), লগে (সহিত অর্থে) ইত্যাদি।

স্থানে স্থানে মানোএল শুদ্ধ চমৎকার বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিয়াছেন। নিম্নে এরূপ রচনার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

১। Bhalo rupe buzhao, tobe buzhibo [6]
ভালরূপে বুঝাও, তবে বুঝিব।

২। Xtro Crux deqhia palaia guelo [10]
শত্রু ক্রুশ দেখিয়া পলাইয়া গেল।

৩। Amar queho nahi, quebol tomi amar, ebong ami tomar, ami tomar daxi ; tomi amar xohae ; amar loqhio, amar bhoroxa [48]
আমার কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার এবং আমি তোমার; আমি তোমার দাসী, তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য, আমার ভরসা।

বাঙ্গালা গদ্যের এই ঋজুতা ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আশা করা যায় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া যে বাঙ্গালা গদ্যের পথ চলা শুরু সেই গদ্য মানোএলের হাতে এমন বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর লাবণ্য লইয়া আবির্ভূত হইতে পারে, আমরা তাহা পূর্বে কখনও ভাবি নাই, এই বিষয়ে সাহিত্যের ঐতিহাসিক-গণও আমাদিগকে কোন ইঙ্গিত দেন নাই। এইজন্য যখন মানোএলের রচনায় পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাববর্জিত এইরূপ দ্যুতিময় বাক্যগুলি পাইয়াছি তখন বিস্মিত হইয়াছি। অজস্র ব্যর্থতার মধ্যেও আমরা সাফল্যের দুই একটি পরম-ক্ষণকে চিরকাল মনে রাখি, মানোএলের বাঙ্গালা গদ্যের বহুবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও

সার্থক রচনা-লাবণ্যে উজ্জ্বল এইরূপ কতিপয় পংক্তি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মানোএলের গুরুত্ব কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্ব নহে, সাহিত্য আলোচনায় রস-সমৃদ্ধির জন্যও তাঁহার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

৯০-৯১ নং পৃষ্ঠার তালিকাটি 'The Printing Press in India—By A. K. Priolkar' হইতে গৃহীত। পৃষ্ঠা ১৪ হইতে ২৩। কিন্তু দুই ও তিন নম্বর গ্রন্থ 'বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা, মহম্মদ সিদ্দিক খান'—পৃষ্ঠা ৫৯ হইতে গৃহীত।

১। সাহিত্যসাধক চরিতমালা, অষ্টম খণ্ড—ফেলিক্স কেরী, পৃষ্ঠা ২১।

† তৃতীয় বন্ধনীর সংখ্যাগুলি মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা।

নবম অধ্যায়

ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ও গ্রন্থ রচনার নূতন যুগ

বাঙ্গালা দেশ ও ইহার ভাষা সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞান

ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার একটি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারা আছে। ষোড়শ শতক হইতে এই ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত মিশনারী প্রচেষ্টায় অব্যাহত থাকিয়া এই শতকের সপ্তম দশকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ রাইটারদের হাতে গতিবান হইয়া উঠে। বলা যায়, এই দশকে তাহাদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ও বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার একটি নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। মিশনারীগণের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার বাহিরে এতদিন বাঙ্গালা শিখিবার ও বই রচনার কোন প্রয়াস ছিল না, অথচ এই সময় বাঙ্গালায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনগণ বানিজ্য ব্যাপারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা দেশীয় ভাষা প্রয়োজনানুসারে শিখিতেন, কিন্তু ইহাতে গ্রন্থ রচনার জন্য উদ্যোগী হইতেন না, এই প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার আধিপত্য লাভ করিতে থাকিলে বাণিজ্য ছাড়াও দেশ শাসন ও রাজস্ব আদায় ব্যাপারে জনসাধারণের সহিত ইংরাজ কর্মচারীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে থাকিল। দেশ শাসন ও রাজস্ব আদায় বাণিজ্য অপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এ দুইএর চরিত্রের মধ্যেই দুস্তর ব্যবধান। প্রথমটির সহিত জড়িত থাকিলে জাতির দেশ ও সংস্কৃতির বিস্তৃত ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে হয়, কিন্তু ব্যবসায়ে বাণিজ্যিক কলা-কৌশলই অধিক গুরুত্ব লাভ করে। এতদিন যাহারা বণিক ছিল, রাজশক্তি পাইয়া তাহারা দেশ ও জাতিকে গভীরভাবে চিনিতে চাহিল, ইহা না হইলে সভলব্ধ রাজশক্তি স্খলিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। মিশনারী প্রচেষ্টা ও দেশ শাসন এক জিনিস নয়। প্রথমটির সার্থকতা বঙ্গদেশবাসীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করায়, দ্বিতীয়টির সার্থকতা প্রজাকুলের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনে। বণিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দৃষ্টি বাঙ্গালার সর্বসাধারণের জীবনে সাধ্যমত শান্তি স্থাপনের দিকে ন্যস্ত ছিল। নিজেদের স্বার্থ নিরঙ্কুশ রাখিতেই তাঁহারা ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময় বাঙ্গালা দেশ, ইহার অধিবাসী ও তাহাদের ভাষা চর্চার অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটিল। স্যার চার্লস্ উইলকিন্স, স্যার উইলিয়ম জোন্স, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেডের ন্যায় অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ কয়েকটি পরিবারের সন্তানেরা কোম্পানীর চাকুরী লইয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং বাঙ্গালাদেশে নিযুক্ত হন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও ইঁহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি এই কর্মচারীবৃন্দকে জাতীয় সংস্কৃতির যেটুকু দেশ শাসনে জড়িত থাকিলে জানা প্রয়োজন তাহা অধ্যয়নে ও দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ জোগাইতেন। ফলে, শিক্ষিত ইংরেজদের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার প্রতি এই সময় হইতে একটি আগ্রহ দেখা দিল। হলহেড, উইলকিন্স, উইলিয়ম জোন্স—ইঁহারাই প্রথম প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্।

ইংরাজ যখন বাঙ্গালাদেশের আধিপত্য লাভ করে তখন এদেশের রাজ্য-শাসনে একটি অস্থিরতার উদ্ভব হইয়াছিল ; বহুকালাবধি এই দেশের জনসাধারণ সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে হিন্দু-নিয়মে শাসিত হইতেছিলেন, মুসলমান রাজত্বে ইসলামীয় আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল। পাশাপাশি এই দুইটি আইনের অবস্থান বিচার-বিষয়ে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংলণ্ডীয় আইন আবার ভিন্নরূপ। ওয়ারেন হেষ্টিংস উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এদেশে প্রবর্তিত দেশ-শাসন ও সামাজিক অনুশাসন সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে জনগণের সহিত যোগাযোগ ও শাসনশৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব। এই উপলব্ধির প্রেরণায় তিনি বাঙ্গালার সামাজিক অনুশাসন ও আইন ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতে নির্দেশ দিলেন। সংস্কৃত ও ফারসি হইতে হিন্দু ও মুসলমান আইন অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইল।

"Terror and confusion found a way to all the people and justice was not impartially administered ; wherefore a thought suggested itself to the Governor General, the Honourable Warren Hastings, to investigate the principles of the Gentoo Religion, and to explore the customs of the Hindoos, and to procure a translation of them in the Persian Language, that they might become universally known by the perspicuity of that idiom, and that a book might be compiled

to preclude all such contradictory decrees in future and that by a proper attention to each religion, justice might take place impartially according to the tenets of each sect."[১]

যখন আতঙ্ক ও অস্থৈর্যে জনসাধারণের চিত্ত উদ্বেলিত, নিরপেক্ষ বিচারের দ্বার অবরুদ্ধ তখন সকল ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে, সকল বিরোধের অবসান ঘটাইয়া নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে সর্বজনবোধ্য ফারসি ভাষায় হিন্দু আইন অনুবাদের কথা ওয়ারেন হেষ্টিংস চিন্তা করিয়াছিলেন। ইহারই ফল 'A Code of Gentoo Laws'—ভারতীয় স্মৃতি-পুরাণকাব্যগ্রন্থের ইহাই প্রথম ইংরাজী অনুবাদ। ইহাকে অনুসরণ করিয়াই পরবর্তীযুগে চার্লস উইলকিন্স-এর গীতা ও স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর হিন্দু-আইনের[২] অনুবাদ। গীতা ইউরোপীয়গণ-কর্তৃক ভারতীয় কাব্যগ্রন্থ অনুবাদের প্রথম ফল।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশককে 'ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ভারত-আবিষ্কারের' যথার্থ কাল বলিয়া নিরূপিত করিতে পারি। বাণিজ্য ও ধর্মান্তরিত করিবার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ শাসনের দায়িত্ব যখন উপস্থিত হইল তখন এই দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস, সমাজ ও জীবনের পরিব্যাপ্ত পরিসরের সহিত ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটিল। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এই আবিষ্কারের উৎসাহদাতা, হলহেড, চার্লস উইলকিন্স এবং উইলিয়াম জোন্স ইহার আবিষ্কারক ও প্রচারক। চার্লস উইলকিন্স-এর গীতা—'The Bhagvat Geeta or Dialogue of Krishna and Arjoon' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে অনুবাদক এই সম্মান ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রাপ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "The world, sir, is so well acquainted with your boundless patronage in general, and of the personal encouragement you have constantly given to my fellow-servants in particular, to render themselves more capable of performing their duty in the various branches of commerce, revenue, and policy, by the study of the languages, with the laws and customs of the natives, that it must deem the first fruit of every genius you have raised a tribute justly due to the source

from which it sprang."[8] ইহা অসত্য ভাষণ বা তোষামোদ নহে। ওয়ারেন হেষ্টিংস কোর্ট অব ডিরেক্টরগণকে লিখিতেছেন :—

"Every accumulation of knowledge, and specially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state : it is the gain of humanity : in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections ; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection ; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence. Even in England, this effect of it is greatly wanting. It is not very long since the inhabitants of India were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life ; nor, I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings : and these will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist, and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance."[৫]

সাম্রাজ্যবাদের একেবারে ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া 'Right of Conquest'-এর পতাকাবাহী একজন বৈদেশিক শাসনকর্তার নিকট হইতে বিজিত জাতি সম্বন্ধে এরূপ উক্তি আশ্চর্যের বিষয়, ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ভারত আবিষ্কারের ইহাই আশ্চর্য ফল। চার্লস উইলকিন্স-এর 'The Bhagavat Geeta or Dialogue of Krishna and Arjoon' ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও এই দেশের সংস্কৃতির আলো

ইউরোপের নেত্রপথে পতিত হইল। ইহার প্রকাশ-ফল সম্বন্ধে এশিয়াটিক জার্নালে বলা হইয়াছে :—

"The effect which this little work, of only 156 pages, including notes, produced upon the literary public in England and throughout Europe, was electrical. All hailed its appearance as the dawn of that brilliant light, which has subsequently shone with so much lustre in the productions of Sir William Jones, Mr. Colebrooke, Professor Wilson, etc., and which has dispelled the darkness in which the pedantry of Greek and Hebrew Scholars had involved the etymology of the languages of Europe and Asia."[৬]

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা জন্মিল। হলহেড, চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়ম জোন্স প্রাচ্যবিদ্যা অধিগত করিতে এবং সেই বিদ্যা ইউরোপখণ্ডে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকজীবনও তাঁহাদের অধ্যয়নের বিষয় হইল। বাঙ্গালাদেশ, ইহার জন-জীবন ও ভাষা তাঁহারা গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটিল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বাঙ্গালার শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিলেন।[৭] এই সময়ই হলহেড প্রভৃতির আগমন। ইহার পূর্বে অনেক পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ বণিক ও মিশনারী বাঙ্গালায় ছিলেন। বহুপূর্ব হইতেই মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইউরোপীয় উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা বাঙ্গালাভাষা শিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এমন কি অনেক মিশনারীগণ হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার পর্যন্ত করিতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্তন্যধারায় বঙ্গজীবন ও সংস্কৃতি পুষ্ট তাহার সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা বাঙ্গালার বাহির অঙ্গনে আসন

পাতিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা বাঙ্গালার দেবভূমিতে ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া গৈরিক বসন ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া খ্রীষ্ট-মহিমা গান করিয়াছিলেন।[৮] কিন্তু কেহই এই দেশের অন্তরে প্রবেশ করেন নাই, ইহার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা লইয়া ইহাকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। আলোচ্য তিনটি দশকে ইহার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল। মিশনারীরা নহে, বণিকেরা নহে, বণিকরাজার প্রাচ্যভাষাপ্রাজ্ঞ কয়েকজন সহৃদয় কর্মচারী দেশ-শাসন ও বাণিজ্যব্যাপারের বাহিরে নিজেদের অনুসন্ধিৎসার ফলেই অকস্মাৎ বঙ্গভূমিকে আবিষ্কার করিলেন।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মিশনারীগ্রন্থে 'সাগরপারে বঙ্গদেশে গঙ্গানদীর তীর' ও 'বাঙ্গালাভাষায় শক্তির সহিত লিখিত' গ্রন্থের উল্লেখ[৯] রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে মানোএল বলিয়াছেন: 'বাঙ্গালা ভাষা বিকলাঙ্গ (Lingua Bengala defectuoza),[১০(ক)] বঙ্গভাষা বিশুদ্ধ নয়, পরন্তু হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃতের মিশ্রণ, ইহা নিয়মিত নয়, সর্বতোভাবে লাতীনের অনুগত নয়। (Lingua Bengala naõ he matrix, mas consta de Industana.) এই ভাষায় বর্ণমালা, বাঙ্গালা ভাষায় শব্দাবলী উচ্চারণ করিবার যত বিভিন্ন উপায় আছে, ততগুলি বর্ণমালায় গঠিত (O alfabets desta lingua Consta de tantas letras, quantos saõ os modos de pronunciar as palavras da lingua Bengalla).[১০(খ)]

'একই দেশবাসীদের মধ্যে লিখনরীতিতে বিশেষ প্রভেদ আছে; কারণ কেহ কেহ একজাতীয় বর্ণ ব্যবহার করে, অন্যে অন্যজাতীয় বর্ণ প্রয়োগ করে, বিশেষ বিশেষ বর্ণের সঙ্গতিবিষয়ে ঐক্যমতের সম্ভাবনা অদ্যাপি নাই, সহজেই তাহাদের পরস্পর মধ্যে গণ্ডগোল হতে পারে। 'ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা এই বর্ণমালা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী, তাঁহারা মূলেই ভুল করিয়াছিলেন' (Finalmente os Bramenes, que dizen farao inventores deste alfebeto, e erraõ nos principos......).[১০(গ)]

উদ্ধৃতাংশটিতে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে মানোএলের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা বড় একটা শ্রদ্ধেয় অভিমত নহে। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। ইহার ত্রিশ বৎসর মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গভাষা তাঁহার স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া বিদেশীয়দের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।

এই ভাষার অপরিমিত শক্তি সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা সজাগ হইয়াছেন। হলহেডের ব্যাকরণের ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত রহিয়াছে :—

"I wished to obviate the recurrence of such erroneous opinion as may have been formed by the few Europeans who have hitherto studied the Bengalese ; none of them have traced its connexion with the Shanscrit, and therefore I conclude their systems must be imperfect. For if the Arabic language (as Mr. Jones has excellently observed) be so intimately blended with the Persian as to render it impossible for the one to be accurately understood without a moderate knowledge of the other ; with still more propriety may we urge the impossibility of learning the Bengal dialect without a general and comprehensive idea of the Shanscrit."[১১]

সংস্কৃত সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এই যে,—

"The grand source of Indian Literature, the parent of almost every dialect from the Persian Gulph to the China Seas, is the Shanscrit, a language of the most venerable and unfathomable antiquity."[১২]

বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে সংস্কৃত হইতে ইহা গৃহীত এবং "They are used in Assam as well as in Bengal, and may be probably one of the most ancient modes of writing in the world."[১৩]

হলহেডের এই ধারণার সহিত মানোএলের ধারণার পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। ইহা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আলোচ্য তিনটি দশকে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে এই সময়কার আরো কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় বাঙ্গালা লেখক ও প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অভিমত উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি পিট্স্ ফরস্টার তাঁহার ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধানের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"It (his dictionary) will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its

capability of being applied to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms......Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bangalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of the Tongue."[১৪]

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কোলব্রুক বাঙ্গালাদেশ ও ইহার ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Gaura, or, as it is commonly called, Bengalah or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of Gaur was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts ; but is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only ; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from Sanscrit. The dialect has not been neglected by learned men. Many Sanscrit poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned Hindus in Bengal speak it almost exclusively : verbal instruction in Sciences is communicated through this medium, and even publick disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the Devanagari, as the Pracrit and Hindevi are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but Deva-nagari deformed for the sake of expeditious writing. Even the learned amongst them employ this character for the Sanscrit language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr.

Forster have already rendered a knowledge of the Bengali dialect accessible', and Mr. Forster's further exertions will still more facilitate the acquisition of a language' which cannot but be deemed greatly useful, since it prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India."[১৫]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলি হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে আলোচ্য যুগে বাঙ্গালাদেশ ও ইহার ভাষা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের মধ্যে একটি গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল। ইহা না হইলে এইভাবে সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধেয় উক্তি সম্ভব হইত না। কোম্পানীর বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াই হলহেড, উইলকিন্স, জোন্স, কোলব্রুক অবসর করিয়া আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানিতে সচেষ্ট ছিলেন, নিজেদের অধ্যবসায়ে ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইভাবে আলোচ্য দশকত্রয়ে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বাঙ্গালাদেশ ও ইহার ভাষা নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইল। ন্যাথেনিয়েল ব্রাসী হলহেডের 'A Grammar of the Bengal Language'—এই আবিষ্কারের প্রথম ফসল।

ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড ॥ (১৭৫১—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হলহেড[১৬] ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে অক্সফোর্ডশায়ারের এক প্রাচীন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উইলিয়ম হলহেড দীর্ঘ ১৮ বৎসর ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের একজন ডিরেক্টর ছিলেন। হ্যারোতে থাকা কালে তিনি রিচার্ড ব্রিন্সলি শেরিডনের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং উভয়ে এরিস্টেনেটাসএর কাব্য-অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে ক্রাইষ্ট চার্চে ভর্তি হন এবং উইলিয়ম জোন্সএর (১৭৪৬-১৭৯৪) সাহচর্য লাভ করেন। উইলিয়ম জোন্স পরে 'স্যার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হলহেডকে আরবি ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। এই সময় কুমারী লিন্‌লে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শেরিডনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইলে প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলহেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রাইটারের কাজ লইয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। এখানে ওয়ারেন হেষ্টিংসএর উৎসাহে ১৭৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে

হিন্দু-আইনের অনুবাদ করেন, ইংরেজীতে অনূদিত এই গ্রন্থটি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'A Code of Gentoo Laws' নামে বিখ্যাত। এগারো জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃত হইতে ফারসি হইয়া ইহা হলহেড কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়, পরে অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছিল। অল্প সময় মধ্যেই গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির একটি ছাপাখানা হইতে তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। হুগলির মুদ্রণালয়টিই ভারতবর্ষে ইংরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানা। তাঁহার ব্যাকরণে ব্যবহৃত বাঙ্গালা অক্ষরের প্রতিলিপিগুলি চার্লস উইলকিন্স প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ফারসি, আরবি, এমন কি লাতিন ও গ্রীক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার মূলগত ঐক্য জেসুইট যাজকগণ পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিন্তু হলহেডই প্রথম ইহা সকলের নিকট ঘোষণা করেন। এই দিক দিয়া দেখিলে তাঁহাকে আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের একজন পথপ্রদর্শক বলিতে হয়। তিনি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচিত হন। রিচার্ড ভ্রাতৃগণের দার্শনিক মতবাদ অনেকটা প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদের স্বধর্মী ছিল বলিয়া প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হলহেড ইহাতে প্রভাবিত হন। এই প্রভাব তাঁহার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের গতি পরিবর্তন করিয়াছিল। এই সময় তাঁহার অনেক আত্মীয় মনে করিতেন হলহেড মানসিক অসুস্থতায় ভুগিতেছেন, পরে রিচার্ড ভ্রাতৃগণের মতবাদ হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ এসাইনেট'এ (French Assignate) অর্থ বিনিয়োগের ফলে তিনি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। হলহেড ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে একটি লাভজনক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। চুঁচুড়ার এক ডাচ গভর্ণরের কন্যা হেলেনা রিবাউটকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের কাল জানা যায় নাই তবে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ মিলিতেছে। হলহেড নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ট্রাষ্টিগণ ক্রয় করিয়া লন, বাকিগুলি হলহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র (ভাগিনেয়?) কোম্পানীর সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক ন্যাথানিয়েল জন হলহেড নিজের কাছে রাখিয়া দেন। জন হলহেডের নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলিতে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ

হইতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ওয়ারেন হেষ্টিংসএর সহিত পত্রালাপের যে অংশগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, তিনি ফারসি ভাষায় অনূদিত একটি মহাভারত হইতে ইংরেজীতে উহার অনেকাংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেডের নামে প্রকাশিত ষোলটি গ্রন্থের তালিকা মিলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ রচনা দুটি—'A Code of Gentoo Laws' এবং 'A Grammar of the Bengal Language'। আইনের বইটি ফরাসীতে 'Un Code des lois des gentoux' নামে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জে. বি. আর. রবিনেট কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ব্যাকরণটির ভূমিকায় তিনি ভারতীয় ভাষার যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অন্যত্র সমালোচিত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে।[১৭] হলহেড ইউরোপের কয়েকটি ভাষা ও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা জানিতেন।

অনেকে মনে করেন জন হলহেড ব্যাকরণকার হলহেডের পুত্র।[১৮] এই অনুমানের পশ্চাতে কোন প্রমাণ নাই। হলহেডের কোন পুত্র ছিল না। ফারসি ভাষায় অনূদিত একটি মহাভারত হইতে তিনি ইংরেজীতে উহার যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এ রক্ষিত আছে বলিয়া একটি ধারণা প্রচলিত আছে, ইহা সত্য নহে। তবে তিনি যে মহাভারতের অনুবাদ করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনার ইঙ্গিত আমরা তাঁহার ব্যাকরণে পাইতেছি। গ্রন্থটিতে ব্যাকরণের বিধিগুলি বুঝাইতে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই মহাভারতের পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। যেখানে তিনি মহাভারত হইতে কোন উদ্ধৃতি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, মাত্র সেই সেই স্থলেই উদাহরণ খুঁজিতে কাব্যান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। উৎকলিত চারি শতাধিক পংক্তির মধ্যে কুড়ি পঁচিশটি মাত্র অন্য কাব্য হইতে গৃহীত। মহাভারত হইতে উদাহরণের প্রাচুর্যই এই মহাকাব্যটির সহিত হলহেডের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন। সুতরাং বাঙ্গালাদেশের কোনো কাব্য স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অনুবাদ করিতে চাহিলে স্বভাবতই তাহা মহাভারতের অনুবাদ হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

হলহেড ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ষোলখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতে আসিবার অব্যবহিত পুর্বে শেরিডনের সহিত একটি কাব্যগ্রন্থ (The Love Epistles of Aristaenetus) অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৭৭১

খ্রীষ্টাব্দ)। বাঙ্গালাদেশে থাকাকালে তাঁহার পূর্বে উল্লিখিত দুইটি রচনা প্রকাশিত হয়, প্রথমটি 'A Code of Gentoo Laws' (১৭৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয়টি 'A Grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) নামে পরিচিত।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'A narrative of the Events···in Bombay and Bengal relative to the Maharatta Empire' প্রকাশিত হয়। ইহার পর পত্রাকারে কয়েকটি দীর্ঘ রচনায় ভারতবর্ষীয় নানা বিষয়ের সহিত যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু ব্যাপারের আলোচনা আছে। দেশে ফিরিয়া গেলে তিনি রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন এবং পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হইয়া কয়েকটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে 'A Code of Gentoo Laws' এবং 'A Grammar of Bengal Language' তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

'A Code of Gentoo Laws' রচনার প্রেরণা ওয়ারেন হেষ্টিংসএর, তিনি দেশের কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে ইহার অনুবাদে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটির ফারসি অনুবাদ হইয়াছিল, ফারসি হইতে ইহা ইংরেজীতে অনূদিত হয়। অনেকে মনে করেন হলহেড সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু ভালো ফারসি জানিতেন বলিয়া পণ্ডিতেরা ফারসি ভাষায় হিন্দু-বিধানের অনুবাদ করিতেন এবং হলহেড ফারসি হইতে ইংরেজী করিতেন। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, তিনি সংস্কৃতে প্রাজ্ঞ হইলে পণ্ডিতগণের সহায়তায় সরাসরি সংস্কৃত হইতেই ইংরাজী করিতেন, ফারসির মাধ্যমে অগ্রসর হইতেন না। এই যুক্তি এখন টিকে না। হলহেড যে সংস্কৃত ভালই জানিতেন তাহা চার্লস উইলকিন্সএর লেখা হইতে জানিতে পারিতেছি, তিনি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে লিখিয়াছেন যে, 'বন্ধু হলহেডের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।'[১৯] ইতিমধ্যে 'জেণ্টু ল' অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় স্পষ্টই লেখা আছে ওয়ারেন হেষ্টিংস ফারসি ভাষায় ইহার অনুবাদ চাহিয়াছিলেন, ইহাতে সে যুগের প্রায় সকলেই গ্রন্থটি পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে :—

"a thought suggested itself to the Governor General, the

Honourable Warren Hastings, to investigate the principles of the Gentoo Religion, and to explore the customs of the Hindoos, and to procure a translation of them in the Persian Language, that they might become universally known···"[২০]

হলহেড কখন ভারতে আসিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। তবে লণ্ডনে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাঙ্গালায় আসিয়া ভারতে রচিত তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'A Code of Gentoo Laws' অনুবাদের সময় ১৭৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং অনুমান করিতে পারি ১৭৭২ বা ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাইটারের কাজ লইয়া বাঙ্গালায় আসেন। চার্লস উইলকিন্স আসেন ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে 'A Code of Gentoo Laws'এর গুরুত্ব দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ইহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যবিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত হইল, দ্বিতীয়তঃ হলহেড সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে গিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দুদের কথাই বলিলেন ও বাঙ্গালা অক্ষর গ্রন্থে মুদ্রিত করিলেন। নীচে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল এবং বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা অক্ষরের মুদ্রণ আরম্ভের পূর্বে বহির্ভারতে মুদ্রিত বাঙ্গালা বর্ণমালার সহিত গ্রন্থটিতে মুদ্রিত বাঙ্গালা বর্ণমালার চিত্রলিপি প্রদত্ত হইল।

A/Code/of/Gentoo Laws,/or,/Ordinatious/of the/Pundits /from a/Persian Translation,/Made from the/original,/written in the/Shanscrit Language./London/Printed in the Year MDCC, LXXVI.

আখ্যাপত্রে অনুবাদকের নাম নাই। ভূমিকালিপির III সংখ্যক পৃষ্ঠায় কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগকে লিখিত ওয়ারেন হেষ্টিংসএর পত্রে আছে :—

"I have now the satisfaction to transmit to you a complete and correct copy of a translation of the Gentoo Code, executed with great Ability, Deligence and Fidelity by Mr. Halhed, from a Persian Version of the original Shans-

crit, which was undertaken under the immidiate inspection of the Pundits or compilers of this work."

(এগারো জন পণ্ডিত প্রত্যেকে প্রত্যহ এক টাকা পারিশ্রমিকে প্রায় দুই বৎসর এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অনুবাদ আরম্ভ ও মুদ্রণে ১৭৭৪ হইতে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ—এই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের নাম: রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর, পঞ্চানন, কৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, সীতারাম ভট্ট, কালিশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।[২১] ইঁহাদের সহযোগিতায় হলহেড, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পারিজাত, মিতাক্ষরা, ধর্মরত্নাকরটীকা, বিশ্বরূপকৃত যাজ্ঞবল্ক্যটীকা, মনুটীকা প্রভৃতি কুড়িটি শাস্ত্রের[২২] প্রয়োজনানুসারে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা একুশ। ইহাতে একটি 'glossary of such Sanskrit, Persian and Bengal words as occur in this work'-[২৩] আছে। Aghun (আঘান < অগ্রহায়ণ), Assen (আস্‌সেন < আশ্বিন), bazee (বাজি < বাদ্য), cose (কোস < ক্রোশ) প্রভৃতি তদ্ভব শব্দ, paan (পান), tokerie (টুকরি) প্রভৃতি দেশী শব্দ, cutcherry (কাছেরি) ফারসি শব্দ, cooly (কুলি), ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থটির চব্বিশ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা মাসগুলির আঘান, আসসেন প্রভৃতি তদ্ভব রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে অনুবাদ গ্রন্থটিতে হলহেডের বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাদেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের ইঙ্গিত ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। 'A Code of Gentoo Laws'এর অনুবাদকালকে আমরা লেখকের 'A Grammar of Bengal Language' রচনার প্রস্তুতি-পর্ব বলিতে পারি।

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ॥ (১৭৭৮ খ্রীঃ)

আমাদের আলোচনায় হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ:

বোধ প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী°

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃতস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED/AT/HOOGLY IN BENGAL/MDCC LXXVIII

ব্যাকরণটির পৃষ্ঠা সংখ্যা—ভূমিকা ৩০ পৃষ্ঠা+ব্যাকরণ ২১৬ পৃষ্ঠা—২৪৬ পৃষ্ঠা, কিন্তু ইহাতে অতিরিক্ত তুইটি পাতা সংযোজিত হইয়াছে। শেষের দিকে মোটা কাগজে এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটি হাতে লেখা চিঠির ব্লক ও একটি অতিরিক্ত শুদ্ধিপত্র আছে।

ব্যাকরণের সূচীপত্র ॥

The Content

গ্রন্থের নামপত্র হইতে ইহা রচনার উদ্দেশ্য, প্রকাশের তারিখ এবং বিষয়-বিন্যাস জানা যায়। ফিরিঙ্গিগণের উপকারের উদ্দেশ্য লইয়া ইহা রচিত। যে সকল ইংরেজ ইংল্যাণ্ড হইতে এদেশে আসিয়া বাঙ্গালাদেশের শাসন

ব্যাপারে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের পক্ষে এদেশের ভাষা জানা অবশ্য কর্তব্য ছিল বলিয়া হলহেড বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনায় ওয়ারেন হেষ্টিংসএর উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের পুর্বেই ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সহিত হলহেড পরিচিত হইয়াছিলেন। জেণ্টু ল'র মত 'A Grammar of Bengal Language' গ্রন্থ রচনার মূলেও শাসন-কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ছিল।

গ্রন্থকার ইহাকে 'বোধপ্রকাশ—শব্দশাস্ত্র' বলিলেও ইহার অতিরিক্ত কিছু গ্রন্থটিতে আছে, যাহা বিদেশীর পক্ষে—বাঙ্গালাদেশে থাকিতে হইলে জানা প্রয়োজন ছিল। সংখ্যা গণনা, ওজন ও মুদ্রার পরিচয়, কড়া, গণ্ডা, পণ, পোয়া প্রভৃতির গণনা ও চিহ্ন, রতি, মাসা, তোলা প্রভৃতির হিসাব—ব্যাকরণের শেষাংশে আছে।[২৪]

গ্রন্থের শেষাংশে ছন্দ-বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ আছে।[২৫] বাঙ্গালা ছন্দকে তিনি heroic, lyric or elegiae—এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। অনুষ্টুপ, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী শর্করী, অভিজগতি, অভিশর্করী ছন্দের উদাহরণ বাঙ্গালায় দেখাইয়াছেন। ইউরোপীয় কর্তৃক বাঙ্গালা ছন্দশাস্ত্রের ইহাই প্রাচীনতম আলোচনা।

গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই বিষয়ে আরও সঠিকভাবে সময় নির্দেশ সম্ভব। গ্রন্থের প্রথমাংশে একটি বিজ্ঞপ্তি আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে ইহার বেশীর ভাগ বর্ষাকালে মুদ্রিত :

"It is recommended not to bind this book till the setting in of the dry season, as the greatest part has been printed during the rains."[২৬]

সুতরাং গ্রন্থটি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট বা এই বৎসরই ইহার পরে কোন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে—এই দুই মাসে ইহার মুদ্রণকার্য চলিতেছিল। গ্রন্থশেষে একটি পত্রে বাঙ্গালা তারিখ আছে—সন ১১৮৫ সাল, ১১ই শ্রাবণ। হিসাবে ইংরাজী ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসই হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা প্রকাশিত হইলেও এই খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার শেষাংশে এমন একটি পৃষ্ঠা সংযোজিত আছে যাহা হইতে গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের কাল কিছুটা আগাইয়া আসে। ইহা একটি শুদ্ধিপত্র। ইহাতে

লিখিত আছে গ্রন্থটি ইংল্যণ্ড পৌছিলে যে অতিরিক্ত অশুদ্ধ অংশগুলি পাওয়া গেল তাহার শুদ্ধিপত্র—

"Errata discovered since the Bengal Grammar come to England."[২৭]

গ্রন্থের প্রথমে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী শুদ্ধিপত্রে যে ভুলগুলির নির্দেশ নাই সেরূপ ভুল শব্দের তালিকা শেষাংশের এই শুদ্ধিপত্রটিতে আছে। গ্রন্থটির ইংল্যণ্ডে পৌছিতে, পঠিত হইতে, নূতন শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইতে এবং সর্বশেষে তাহা গ্রন্থে সংযোজিত হইতে কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন। ইহার বাঙ্গালা ও ইংরাজী টাইপ মূল গ্রন্থের টাইপ হইতে পৃথক, পৃষ্ঠাটিতে কোন সংখ্যা-চিহ্ন নাই। ইহা যে পরে মুদ্রিত ও সংযোজিত তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহার সংযোজনে কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে।

"Errata discovered since the Bengal Grammar come to England." ইহা কি লেখকের উক্তি? লেখক কি তাহা হইলে ইতিমধ্যে ইংল্যণ্ডে গিয়াছেন? আমরা জানি হলহেড ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ব্যাকরণটি প্রকাশের যে তারিখ রহিয়াছে তাহার সহিত ইহার ব্যবধান নয় বৎসরের। হলহেড দেশে ফিরিয়া ব্যাকরণটি হইতে নূতন দফায় অশুদ্ধি বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব নহে। কারণ মাঝখানে নয়টি বছর চলিয়া গেল, এতদিন এই অশুদ্ধিগুলি তাঁহার চোখে পড়িল না এরূপ মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ইংল্যণ্ডে তবে কি অন্য কেহ এই অশুদ্ধিগুলির নির্দেশ করিলেন। আলোচ্য সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ কোনো বৈদেশিক লণ্ডনে ছিলেন, এরূপ সংবাদ মিলিতেছে না। আমাদের মনে হয় হুগলীতে গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পরই ইহার কোন প্রতি (কপি) কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কারণ ইহার পুর্বে এই জাতীয় গ্রন্থ কোম্পানী কর্তৃক লণ্ডন হইতেই প্রকাশিত হইত, ইতিমধ্যে লেখক অতিরিক্ত অশুদ্ধিগুলি বাহির করিলে তাহারও তালিকা প্রেরণ করিলেন। এই তালিকাটি লণ্ডনে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং নবমুদ্রিত পৃষ্ঠা বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছিল। এই পৃষ্ঠাটির মুদ্রণ সমস্ত বইটির মুদ্রণ অপেক্ষা অনেক ভাল, কাগজও পৃথক।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত[২৮] হলহেডের ব্যাকরণের ছয়টি কপি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। প্রত্যেকটিতেই দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রটি

সংযোজিত আছে। এই শুদ্ধিপত্রটি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মূল গ্রন্থ মুদ্রণের অনেক পরে মুদ্রিত। ইহার মুদ্রণস্থল, বোধ করি ইংল্যণ্ড। ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেকটি কপির সহিত সংযোজিত হইলে পর আমাদের পরীক্ষিত গ্রন্থগুলি আত্মপ্রকাশ করে। তাহা না হইলে সব কয়টি গ্রন্থেই এই শুদ্ধিপত্রটি থাকিত না। আমাদের মতে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ইহার মুদ্রণকাল এবং এই বৎসর কিছু-সংখ্যক কপি বিতরিত হইয়াছিল, বর্তমান আকারে ইহার আত্মপ্রকাশ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে। দ্বিতীয়-শুদ্ধিপত্রহীন কোন ব্যাকরণের কপি আমরা খোঁজ করিয়াও পাই নাই। গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পরও সংশোধনের কাজ চলিয়াছিল এবং সংশোধিত শুদ্ধিপত্র অবিক্রিত গ্রন্থগুলিতে সংযোজিত হইয়াছিল। বর্তমানে যে কয়টি কপির সন্ধান মিলিয়াছে সবগুলিই সংশোধিত শুদ্ধিপত্রযুক্ত।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট বা তাহার পরের কোন এক মাসে ইহার মুদ্রণ শেষ হইলেও দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রটি লইয়া ইহা সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল। আমাদের মতে হলহেডের 'A Grammar of Bengal Language' গ্রন্থটিতে দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রটি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন এক সময় সংযোজিত হইয়াছে। বর্তমানে যে কয়টি গ্রন্থ আমরা পাইতেছি, তাহার সব কয়টিই দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রসহ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর কোন এক সময় বিক্রিত বা বিতরিত হইয়াছিল।

এই ব্যাকরণটির মুদ্রণ ব্যাপারে একটি বিশেষত্ব আছে। ইহা চার দফায় মুদ্রিত। বাঙ্গালা মুদ্রণের সেই প্রাচীন যুগে এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক নহে।

(ক) মূল ব্যাকরণটি একভাবে মুদ্রিত হইল।

(খ) গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হাতে লেখা চিঠিটি পৃথকভাবে মুদ্রিত—এই পৃষ্ঠার কাগজ মোটা এবং ইহাতে পৃষ্ঠাসংখ্যা নাই অথচ ইহা মূল গ্রন্থের অংশ। লেখক Advertisement-এ বলিয়াছেন "The Book binder is desired to place the plate facing page 209."

(গ) দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্র—ব্যাকরণটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবার পরে মুদ্রিত ও সংযোজিত।

(ঘ) ইহার পরে হাতের লেখা চিঠির যে 'প্লেট' তাহারই মুদ্রিত আক্ষরিক প্রতিলিপি। এই প্রতিলিপিতে (পৃঃ ১০৯) ব্যবহৃত বাঙ্গালা টাইপগুলি মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত টাইপ অপেক্ষা অনেক উন্নত, সুন্দর ও আকারে ক্ষুদ্র। সমগ্র গ্রন্থটিতে

তিন শ্রেণীর বাঙ্গালা টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছে,—সমগ্র ব্যাকরণের স্থূল অক্ষর, দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রের বাঙ্গালা হরফ ও ব্লক করা চিঠির মুদ্রিত প্রতিলিপিতে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর হরফ। দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রের বাঙ্গালা শব্দগুলি ও হাতে লেখা চিঠির ব্লকটি কাষ্ঠখোদাই, বাকী সমস্তটাই ধাতুনির্মিত অক্ষরে ছাপা।

বাঙ্গালা ব্যাকরণটি রচনা করিবার সময় হলহেডের নিকট কোন গদ্যগ্রন্থ ছিল না বলিয়া মনে হয়। ব্যাকরণটিতে ব্যবহৃত সমস্ত উদাহরণগুলিই কাব্য হইতে গৃহীত। তাঁহার উদাহরণ সংগ্রহের প্রধান উৎস কাশীরাম দাসের মহাভারত। "মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্ ॥"—এই বিখ্যাত পংক্তিদ্বয়ের উদ্ধৃতি আছে। একটি উদ্ধৃতিতে 'পাণ্ডব বিজয়' বলিয়াও মহাভারতকে উল্লেখ করা হইয়াছে। রামায়ণ, বিদ্যাসুন্দর, পাঁচালি ও কৃষ্ণকথা কাব্য হইতে কিছুসংখ্যক উদ্ধৃতি আছে, এক জায়গায় পাঁচ পংক্তির একটি গানের উদ্ধৃতিও আছে।

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণটির জন্য চার্লস উইলকিন্স বাঙ্গালা হরফগুলি প্রস্তুত করিয়া দেন। অনেকে মনে করেন, হরফগুলি কাঠের, খোদাই করা হইয়াছিল। অন্য মতে ইহারা ধাতুনির্মিত। কাষ্ঠখোদিত হরফের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাদের প্রতি অক্ষরের মাত্রায় কোন বিরতি থাকে না—শব্দগুলি একটানা একটি সরলরেখার নীচে খোদিত হয়। ধাতুনির্মিত অক্ষরগুলি চলনশীল (movable) বলিয়া পরস্পর অক্ষরগুলি বসাইয়া শব্দ যোজনা করিতে হয়, ইহার ফলে একটি শব্দে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যে সামান্য ফাঁক বা বিরতি থাকে। উন্নত শ্রেণীর টাইপে এই বিরতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু চলনশীল ধাতু-হরফে ইহার অনুপস্থিতি অসম্ভব। হলহেডের ব্যাকরণে ধাতুনির্মিত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। নূতন করিয়া সংযোজিত দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রের বাঙ্গালা শব্দগুলি কাষ্ঠখোদিত। গ্রন্থের শেষাংশে হস্তলিখিত পত্রের ব্লকটিও কাষ্ঠখোদিত। ব্যাকরণটির বাকি বাঙ্গালা অংশ ধাতুনির্মিত হরফে মুদ্রিত। এই ব্যাকরণের জন্য হরফ নির্মাণ সম্বন্ধে লেখক তাঁহার ভূমিকায় হরফগুলি যে ধাতুতে নির্মিত তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

"The Advice and even sollicitation of the Governor General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's Civil Service in

Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did, and his success has exceeded every expectation. In a country so remote from all connexion with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer."

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকা ॥

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে লেখকের স্বচ্ছ দৃষ্টির যে পরিচয় ইহাতে আছে, হলহেডের পুর্বে কোন বৈদেশিকের মধ্যে ইহা ছিল না, পরবর্তী যুগে কেবল কেরীর মধ্যে এরূপ সহানুভূতিশীল স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, প্রায় দুই শত বৎসর পুর্বে হলহেড বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা স্বীকৃত সত্যরূপে সমালোচকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি দীর্ঘ আলোচনার পর এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বাঙ্গালা ভাষার মৌল উপাদান সংস্কৃত এবং সংস্কৃতের সহিত ফারসি, আরবি, লাতিন ও গ্রীকের সৌসম্য রহিয়াছে।

"The grand source of Indian Literature, the Parent of almost every dialect from the Persian Gulph to the China Seas, is the Shanscrit, a language of the most venerable and unfathomable antiquity ; which although at present shut up in the libraries of Bramins, and appropriated solely to the records of their Religion, appears to have been current over most of the Oriental World, and traces of its original extent may still be discovered in almost every district of Asia. I have been astonished to find the similitude of Shanscrit words with those of Persian and Arabic, and even of Latin and Greek ; and these not in technical and metaphorical terms, which the mutuation of refined arts and improved

manners might have occasionally introduced, but in the main groundwork of language, in monosyllables, in the names of numbers, and the appellations of such things as would be first discriminated on the immediate dawn of civilization[২৯] ······if the Arabic language (as Mr. Jones has excellently observed) be so intimately blended with the Persian as to render it impossible for the one to be accurately understood without a moderate knowledge of the other, with still more propriety may we urge the impossibility of learning the Bengal dialect without a general and comprehensive idea of the Shanscrit, as the union of these two languages is more close and more general ; and as they bear an original relation and consanguinity to each other, which cannot even be surmised with respect to the Arabic and Persian."[৩০]

২। হিন্দুস্থানে প্রচলিত ভাষাসমূহের শব্দাবলী সংস্কৃত হইতে জাত ; যে সকল শব্দ সংস্কৃত ধাতুনিষ্পন্ন নয়, সেগুলি কোন পৃথক ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়া মিশিয়াছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় শব্দ সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা ভাষাতত্ত্বে একটি নূতন দিকের সূচনা করিবে। বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে অনেক বিদেশী শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

"I conceive that every word of truly Indian original in every provincial and subordinate dialect of all Hindostan may still be traced by a laborious and critical analysis ; and all such terms as are thoroughly proved to bear no relation to anyone of the Shanscrit roots, I would consider as the production of some remote and foreign idiom, subsequently ingrafted upon the main stock. A judicious investigation of this principle would probably throw a new light upon the first invention of many arts and sciences, and open a fresh mind of philological discoveries[৩১]···" a long communication

with men of different Religions, countries and manners has rendered foreign words in some degree familiar to a Bengal ear. The Mahometans have for the most part introduced such terms as relate to the functions of their own Religion, or the exercise of their own laws and government ; the Portuguese have supplied them with appellations of some European arts and inventions : and in the environs of each foreign colony the idiom of the native Bengalese is tinctured with that of the strangers who have settled there. Upon the same principle, since the influence of the British nation has superseded that of its former conquerors, many terms of British derivation have been naturalized into the Bengal Vocabulary."[৩২]

৩। বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালার অপভ্রষ্ট রূপ। বাঙ্গালা দেশে এই বর্ণমালায় সংস্কৃত গ্রন্থসকল লিপ্যন্তরিত হইয়াছে।

"It is said that there are seven different sorts of Indian hands all comprized under the general terms Naagoree, which may be interpreted writing ; and elegant Shanscrit is styled Daeb Naagoree or the writing of the immortals ; which may not improbably be a refinement from the more simple and unpolished Naagoree of the earlier ages.[৩৩]... The Bengal letters, such as displayed in the following sheets, are another branch of the same stock ; less beautiful than the refined Shanscrit, but resembling it no less than the Naagoree. They are used in Assam as well as in Bengal, and may be probably one of the most ancient modes of writing in the world. The Bengalese Bramins have all their Shanscrit books copied in this national alphabet, and transpose into it all the Daeb Naagoree manuscripts for their own perusal."[৩৪]

আধুনিক ভাষাতত্ত্বে বাঙ্গালা-অসমীয়া প্রভৃতি নবীন ভারতীয় আর্যভাষাগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ-ভাণ্ডারে যে সকল শব্দগুলি বিশ্লেষিত হইলে সংস্কৃত-ধাতুজাত নহে বলিয়া ধরা পড়ে সেগুলি দেশীয় অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে বা বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। এই অ-সংস্কৃত শব্দগুলি ছাড়া আরও কিছু ফারসি, আরবি, পর্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজী শব্দের নমুনা হিসাবে হলহেড ডিক্রী, আপীল, ওয়ারেণ্ট ও সমন এই চারিটি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৫]

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশের পূর্বে জোন্স-এর ফারসি ভাষার ব্যাকরণে প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু হইয়াছিল, হলহেড তাঁহার ভূমিকায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা বলিলেন, তাহাই নবীন ভারতীয় আয ভাষাগোষ্ঠীর প্রথম আলোচনা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাযাতত্ত্বের প্রথম সার্থক আলোচক আখ্যা দেওয়া যায়।

হলহেডের পূর্বে বিদেশীয় রচিত একটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পাদ্রী মানোএলের এই ব্যাকরণ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালো করিয়া শিখেন নাই, বাঙ্গালাও ভাষাশিক্ষার আগ্রহ লইয়া চর্চা করেন নাই। করিলে তিনি লাতিনের আদর্শে বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস না পাইয়া হলহেডের ন্যায় সংস্কৃতের অনুসরণে ব্যাকরণ রচনা করিতে সচেষ্ট হইতেন। বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানীর মিশ্রভাষা বলিতেন না।

"Dos Rudimentos, se deve segvir a regra dos Latinos ; naõ em tudo por ser esta lingua Bengala defectusza mas em parte.

Dos generos, e preteritos tambem nao haduvida ; isto supposto passemos á construiçaõ."[৩৬]

অনুবাদ—"ধাতুর মূল সম্বন্ধে একথা বলিতে পারা যায় যে লাতিনদের নিয়ম অনুসরণীয়,—সম্পূর্ণভাবে নয়, কারণ এই বাঙ্গালা ভাষা বিকলাঙ্গ, অংশত অনুসরণীয়।

"লিঙ্গ ও অতীতকাল সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই; ইহা ধরিয়া লইয়া আমরা বাক্যগঠন প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৩৭]

দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনায় লেখক লাতিনকে অনুসরণ করিতেছেন। ধাতু, লিঙ্গ ও অতীতকাল আলোচনায় তিনি এই আদর্শ মানিয়াই বাক্য রচনায় প্রবৃত্ত।

লাতিনের অনুগত হওয়াই যেন ভাষার আদর্শ, এইরূপ মনোভাব মানোএলের ব্যাকরণে দেখিতে পাই; বাঙ্গালা ভাষা লাতিনের অনুগত নহে, ইহা বিশুদ্ধভাষা নহে, ইহাতে ক্রিয়া পদের অভাব আছে, এই ভাষা অনিয়মিত ও হিন্দুস্থানী-সংস্কৃতের মিশ্রণে গঠিত—মানোএলের ইহাই অভিমত।

"Como esta lingua Bengalla naõ he matrix, mas consta de Industana, e Sanserest, naõ he regular, nem corresponde em tudo á Lalina E por esta causa he falta de muitos verbos proprios, em lugar dos quaes se explicaõ os naturaes com ajuntamento de palavras."[৩৮]

যেহেতু এই বঙ্গভাষা বিশুদ্ধ নয়, পরন্তু হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃতের মিশ্রণ, ইহা নিয়মিত নয়, সর্বতোভাবে লাতিনের অনুগত নয়। এবং এই কারণে ইহার নিজস্ব অনেক ক্রিয়ার অভাব আছে। এতদ্দেশীয়েরা শব্দ-সংযোগে তাহাদের স্থানে নিজ নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করে।[৩৯] মানোএল বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধেও আশ্চর্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। "এই ভাষার বর্ণমালা, বাঙ্গালা শব্দাবলী উচ্চারণ করিবার যত বিভিন্ন উপায় আছে, ততগুলি বর্ণদ্বারা গঠিত। ......উপসংহারে, ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা এই বর্ণমালা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী, তাঁহারা মূলেই ভুল করিয়াছিলেন, এবং বাক্যাংশের (syllable) স্থলে বরং একটি বর্ণ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বর্ণমালাটি নষ্ট করিতে বসিলেন। Quanto লিখিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহারা লাতিনদের মত সমস্ত বর্ণগুলি লিখিলেন না। Quanto—কত, কিন্তু তাঁহারা মাত্র দুইটি বর্ণে দুইটি বাক্যাংশের মত গঠন করিলেন, ক—ত।"[৪০]

"O alfabeto desta lingua consta de tantas letras, quantos saõ os modos de pronunciar as palavras da lingua Bengalla ; ......Finalmente os Bramenes, que dizem faraõ inventores deste alfebeto, e erraõ nos principos, e querendo uzar de huma so letra antes que compor a sylaba, vieraõ a perverter

o alfabeto. Querendo eserever quanto, naõ eserevem todas as letras como os Latinos. Quanto, Coto ; mas sómente duas letras come que fazem duas sylabas co to."[৪১]

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তীয়েরা বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু এই ভাষার মূল কেহ সন্ধান করেন নাই—ইহা যে সংস্কৃত-জাত ভাষা, এই ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে সংস্কৃতের আশ্রয় প্রয়োজন এই কথাটি কেহ বুঝেন নাই।[৪২] এইজন্য যে রীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা ভাষা শিখিয়াছিলেন, বা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভ্রান্তরীতি। হলহেডই প্রথম বিদেশী যিনি সংস্কৃতকে মূল ধরিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদর্শ রচনা করিলেন। কোনো ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করিবার জন্য ভাষার মৌল উপাদান ও সেই ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে যে গভীর অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা প্রয়োজন, সাহিত্যিকের রচনা দেখিয়া ব্যাকরণের নিয়মাবলী নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা হলহেডের পূর্ববর্তী কোন ইউরোপীয়ের ছিল না। হলহেড তাঁহার পূর্ববর্তী কোন রচয়িতার পথানুসরণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন : এই বিষয়ে পূর্ববর্তী কোন রচয়িতার রচনা দ্বারা আমি পরিচালিত হই নাই, কোন রচনার সাহায্যও গ্রহণ করি নাই। ইহাতে যে দোষ ত্রুটি আছে তাহা সম্পূর্ণ আমারই। এই ব্যাকরণ রচনায় কতিপয় বিধি স্থির করিয়া তদনুসারে সাধ্যমত আমি বিষয়-বিন্যাস করিয়াছি। আমি যে পথ বাছিয়া লইয়াছি তাহাতে কোন পূর্বসূরীর পদচিহ্ন পড়ে নাই বলিয়া আমার পথ আমাকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছে, এবং উত্তরকালের পথিকদের জন্য পথচিহ্ন নির্মাণ করিতে হইয়াছে।—

"The path which I have attempted to clear was never before trodden ; it was necessary that I should make my own choice of the course to be pursued, and of the landmarks to be set up for the guidance of future travellers."[৪৩]

ডাঃ কেরী তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় নির্দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছেন, হলহেড প্রদর্শিত পথেই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন।

মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও'এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও হলহেডের বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অভিমত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কোনো কালগত নহে, ভাষাকে জানিবার সঠিক রীতিগত। পাদ্রীসাহেব লাতিনকে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, হলহেড সংস্কৃতের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। মানোএল বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধা লইয়া ইহার চর্চা করেন নাই, ইহাকে প্রথমাবধিই 'মিশ্রভাষা', 'অশুদ্ধ ভাষা', 'অনিয়মিত ভাষা', 'বিকলাঙ্গ ভাষা'—(mas cousta de Industana, e Sanscrest / Lingua Bengalla naõ he matrix / naõ he regular / esta lingua Bengala defectuoza)[৪৪] বলিয়া ধরিয়া ইহার ব্যাকরণ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে হলহেড বাঙ্গালা ভাষার বহুল প্রচলনের উল্লেখ করিয়া ইহাতে যে ব্যবহারিক জীবনের সর্ববিধ কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, ইহার বর্ণমালা যে প্রায় দেবনাগরীর মতই শ্রীসম্পন্ন, এই ভাষা যে সর্ববিধ ভাব-প্রকাশক্ষম এবং বহু ভাষার শব্দাবলীতে এই ভাষার শব্দভাণ্ডার ঐশ্বর্যমণ্ডিত —একথা স্বীকার করিয়াছেন। এককথায় বলিতে গেলে প্রবহমান জীবন্ত-ভাষার যে সকল গুণ থাকে হলহেড বাঙ্গালাভাষায় তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃতকে তিনি এই ভাষার মূল উৎস বলিয়া স্থির জানিয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনায় লাতিনের আদর্শ তাঁহাকে খুঁজিতে হয় নাই, সংস্কৃত-জননীর পথানুসরণ করিয়াছিলেন।

"The following work (The Grammar of the Bengal Language) presents the Bengal language merely as derived from its parent the Shanscrit."[৪৫]

মানোএল এই বিষয়ে ভ্রান্ত পথিক, হলহেড স্থির আদর্শপথ নির্মাতা ও ভবিষ্যতে ব্যাকরণ প্রণেতাগণের পথপ্রদর্শক।

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে ছাপাখানার প্রচলন ছিল না। তাঁহার পূর্ববর্তী বিদেশীয়দের রচনা বহির্ভারতে মুদ্রিত হইয়াছিল। এমনকি ব্যাকরণ প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বে তাঁহারই বিখ্যাত হিন্দু আইনের অনুবাদ লণ্ডন হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ব্যাকরণ মুদ্রণের সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালাদেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের যোগ রহিয়াছে। এই গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত

বাঙ্গালা অক্ষরগুলিই মুদ্রিত গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রথম বাঙ্গালা হরফ। ইহার নির্মাতা চার্লস উইলকিন্স। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

হলহেডের ব্যাকরণে উদ্ধৃত বাঙ্গালা কাব্যের পংক্তি॥

হলহেডের পূর্ববর্তী বৈদেশিক ব্যাকরণ রচয়িতা বাঙ্গালা কাব্যের কোন পংক্তি উদ্ধৃত করেন নাই। মানোএলের ব্যাকরণ, শব্দকোষ ও কৃপারশাস্ত্রে এমন কোনো ইঙ্গিত কোথাও নাই, যাহা হইতে বাঙ্গালীর সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল বলা যাইতে পারে। হলহেড ইহার বিপরীত। তিনি বলিয়াছেন: বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে যে সকল শব্দ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে (বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিতে আরবি, পারসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশী শব্দ যাহা বাঙ্গালা ভাষায় তৎকালে চালু হইয়াছিল, যেমন আরজি, কাছারি, দরখাস্ত, বন্দুক, কার্তুজ প্রভৃতি সেগুলিকে বাদ দিয়া তৎসম, তদ্ভব অর্থাৎ সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত শব্দ বুঝাইয়াছেন।) তাহাদিগকে আমি সতর্কতার সহিত পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এই কারণেই উদাহরণগুলি প্রাচীন এবং প্রামাণ্য রচনা হইতে চয়িত হইয়াছে।

"In the course of my design I have avoided with some care, the admission of such words as are not natives of the country, and for that reason have selected all my instances from the most authentic and ancient composition."[৪৬]

যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যাকরণে সন্নিবিষ্ট তাহার দুই চারিটি পংক্তি বাদে সমস্তই ছন্দোবদ্ধ পদ। গণনা করিয়া দেখিয়াছি এইরূপ ছন্দোবদ্ধ পদের সংখ্যা চার-শতাধিক এবং ইহারা বেশীর ভাগই মহাভারত হইতে গৃহীত। ইহা ছাড়া কালিকামঙ্গল, অন্নপূর্ণামঙ্গল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও রামায়ণ হইতেও দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; মহাভারতের উদ্ধৃতি প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের দ্রোণপর্ব হইতে। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি[৪৭] হলহেড ব্যাকরণের উদাহরণ দেখাইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(ক) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥ কাশীরাম দাস।

(খ) সেঁওতিতে পদ মাতা রাখিতে রাখিতে।
সেঁওতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥ ভারতচন্দ্র।

(গ) এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥ ভারতচন্দ্র।

এই পংক্তিগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত যাহাদের সাধারণ পরিচয় রহিয়াছে তাহাদেরও পরিচিত। হলহেড ব্যাকরণের একস্থানে একটি গান তুলিয়াছেন। দেহতত্ত্ববিষয়ক এই গানটিকে আমরা মুদ্রিত প্রথম বৈষ্ণব পদাবলী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ভব সিন্ধু পাররে কে যাবা ভাইরে—
হরি নামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারি—
বাহ বাহ বল্যা ডাকে তুই বাহু পসারি
ঠাকুর নিতাইয়ের ঘাটে অদান খেৰা বয়
যত অন্ধ আতুর তারা সব পার হয়।[৪৮]

বাঙ্গালা যমক-অলঙ্কারের একটি অতি পরিচিত পংক্তি ব্যাকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে—'আট পনে আট সের পাইয়াছিনি (পাইয়াছি চিনি)।'[৪৯] দ্বিতীয় পংক্তিটি অনুদ্ধৃত।

ব্যাকরণে উদ্ধৃত বাঙ্গালা গদ্য ॥

পৃষ্ঠাসংখ্যাহীন একটি পত্রে হলহেড একটি চিঠির ব্লক মুদ্রিত করিয়াছেন। ২০৯ পৃষ্ঠায় ইহারই মুদ্রিত প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রোমান হরফে মুদ্রিত বাঙ্গালা গদ্য আমরা পূর্বে পাইয়াছি কিন্তু হলহেডের গ্রন্থেই বঙ্গাক্ষরে প্রথম বাঙ্গালা গদ্য মুদ্রিত হইল। এই গদ্য বিদেশী ভাষার শব্দাবলীতে কণ্টকিত, তথাপি ইহার ভাষা যে বাঙ্গালা তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত ক্রিয়াপদগুলিতেই বাঙ্গালা সাধুভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। পত্রটি উদ্ধৃত হইল—

'৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশী-কিস্তী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরীর আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির

শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।

ফিদবি

জগতধির রায়

সেলামত, পরগণা, জবরদস্তী, উমেদওয়ার, আমিন, শরজমিনতে, তোরফেন, তলব, আদালত, হকদার প্রভৃতি শব্দগুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে, ইহারা বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে আগত ফারসি ও আরবি শব্দ। বর্তমানে ইহাদের শেলামত ও তোরফেন ছাড়া সমস্ত শব্দই বাঙ্গালার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হইয়াছে, করিয়া, করিতেছে, মারা পড়িতেছি—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ। পত্রাদিতে সে যুগে আরবি-ফারসির এই প্রতাপ রাজদরবারের প্রভাবজনিত। দীর্ঘদিন পাঠান সুলতান ও মোগল সুবাদারের অধীনে থাকিয়া জমি-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তাহাদের ভাষা আমরা প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছিলাম। চিঠিতে ইহারই প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে। অথচ, মানোএলের গ্রন্থে যে বাঙ্গালা গদ্য পাইতেছি তাহা সাধুভাষার কাঠামোতে রচিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গদ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই গদ্যের সামান্য নমুনা এখানে দিলাম—"এক গৃহস্থ বড় নিন্দক আছিল, সে এক পুত্র জর্ম্মাইল। সে ছাওয়াল হইয়া নিন্দা শুনিতে শুনিতে, নিন্দা শিখিল, পাচ বছরের ছাওয়াল হইয়া এত বড় নিন্দক আছিল, যে নিত্য নিন্দা করিত। পিতা মাতা শুনিলে হাসিতে হাসিতে আরও বেশ করিয়া নিন্দা শিখাইত। একদিন পিতা ছাওয়ালের লগে খেলাইতে লাগিল। তাহারে নিন্দা করিতে কহিত: তখন অচম্বিত ভূতে পরমেশ্বরের আজ্ঞায় আসিয়া ছাওয়াল ধরিয়া তাহারে শরীর আত্মা সমেত নরকে লইয়া গেল। তাহার পিতা-মাতাও নারকী হইল। যে পুত্র-কন্যার সাক্ষাতে অপরাধ করে, তাহারে পরমেশ্বর এমত শাস্তি দেন।"[৫০]

তুলনামূলক বিচারে দেখিতেছি যে বৈষয়িক পত্রে যে পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হইত গল্প ও কাহিনীতে সেইরূপ হইত না। মানোএল হলহেডের মত বাঙ্গালা জানিতেন না (তাঁহার ব্যাকরণ হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়), অথচ তাঁহার রচনায় এই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গদ্য দেখিতে পাইতেছি।

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণের গুরুত্ব ॥

ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার ইতিহাসে হলহেডের ব্যাকরণটি যে সকল কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে—

১। এতদিন পর্যন্ত ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনার সহিত যে অনবচ্ছিন্ন ধর্মীয় যোগ ছিল তাহা এই প্রথম ছিন্ন হইল। ধর্মীয় সংস্থার বাহিরে কোম্পানীর কর্মচারীগণ এখন বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের বৃত্তটি প্রসারিত হইল।

২। ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাকে হলহেড তাহাদের নিজস্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। "নবীন ভারতীয় ভাষাগুলির জননী সংস্কৃত। সংস্কৃতের সহিত আরবি, ফারসি, লাতিন ও গ্রীক ভাষার মিল আছে।" গ্রন্থটির ভূমিকায় এ জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে হলহেড ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। বাঙ্গালাদেশে তিনি এই বিষয়ের প্রথম পথিক। দক্ষিণ-ভারতে একজন ফরাসী জেশুইট মিশনারী ফাদার কোউরডু (Father Coeurdoux) ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি ম্যামোইরএ সংস্কৃতের সহিত ফরাসী ও লাতিন ভাষার যোগ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ইহাই প্রথম আলোচনা।

৩। সংস্কৃত-জাত বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে সংস্কৃতকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনার যথার্থ উপায়। অদ্যাবধি এই পথেই বাঙ্গালা-ব্যাকরণ রচিত হইতেছে, হলহেডই ইহার পথিকৃৎ।

৪। বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে দেশী ও বিদেশী শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে, ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিবলেই এই শব্দগুলির বঙ্গীকৃতি ঘটিতেছে—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের এই ইঙ্গিত হলহেড প্রথম প্রকাশ করিলেন।

৫। হলহেডের ব্যাকরণ যে ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়, তাহাই বাঙ্গালাদেশের প্রথম ছাপাখানা।

৬। এই গ্রন্থেই মুদ্রিত বঙ্গাক্ষরের প্রথম সার্থক প্রকাশ। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের যথার্থ ইতিহাসের পত্তন।

৭। ব্যাকরণের আলোচনায় সর্বত্র বাঙ্গালা কাব্যক্ষেত্র হইতে অজস্র উদ্ধৃতি গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয়দের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থের পরিচয়

ইহার পূর্বেকার ইউরোপীয়-রচিত কোনো গ্রন্থে নাই। হলহেডই প্রথম এই পরিচয় স্থাপন করিলেন। ব্যাকরণে উদ্ধৃত মহাভারতের দ্রোণপর্বের খণ্ডাংশ (একসঙ্গে ৭৩ পংক্তি), বৈষ্ণবপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত একটি গান, ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল ও অন্নপুর্ণামঙ্গলের পংক্তিগুলি এই পরিচয় বহন করিতেছে। বঙ্গভাষা শিক্ষাভিলাষী বিদেশীর সহিত বাঙ্গালা কাব্যের সংযোগ স্থাপন এই গ্রন্থটির অন্যতম গুরুত্ব।

নবম অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। A Code of Gentoo Laws—Preliminary Discourse—By Halhed, N. B. Page : 5.

২। গ্রন্থটির নাম 'Institute of Hindu Law'—মনুসংহিতার প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। 'A Code of Gentoo Laws' গ্রন্থে মনু হইতে কিছু প্রয়োজনীয় অংশ ১৭৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। 'Institute of Hindu Law'-এর অনুবাদ আরম্ভ করেন চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়ম জোন্স মনু-অনুবাদের ভার লইতে চাহিলে উইলকিন্স স্বকৃত অনুবাদের পাণ্ডুলিপিসহ এই দায়িত্ব জোন্সকে অর্পণ করেন।

৩। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস (পরিবর্তিত সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ৫৪।

৪। ঐ ঐ।

৫। ঐ পৃষ্ঠা : ৫২-৫৩।
—Bhagvat-Geeta, By Charles Wilkins, Published by E. I. Comp in 1785. Letter of W. Hastings.

৬। The Asiatic Journal, 1836, July. Page : 166.

৭। Bengali Literature in the 19th Century—By S. K. De Page : 70.

৮। The Missions of the Jesuits in India Page : 19.

৯। মানোএলের বাংলা ব্যাকরণ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত—মানোএলকৃত ভূমিকার অনুবাদ পৃষ্ঠা ৶৹

১০। (ক) ঐ অনুশীলন ১৫ পৃষ্ঠা : ৩৮।
(খ) ঐ „ ১৮ : ৩৮।
(গ) ঐ „ ২০ : ৩৯।

১১। A Grammar of the Bengal Language—By Halhed, N. B.—Preface, Page : XIX and XX.

১২। Do — „ Preface, Page : 3.

১৩। Do — „ Preface, Page : XIII.

১৪। Do — „ Introduction I & II.

১৫। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস পৃষ্ঠা : ৩৯।

১৬। Halhed, Nathanial Brassey (1751-1830) D. N. B. Vol III Page 925.

১৭। সমালোচকের নাম George Costard Do Page 926.

১৮। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De, Foot Note, Page : 70-71, 2nd Edition 1962.

১৯। 'About 1778' he writes his 'curiosity was excited by the example of his friend Mr. Halhed to commence the study of the Sanskrit. Wilkins, Sir Charles, Page 259, D. N. B. Vol XXI.
২০। A Code of Gentoo Laws, Preliminary Discourse. Page : 5.
২১। Do Page : 6.
২২। Do Page : 26-28.
২৩। Do Page : 7.
২৪। A Grammar of the Bengal Language—Halhed, N. B. Page : 190-199.
২৫। Do Page : 200.
২৬। Do Advertisement, Page : XXX.
২৭। Do পত্র সংখ্যাহীন গ্রন্থশেষের পৃষ্ঠা।
২৮। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ন্যাশনেল লাইব্রেরী, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ফণীবাবুর (শ্রীরামপুর) ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
২৯। A Grammar of the Bengal Language—Halhed Page : III, IV.
৩০। Do Page : XIX, XX.
৩১। Do Page : VIII.
৩২। Do Page : XX-XXI.
৩৩। Do Page : XII.
৩৪। Do Page : XIII.
৩৫। Do Page : XXI.
৩৬। Bengali Grammar—Manoel Da Assumpçam—Edited by S. K. Chatterjee and P. R. Sen. Page : 21.
৩৭। Do প্রিয়রঞ্জন সেন কৃত অনুবাদ পৃষ্ঠা : ২১।
৩৮। Do অনুশীলন ১৫ পৃষ্ঠা : ৩৮।
৩৯। Do অনুশীলন পৃষ্ঠা : ৩৮।
৪০। Do অনুশীলন ১৮, ২০ পৃষ্ঠা : ৩৮, ৩৯।
৪১। Do Manoel Da Assumpçam অনুশীলন ১৮, ২০ পৃষ্ঠা : ৩৮, ৩৯।
৪২। A Grammar of the Bengal Language—Halhed, N. B. Page : XIX.
৪৩। Do Do Page : XIX.
৪৪। Bengali Grammar by Manoel Da Assumpçam—Edited by S. K. Chatterjee & P. R. Sen Page : 38 & 21.
৪৫। A Grammar of the Bengal Language—Halhed, N. B. Preface Page : XXI.
৪৬। Do Page : XXI-XXII.
৪৭। Do Page : 153, 181.
৪৮। Do Page : 64.
৪৯। Do Page : 105.
৫০। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ পৃষ্ঠা : ২৪৫-৪৬।

দশম অধ্যায়

চার্লস উইলকিন্স

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলিয়া চার্লস উইলকিন্সের খ্যাতি ছিল কিন্তু ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে চার্লস উইলকিন্সের কোনো দান নাই, তিনি বাঙ্গালায় কোনো গ্রন্থরচনা করেন নাই। কিন্তু কেবলমাত্র ইউরোপীয়গণের বাঙ্গালা গ্রন্থরচনা ও প্রকাশই নহে, সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক রূপায়ণে চার্লস উইলকিন্সের অবদান অনন্যসাধারণ। হস্ত-লিখিত পুঁথির বৃত্ত অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য যেদিন মুদ্রাক্ষরলাঞ্ছিত হইল সেদিনই সাহিত্যের ইতিহাসে সকলের অলক্ষ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। চার্লস উইলকিন্স এই বিপ্লবের সার্থক রূপকার।

সোমারসেটশায়ারের অন্তঃপাতি ফ্রোম নামক স্থানে চার্লস উইলকিন্স[১] ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন তাঁহার জন্ম ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, কাহারো মতে ইহা ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ। সজনীকান্ত দাস মহাশয় ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। 'Bengali Literature in the 19th Century' গ্রন্থে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দই উল্লিখিত আছে। উইলকিন্স যখন একুশ বৎসরের যুবক তখন রাইটারের কাজ লইয়া তিনি ভারতে আসেন। সুতরাং তাঁহার ভারত আগমনের কাল ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ। অনেকে ইহাকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ওয়াল্টার উইলকিন্স। চার্লস উইলকিন্স কলিকাতায় দুইবৎসর কাজ করিয়া মালদহের কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কাজে নিযুক্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ তখনও দো-ভাষীর সাহায্যে কাজ চালাইতেন। উইলকিন্স অপরিসীম অধ্যবসায়ে বাঙ্গালা ও ফারসি শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অনতিবিলম্বে এই দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিয়া লন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন এবং এই ভাষায় তাঁহার সমকালে অনন্যসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। এই বিষয়ে একটি পত্রের[২] উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার—

'Curiosity was excited by the example of his friend Mr. Halhed to commence the study of the Sanskrit.'—

ইহার পূর্বেই তিনি বাঙ্গালা ও ফারসি ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে থাকাকালে তিনি দুইটি অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পে তাঁহার অবদান, দ্বিতীয়তঃ উইলিয়ম জোন্সের সহায়তায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'এর প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম দিককার কয়েকটি পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার হাতে বাঙ্গালা মুদ্রণের সূত্রপাত ও পরিণত রূপবিধান ঘটিয়াছে।' ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দেশে চলিয়া যান এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোম্পানীর গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে হথার্ট নামক স্থানে সংস্কৃত মুদ্রণের জন্য একটি দেবনাগরী ঢালাইখানা প্রস্তুত করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে হাইলিবেরিতে কোম্পানীর কলেজে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই কাজে তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল (১৩ই মে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন কন্যা জীবিত ছিলেন। সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সাফল্যে অক্সফোর্ড হইতে তাঁহাকে ডি. সি. এল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইহার পূর্বে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুন তারিখে তিনি এফ. আর. এস মনোনীত হন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়েল সোসাইটি ইন লিটরেচর' নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক' 'Littereturae Sanscritae' উপাধি ও একটি পদক-প্রাপ্ত হন। 'ইনষ্টিটিউট-দ্য-ফ্রান্সে'র তিনি সভ্য ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' উপাধি পান। তিনি প্রথম ইউরোপীয় যিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স লিখিয়াছেন তিনি উইলকিন্সের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত শিখিতে পারিতেন না। তিনি প্রথম ভারতীয় লিপি-বিশারদ। যে-সকল লিপি সংস্কৃত পণ্ডিতগণের বোধগম্য হইত না তিনি তাহাদের অনেকগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহাদের বিবরণ 'এশিয়াটিক রিসার্চেজ' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসে উইলকিন্সের ইহা অবিস্মরণীয় কীর্তি।

উইলকিন্সের গ্রন্থাবলী—

(ক) সংস্কৃত হইতে ইংরাজী অনুবাদ—

(1) 'The Bhagvat-Gita, London, 1785, by the East India Company; with an introductory letter by

Warren Hastings, republished in French by J. P. Parrand, in 1787.

(2) Hitopadesa Bath, 1787.

(3) Story of Sakuntala, from Mahabharata, in 1793, and in 1795.

(খ) ব্যাকরণ :

(4) New Edition of Richardson's Persian, Arabic, and English Dictionary, 1806.

(5) Grammar of the Sanskrita Language, commenced in India, continued at Hawkhurst and finally issued mainly for use at Haileybury in 1808.

(6) Radicals of the Sanskrita Language, 1815.

(গ) গ্রন্থসূচী :

(7) A Catalogue of Sir William Jones's manuscripts, in 1798.

আমাদের সহিত স্যার উইলকিন্সের যোগ বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের মাধ্যমে। তাঁহার প্রচেষ্টায় হলহেডের ব্যাকরণের বাঙ্গালা অংশ মুদ্রণের উপযোগী হরফ নির্মিত হইয়াছিল। কোম্পানীর ছাপাখানা তাঁহারই অক্লান্ত যত্নে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস উইলকিন্সের 'গীতা'র প্রথমাংশে মুদ্রিত পত্রে কোম্পানী ও বোর্ড অব ডিরেক্টর্সকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"This Gentleman, to whose ingenuity, unaided by models for imitation, and by artists for his direction, your government is indebted for its printing-office, and for many official purposes to which it has been profitably applied, with an extent unknown in Europe, has united to an early and successful attainment of the Persian and Bengal Languages, the study of the Sanskreet."[৪]

ভারতবর্ষে থাকাকালীন বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন এবং দেশে ফিরিলে ইউরোপে দেবনাগরী ছাপাখানা নির্মাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনই কোনো না কোনো ভাবে তিনি মুদ্রণশিল্পের সহিত জড়িত ছিলেন দেখিতে পাইতেছি। আমাদের মনে হয় ইহা তাঁহার চেষ্টাকৃত অভিজ্ঞতার ফল নহে, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত প্রতিভার বিষয়। তাঁহার মাতা তৎকালে ইউরোপে বিখ্যাত লিপিবিদ্ রবার্ট বেটম্যান রে'র ভাগিনেয়ী ছিলেন।

হলহেড বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের সহিত উইলকিন্সের সম্বন্ধটি তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"The public curiosity must be strongly attracted by the beautiful characters which are displayed in the following work and although my attempt may be deemed incomplete or unworthy of notice, the book itself will always bear an intrinsic value, from its containing as extraordinary an instance of machanic abilities as has perhaps ever appeared. That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will readily be allowed by every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the variety of their positions and combinations. It was no easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similar and proportionate body throughout, and with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount. Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artist in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that his project when completed,

would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed.

The advice and even sollicitation of the Governor General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the Indian Company's Civil Service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did, and his success has exceeded every expectation. In a country so remote from all connexion with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of solitary experiment ; and has thus singly on the first effort exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the united improvements of different projectors, and the gradual polish of successive ages."

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে কি অপরিমিত পরিশ্রম, ধৈর্য ও অনুসন্ধিৎসা ইহার পশ্চাতে কাজ করিয়াছিল।

চার্লস উইলকিন্স সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের দুইটি বিতর্কের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ হলহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত বাঙ্গালা হরফগুলি পঞ্চাননের, দ্বিতীয়ত ইহারা ধাতুনির্মিত না, কাষ্ঠখোদিত। হলহেড ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিয়াছেন : 'বাঙ্গালা অক্ষরগুলি গঠনের জটিলতা, ইহাদের আকারের অসমতা, বিভিন্ন শব্দে ইহাদের অবস্থান ও যুক্তাক্ষরের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলে সকলেই ইস্পাতের সাহায্যে বাঙ্গালা হরফ নির্মাণের কাঠিন্য স্বীকার করিবেন।

'একটি সাটের সমস্ত অক্ষরগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা বিধান করিয়া সমস্ত অক্ষরগুলিকে আগাগোড়া গঠনগত পারস্পরিক যথার্থ

সমতা দান করিবার মত দক্ষ লেখকের একান্ত অভাব ছিল।...গভর্ণর জেনারেলের উপদেশ ও আনুকুল্য একসাট বাঙ্গালা হরফ নির্মাণে চার্লস উইলকিন্সকে উৎসাহিত করে। এই আরোপিত কর্মটি আশাতীত সাফল্যের সহিত তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। ইউরোপীয় শিল্পীদের সহিত যোগসূত্রহীন এই সুদূর দেশে তিনি একাই অক্ষর নির্মাণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধাতুবিদ, খোদাইকর, ঢালাইকর ও মুদ্রক প্রভৃতির কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কেবল আবিষ্কারই করেন নাই, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কোনো কঠিন শিল্পে সর্বপ্রথম একক আত্মনিয়োগকারীকে যে-সকল বাধার সম্মুখীন হইতে হয় সেই বাধাগুলিকে ইউরোপেও অজানিত দ্রুতগতিতে তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্যত্র যাহা পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টায় বহুযুগে ক্রমশঃ আয়ত্তগত হয় সেই দুর্লভ সার্থকতা তিনি একা প্রথম প্রচেষ্টাতেই আয়ত্ত করিয়াছেন।'

হলহেডের এই উক্তিটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বাঙ্গালা হরফ নির্মাণের সমুদয় কৃতিত্ব চার্লস উইলকিন্সের। তিনি একাই ব্যাকরণের জন্য সমস্ত বাঙ্গালা অক্ষরগুলি নির্মাণ করিয়াছিলেন। পঞ্চাননের নামমাত্রও ইহাতে নাই। বিশ্বকোষ পঞ্চদশ খণ্ডে ১৯৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রাযন্ত্র শীর্ষক নিবন্ধে প্রথম সম্পূর্ণ বাঙ্গালা সাট নির্মাণের কৃতিত্ব পঞ্চানন কর্মকারের উপর আরোপিত হইয়াছে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে মিঃ জর্জ পেরী লিখিত একটি পত্রে বলা হইয়াছে: "গ্লাডউইনের আইন-ই-আকবরী'র অনুবাদটি এখন চার্লস উইলকিন্সের ছাপাখানায় যন্ত্রস্থ। ইহার প্রথম খণ্ড প্রায় শেষ হইয়াছে। মিঃ উইলকিন্সের হাতে মুদ্রণশিল্প অতি দ্রুত উন্নত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন তিনি দেশের অভ্যন্তরে বাস করিতেন তখন কাহারো সাহায্য ব্যতীতই, একজন অর্ধসভ্য এদেশীয় মানুষের সহায়তায় বাঙ্গালা অক্ষরের একটি সম্পূর্ণ সাটের জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করিয়াছিলেন এবং ইহার অক্ষরগুলি এমন সন্নিবদ্ধ উন্নতশ্রেণীর যে পরস্পরের মধ্যস্থিত বিচ্ছেদাংশটি প্রায় দুর্লক্ষ্য।"

চার্লস উইলকিন্স যে পঞ্চানন কর্মকারকে বাঙ্গালা হরফ নির্মাণের কাজ শিখাইয়াছিলেন ইহা সমস্ত ঐতিহাসিকগণই স্বীকার করিতেছেন এবং সদ্যোদ্ধৃত পত্রে যে অর্ধসভ্য মানুষটির কথা বলা হইয়াছে তাঁহার নাম না থাকিলেও তিনি যে পঞ্চানন কর্মকার—ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেশাভ্যন্তরের স্থানটি হুগলী। ভারতবাসী সম্বন্ধে লেখকের মনোভাবটি পীড়াদায়ক কিন্তু তাঁহার পত্র হইতে যে

তথ্যটুকু পাওয়া যাইতেছে তাহার গুরুত্ব কম নহে। চার্লস উইলকিন্স অন্ততঃ একজন এদেশবাসীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে রক্ষিত মিশনারীদের কার্যবিবরণীতে পঞ্চানন কর্মকারকে হুগলির নিকটবর্তী কোনো গ্রামের অধিবাসী বলা হইয়াছে। মতান্তরে তিনি ত্রিবেণীর অধিবাসী। চার্লস উইলকিন্সের পক্ষে হুগলিতে থাকিয়া পঞ্চানন কর্মকারকে জোগাড় করা এই জন্যই অসম্ভব নহে। চার্লস উইলকিন্স যখন কলিকাতায়, তখন এই চিঠিটি লেখা হয়। আমাদের মনে হয় পঞ্চানন কর্মকার প্রথমাবধিই চার্লস উইলকিন্সের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি নির্মাণে তিনি উইলকিন্সের সহায়তা করিয়াছিলেন—উইলকিন্স বা পঞ্চানন কর্মকার—কাহারো একার উপর বাঙ্গালা হরফ নির্মাণের কৃতিত্ব আরোপ করা যায় না। উইলকিন্স পথপ্রদর্শক ও উদ্ভাবক, পঞ্চানন কর্মকার তাঁহার একান্ত সচিব ও সহায়ক। পঞ্চানন বাঙ্গালা অক্ষর নির্মাণের পরবর্তী অধ্যায়ের গুরু।

দ্বিতীয় বিতর্ক হইতেছে ব্যাকরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি লইয়া। ইহারা ধাতু-নির্মিত বলিয়া হলহেড ব্যাকরণের ভূমিকায় স্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন। ওয়াটকিন্সের জীবনী-অভিধানেও বাঙ্গালা অক্ষরগুলিকে ধাতুনির্মিত বলা হইয়াছে। আমাদের মতে ব্যাকরণটির শেষাংশে পৃষ্ঠাসংখ্যাহীন হাতেলেখা পত্রটির ব্লকটি ও দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্রের চোদ্দটি বাঙ্গালা শব্দ কাঠের খোদাই, গ্রন্থের বাকি শব্দগুলি ধাতুনির্মিত চলনশীল হরফে মুদ্রিত।

হুগলির যে ছাপাখানায় হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয় তাহাকে 'ডিক্সনারী অব ন্যাশানাল বায়োগ্রাফি'তে একবার উইলকিন্সের এবং হলহেডের জীবনী অংশে উক্ত গ্রন্থেই হলহেডের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কোনোটিই সত্য নহে। ব্যাকরণটির মুদ্রণকার্যচলাকালে উভয়েই হুগলিতে ছিলেন এবং উইলকিন্স পঞ্চাননের সহায়তায় ইহার জন্য বাঙ্গালা হরফগুলি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ছাপাখানাটির মালিক ছিলেন মিঃ এণ্ড্রুজ নামে এক পুস্তক-বিক্রেতা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে চার্লস উইলকিন্সের অবদান দ্বিবিধ। প্রথমতঃ তিনি বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের প্রবর্তন করিয়া ও এই শিল্পকৌশল পঞ্চাননকে শিখাইয়া মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থের নূতন যুগের পত্তন করিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রাচ্যবিদ্যায় অন্যান্য ইউরোপীয়গণকে উৎসাহিত

করিয়াছিল। প্রত্যক্ষভাবে আমরা উইলকিন্সের রচিত বাংলা কিংবা অনূদিত কোনো বাঙ্গালা গ্রন্থ পাই নাই, কিন্তু মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁহারই রোপিত বৃক্ষের ফলভোগ করিতেছি। যাহা বাঙ্গালীর করা উচিত ছিল উইলকিন্স বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পে তাহাই করিয়াছেন। মুদ্রিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার দান অতুলনীয়।

এই পরিচ্ছেদে পঞ্চানন কর্মকারের কথা অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রণের সহিত চার্লস উইলকিন্সের সূত্র ধরিয়া পঞ্চাননের আবির্ভাব। কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিভায় এই শিল্পের ইতিহাসে নিজস্ব একটি স্থান করিয়া লইয়াছেন। পঞ্চাননের আলোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্ব পায় নাই, কোনো ঐতিহাসিক স্পষ্টই বলিয়াছেন, "পঞ্চাননের জীবন-কাহিনী আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশী নয়।"[৫] অন্যপক্ষে চার্লস উইলকিন্সকে "বাঙ্গালার ক্যাক্সটন" বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। আমাদের মতে চার্লস উইলকিন্সের গুরুত্ব খর্ব না করিয়াও পঞ্চাননকে তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা মুদ্রণ শিল্পশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে এবং তাঁহার ও তাঁহার জামাতা মনোহরের আদর্শ ধরিয়াই বাঙ্গালা মুদ্রণ অগ্রসর হইয়াছে।

পঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী, চার্লস উইলকিন্স তাঁহাকে সংগ্রহ করেন ও মুদ্রণশিল্পে হাতেখড়ি দেন। ইহার পর কিছুদিন কোলব্রুকের আশ্রয়ে থাকিয়া শেষে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে তিনি ঢালাইকরের কাজে যোগ দেন। শ্রীরামপুরে তিন-চার বৎসর চাকুরি করার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। পঞ্চাননের জামাতা মনোহর তাঁহার পূর্বস্থরীর আদর্শে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে আজীবন কাজ করিয়াছিলেন। মুদ্রণ শিল্পে তাঁহার দক্ষতা পঞ্চানন অপেক্ষা কম ছিল না। সাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চানন-মনোহর সংবাদ এইটুকু। ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কিন্তু দুইটি কারণে আমরা পঞ্চানন সম্বন্ধে অধিক উৎসুক। প্রথমতঃ বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের জনকরূপে চার্লস উইলকিন্স সমস্ত গৌরবের অধিকারী নহেন, পঞ্চানন তাহার অংশীদার; দ্বিতীয়তঃ ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসের ঢালাইখানা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাচ্য ভূখণ্ডের বৃহত্তম ঢালাইখানারূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল, তাহারও গৌরব একা কেরী-গোষ্ঠীর নহে, মূলে পঞ্চানন-মনোহরের কৃতিত্ব রহিয়াছে। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই ইঁহাদের গৌরব অস্বীকৃত। অপরের গৌরব আত্মসাৎ

করায় কাহারো মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায় না, আমরা চার্লস উইলকিন্স ও ব্যাপটিষ্ট মিশনের কৃতিত্বের সহিত পঞ্চানন-মনোহরকেও যুক্ত করিতে আগ্রহী।

উইলকিন্স অক্ষর ঢালাইয়ের কৌশল পঞ্চাননকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালা মুদ্রণের আবিষ্কর্তা; কিন্তু পঞ্চানন ঢালাই বিষয়ে ক্রমে পারদর্শী হইয়া এই বিদ্যা নবীন-বয়স্ক একটি গোষ্ঠীকে শিখাইয়া বাঙ্গালা অক্ষর নির্মাণের জাতীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কৃতী মনোহর। মনোহর প্রথমে পঞ্চাননের সহকারী পরে জামাতা হইয়াছিলেন। জামাতৃ-পদ তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কার কিনা কে জানে?

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারীর একটি পত্র[৬] হইতে জানা যাইতেছে যে, কাউন্সিল ও গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং, চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর জন্য একটি প্রেস স্থাপনে উদ্যোগী হন। কাগজের ফোলিও পৃষ্ঠায় (কাগজসহ) বাঙ্গালামুদ্রণে পৃষ্ঠা প্রতি পাঁচ টাকা ব্যয় হইবে ধরা হইয়াছে, দুইপৃষ্ঠা ছাপাইলে সাত টাকা। ইহাতে বোঝা যাইতেছে ইতিমধ্যে পঞ্চাননের সহায়তায় বাঙ্গালা হরফ ঢালাই অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে, নতুবা কলিকাতায় বাঙ্গালা-প্রেস স্থাপনের চিন্তা আসিত না। এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। 'দি ক্যালকাটা গেজেট প্রেস' স্থাপিত হইলে (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ইহাতেই কোম্পানীর কাজ হইত। সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর প্রেসও স্থাপিত হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আইনের অনুবাদ গ্রন্থে দেখিতেছি, মুদ্রণস্থান কলিকাতা ও 'The honourable Company's Press'[৭]; এই ছাপাখানার সর্ববিধ কর্মেই উইলকিন্সের হাত ছিল ইহা ওয়ারেন হেষ্টিংসের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। চার্লস উইলকিন্স পঞ্চাননের সহায়তায় বাঙ্গালা হরফ নির্মাণ করিয়াছিলেন, পঞ্চানন অক্ষর ঢালাইয়ে দক্ষতা অর্জন করিয়া কলিকাতায় কাজ করিতেন। অনুমেয়, তিনি কোম্পানীর ছাপাখানায় কাজ করিতেন, এই সূত্রেই কোলব্রুকের সহিত তাঁহার পরিচয়। এইখান হইতেই কেরী তাঁহাকে সংগ্রহ করেন। পঞ্চানন কোলব্রুকের নিকট থাকাকালে নাগরী হরফ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ছাপাখানার জন্য আমরা ইউরোপীয়গণকেই সমস্ত কৃতিত্ব দিয়া আসিতেছি, পঞ্চাননকে উপেক্ষা করিয়াছি। এখন দেখিতেছি হুগলি ও কলিকাতার বাঙ্গালা ছাপাখানার সহিত পঞ্চানন যুক্ত ছিলেন ও তিনি বাঙ্গালা হরফ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছেন। পরে তিনিই ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসের

অক্ষর ঢালাই করিতেছেন। এ-দেশীয় যে কৃতী মানুষটি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয়দের সহিত থাকিয়া দেশীয় মুদ্রণশিল্পকে উন্নত করিয়া তুলিলেন, অথচ বিদেশীর রচনায় নামের উল্লেখ ব্যতীত কোনো কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাইলেন না, তাঁহার কথা 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' আলোচনায় গৌরবের সহিত গৃহীত হইতে পারে।

পঞ্চানন কর্মকারের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস হুগলি জেলার জিরাট বলাগড় গ্রামে। জিরাটে এখন যেখানে আশুতোষ স্মৃতিমন্দির, তাহারই নিকটস্থ চারা-বাগানে ইঁহাদের আদি বাস্তুভিটা ছিল বলিয়া পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠভ্রাতার বংশ-ধরেরা নির্দেশ দিতেছেন।

পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধের ফলে পঞ্চাননের পিতা শম্ভুনাথ বলাগড় হইতে বংশবাটিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। পঞ্চানন বাঁশবেড়ে হইতে শ্রীরামপুরে আসেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকেও আনেন। তদবধি এই পরিবার শ্রীরামপুরেই আছেন। পঞ্চাননের জামাতা মনোহরের বংশধরেরাও এখানেই বসবাস করিতেছেন। অনেকে মনে করেন পঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন, ইহা ঠিক নহে।

ইঁহারা জাতিতে কর্মকার, পেশায় লিপিকর ও উপাধি মল্লিক। ইস্পাত, লোহা ও তামায় লিপিকরণে ইঁহাদের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা ছিল। তৎকালে অস্ত্রশস্ত্রে নামাঙ্কন ও তাম্রপটে দানপত্রাদির উৎকীর্ণকরণের জন্য রাজদরবারে বেতনভোগী 'লিপিকর' নিযুক্ত থাকিতেন, ইহা ব্যক্তি ও পরিবারগত পেশাও ছিল। এই সূত্রেই পঞ্চাননের কোনো পূর্বপুরুষ নবাব আলিবর্দীর আনুকুল্য লাভ করিয়াছিলেন। 'মল্লিক' উপাধি আলিবর্দী প্রদত্ত। এই বংশের কেহই বর্তমানে পূর্বপুরুষের জীবিকা গ্রহণ করেন নাই। মুদ্রণ-শিল্পেও কেহ কাজ করিতেছেন না। ইঁহারা সকলেই 'মল্লিক' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

পঞ্চানন অপুত্রক, এক কন্যা ছিল, নাম লক্ষ্মীমণি। পঞ্চাননের জামাতা মনোহর। মনোহরের বংশধরেরা এখন শ্রীরামপুরে পঞ্চানন কর্মকারের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অধস্তন পুরুষগণের বাসবাটির নিকটেই বসবাস করিতেছেন। কিছুকাল পূর্বেও ইঁহাদের একটি ছাপাখানা ছিল। মনোহর শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সংস্থায় চাকুরি করিতেন। রোজহিসাবে বেতন পাইতেন পাঁচসিকা। সেখানে ধাতুনির্মিত অক্ষর খোদাইয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া মিশনের

বাহিরে কখনও অক্ষর-নির্মাণে ধাতু ব্যবহার করিতেন না। ব্যবসায়িক সততা রক্ষায় ব্যবসায়ের গোপন তথ্য প্রকাশ তিনি অন্যায় মনে করিতেন। এই জন্যই কাঠের ছোটো ছোটো ফলকে অক্ষর নির্মাণ করিয়া বাড়ীতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। এই ছাপাখানা মনোহরের পুত্রদের পরিচালনায় পরে সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। মনোহরের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগে একটি পারিবারিক পঞ্জিকা মুদ্রিত হইত। ইহার গণনা 'সূর্যসিদ্ধান্ত' মতে হইত। প্রায় ২০ বৎসর হইল পঞ্জিকা মুদ্রণ বন্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের ছাপাখানাও বিক্রী হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের যে-ছাপাখানা হইতে পঞ্জিকা ছাপা হইত তাহার নাম ছিল 'চন্দ্রোদয় প্রেস'। ছাপাখানাটি ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে বিক্রী হইয়া যায়, ক্রয় করেন অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ।[৮]

উইলকিন্স একজন অভিজ্ঞ কারিগরের সন্ধান করিতেছিলেন। বাঁশবেড়ের রাজা পূর্ণেন্দু নারায়ণ দেব রায়ের নিকট হইতে তিনি পঞ্চাননের সংবাদ পান ও তাঁহাকে নিয়োগ করেন। পরে কেরী তাঁহাকে শ্রীরামপুর মিশনে লইয়া আসেন।

পঞ্চানন কর্মকারের জ্যেষ্ঠভ্রাতার যে বংশ এখনও শ্রীরামপুরে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের বৃদ্ধপুরুষের প্রমুখাৎ এই বংশের একটি বংশতালিকা পাইতেছি। বংশপীঠিকাটি নিম্নরূপ, বক্তা শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক। বয়স ৭২ বৎসর। রামচন্দ্র পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গদাধরের প্রপৌত্র। ইঁহার পিতা অধরচন্দ্রের নামে 'অধর-ফাউণ্ড্রী' একসময় কলিকাতায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস স্থাপনের তারিখ ১০ই জানুয়ারী, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার দুই তিন মাস মধ্যেই পঞ্চানন এই প্রেসে যোগ দেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ত্রিবেণী অধিবাসী মনোহর পঞ্চাননের সহায়তা করিতেন। মনোহর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত এই মিশনের অধীনে ঢালাইকরের কাজ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন তাঁহার ব্যাপটিষ্ট মিশনে তিন বৎসরের চাকুরি জীবনে একটি বাঙ্গালা ও একটি নাগরী সাট তৈরী করিয়াছিলেন, মনোহরকে এই বিদ্যায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মনোহর তাঁহার দীর্ঘজীবনের সাধনায় ভারতের প্রায় পনেরোটি দেশীয় ভাষা এবং চীনা ভাষার হরফ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাটা অক্ষরগুলি পূর্ববর্তী সকল অক্ষর অপেক্ষা উন্নত ছিল। পঞ্চানন-মনোহরের প্রচেষ্টাতেই শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের ঢালাইখানাটি প্রাচ্য-

ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ অক্ষর ঢালাইখানায় পরিণত হইয়াছিল। কেরী ইহার উদ্যোক্তা, পঞ্চানন-মনোহর গোষ্ঠী ইহার অক্লান্ত শিল্পী। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা মুদ্রণের এই যুগটিতে সাংগঠনিকের ভূমিকা ইউরোপীয়গণের, বাকী সমস্ত কৃতিত্ব দেশীয় শিল্পীগণের প্রাপ্য।

ইহার দ্বারা আমরা চার্লস উইলকিন্স'এর কৃতিত্ব খর্ব করিতেছি না। তিনি বাঙ্গালাদেশে অপ্রচলিত মুদ্রণশিল্পের ভাগীরথী ধারাটির উৎসমুখ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্প-প্রবাহের ভগীরথ।

পঞ্চানন কর্মকারের বংশপীঠিকা
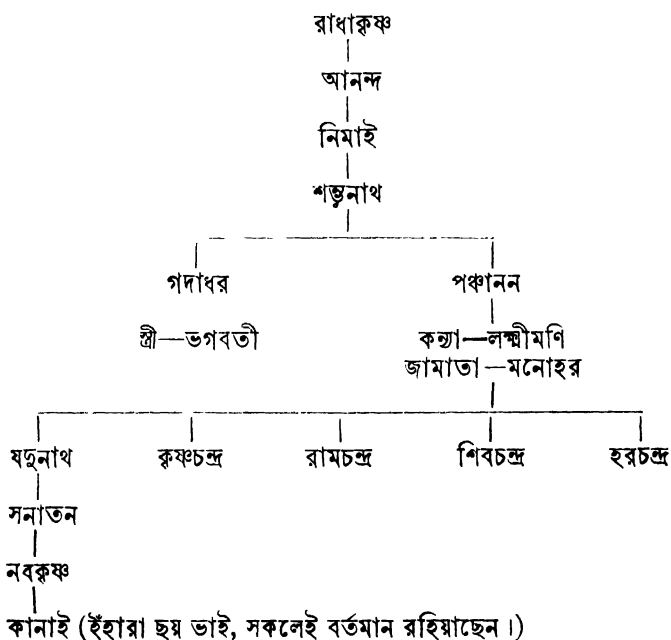
দশম অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। Dictionary of National Biography Vol XXI, Page: 259-260.
২। " " " " Page: 259.
৩। গ্রন্থগুলির নাম আমরা 'Dictionary of National Biography' হইতে সংগ্রহ করিয়াছি—পৃষ্ঠা: ২৬০।

৪। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস পৃষ্ঠা : ৫১।

৫। " " পৃষ্ঠা : ৪৭।

৬। পত্রলেখক জর্জ হুগসন্ জেনারেল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী জে. পি. ওরিওলকে, চিঠিটি লিখিয়াছেন, তারিখ ৮ই জানুয়ারী ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।
"The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a Printing office under the Superintendence of Mr. Charles Wilkins."

৭। জোনাথান ডানকানের "Regulations for the Administrations of Justice, in the Court of Dewaunee Adaulut" গ্রন্থের নামপৃষ্ঠা।

৮। শ্রীসরস্বতী প্রেসের শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয়ের ব্যবস্থায় পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা গদাধরের বংশধরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিষয়গুলির সন্ধান করিয়াছি।

একাদশ অধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারদের রচনা

(১৭৭৯-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)

"Gaura, or, as it is commonly called, Bengalah or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of Gaur was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts ; but it is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from Sanscrit. The dialect has not been neglected by learned men. Many Sanscrit poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned Hindus in Bengal speak it almost exclusively : verbal instruction in Sciences is communicated through this medium, and even public disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the Devanagari, as the Pracrit and Hindevi are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but Devanagari deformed for the sake of expeditious writing. Even the learned amongst them employ this character for the Sanscrit language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr. Forster have already rendered a knowledge of the Bengali dialect accessible; and Mr. Forster's further exertions will still more facilitate the acquisition of a language, which cannot but be deemed greatly useful, since

it prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India."[১]

প্রাচ্য ভাষাবিদ্ কোলব্রুক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষা ও বর্ণমালা সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া বিদেশীর নিকট এই ভাষা সহজবোধ্য করিতে হলহেড ও ফরস্টারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে আমরা হলহেডের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। তিনি ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালাদেশে যে সকল ইংরাজ কর্মচারী থাকিবেন তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা শিখিতে হইবে অথচ এমন কোনো গ্রন্থ নাই যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিদেশীরা বাঙ্গালা শিখিতে পারে। এই জন্য বিদেশীর উপযোগী করিয়া একটি ব্যাকরণ রচনা করিলাম।' বুঝা যাইতেছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ ঘটিয়াছিল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালাদেশ শাসনের সর্ববিধ ভার গ্রহণ করেন এবং রাজস্ব আদায় ও বিচার বিভাগীয় যাবতীয় বিষয়ে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী নিয়োগ দুই-এক বৎসর মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়। এই সময় বাঙ্গালাদেশের একটি ভাষা সমীক্ষায় কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ বুঝিলেন যে মুসলমান রাজত্বকালে যে ফারসী ভাষার প্রচলন ছিল তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব ভাষা নহে, এতদিন যে হিন্দুস্থানী ভাষার চর্চা সাহেবরা করিতেছিলেন তাহাও বাঙ্গালার ভাষা নহে। বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালাদেশের ভাষা; সুতরাং এই দেশ শাসন করিতে হইলে দেশীয় ভাষা জানিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ইহাই অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, ইহার পশ্চাতে আর একটি রাজনৈতিক কারণ ছিল। পলাশীর প্রান্তরে এবং উদয়নালার যুদ্ধে সিরাজ ও মীরকাশিমের পতনে ইহা স্থির হইয়া গিয়াছিল যে বাঙ্গালার রাজদণ্ড বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইবে। ক্রমে তাহাই হইল। সদ্য পরাভূত ইসলাম শক্তিকে দুর্বল করিতে হইলে তাহাদের প্রবর্তিত রাজভাষার পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, অথচ তড়িৎগতিতে সম্পূর্ণ বৈদেশিক ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন সম্ভব ছিল না। এই জন্য বাঙ্গালার প্রতি উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। পরে যখন দেখা গেল এই ভাষাই বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের ভাষা কিন্তু আরবি-ফারসির চাপে ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংস্কৃত বাক্যরীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যে ইহার গদ্যভাষা বিকৃত তখন বৈদেশিক কর্মচারিগণকেই

নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে ইহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে সচেষ্ট হইতে হইল। তাঁহারা বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। লোকব্যবহারে যে ভাষা চলে, সেই ভাষা শিক্ষারই প্রয়োজন ছিল, বাণিজ্য ও শাসনব্যাপারে এই ভাষার প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিলেন না। ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা আরম্ভ হইল।

হলহেড বাঙ্গালা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফরস্টার তাঁহারই পথ ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষার অভিধান রচনা করিলেন। ১৭৭৮ হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা ও ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহাই কোলব্রুকের সন্থোদ্ধৃত উক্তিটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফরস্টারের 'বোকেবুলারি'র ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানোএলের গ্রন্থ প্রকাশকাল হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সব সময়েই খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার সহিত যুক্ত ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাঝখানের একটি অধ্যায়ে তাঁহাদের কোনো রচনাই প্রকাশিত হয় নাই। এই অধ্যায়টি ১৭৭৮ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। এই কালে কেবলমাত্র কোম্পানীর কর্মচারিদের কতিপয় রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারিদের রচনার নিরঙ্কুশ একাকীত্ব দূর হয়। কোম্পানীর কর্মচারিদের বাঙ্গালা রচনার যুগে চারিটি আইন-অনুবাদ, দুইটি বাঙ্গালা-ইংরাজী ও একটি ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান এবং একটি 'পাঠ-নির্দেশিকা' প্রকাশিত হইয়াছিল। আইন অনুবাদক তিন জন—জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমনষ্টোন ও হেনরি পিটার ফরস্টার, অভিধান সঙ্কলক দুইজন, ফরস্টার ও আপজন। পাঠ-নির্দেশিকার রচয়িতা ছিলেন জন মিলার। অনুবাদ ও সঙ্কলনে মিলাইয়া পাঁচজনের এই আটটি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখকদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

স্মৃতিশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনিই ইংরাজীতে রচিত বিবিধ আইনের বঙ্গানুবাদেরও একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিচারপতিরা যে সকল আইন ধরিয়া বিচার করিতেন, যাহাকে অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যতে বিচার হইবে, সেই সকল আইনগুলি এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধ ও আইনবিষয়ক যাবতীয় আজ্ঞাপত্র প্রচারের একান্ত প্রয়োজন ছিল বলিয়া ব্যাকরণের পরই

আইন অনুবাদে ইউরোপীয়গণ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান সঙ্কলন চলিতেছিল, হলহেডের ব্যাকরণের মত ফরস্টারের 'বোকেবুলারি'ও একটি ক্রান্তিকারী রচনা। এই সকল রচনাকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী যুগে বাঙ্গালা শিক্ষার জোয়ার বহিয়াছিল। ইহার পরে বাঙ্গালায় গদ্য রচনায় ইউরোপীয়েরা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আইনের অনুবাদ ও অভিধানে বাঙ্গালা গদ্যের কোনো আদর্শরূপ নির্ধারণের সুযোগ নাই, সে প্রচেষ্টাও ছিল না। প্রথম যুগে কেবল ব্যবহারিক ভাষাটি শিখিয়া ইহাতে ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের প্রয়াস ছিল, হলহেডের ব্যাকরণ ও ফরস্টারের 'বোকেবুলারি' তাহাতে সহায়তা করিয়াছিল। আইন অনুবাদের একটি পৃথক গদ্য আছে, ইহা সাহিত্যিক গদ্য নহে। সাহিত্যের ব্যবহারোপযোগী গদ্যে ব্যঞ্জনার যে পক্ষবিস্তার থাকে, যাহা বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরলোকে পাঠকচিত্তকে লইয়া যায়, আইনানুবাদের গদ্যে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। আইনের স্থূল বক্তব্য কখনই বাচ্যকে অতিক্রমকারী মহিমময় গদ্য ভাষাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা শিক্ষা এই স্থূল প্রয়োজনের জগৎকে ছাড়িয়া যায় নাই বলিয়াই তাঁহাদের গদ্য কখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ তাঁহারা আইনের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা বেশ কাজের অনুবাদ হইয়াছে। কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগে ইউরোপীয়েরা যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন সৃষ্টিক্ষেত্রে যে সেই সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতীয় দর্শনের চরম বাণী 'একোঽহং বহুস্যাম' এর মতই একটি ভাষা সৃষ্টিক্ষেত্রে রূপে রূপে প্রতিরূপে বহু হইতে বহুতর হইয়া থাকে। লেখকে লেখকে ইহার রূপের পার্থক্য, একই লেখকের বিভিন্ন রচনায় ইহার বিভিন্ন রূপ। সৃষ্টিশীল ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে এইভাবে লীলা বিস্তার করে। বাঙ্গালা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের প্রাচীনগণ বাঙ্গালা গদ্যের এই বিচিত্র শক্তি ও ইহার সুষমা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু নিজেরা ইহার সৃষ্টির লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এই জন্য সৃষ্টিহীন প্রয়োজনের জগতের রচনা বলিয়া আলোচ্য একুশ বৎসরের বাঙ্গালা রচনাগুলিকে আমরা সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করিব না। ইহাদের মূল্য অন্যত্র।

ইংরাজের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ গ্রহণ যেমন তাঁহাদের দিক দিয়া অপরিহার্য ছিল, তেমনি বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজীতে পাঠ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

দেখা দিয়াছিল। সাহেবদের রচিত এই গ্রন্থগুলির গ্রাহক-তালিকায় অনেক বাঙ্গালীরও নাম দেখিয়াছি। গ্রন্থ প্রকাশের আগেই গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি বাহির হইত এবং গ্রাহকগণকে গ্রন্থ মূল্য পুর্বাহ্ণেই জমা দিতে হইত। গ্রাহকগণের নাম গ্রন্থের শেষে একটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইত। ফরস্টারের 'বোকেবুলারি' গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট এরূপ একটি তালিকায় অনেক বাঙ্গালীর নাম আছে। এতদিন যে আরবি-ফারসিতে আইন চলিত তাহার অবসান হইল, এবং আইনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালা গদ্যের প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে বাঙ্গালা ভাষার বহুক্ষেত্র-পরিপ্লাবিনী রূপের আভাস বহিয়া একটি সূত্রাকার ধারা আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙ্গালার কাব্যক্ষেত্র অতি উর্বর, এই ক্ষেত্রের পর্যাপ্ত ফসল জাতির মানসভূমির পরিচয় বিদেশীর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। হলহেড ও ফরস্টার বাঙ্গালা কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন, হলহেড ব্যাকরণে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়াছেন, ফরস্টার 'বোকেবুলারি' গ্রন্থের ভূমিকায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অনুর্বর গদ্যক্ষেত্রে বৈদেশিকগণ হলকর্ষণ শুরু করিলেন। এই ভূমির প্রথম ফসল আইনের অনুবাদ। ইহারই সহিত অভিধান সঙ্কলন ও পাঠ-নির্দেশিকা রচনার উদ্যোগ যুক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই রচনাগুলির মূল্য এই জন্য ইহাদের রসসিদ্ধিতে নির্ণীত হইবে না, ঐতিহাসিক গুরুত্বই ইতিহাসে ইহাদের স্থান নির্দেশ করিবে। এই যুগের পাঁচজন রচয়িতার আটটি গ্রন্থের বিবরণ নীচে দিলাম।

জোনাথান ডানকান

ফরফারশায়ারের অন্তঃপাতি ওয়ার্ডহাউস নামক স্থানে জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলেকজাণ্ডার ডানকান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় পৌছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পদে দীর্ঘদিন চাকুরী করিয়া ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক বেনারসের রেসিডেণ্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট পদে উন্নীত হন। এই সময় কোম্পানীর কতিপয় অপ্রিয় কার্যের জন্য দায়ী করিয়া অধঃস্তন কর্মচারীগণ তাঁহার কুৎসা ছড়াইতে লাগিলে তিনি দৃঢ়হস্তে তাহা দমন করেন। কর্ণওয়ালিশ ইতিমধ্যে লণ্ডন প্রত্যাবর্তন করিলে বোর্ড অব ডিরেক্টারগণের নিকট ডানকানের সুখ্যাতি করেন, ইহাতে তাঁহার অপ্রত্যাশিত

ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে, তিনি ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর বোম্বাইএর গভর্ণর নিযুক্ত হন। ডানকান দীর্ঘ ১৬ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বোম্বাইএর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তভূমিকেও স্বীকৃতি দিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় শাসনাদি ব্যবস্থা নিজের কুক্ষিগত করিয়া তিনি এই বিস্তৃত অঞ্চলে ইংরাজ আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তিনি যখন বোম্বাইএর গভর্ণর তখনই লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতান ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং দক্ষিণ-ভারতের এই দুইটি স্তম্ভ শক্তিকে বিচূর্ণ করেন। ডানকান ওয়েলেসলির সহায়তা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতশাসন-বিষয়ক দপ্তরে দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া জোনাথান ডানকান ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অগাষ্ট বোম্বাইএ ইহলোক ত্যাগ করেন। সেণ্ট টমাস চার্চে তাঁহার মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

ডানকান দীর্ঘকাল বাঙ্গালা ও বোম্বাইএ বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী ও কোঙ্কানী ভাষা জানিতেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে আইন-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন হইল এবং আদালতকে কেন্দ্র করিয়া একটি অনুবাদক-গোষ্ঠী সৃষ্টি হইল। জোনাথান ডানকান এই গোষ্ঠীর আদি-পুরুষ। এই গোষ্ঠীর অপর দুইজন সদস্য এডমনষ্টোন ও হেনরি পিটস ফরস্টার।

জোনাথান ডানকান প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের প্রণেতা। মহারাজ নন্দকুমারের মামলায় প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে একটি আইন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাই 'ইম্পেকোড' নামে বিখ্যাত। ডানকান ইম্পেকোডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার উদ্ধৃতি অংশগুলি মাত্র বাঙ্গালা, বাকী সমস্তটাই ইংরাজী। উদ্ধৃতি অংশে আবার সমস্তটাই কবিতা, মাত্র ৬২টি শব্দসম্বলিত একটি চিঠির ভাষা গদ্য। ডানকানের ইম্পেকোডের বঙ্গানুবাদটিই বাঙ্গালা ভাষায় ইউরোপীয়ের রচিত ও পূর্ণাঙ্গ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ, ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ইহাই প্রথম আইনগ্রন্থ। সুতরাং নানা দিক দিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্য সমধিক। গ্রন্থটির নাম—

Regulations / for the / Administration / of / Justice/in the/ Courts/of Dewannee Adaulut,/passed in the Council, the 5th

July, 1785./with a Bengal Translation, By Jonathan Duncan/ Calcutta/At the Honourable Company's Press./1785.

বাঙ্গালা নাম—"মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম।" কলিকাতায় কোম্পানীর প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থটি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা দ্বিভাষিক গ্রন্থ, খোলা পুস্তকের বাম পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় ইংরাজী আছে।

নাম পৃষ্ঠার পর ভূমিকার পরিবর্তে ডানকান কর্তৃক গভর্ণর জেনারেলকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখিত একটি পত্রের কিছু অংশ ৩-৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ বঙ্গানুবাদে বাদ দেওয়া হইয়াছে—ডানকান এই বিষয়ে গভর্ণর জেনারেলকে পত্রটিতে লিখিয়াছেন—

"As some deviation from the letter of this code has lately taken place, in consequence of the Hon'ble Board's having resumed to themselves the charge of the Sadder Dewannee Adaulut, I have in 5 or 6 of the 95 articles of which those Regulations consist, made, in the Bengal Translation, such retrenchments and additions, as to render them applicable, not only to the present situation of the Sudder Court, but to any other that the Board may, within the letter of the late act of parliament, think fit to establish it on;—the particulars of which few alterations, it seems however proper here to submit for your consideration."[২]

যদি কোন বিচারপতি উৎকোচ গ্রহণ করেন তবে তাহার কি শাস্তি হইবে, ইম্পে কোডের এই জায়গাগুলি ডানকান বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন নাই। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে, যদি নেটিভরা সন্দেহ করে বিচারপতিও উৎকোচের বশীভূত হইতে পারেন তবে ইংরাজশাসনের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিবে এবং বিচারপতির বিচারে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করিবে। যে অংশগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ নাই তাহার উল্লেখ ডানকান করিয়াছেন—

"If the Judge of the Sudder Dewanaee Adaulut receive

any money, he is to incur the like penelty and forfeitures as are before enacted against officers and clerks similarly offending in the Mofussil Dewannee Adaulut."[৩]

ডানকান অনূদিত ইম্পে কোডের বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা—

(১) "শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইংরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গালা ১১৭৯ সনে ৮ ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুর্সিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুরে কিম্বা পুর্নিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইংরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলি সাহেব লোক অনবকাস জন্যে কথন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গালা সন ১১৮৭।১১ কার্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে একজন হাকিম তাঁহাদিগের অভিপ্রায় মতে নিযুক্ত হবেন তিনি সেই আদালতে বসিয়া বিচার করিবেন সংপতি তাহা অন্যথা হইয়া এই স্থির হইল যে সাহেবরা আপনা হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা সেই কার্য করিবেন।"[৪]

(২) "৯২ দ্বানবতি ধারা"

"সদর দেওয়ানি আদালতে যাঁহারা বিচার করিতে বসিবেন তাঁহারদিগের কোন চাকর কিম্বা সম্পর্কীয় কোন লোক প্রকারে যে কেহ আসামি কিম্বা ফরিয়াদি সদর দেওয়ানি আদালতে বিষয় রাখে—তাহারদিগের কাহার স্থানে যদি কিছু লয় তবে যেমত আদালতের অসম্মান করিলে কয়েদ হইতে হয় সেই মত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক এবং তাহার সমুচিত এই যে যাহা লইয়া থাকে তাহার তিনগুণ ফিরিয়া দেয় কিম্বা তাহাকে যতদিন উচিত বুঝেন কয়েদ রাখেন অথবা কোড়া মারেন এই তিনের মধ্যে যাহা সদর দেওয়ানি আদালতে উপযুক্ত জানেন করিতে পারিবেন এবং সে ব্যক্তি যাঁহার চাকর তিনি তাহাকে তগির করিবেন পুনশ্চ নিজের কিম্বা আদালতের কোন কার্যে তাহাকে কদাচ চাকর না রাখিবেন।"[৫]

ছেদচিহ্নহীন হইলেও ইহা পড়িয়া বুঝিয়া লইতে দেরী হয় না। এই বাঙ্গালা ফারসি প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছে এবং দু' একটি ইংরাজী শব্দকে অঙ্গীকার করিতেছে—দেখা যাইতেছে। হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণে উদ্ধৃত পত্রের বিজাতীয় শব্দাড়ম্বর ইহাতে নাই, আইনের অনুবাদেও বাঙ্গালা গদ্য যে প্রযুক্ত হইতে পারে ডানকান তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যে সুচিন্তিতভাবে বাঙ্গালা গদ্যের এরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংরাজীর বঙ্গানুবাদে গদ্য ব্যবহার করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। তিনি যখন অনুবাদ শেষ করিলেন তখন দেখা গেল, গদ্য তাহার আপনার শক্তিতেই বিদেশীর হাত দিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যে সৃজনী শক্তির প্রাণপ্রাচুর্য না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না।

নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন ॥

ডামবারটনশায়ার হইতে ব্রীটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্য স্যার আর্চিবোল্ড এডমনষ্টোনের পঞ্চম সন্তান নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ডানরিথে জন্মগ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটার পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পৌছেন এবং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে প্রথমে সহকারী ফারসি অনুবাদক (১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) ও পরে সরকারী ফারসি অনুবাদক পদে (১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) উন্নীত হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি টীপু সুলতান ও মারাঠা বিজয়ের যাবতীয় কর্মপদ্ধতিতে ওয়েলেসলিকে সক্রিয়-ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীরঙ্গপত্তম ও মারাঠা—উভয় যুদ্ধের সময়ই তিনি সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন এডমনষ্টোন পশ্চাতে থাকিয়া ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলেসলির যাবতীয় কর্মপন্থা প্রস্তুত করিয়া দিতেন।[৬] ওয়েলেসলির পর লর্ড মিণ্টোর আমলেও তিনি একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর এডমনষ্টোন চীফ সেক্রেটারি নিযুক্ত হন এবং শীঘ্রই সুপ্রীম-কাউন্সিলের সদস্যও মনোনীত হন। পাঁচ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি লণ্ডন প্রত্যাবর্তন করেন এবং দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল সরকারী কর্ম পরিচালনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার মনোনীত হন।

নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ ৪ঠা মে) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডানকান দেওয়ানী আদালতে ব্যবহৃত আইনের অনুবাদ করিয়াছিলেন, এডমনষ্টোন ফৌজদারী আইন অনুবাদ করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যে সকল নির্দেশানুযায়ী বিচার পরিচালনা করিবেন তাহারও একটি অনুবাদ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুইটিই দ্বিভাষিক গ্রন্থ। খোলা-বই'এর ডানদিকে ইংরাজী ও বামদিকে ইহার বঙ্গানুবাদ ছিল। গ্রন্থ দুইটির নাম—

1. Bengal Translation of Regulations for the Administrations of Justice, in the Fouzdery or Criminal Courts ; in Bengal, Behar and Orissa. 1791.

2. Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates. Passed by the Governor General in Council in the Revenue Department on the 18th of May, 1792. (with some supplimentary enactments.)

দুইটি গ্রন্থই অনারেবল কোম্পানীর প্রেস হইতে মুদ্রিত।

এডমনষ্টোন বাঙ্গালা ভালই জানিতেন, ফারসি আরও ভাল জানিতেন। হলহেড যেভাবে বাঙ্গালাভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ডানকান বা এডমনষ্টোন সেভাবে এই ভাষা অধ্যয়ন করেন নাই। তাঁহারা বাঙ্গালা শিখিয়া অনুবাদ করার মত এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু ভাষাতত্ত্ব তাঁহাদের বিষয় ছিল না—হলহেড ও ফরস্টার ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন। হলহেডের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, ফরস্টারের কথা পরে করিব।

এডমনষ্টোন শাসন ব্যাপারে সর্বদা জড়িত ছিলেন এবং ভারতে আসিবার পূর্বেই প্রাচ্যভাষা হিসাবে ফারসি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফলে তিনি যাহা অনুবাদ করিলেন তাহাতে ফারসির প্রভাব বেশ পড়িল। তাঁহার ফারসি প্রভাবিত বাঙ্গালা রচনার নমুনা নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

১। "সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর ইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরঙ্গ সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে

হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেত্তায় সহর কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—"[৭]

২। "সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কত্তর্ব্ব কর্ম বিশেষত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পেটার তালুকদারাণ ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওালা দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর জখন মনাছেন বুঝেন আইন করিবেন।"[৮]

এই ভাষার সহিত ডানকানের ভাষার অনেক পার্থক্য। হলহেডের ব্যাকরণে যে পত্রের উদ্ধৃতি আছে, যাহা আমরা হলহেড আলোচনাকালে উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহার সহিত ইহার সমধিক সাদৃশ্য আছে। এই ফারসিমিশ্রিত বাঙ্গালায় গদ্য তাহার জড়তা কাটাইতে পারে নাই। আইনের অনুবাদে পরবর্তীকালে ডানকানের পথই অনুসৃত হইয়াছে, এডমনষ্টোনের ফারসিমিশ্রিত বাঙ্গালার ব্যবহার হয় নাই। জন মার্শম্যান, ইয়েটস, ওয়েঙ্গার—সকলেই গবর্ণমেণ্ট গেজেটের সম্পাদকপদে বৃত ছিলেন—সকলেই কিছু না কিছু আইন ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই এডমনষ্টোনের মত ফারসি শব্দে কণ্টকিত বাঙ্গালা গদ্য ব্যবহার করেন নাই। মার্শম্যান, ইয়েটস, ওয়েঙ্গার প্রভৃতির আইনানুবাদে ব্যবহৃত বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হেনরি পিটস ফরস্টার

হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে কেরীর বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে)—মাঝখানে তেইশ বৎসরের ব্যবধান। এই সময়টিতে যে সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিয়াছিলেন তাঁহারা কোম্পানীর কর্মচারী। যে মনীষা লইয়া হলহেড ও কেরী বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ডানকান বা এডমনষ্টোনের সে মনীষা ছিল না—সেইভাবে তাঁহারা বাঙ্গালা অধ্যয়নও করেন নাই। কিন্তু ফরস্টার তাঁহাদের ব্যতিক্রম। ডানকান ও এডমনষ্টোনের ন্যায় ফরস্টারের বাঙ্গালা চর্চা আইন অনুবাদকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু তিনি আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন

এবং দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরাজী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ফরস্টার-নির্দিষ্ট পথেই পরবর্তীকালে সমস্ত বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল।

হেনরি পিটস ফরস্টার ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সারভিসে যোগ দিয়া কলিকাতায় আসেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার কালেকটার এবং পর বৎসরই চব্বিশ পরগণার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘদিন বাঙ্গালাদেশের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে এই দেশে ফারসি ভাষা কোনক্রমেই আইন আদালতের বা রাজকার্যের ভাষা হইতে পারে না—কারণ অর্ধেকের বেশী লোক এই ভাষা জানে না। তিনি বাঙ্গালাকে সরকারী ভাষা করিবার পক্ষে জোর দেন। ফরস্টার বাঙ্গালা ছাড়া ফারসি ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা জানিতেন। বাঙ্গালা আইন অনুবাদ ও দুই খণ্ড 'বোকেবুলারি' ছাড়া তিনি আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা ফরস্টারের Grammar of the Sanskrit Language (1810)। এই ব্যাকরণটি প্রাচ্যভাষাবিদ্ কোলব্রুক, ডঃ কেরী ও উইলকিন্সের কোনোও সংস্কৃত রচনা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কলেজ-কাউন্সিলে প্রদত্ত হইয়াছিল। তখনই ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই—মুদ্রণ ও প্রকাশে ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে,—

"We find from the advertisement of the 'Bengal Vocabulary', appearing in the 'Calcutta Gazzette' 26 August, 1802 that he had then finished and proposed to publish by subscription, an 'Essay on the principles of Sanskrit Grammar', and as a sequel the text and translation of a native grammar, the 'Mugdhabodha' of Vopadeva. The latter work seems not to have been published, no trace of it, at all events, is to be found in the ordinary bibliographical works on the subject. The essay finally appeared in 1810, and from its preface we learn that it was submitted in manuscript to the

'College Council' in 1804, at which time 'none of the elaborate works on Sanskrit by Mr. Colebrooke, Mr. Carey, or Mr. Wilkins had made their appearance'."[৯]

ফরস্টার প্রাচ্যভাষাবিদ খ্যাতি পাইয়াছিলেন—ইহার পশ্চাতে তাঁহার দীর্ঘদিনের সাধনা ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ফরস্টারের সহিত বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যোগ নিবিড় ছিল। যখন কেহ বাঙ্গালাভাষাকে সরকারী ভাষা করিবার কথা চিন্তাও করেন নাই তখন তিনি এই কথা ভাবিয়াছিলেন। ভাষা হিসাবে বাঙ্গালার গুরুত্ব ফরস্টারের চেষ্টায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে সজনীকান্ত দাস বলিয়াছেন যে "তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলাভাষা কিঞ্চিৎ মর্যাদা অর্জন করিয়াছিল।" সি. আই. বাকল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"largely through his efforts, Bengali became the official as well as the literary language of Bengal."[১০]

ফরস্টার বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে নিজে কি ভাবিতেন তাহা তাঁহার ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধানের ভূমিকা হইতে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

"Superficial as this undertaking is, it will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its capability of being applied to every species of composition and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms; which, as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid, while I have been solicitous to restore to their proper rank, the pure Bongalee terms, whose places they had usurped.

"The Bongalee, even in its present corrupted state, is perhaps the purest dialect of the venerable Songskrit now spoken in any part of India, its corruptions being principally confined to revenue and judicial terms, and some few com-

mon place familiar expressions. This observation, however, is not meant to be applied to the Bongalee spoken in and near the larger towns and cities, such as Calcutta, Morshidabad and Dhaka, which have long been the seats of foreign governors, and the rendezvous of all nations ; nor in general to the pleadings in the courts of justice, which necessarily partake more or less of the modern Hindostanee or Moors, being the language we have generally adopted as the medium of communication.

"The language of Bongal is divided into two distinct dialects, the polite and vulgar ; the latter is farther removed from the former, than that is from the Songskrit : it is into the first of these, that many Songskrit works have been translated, and to which I alluded in speaking of its richness. The vulgar, or low Bongalee, is merely used and most probably merely calculated for the common and lower offices of life : for as the vulgar have but few ideas, they have in all countries but a limited extent of language to express them."[১১]

"Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bengalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of the Tongue."[১২]

"I shall take liberty to show the importance of the study of the Bengalee and the propriety of its adoption as the only official language in the province of Bengal. Bengal comprises two-third of the Company's territories and subjects of this side India, and that about an equal proportion of their servants are employed in the internal management of it—I am decidedly of opinion that at least six-tenths of the inhabi-

tants speak solely the Bengalee···and that nine-tenths of all written transactions whether public or private are conducted immediately through its medium···. It must surely then appear a glaring inconsistency, that we should continue to use the Persian, with which the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language."[১৩]

এই উদ্ধৃতিটি হইতে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারি—

প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ফরস্টারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আরবি ও ফারসি ভাষার বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকেই বাঙ্গালা ভাষায় যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করা যাইতে পারে ইহা সঙ্কলক বুঝিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষার চাপে সঙ্কুচিত ও মিশ্রণে নিজের বিশুদ্ধ রূপ অনেকটা হারাইলেও বাঙ্গালা ভাষাকেই সংস্কৃত হইতে আগত নব্য ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও উন্নত বলিয়া ফরস্টারের মনে হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ ফরস্টার বাঙ্গালা ভাষার দুইটি রূপ দেখিয়াছিলেন—একটি মার্জিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালার ভদ্ররূপ অন্যটি অশুদ্ধ রূপ। প্রকাশ ক্ষমতায় ও সৃজনীশক্তিতে দ্বিতীয়টি দরিদ্র কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার ভদ্ররূপটি অত্যন্ত উন্নত এবং সংস্কৃত হইতে আগত শব্দাবলীর ঐশ্বর্যে ইহার শব্দভাণ্ডার ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

চতুর্থতঃ বঙ্গ প্রদেশের অর্ধেকের বেশী—দশমাংশের ছয় ভাগ লোক বাঙ্গালা বলে এবং এদেশের দশমাংশের নয় ভাগ কাজ এই ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়—ফরস্টার ইহা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালাকেই সরকারী ভাষা করিতে হইবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারি, ফরস্টার বাঙ্গালা ভাষার গুরুত্ব দুই দিক দিয়া বিচার করিয়াছিলেন—ইহার প্রচারের ব্যপ্তি এবং রূপের বিশুদ্ধি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিক যে ভাবে অঞ্চল বিশেষের ভাষা বিশ্লেষণ করেন, ফরস্টার তাহাই করিয়াছিলেন। মূল ধরিয়া ভাষার বিশুদ্ধ রূপ বিচারের যে পদ্ধতি ফরস্টার তাঁহার বাঙ্গালা অভিধানে প্রবর্তন করিলেন তাহাই পরবর্তী বাঙ্গালা অভিধানগুলিতে অনুসৃত হইয়াছিল।

হলহেডের সহিত ফরস্টারের একটি মিল আছে—উভয়েই সংস্কৃত জননী বলিয়া বাঙ্গালার শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রকাশ

ক্ষমতায় আস্থাভাজন ছিলেন। উভয়েই বলিয়াছিলেন যে নব্যভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালাই বিশুদ্ধিতে ও ভাষাগুণে সর্বাধিক উন্নত, চর্চিত হইলে কালে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে। হলহেড হইতে ফরস্টার এই বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন—তিনি যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে বাঙ্গালাকেই বাঙ্গালাদেশের সরকারী ভাষা করিতে হইবে। ফরস্টারের যুক্তি বিস্তার বিফল হয় নাই, শীঘ্রই বাঙ্গালা ভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা পাইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষায় পঠনপাঠন শুরু হইয়াছিল ও যাবতীয় শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া ইহা গৃহীত হইয়াছিল।

ফরস্টার রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালা ভাষায় ফরস্টারের কোনো মৌলিক অবদান নাই। মাত্র তিনটি গ্রন্থ তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন—আইনের একটি অনুবাদ, ইংরাজী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরাজী দুইটি অভিধান। তিনি অনুবাদক ও সঙ্কলক, সাহিত্যক্ষেত্রে সৃষ্টির কোনো পরিচয় তিনি দেন নাই। তথাপি তাঁহাকে আমরা স্মরণ করি, ইহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ফরস্টারের 'বোকেবুলারি' দুই খণ্ড অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, ইহার যে শব্দ সঞ্চয়ন তাহা পূর্ববর্তী সকল অভিধানকে ছাড়াইয়া বাঙ্গালা অভিধানের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফরস্টারের পুর্বে প্রকাশিত অন্ততঃ দুইটি অভিধানের কথা আমরা জানি, একটি মানোএল (১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং অন্যটি আপজন (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্কলিত। আপজনের বাঙ্গালা অভিধানটির আলোচনা আমরা ইহার পরই করিব। এই অভিধানটিতে কথ্য বাঙ্গালার প্রয়োজনীয় শব্দ, বাক্যাংশ ও প্রবচন—সব মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, শব্দের মূল ধরিয়া ইহাকে কোনো বিশেষ রীতি অনুসরণ করিয়া সাজাইবার প্রয়াস ইহাতে নাই। ফরস্টার আধুনিক রীতিতে বাঙ্গালা শব্দাবলীর সংস্কৃত রূপটিকেই অভিধানে সুবিন্যস্ত করিলেন। কেরী, মার্শম্যান, মর্টন, মেনডি, হটন প্রভৃতির বাঙ্গালা অভিধান ইহাকেই আদর্শ করিয়া রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভিত্তিক আদর্শ-বাঙ্গালা-অভিধান রচনার পথপ্রদর্শক বলিয়া ফরস্টারের কথা ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হয়।

গ্রন্থ ॥

১। শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবত আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত। কলিকাতা, ১৭৯৩।

গ্রন্থটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ। খোলা পুস্তকের বাম পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ইংরাজী। ফরস্টার অনূদিত আইন গ্রন্থটি ইংরাজী 'কর্ণওয়ালিস কোড'-এর অনুবাদ বলিয়া সংক্ষেপে 'কর্ণওয়ালিস কোড' নামেই পরিচিত ছিল। 'ইম্পে কোড' ও 'কর্ণওয়ালিস কোড' সে সময়কার দুইটি বিখ্যাত আইন গ্রন্থ।

কর্ণওয়ালিস কোডের ভাষার নমুনা—

"৭ শ্রীশ্রী রাম—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িয়্যার—জমিদারান ও হজুরি তালুকদারান আর জে কেহ জমিনের-মালিক সদরে মালগুজারি করে তাহার দিগকে এস্তেহার দেওয়া জাইতেছে—

প্রথম দফা

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িয়্যার সদর খাজনার দষসালা বন্দবস্তের জে সকল আইন ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ সেপ্তম্বরের ১৮ তারিখে মুতাবিক ২৭ জেলহেজ সন ১২০৩ হিজরি মুতাবেক ৫ মাহ আশ্বিন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ নবম্বরের ২৫ তারিখে মুতাবেক ৭ রবিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবিক ১২ মাহ অগ্রহায়ণ সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরাজী সন ১৭৯০ সাকের মাহ ফেবরেলের ১০ তারিখে মুতাবিক ২৪ মাহ জমা দিওন আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবেকে ১ মাহ ফাল্গুন সন ১১৯৬ বাঙ্গালায় হইয়াছে তাহাতে জমির মালিকের দিগে খবর দেয়া গিয়াছে জাঁহারা সরকারের সহিত বন্দবস্ত করিবেন তাঁহাদিগের জমির জমা ঐ আইন মাফিক জাহা ধার্য্য হবেক তাহা দশ বত্সারের পরেয় বরকবার ও হামেসা কায়েম থাকিবেক জণ্ডবী শ্রীযুত ইংরেজ কম্পানির তরফ বিলাতের কার্য্যের মুক্তিয়ার কারেরা মঞ্জুর করেন নবুবা কায়েম থাকিবেক না।—..."[১৪]

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এডমনষ্টোনের ভাষার মতই এই ভাষাও আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাঙ্গালা সঙ্কর ভাষা। ডানকান যে ভাষায় আইন অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা ফরস্টার অনুসরণ করেন নাই।

এই গ্রন্থটির মুদ্রণ বিষয়ে একটি কথা বলিতে হয়। আপজনের বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থে যে হরফ ব্যবহৃত হইয়াছে অনেকটা সেইরূপ হরফে কর্ণওয়ালিস কোড মুদ্রিত। অক্ষর, বিশেষ করিয়া যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি তৎকালের পাণ্ডুলিপির লেখার মত। আপজনের গ্রন্থটি 'ক্রনিকল প্রেস' নামক একটি ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় ফরস্টারের গ্রন্থটি যে ছাপাখানায় ছাপান হয় তাহার হরফও একই স্থানে প্রস্তুত। আমরা পরিশিষ্টে আপজনের অভিধানের দুইটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র দিয়াছি—এই চিত্র হইতে কর্ণওয়ালিস কোডের ছাপা অক্ষরগুলির কাঠামো অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

২। ফরস্টারের বিখ্যাত অভিধানটির আখ্যাপত্র এরূপ—

Vocabulary,/in two parts/English And Bengali/And/Vice Versa./By H. P. Forster./Senior Marchant on the Bengal Establishment./Calcutta./From the Press of Ferris and Co./ 1799.

আমরা যে গ্রন্থটি দেখিয়াছি তাহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লাইব্রেরীর গ্রন্থ, বাঁধান বইটির ভিতরের মলাটে 'College of Fort William, 1832'.—শিলমোহর আছে। গ্রন্থটির মূল্য প্রতি কপি ২৭৷৷৹ টাকা ছিল।

ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা—উৎসর্গ—I-II পৃষ্ঠা ; ভূমিকা I-IX পৃষ্ঠা ; ব্যাকরণের কতিপয় নিয়ম—X-XXII পৃষ্ঠা ; ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান—১—৪২১ ; সর্বশুদ্ধ—৪৪৩ পৃষ্ঠা। ভূমিকায় XV-XVI পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা হরফের উচ্চারণ রোমান অক্ষরে দেখান হইয়াছে এবং XVII-XX পৃষ্ঠায় ছন্দে 'সংসেমিরা' কাহিনীটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা রামলোচন। কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া রচনাটির প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীগুরু পদারবিন্দে প্রণাম করিয়া।
হেরম্বাদি বিষ্ণু শিব দুর্গাকে পুজিয়া
ব্রহ্মাদি দেবের পাদপদ্মেতে পড়িয়া
দেবীগঙ্গা যমুনা শ্রীবাস্থাদি সেবিয়া
কবীন্দ্র বাল্মীক ব্যাস মুনি ঋষিগণে।
ধরামর আদি পুজনীয় সর্ব্বজনে

নতিয়া বিক্রমাদিত্য রাজার চরিত্র
বিখ্যাত জগতে জত আছয়ে পবিত্র
তার মধ্যে সসেমিরা কাহিনী অনেক
সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে শুন সম্ভবে জতেক।"[১৫]

ইহার পর চার পৃষ্ঠাব্যাপী পয়ার ছন্দে রচিত 'সসেমিরা' কাহিনী বিবৃত। শেষাংশের ভণিতা অংশ নিম্নরূপ—

"চন্দনপুরেতে বাস শ্রীরামলোচন দেব
দাস পাঁচালিতে করিল যোটন।"[১৬]

'বোকেবুলারি' প্রথম খণ্ড ইংরাজী-বাঙ্গালা শব্দকোষ। ইংরাজী শব্দের পাশে তাহারই একাধিক বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গালা হরফে ও রোমান হরফে লিখিত হইয়াছে। তদ্ভব শব্দই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, যেস্থলে তদ্ভব পান নাই সঙ্কলক সেইরূপ স্থানেই তৎসম শব্দ সংযোজিত করিয়াছেন। প্রয়োজনস্থলে লোকব্যবহৃত দেশী শব্দও দু-চারিটি আছে। সংস্কৃত বানান অনুসারে কোনো বাঙ্গালা শব্দের একাধিক বানান থাকিলে ফরস্টার তাহাও দিয়াছেন। ফরস্টারের শব্দবিন্যাসের দু-একটি উদাহরণ দিলাম। প্রথম বন্ধনী চিহ্নের ভিতরে ফরস্টারের 'বোকেবুলারি' গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হইল।

Cabinet, বিশিষ্টাধার bishisthadhar. রত্নপাত্র ratnapatra (৪০). চলতি বাঙ্গালার ব্যবহার যেমন—By Way, চোরাপথ Chorapath, খড়কী Khorkee, আঁধার্যাপথ andharyapath (৩৯)। তিনি বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগবিধি ভালই জানিতেন, মানুষকে ভেড়া, গাধা, পশু প্রভৃতি বলিলে অর্থ যে মূর্খ ধরিতে হইত অভিধানে তাহা দেখান হইয়াছে—যেমন, Fool নির্বুদ্ধি nirboodhi মূর্খ moorkh ভেড়া bhera গরু goroo গাধা, gadha গর্দভ gordhob পশু poshoo (১১৩)। দুই এক জায়গায় দেশী শব্দও দিয়াছেন, যেমন Twig—ফেকড়ী Pheukree, Pelt—ডেলান delano, ঢিলান dhilano, ইটলান itlano, পাবড়ান pabrano (২১৩)।

'বোকেবুলারি' দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যা-পত্র প্রথম খণ্ডের মতই, মুদ্রণস্থলও একই। অ, আ, ক্রম ধরিয়া স্বরবর্ণগুলি প্রথমে ১—৭০ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত, ও ৭১—৪৪৩ পৃষ্ঠায় ব্যঞ্জনবর্ণের শব্দগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর i—xi পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট এবং শুদ্ধিপত্র, ও সর্বশেষ পৃষ্ঠায়

যাঁহারা বইটি পূর্বাহ্ণেই লইয়াছিলেন তাঁহাদের নামের তালিকা আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১০০ কপি লইয়াছিলেন এবং ২৭৫ জন গ্রাহকের নামের মধ্যে তিনজন বাঙ্গালীর নাম আছে—নীলমণি হালদার ১০ কপি, রসিকলাল বসু ১ কপি ও পৃথরাম দাস ১ কপি। বাকী সবগুলিই কোম্পানীর কর্মচারিগণ লইয়াছিলেন।

'বোকেবুলারি' দ্বিতীয় খণ্ডে যে সকল শব্দ আছে তাহার কিছু শব্দ প্রথম খণ্ডেও আছে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যাও প্রথম খণ্ডের মতই।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী লইয়া ফরস্টার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, দীর্ঘদিন চাকুরীও করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ দিকে তহবিল তছরূপ ও কর্তব্যে অবহেলার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তাঁহার মামলা শেষ হয় এবং বিচারপতি কর্তৃক একশত টাকা জরিমানা ও ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফরস্টার ইহার পরও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতেই চাকুরী করিয়াছিলেন, তাঁহার চাকুরীজীবন সম্বন্ধে ডিক্সনারী অব ন্যাশন্যাল বাওগ্রাফিতে বলা হইয়াছে—

"In 1803-4, Forster was employed at the Calcutta Mint, of which he rose to be master. In 1815 he was nominated to sign stamp paper." হেনরি পিটস ফরস্টার তাঁহার কর্মজীবনের অবসানে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এ. আপজন ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত আপজনের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ হইলেও ইহা একেবারে অবহেলার নহে। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলিয়তা হইয়াও বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছেন। মানোএল পর্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আপজন প্রথম ইউরোপীয় যিনি বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অথচ বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলনের ইতিহাসে আমরা ফরস্টারকে সর্বপ্রথম সার্থক রচয়িতার স্থান দিতেছি।

প্রথম দিকে ইউরোপীয়েরা যখনই বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বা বাঙ্গালা ভাষায় কোনো গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখনই ইউরোপীয় ভাষাকে মূল ধরিয়া বাঙ্গালাকে অনুবাদস্থলে রাখিয়াছেন। মানোএল 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পর্তুগীজে রচনা

করিয়াছেন, পাশে পাশে মূল রচনার বাঙ্গালা রাখিয়াছেন। হলহেড বাঙ্গালা ব্যাকরণটি ইংরাজীতে রচনা করিয়াছিলেন, কেবল উদাহরণগুলি বাঙ্গালা কাব্য-গ্রন্থ হইতে চয়ন করিয়াছেন। কেরীর ব্যাকরণও এইভাবেই রচিত। আলোচ্য-যুগে ইংরাজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক গ্রন্থের প্রাচুর্যের ইহাই একমাত্র কারণ। বিদেশীর পক্ষে এরূপ রচনাই সহজ। ডানকান, এডমনষ্টোন, ফরস্টার, মার্শম্যান, ইয়েটস, ওয়েঙ্গার প্রভৃতির আইন অনুবাদগুলি সর্বত্রই দ্বিভাষিক। ফরস্টার যে অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহার প্রথম খণ্ডটি ইংরাজী-বাঙ্গালা, দ্বিতীয় খণ্ডটি বাঙ্গালা-ইংরাজী। ইংরাজীকে কাষ্ঠা রাখিয়া সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধানের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক ছিল। বাঙ্গালাদেশবাসী ইউরোপীয়দের পক্ষে এরূপ অভিধান অপরিহার্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। তখনও বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানের গুরুত্ব দেখা দেয় নাই। এজন্য ফরস্টারের অভিধান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় মহলে এরূপ গ্রন্থের অভাব দূর হইল এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উপর সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতির প্রশংসা সিঞ্চিত হইল। আপজন যে অভিধান সঙ্কলন করিতেছিলেন তাহা ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান নহে, বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান। যাঁহারা বাঙ্গালা জানিতেন তাঁহাদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। অথচ যখন এই অভিধান প্রকাশিত হয় তখন ইংরাজী শিখিবার জন্য কোনো ত্বরা বাঙ্গালী অনুভব করে নাই। এইজন্য ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আপজনের অভিধানটি সেযুগে কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার ব্যবহারও সীমিত ছিল। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, আপজনকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। যখন বাঙ্গালীর ইংরাজী শিখিবার প্রয়োজন হইল তখন দুইটি বিখ্যাত বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে—একটি ফরস্টারের অন্যটি উইলিয়ম কেরীর। আপজনকে কেহ স্মরণ করিলেন না।

আপজন ভাগ্যান্বেষী বণিক। কলিকাতায় তিনি কোনো মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন না, কোম্পানীর কোনো স্থায়ী চাকুরীও করিতেন না। অর্থোপার্জনের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁহাকে নিদারুণ দারিদ্র্যে নিপীড়িত করিয়াছিল। যখন বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানটির বিজ্ঞপ্তি বাহির হইতেছিল, তখনই তিনি নিজের কাগজে সম্পত্তি বিক্রয়েরও বিজ্ঞপ্তি দিতেছিলেন।[১৭] আপজন Calcutta Chronicle প্রেস ও পত্রিকার এক ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে।[১৮] ক্যালকাটা ক্রনিকল

পত্রিকার ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কপি উত্তরপাড়া ও কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে। আমরা ইহা দেখিয়াছি।

আপজনের বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানটির অখণ্ড একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও আখ্যাপত্রহীন খণ্ডিত একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থটির মলাটে মিলার সাহেবের অভিধান বলিয়া ইহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থটিই যে আপজনের বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান সজনীকান্ত দাস তাহা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৩ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৬৩-১৭০) একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে বসিয়া গ্রন্থটির আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থটির ৩৭২ ও ৩৭৩ পৃষ্ঠায় কি আছে জানিয়া সাহিত্য পরিষদ্-গ্রন্থাগারের গ্রন্থটির ৩৭২ ও ৩৭৩ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি—উভয়ের মধ্যে হুবহু মিল আছে দেখিয়া আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদ্-গ্রন্থাগারের উক্ত আখ্যাপত্রহীন গ্রন্থটি যে আপজনের বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। একটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র পরিশিষ্ট 'ঘ'-তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এরূপ—

ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি / An Extensive / Vocabulary,/ Bengalese and English, / very useful / To teach the Native English / And / To Assist Begginners in Learning / The Bengal Language. / Calcutta, / printed at the Chronicle Press. / MDCEC III (1793).

গ্রন্থটির বাঙ্গালা নাম দেখিয়া মনে হয় ইহা ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান কিন্তু ইংরাজী নামে বুঝা যায় ইহা বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান। ইহার ভূমিকায় সঙ্কলক লিখিয়াছেন—

"The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects ; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the publick. The Printer engages to furnish to every Purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared gratish."[১৯]

আখ্যাপত্র ও ভূমিকা হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য জানিতে পারিতেছি, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম জানিতে পারিতেছি না। গ্রন্থকারের সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি বিজ্ঞপ্তির সাহায্য লইতে হইবে। আমরা বিজ্ঞপ্তি দুইটি উদ্ধৃত করিলাম।

(1) "New publications, In the Press, And speedily will be published, An Extensive Vocabulary, Bengalese and English, very useful to teach the Natives English and to Assist Beginers in Learning the Bengal Language. Those who wish for the works are requested to send their orders to Mr. Upjohn.

ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের / সিখিবার কারণ এক বহি অতি / সিগ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে / ক সাহেব লোকে বাঙ্গালা কথা / সিখিবেক এবং বাঙ্গালিলোকে / ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএ/ব সকল লোকের কেফাএত / কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা / ইতেছে জে ২ লোকে চাহে তা / হারা মেং আবজান সাহেবের / ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক / ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী / তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮ / বাঙ্গালা তারিখ ৯ চৈত্র।"[২০]

(2) "Just published, / At the chronicle office, Chitpore Road, / (price four Rupees,) / ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি / বোকেবিলরি / An Extensive / Vocabulary, / Bengalese and English ; / Very useful to Teach the natives English / And / To Assist beginners in learning the / Bengal Language."[২১]

বিজ্ঞপ্তি দুইটির মধ্যেই গ্রন্থের আখ্যাপত্র পাইতেছি এবং এ. আপজন সাহেব যে বিজ্ঞপ্তি দিতেছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ্রন্থটি 'ক্রনিকল প্রেসে' মুদ্রিত, এই প্রেস ও এই নামের পত্রিকার অংশাধিকারীও আপজন। আপজনের নিকট হইতেই গ্রন্থটি কিনিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। এই সকল কারণেই গ্রন্থটি যে আপজন সঙ্কলিত তাহাতে সন্দেহ করিবার মত কিছু আমরা দেখিতেছি না।

গ্রন্থটিতে 'ক' হইতে 'হ' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমান্বয়ে প্রথমে সাজাইয়া পরে অ, আ ক্রমে স্বরবর্ণগুলি সাজান হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারের গ্রন্থটিতে ১১ হইতে ৪৩৮ পৃষ্ঠা আছে। প্রথমে দশটি এবং শেষের কিছু পৃষ্ঠা নাই। শেষে

স্বরবর্ণ এই গ্রন্থটিতে 'এ' তে আসিয়া পৌছিয়াছে—বাকী তিনটি স্বরধ্বনি নাই। পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের হরফগুলি ঠিকই আছে কিন্তু স্বর-যুক্ত ব্যঞ্জন ও যুক্ত ব্যঞ্জনের হরফগুলি হস্তলিপি অনুসরণে গঠিত। পরিশিষ্টে আমরা গ্রন্থটির দুইটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র দিয়াছি—এই চিত্র হইতে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইবে। আদিতে শ ও ষ যুক্ত শব্দগুলি 'স' দিয়া দেখান হইয়াছে, যেমন 'শাঁখ' লিখিতে 'সাঁক' (গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৩৩৫), ও ষাঁড় লিখিতে 'সাঁড়' (গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৩৩৩) লেখা হইয়াছে। বানানে অনেক ভুল আছে, যেমন 'নিঃশ্বাস' লিখিতে 'নিস্বাষ' (গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৮৪), 'নিশি' লিখিতে 'নিসি' (গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৮৩) লেখা হইয়াছে।

লোকব্যবহারকে কাষ্ঠা রাখিয়া শব্দাবলী সঙ্কলিত, সংস্কৃত ভাষাকে মূলে রাখিয়া ভাষতাত্ত্বিকের দৃষ্টি ও এষণা লইয়া ইহা সঙ্কলিত হয় নাই। ইহা একটি অকৃতার্থ রচনা হইতে পারে তথাপি 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' আলোচনায় প্রথম বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলক বলিয়া আপজনের এই প্রচেষ্টার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব।

জন মিলার ॥

"In 1801 a Mr. Miller compiled a work in English and Bengalee, containing in a thin folio volume about a hundred and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar and some stories not equel however to forty pages of the English Reader lately published by the School Book Society. He printed no fewer than 4000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 Rupees the copy, before the work issued from the Press."[২২]

রামকমল সেনের অভিধানের ভূমিকায় মিলারের গ্রন্থটির এই বর্ণনা আছে। লং-এর ক্যাটালগে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এ. মিলারের অভিধান বাহির হইয়াছিল বলা হইয়াছে। সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন,—

"In 1801 John Miller 'Compiled, translated and printed'

a small work in three parts in about 140 pages, called The Tutor or New English and Bengalee work, well adopted. to teach the Natives English." (Bengali literature in the 19th Century, 1962, page 81.)

গ্রন্থটির বাঙ্গালা নাম 'সিক্ষ্যাগুরূ'। রামকমল সেনের অভিমত, লং-এর ক্যাটালগ ও সুশীলকুমার দে'র উক্তি—সব মিলিয়া মিলারের গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সজনীকান্ত দাস জন মিলারের 'সিক্ষ্যাগুরূ' গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও সূচীপত্রের ফোটো-কপি ব্রীটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়া 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' (পৃষ্ঠা : ৪৮) গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছেন।

রামকমল সেন ও সুশীলকুমার দে'র বিবৃতির সহিত জন মিলারের 'সিক্ষ্যা-গুরূ' গ্রন্থের মিল আছে। তবে সজনীকান্ত দাস গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের যে আলোকচিত্র দিয়াছেন তাহাতে ইহার প্রকাশকাল ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ রহিয়াছে। কিন্তু রামকমল সেন ও সুশীলকুমার দে'র মতে গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ। লং-এর ক্যাটালগে জনৈক এ. মিলারের অভিধানটির প্রকাশকাল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'সিক্ষ্যাগুরূ' গ্রন্থটি অভিধান নহে, ইহাকে পাঠনির্দেশিকা বা 'ওয়ার্ড বুক' বলা চলে। আমাদের মনে হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জন মিলারের 'সিক্ষ্যাগুরূ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং রামকমল সেন ও সুশীলকুমার দে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। সজনীকান্ত দাস প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের আলোকচিত্র ব্রীটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছেন। লং-এর ক্যাটালগটি বিভ্রান্তিকর। এ. মিলার বলিয়া কোনো ব্যক্তির কোনো অভিধান ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা কোথাও কোনো উল্লেখ পাই নাই। মনে হয়, লং সাহেব অনুমানের উপর ভর করিয়া রামকমল সেনের "In 1801 a Mr. Miller compiled a work in English and Bengali" দেখিয়াই এ. মিলারের ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধানের কথা লিখিয়াছেন। এই সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত আমাদের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে বিবৃত হইল—

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সিক্ষ্যাগুরূ' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা জন. মিলার। গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬০-৬৫ এবং ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। এ

মিলার বলিয়া কেহ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কোনো অভিধান প্রকাশ করেন নাই। জন. মিলারের 'সিক্ষ্যাগুরূ'র দ্বিতীয় সংস্করণ এই খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি হইতে পরবর্তীকালে ইহার পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৪০ এর কাছাকাছি।

'সিক্ষ্যাগুরূ'র আখ্যাপত্র এরূপ—

The / Tutor, / or a / New English and Bengalee works, / well adopted to teach / the natives English / in three parts /

সিক্ষ্যাগুরূ / কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি / ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালিদিগেরকে ইংরাজি / সিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে /

Compiled, Translated and printed / By John Miller / 1797.

দুষ্প্রাপ্য বিবেচনায় এই গ্রন্থের সূচীপত্রটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ইহার সূচীপত্রটি[২৩] এইরূপ—

"প্রথম খণ্ড ॥ অক্ষর যুক্ত অক্ষর শারবর্ণ ব্যবধান, সংক্ষেপ বর্ন্ন, কথা সকল একবর্ন্নের, পডিবার পাঠ, কথা সকল দ্বিতীয় বর্ন্নের, পড়িবার পাঠ, কথা সকল ত্রিতিয় বর্ন্নের, পড়িবার পাঠ, কথা সকল চতুর্থ বর্ন্নের, পড়িবার পাঠ, অস্তস্থ শ্বরিরের বন্নিমা, মাষ, বার গণনা।"

"দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ইংরাজি ব্যাকরণ।"

"ত্রিতিয় খণ্ড ॥ জবাব সওয়াল হরেক বীশয়ের, বিশিষ্ট লোকের সহিত আলাপ, হুকুম দেওয়ান আর অন্য লোককে, ধান্য তণ্ডুল ও···বেবসার উপর, জমি খরিদের, এমারতির, ঘোড়া খরিদের, আদালত ঘরে জাওনর,···ইংরাজি লিখিবার সিরিস্তা।" ইহার পর কয়েকটি 'ভুল' সংশোধন আছে।

রামকমল সেন গ্রন্থটির যে বিবরণ দিয়াছেন—

"in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar and some stories......"—

ইহার সহিত গ্রন্থের সূচীপত্রের মিল আছে।

গ্রন্থটি 'বোকেবুলারি' জাতীয় নহে, ইহাকে পাঠনির্দেশিকাই বলিতে হয়। বর্ণপরিচয়, বানানশিক্ষা, বানান অনুযায়ী পাঠ, ইংরাজী ব্যাকরণ ও দুই-চারিটি কথোপকথন ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। মাস গণনা, বার গণনা; ধান্য

তণ্ডুলাদির ব্যবসায় সংক্রান্ত ও ঘোড়া এবং জমি ক্রয়-বিক্রয়ের কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের পাঠ ইহাতে আছে।

মিলারের 'সিক্ষ্যাগুরু' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা ৮৯-৯৬) যে ইংরাজী ব্যাকরণটি আছে তাহাই বাঙ্গালীর জন্য রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ (বাঙ্গালা ভাষায়)। কেরীর 'কথোপকথন' গ্রন্থের বীজও এই গ্রন্থটিতেই আছে—তৃতীয় খণ্ডের "জবাব সওয়াল হরেক বীশয়ের" অধ্যায়টিতে সংলাপের ভিতর দিয়া বিভিন্ন বিষয়ের যে আলোচনা তাহাই কেরীর 'কথোপকথন' গ্রন্থে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।

জন মিলারের বাঙ্গালা গদ্যের কিছু নমুনা নীচে প্রদত্ত হইল।

"বাঙ্গালিদিগেরকে

আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোন কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমারদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ কর্‍্যে জে এ তোমাদিগের সাহষের দ্বারায় মঞ্জুর হয়।"[২৪]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে বিচিত্রপথে ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা সাহিত্য সাধনা চলিয়াছিল তাহার বহুমুখী গতির পরিচয় লাভ করিয়া পশ্চাতের পানে চাহিলে দেখিতে পাই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহার অনেকগুলি ধারার স্রোতের মুখ উন্মুক্ত হইয়াছিল। আইন, বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণ, অভিধান, কথোপকথন জাতীয় পাঠ্যগ্রন্থ ও মিশনারী প্রচার পুস্তিকা এই সময় হইতেই ইউরোপীয়েরা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মানোএলের ও ডি. সুজার অবলুপ্তপ্রায় ধারা পথে পরবর্তীকালে মিশনারী প্রচার পুস্তিকা ও বাইবেল অনু-বাদের প্রবল জোয়ার বহিয়াছিল। হলহেডের ব্যাকরণ ও আপজন-ফরস্টারের অভিধানকে অবলম্বন করিয়া বহু সার্থক ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল, মিলারের পথ ধরিয়া অজস্র পাঠ্যপুস্তক রচিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার প্রবল প্রয়াসের ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আরম্ভ, এই শতাব্দীতেই ইহা আবেগ সঞ্চয় করিয়া বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মানোএল, হলহেড, ডানকান, আপজন, মিলার ও ফরস্টারের পদচিহ্ন ধরিয়াই উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান,

ফেলিক্স কেরী, জন মার্শম্যান, ম্যাক, ইয়েটস, পীয়ার্স, ওয়েঙ্গার, ষ্টুয়ার্ট, মে, পীয়ার্সন প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যে অজস্র ইউরোপীয় লেখকের আগমন ঘটিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা তাঁহাদের কথা আলোচনা করিয়াছি।

একাদশ অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। Asiatic Researches, Vol VII, 1801—H. T. Colebrooke page: 223-224.

২। Extract of a letter from Mr. Duncan to the Hon'ble the Governor General and Council, dated February 13, 1783. Duncan's Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulut, 1785. Page : 3.

৩। Do Page : 4.

৪। Regulations for the Administration of Justice in the Court of Dewannee Adaulut, 1785—By J. Duncan. Page : 6.

৫। Regulations for the Administration of Justice in the Court of Dewannee Adaulut, 1785—By J. Duncan. Page : 210.

৬। Dictionary of National Biography. Vol, VI. Pages : 399-400

৭। উদ্ধৃতিটি ফরসটার অনূদিত ফৌজদারী আইনের বঙ্গানুবাদ হইতে গৃহীত। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, ১৩৬৯ পৃষ্ঠা : ৪২।

৮। উদ্ধৃতিটি ফরসটার অনূদিত ফৌজদারী আইনের বঙ্গানুবাদ হইতে গৃহীত। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, ১৩৬৯ পৃষ্ঠা : ৪২।

৯। Dictionary of National Biography, Vol VII. Page :

১০। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস পৃষ্ঠা : ৪৩।

১১। Introduction, Vocabulary, Part I—H. P. Forster. Page : i.

১২। Do Page : ii.

১৩। Do Page : iv.

১৪। ফরসটার অনূদিত 'কর্ণওয়ালিস কোড'-এর প্রথম পৃষ্ঠা।

১৫। বোকেবুলারি, ভূমিকা.—এইচ. পি. ফরসটার পৃষ্ঠা : XVII.

১৬। ঐ ঐ পৃষ্ঠা : XX.

১৭। সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা ৪৩ সংখ্যা—পৃষ্ঠা : ১৬৩—১৭০ দ্রষ্টব্য।

১৮। সজনীকান্ত দাস ইহা ৪৩ সংখ্যা সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯। An Extensive Vocabulary, Bengalese and English—By Upjohn Preface.

২০। Calcutta Chronicle, March, 20th, 1792.

২১। Do April, 16th, 1793.

২২। A Dictionary of English and Bengalee (1834)—By Ramkamal Sen Preface. Pages : 17-18.

২৩। ইহার সূচীপত্রটি মূল গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

২৪ শিক্ষাগুরু—ভূমিকা—জন মিলার রচিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরীযুগ

পৃথক যুগচিহ্নের প্রয়োজন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সুস্পষ্ট দুইটি অধ্যায়কে আমরা পর্তুগীজ মিশনারী যুগ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারদের যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। প্রথম যুগে মানোএল-কিরনানদের ডি. সুজা আনুমানিক ১৭৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ, ব্যাকরণ রচনা ও শব্দকোষ প্রণয়ন করিয়া বিদেশ হইতে রোমান হরফে ছাপাইয়া আনিয়াছেন। দ্বিতীয় যুগের পরিব্যাপ্তি ১৭৭০ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ বাঙ্গালাদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে গিয়া যখন দেখিলেন এই বিশাল ভূখণ্ডের লোকসংখ্যার ছয় দশমাংশ[১] বাঙ্গালা ছাড়া অন্য ভাষা বড় একটা বোঝে না, এমন কি দীর্ঘদিন পাঠান-মোগল দ্বারা শাসিত হইলেও তেমন করিয়া আরবি-ফারসি রপ্ত করিতে পারে নাই, ইহা তাহাদের নিকট পরভাষাই রহিয়াছে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিভূত লেনদেন, চিঠিপত্রে সর্বত্র বাঙ্গালাই ব্যবহার করে। তখন বাঙ্গালা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ব্যাকরণ, অভিধান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফল হলহেডের ব্যাকরণ, ফরস্টারের বোকেবুলারি। বাঙ্গালাদেশ শাসনে প্রয়োজনীয় আইনগুলি বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাঙ্গালায় অনূদিত হইল। অনুবাদক ইংরাজ কর্মচারীগণ। প্রথম যুগে মিশনারীদের বাঙ্গালা রচনার পশ্চাতে রাজকীয় উৎসাহ বা প্রেরণা ছিল না, মিশনারী ব্যতীত অন্য কোনো ইউরোপীয়ের রচনাও নাই। দ্বিতীয় যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরাই বাঙ্গালা চর্চা করিয়াছেন, গ্রন্থ প্রণয়নে ও অনুবাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কোনো মিশনারী গ্রন্থ এই সময় রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম যুগে কেবল খ্রীষ্টীয় সাহিত্য, দ্বিতীয় যুগে কেবল আইনের অনুবাদ, উভয় যুগেই ব্যাকরণ ও অভিধান রহিয়াছে। প্রথম দল বাঙ্গালা শিখিয়া ধর্মপ্রচারে ও দ্বিতীয় দল আইনের অনুবাদে ইহাকে প্রয়োগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে উভয় যুগের ইউরোপীয়দের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীও

পৃথক। মানোএল ইহাকে লাতিনের অনুগত নয় বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার ত্রুটি বাহুল্যে ও বর্ণমালায় ব্রাহ্মণদের ভ্রান্তি দেখিয়াছেন। হলহেড পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির অন্যতম সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং ইহার সহিত লাতিন গ্রীকের কোথায় যেন মিল রহিয়াছে—অনুভব করিয়াছেন। মানোএল বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতায় দীনতা দেখিয়াছেন, হলহেড-ফরস্টার জীবনক্ষেত্রের সর্বত্রই বাঙ্গালা ভাষার সহজ পদচারণার শক্তি ও সম্ভাবনা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে দুই যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে এতখানি ব্যবধান। তৃতীয় যুগ 'কেরী-যুগ'। হলহেড-ফরস্টার বাঙ্গালা ভাষার যে শক্তি ও সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন কেরীযুগে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পর বৎসর ইহাতে বাঙ্গালা বিভাগ খোলা হইল। উদ্দেশ্য বাঙ্গালা-দেশে যে সকল ইংরাজ কর্মচারী কাজ করিবেন, তাহাদিগকে বাঙ্গালা শিখান। ভাষাশিক্ষা অর্থে বাঙ্গালায় কথাবার্তা বলিতে পারাই বোঝায় না। ইহাকে গভীরভাবে অনুশীলন করিতে হইবে। এইজন্য সংস্কৃত জানিতে হইবে। গ্রীক ও লাতিন হইতে আগত ইংরাজী শব্দাবলী বাদ দিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা যেমন বিফল, তেমনি সংস্কৃতকে বাদ দিয়া বাঙ্গালা শিখিলে এই শিক্ষা ব্যর্থ হইবে। অতএব—

"Above all I cannot but recommend at least a few months application to the Songskrit, to those who are desirous of obtaining a thorough knowledge of the Bongalee, as the two languages, if I may call them different ones, are so intimately blended, that it is impossible to attain any considerable proficiency in the latter, by mere casual conversation on matters chiefly of business, so as to be able to read their various works and authors." অর্থাৎ যে উৎস হইতে বাঙ্গালা ভাষা রস সঞ্চয় করিয়া বাঁচিয়া আছে সেইখানে গিয়া ইহার স্বরূপ চিনিয়া আসিতে হইবে, ইহার সাহিত্য সম্ভার অধ্যয়ন করিয়া ইহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে ইউরোপীয়েরা যেভাবে বাঙ্গালা ভাষা চর্চা আরম্ভ করিলেন—ইহাই তাহার মূলকথা। সেই যুগে যে সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালা বেশ

কিছু রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। এই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কেন্দ্রচরিত্র কেরী। এইজন্য তাঁহার নামে এই যুগকে চিহ্নিত করাই শ্রেয়ঃ। 'কেরীযুগ' নামের আর একটি সার্থকতা রহিয়াছে। রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ও চণ্ডীচরণ মুন্সীর গদ্য রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রকে বিস্তীর্ণ করে। দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা গদ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়রাজত্বে ইঁহারাই প্রথম আলোকবর্তিকা লইয়া প্রবেশ করেন, বহুযুগব্যাপী জড়ত্বে প্রাণের স্পন্দন ও সজীবতা আনয়ন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ চর্চিত বাঙ্গালা গদ্যের বর্তমান স্বরূপ দেখিয়া, ইহার বেগবতী স্রোতের তীর হইতে অতীতের প্রদোষান্ধকারে ইহার জড়রাজত্বে যাঁহারা সঞ্জীবনী সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিমাপ করা কঠিন। কেরীকে কেন্দ্রে রাখিয়াই এই সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস হইতেই তাঁহাদের রচনাগুলি মুদ্রিত হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তগ্রন্থ ও বেদান্তসার[২] প্রকাশিত হইবার পূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের রচনাই প্রধান। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর পুরোভাগে ছিলেন কেরী। আমাদের মতে ইহা একটি আকস্মিক সংযোগ নহে, কেরী না থাকিয়া অন্য কেহ থাকিলেও বাঙ্গালা গদ্যের এইরূপ চর্চা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা আরম্ভ করিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ বাঙ্গালা ভাষায় চর্চা তখন জড়ত্বের ঘোর কাটাইয়া একটি মন্থর গতি লাভ করিয়াছে এবং বাঙ্গালায় নবজাগরণের অস্ফুট পদপাত-ধ্বনি শোনা যাইতেছে। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রস্তুতিপর্ব ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছে এবং তাঁহার একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় রচনা ১৮০৩-১৮০৪[৩] সনের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। সে যাহাই হোক, রামমোহন রায়ের পূর্ব-উল্লিখিত বেদান্ত গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইবার পূর্বে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেন্দ্র-শক্তি ছিলেন কেরী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকরূপে তিনিই বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও নির্দেশ দিতেছিলেন, এ বিষয়ের তিনিই সূত্রধার, তিনিই উৎসাহদাতা। এই সকল কারণে তাঁহার নামে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পনেরো বৎসরকে আমরা কেরীযুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সংস্থার কেন্দ্র-

চরিত্র। এই সংস্থার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত জোশুয়া মার্শম্যান, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, চেম্বারলেন, পিয়ার্স, উইলিয়ম ইয়েটস, জন ম্যাক প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচয়িতাদের নিরন্তর উৎসাহের কেন্দ্র ছিলেন উইলিয়ম কেরী। ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পীঠস্থান ছিল শ্রীরামপুর মিশন এবং বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রথম প্রকাশভূমি ছিল শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা। এখান হইতেই কেরীর 'কথোপকথন', 'ব্যাকরণ ও অভিধান', রাম রাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', 'লিপিমালা', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', গোলকনাথের 'হিতোপদেশ', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা', প্রথম বাঙ্গালা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। সেই যুগে ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনার প্রায় সবই এই মিশনারী প্রেস হইতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এইভাবে শ্রীরামপুর মিশনের প্রয়াস তখন বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্য এই মিশনের ইতিহাস ও ইহার কেন্দ্রপুরুষ কেরীর জীবনকথা প্রাসঙ্গিকভাবেই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রীরামপুর মিশন : কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের পূর্বজীবনী

খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্দেশ্য হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই মিশনারী সংস্থাটি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীরামপুর মিশন হইতেই সেই সময় বাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনাগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের অক্লান্ত প্রচেষ্টা শ্রীরামপুর মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গৌরবের মূল জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সহিত টমাস, ফাউণ্টেন, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক, মার্শম্যান প্রভৃতির নামও জড়াইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের কেন্দ্র-শক্তি রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী।

শ্রীরামপুর মিশন ও কেরী গোষ্ঠীর ইতিহাস বহুভাবে আলোচিত হইয়াছে, ইংরাজীতে রচিত এই গ্রন্থগুলির সংখ্যা এত বেশী যে ভারতীয় মিশনের ইতিহাসে ইহারা একটি পৃথক শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। এই গ্রন্থগুলিকে আমরা 'Serampore Missionary Group of Writings' বলিয়া অভিহিত

করি। ইহাদের সর্বত্রই কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের প্রশস্তি রহিয়াছে, শ্রীরামপুর মিশনের কার্যক্রমের বিস্তৃত বিবরণ ছড়াইয়া রহিয়াছে বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে ও মিশনারী কোষগ্রন্থে। উইলিয়ম কেরীর জীবনী-সংখ্যাই সর্বাধিক। সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কেরী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে লিখিতেছেন—"আপনি আমার জীবনের মুখ্য ঘটনাগুলি জানিতে চাহিয়াছেন, ইহা আমি যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু আপনাকে একটি অনিবার্য নির্দেশ পালন করিতে হইবে। আমার জীবদ্দশায় এই বিবৃতি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হইবে না, কোনো পত্রিকায় যদি বা প্রকাশ করেন, এমনভাবে করিতে হইবে যেন স্থান ও ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা না যায়। আমাদের পালনীয় খ্রীষ্টধর্মের নামে এই শপথ দিয়া, প্রিয় বন্ধু, আপনাকে আমার বিবরণ পাঠাইলাম।"

"You have desired me to write you an account of the principal occurrences in my life. I will try to do it, but it is accompanied with as strict an injunction as I can give, that it may not be published as mine so long as I live. Of course if any part of it be inserted in any magazine, it ought to be so altered that places and persons may not be recognised. Having laid this injunction upon you as a Christian brother, by me very dearly beloved, I give you the following particulars."

—Memoir of W. Carey by E. Carey : p. 6.

"পারিবারিক ইতিবৃত্ত আমার বেশী জানা নাই, এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে আমার পিতামহের জন্মস্থান এলভার্টট। আমার পিতা এখন যে স্কুল পরিচালনা করিতেছেন আমার পিতামহ সেই স্কুলেই শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার এক পুত্র পিটার কোনো উদ্যানের মালিক ছিলেন, অন্য পুত্র এডমণ্ড; আমার পিতা প্রথমে তন্তুবায়ের শিক্ষানবিশীও করিয়াছিলেন, পরে এই বৃত্তিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি যখন অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা লাভ করেন, তখন আমার বয়স প্রায় ছয় বৎসর।"

"Of my family I know nothing more than that my grandfather who I have heard was born at Yelvertoft, was master

of the School which my father now supperintends. He died while my father was very young and left two sons, Peter who was a gardener, and Edmund, my father, who was put apprentice to a weaver, which business he followed till I was about six years of age, when he was nominated master of the small free-school in which his father died." (ঐ-পৃ: ৭)

"নর্দাম্পটনশায়ারের অন্তঃপাতি পলার্সপিউরি গ্রামে খ্রীষ্টীয় ১৭৬১ সনের ১৭ই অগাষ্ট আমার জন্ম। বাল্যশিক্ষা গ্রামে থাকিয়া যতদূর সম্ভব সাধারণভাবে তাহা হইয়াছিল, পরন্তু পিতা শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া সমবয়সী ছেলেদের অপেক্ষা আমার সুযোগ-সুবিধা বেশী ছিল, কিন্তু তখনও আমি খ্রীষ্টধর্মে পরিত্রাণের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম। ধর্মগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে আমার চিত্ত আন্দোলিত হইত, ক্রমে শাস্ত্রপাঠে অভ্যস্ত হইলাম এবং ইহার ঐতিহাসিক দিকটির সহিত আমার গভীর পরিচয় ঘটিল। নিয়মিত চার্চে যাইতাম, সেখানে নিয়ত ধর্মশাস্ত্র, খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত ও ধর্মীয় অনুশাসন পাঠ, ধর্মীয় চিন্তাধারায় আমার চিত্তের অভিষেক করিয়াছিল। চোদ্দ বছর পর্যন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার বড় কিছু জানা ছিল না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ পড়িতে ভালোবাসিতাম। উপন্যাস ও নাটক বিরক্তিকর মনে হইত, রোমান্সে আমার আগ্রহ ছিল এবং গভীর আগ্রহ লইয়া আমি বুনিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস' পড়িয়াছিলাম।"

"I was born in the village of Paulerspury, in Northmptonshire, August 17, 1761. My education was that which is generally esteemed good in country villages, and my father being school-master, I had some advantages which other children of my age had not. In the first fourteen years of my life I had many advantages of a religious nature, but was wholly unacquainted with the scheme of salvation by Christ, During this time I had many stirrings of mind occasioned by my being often obliged to read books of a religious character, and having been accustomed from my infancy to read the

Scriptures, I had considerable acquaintance therewith, especially with the historical parts. I also have no doubt but the constant readings of the Psalms, Leasons etc. in the parish church, which I was obliged to attend regularly, tended to furnish my mind with general Scripture knowledge, of real experimental religion I scarcely heard anything till I was fourteen years of age ··· I was better pleased with romances; and this circumstance made me read 'Bunyan's Pilgrim's Progress' with eagerness, though to no purpose." (ঐ-পৃঃ ৭)

"এই সময় মনকে নিরয়গামী হইতে সাহায্য করে এমনিই আমার সঙ্গীদল জুটিয়াছিল এবং চূড়ান্তভাবে অবহেলিত কোনো গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা যে সকল চারিত্রিক দোষে দুষ্ট হয় সেই সকল চারিত্রিক কলঙ্কে আমি লিপ্ত হইয়াছিলাম, বস্তুতঃ ভয়াবহ লাম্পট্য আমার চরিত্রকে আশ্রয় করিয়াছিল। আমি গালিগালাজে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, মিথ্যা কথা ও অশ্লীল কথাবার্তা বলিতাম। এইরূপ সঙ্গীর সাহচর্য হইতে দূরে রাখিতে আমার পিতা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে আমি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতাম।

প্রায় সাত বছর বয়স হইতে আমি বেদনাদায়ক এক চর্মরোগে ভুগিতেছিলাম, ক্বচিৎ ইহা গায়ে ফুটিয়া উঠিত, রৌদ্র আমার সহ্য হইত না। ফলে মাঠে বা উন্মুক্ত কোথাও কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হইয়াছিল। আমার দরিদ্র জনক-জননীর পক্ষে আমার জন্য বেশী কিছু করা সম্ভব ছিল না। তথাপি আমার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেন, অনেক চেষ্টায় তাঁহারা আমাকে হেকেন্টনের একটি জুতার কারখানায় শিক্ষানবিশীতে বহাল করিলেন। মালিকের নাম ছিল ক্লার্ক নিকোলস। তিনি আমার চরিত্র সম্বন্ধে প্রায়ই কটূক্তি করিতেন, অন্যান্য বিষয়েও তিনি রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করিতেন। আমার অস্বস্তি বাড়িতেছিল। আমি একটা কিছু চাহিতেছিলাম, কিন্তু তখনও বুঝি নাই যে মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন ব্যতীত ভালো কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"My companions were at this time such as could only

serve to debase the mind, and lead me into the depths of that gross conduct which prevails among the lower classes in the most neglected villages. So that I had sunk into the most owful profligacy of conduct. I was adicated to swearing, lying, and unchaste conversation, ··· though my father laid the strictest injunctions on me to avoid such company, I was always found some way to elude his care.

...From about seven years of age, I was afflicted with a very painful cutaneous disease, which though it scarce ever appeared in the form of erruption, yet made the sun's rays insupportable for me. This unfitted me for earning my living by labour in the field, or elsewhere outdoors. My parents were poor, and unable to do much for me ; but being much affected with my situation, they with great difficulty put me apprentice to a shoe-maker at Hackleton. I was bound apprentice to clarke Nichols. The frequent comments of my master upon certain parts of my conduct, and other such causes, increased my uneasiness. I wanted something, but had no idea that nothing but an entire change of heart could do me good." (ঐ-পৃঃ ৮, ৯, ১০)

"সেই সময় শিক্ষানবিশীতে নিযুক্ত কর্মচারীরা বড়দিনের সময় তাহাদের গ্রাহকগণের বাড়ী হইতে বড়দিনের উপহার সংগ্রহ করিত। আমারও এই বিষয়ে অনুমতি মিলিয়াছিল। আমি এক লৌহ ব্যবসায়ীর নিকট গেলাম, তিনি ছয় পেনির মুদ্রা বা শিলিং—আমি কি চাই জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বভাবতই আমি শিলিং চাহিলাম। তিনি দিলেন। ইহার পর নিজের ব্যবহারের জন্য আমি কিছু জিনিস কিনিয়া ফেলিলাম এবং গভীর দুঃখের সহিত আবিষ্কার করিলাম যে শিলিংটি পিতলের। মালিকের একটি শিলিং আমার নিকট ছিল, আমি তাহাই ভাঙ্গাইলাম এবং ঠিক করিলাম তাঁহাকে বলিব যে এই অচল মুদ্রাটি তাঁহার। মালিক বিষয়টির অনুসন্ধান করিতে অন্য এক শিক্ষানবিশকে

পাঠাইলেন। লৌহ-ব্যবসায়ী যে ঐ মুদ্রাটি আমাকে দিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিলেন। আমার কুকর্ম জানাজানি হইলে আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম, তিরস্কৃত হইলাম, মনে মনে গভীরভাবে অনুতপ্ত হইলাম। এই জ্বালা বাড়িয়া গেল এবং ইহার পর বেশ কিছুদিন ঘটনাটি আমার মনকে দগ্ধ করিতেছিল। আমি এই সময়ই বোধ করি ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু এই ডাকে লজ্জা ও ভয় মিশিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, এই ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়া চিনিয়াছিলাম, এইভাবে পূর্বে কখনও নিজেকে আবিষ্কার করি নাই। আমি অধীর আগ্রহে ঈশ্বরের দয়াভিক্ষা চাহিতে লাগিলাম।"

"It being customary in that part of the country for apprentices to collect christmas-boxes from the tradesmen with whom their masters have dealings, I was permitted to collect these little sums. When I applied to an ironmonger, he gave me the choice of a shilling or a six pence. I of course chose the shillings ... my next care was to purchase some little articles for myself...to my sorrow that my shilling was a brass one. I paid for the things which I bought by using a shilling of my master's ... and I came to the resolution to declare strenuously that the bad money was his. My master sent the other apprentice to investigate the matter. The ironmonger acknowledged the giving me the shilling, and I was therefore exposed to shame, reproach, and inward remorse, which increased and prayed upon my mind for a considerable time. I at this time sought the Lord perhaps much more earnestly than ever, but with shame and fear ... I trust that under these circumstances I was led to see much more of myself than I had ever done before, and seek for mercy with greater earnestness." (ঐ-পৃঃ ১০, ১১)

"আমার হৃদয়বৃত্তির এই কলুষ পরিচয় পাইয়া এবং প্রায়ই পাপকর্মে লিপ্ত হইতে হইতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে নিরবধি ভগবানের দয়া আমার

একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার অপরিসীম মমতা ও দয়া নিরন্তর যদি আমার উপর বর্ষিত না হইত তবে এতদিনে আমি একটি কুখ্যাত লম্পটে পরিণত হইতাম।

"ঈশ্বর যদি আমাকে হাতে তুলিয়া না লইতেন তবে প্রলুব্ধ হইবার পক্ষে আমার আর কিছু বাকী ছিল না। এইভাবে আমার ধর্মান্তর ঘটিল, তদবধি আমি তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি, তাঁহার দৈবী প্রভাব যেন আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই আমি বাঁচিয়া থাকিব, ইহারই শক্তিতে হৃদয়ে তাঁহার কাজ করিয়া চলিব। আমার কখনও স্বর্গবাস ঘটিলে—ইহার আদি-অন্ত সমস্তই দয়াময় দেবতার করুণা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।"

"The proofs I have of the evil tendency of my heart, and my frequent and often reiterated falls into sin, convince me that I need the constant influence of the Holy Spirit, and that, if God did not continue his loving-kindness to me, I should as certainly depart from Him, and became an open profligate, as I exist. I see that there is no temptation but would be sufficient to destroy me, if God did not interfere, and that I as much need pardon, and divine influence to support me, and maintain the work in my heart, as I formerly did to convert me. If I ever get to heaven it must be owing to divine grace, from first to last." (ঐ-পৃঃ ১৯)

ইহাই কেরীর প্রাথমিক জীবনে ধর্মচেতনা উন্মেষের সকরুণ ইতিহাস। ইহার পরই তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে পাকাপাকি রকম পাদ্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম রচনা—

"An Enquiry (into the obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen in which the Religious State of the Different Nations of the World, the success of Former Understandings and the Practicability of

Further Understandings are considered by William Carey) প্রকাশিত হয়। এই বৎসর ২রা অক্টোবর কেটারিঙয়ের সভায়—'The Particular Baptist Society For Propagating The Gospel Amongst The Heathen' সমিতি গঠিত হয়। কেরী, এণ্ড্রু ফুলার, সামুয়েল পিয়ার্স, জন রাইল্যাণ্ড এবং জন সাটক্লিফের অনুমোদন ও সাহায্য লাভ করেন। সভ্যগণের মোট চাঁদা ও কেরীর An Enquiry পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ মিলাইয়া সমিতির তহবিলে মোট তের পাউণ্ড, দুই শিলিং, ছয় পেন্স জমা হইল।

সমগ্র পৃথিবীর অখ্রীষ্ট জগতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে যে ব্যাপটিষ্ট সোসাইটি গড়িয়া উঠিল ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যে সামান্য পুঁজি লইয়া ইহা কার্য আরম্ভ করিয়াছিল, এবং যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে ইহা বর্তমানে পরিণত হইয়াছে—তাহার মধ্যে কি বিস্তর ব্যবধান। সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া কেরীর জীবনীকার বলিতেছেন :—

"The busy world took no note of this insignificant little company. Kettering itself had no notion next dawn that it had immortalized itself in the night. Yet its line was to go out through all the earth, and its influence to the end of the world."[৪]

কেরী ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বরের সভায় ভারতবর্ষে বাঙ্গালাদেশের সহিত সুপরিচিত জন টমাসের উল্লেখ করিয়াছেন। টমাস ইতিমধ্যে দুইবার বাঙ্গালাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর স্থির হইল টমাসকে বাঙ্গালাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হইবে এবং তিনি রাজী হইলে কেরী তাঁহার সঙ্গী হইবেন। ইহার ফলেই ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিস ইণ্ডিয়াম্যান প্রিন্সেস জাহাজে জন টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়াম কেরী বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গী ছয়জন—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্লাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উলিয়াম, পিটার ও জ্যাবেজ। জ্যাবেজ তখন দেড়মাসের শিশুমাত্র।

উইলিয়ম কেরীর ভগ্নি মেরী লিখিতেছেন—

"Whatever he began he finished : difficulties never seemed to discourage his mind, and as he grew up his thirst for

knowledge still increased. The room that was wholly appropriated to his use was full of insects, struck in every corner, that he might observe their progress. Drawing and painting he was very fond of. Birds and all manners of insects he had number of. He never walked out I think, when quite a boy, without observation on the hedges as he passed ; and when he took up a plant of any kind, he always observed it with care."[৫]

"He was always from his first being thoughtful, remarkably impressed about heathen land and the slave-trade."[৬]

পরবর্তী জীবনে উইলিয়ম কেরীর নিকট যে সুবিপুল কর্মজগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রস্তুতি-পর্বের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। কেরী বালক বয়সে তর্ক ভালোবাসিতেন, বিতর্কে জয়লাভের জন্য প্রাণপণে অধ্যয়ন করিতেন, লাতিন, গ্রীক, হিব্রু যাজকবৃত্তি গ্রহণের পূর্বে শিখিয়াছিলেন। ১২ বছর বয়সেই লাতিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কয়েক মাসের মধ্যে এই ভাষার একটি শব্দকোষ কণ্ঠস্থ করিযাছিলেন।[৭]

বাঙ্গালাদেশ কেরীর কর্মক্ষেত্র, ইংল্যাণ্ড তাঁহার প্রস্তুতি-পর্বের দেশ। প্রস্তুতি-পর্বের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের কয়েকটি বিশেষত্ব এই—তিনি অনুশোচনার অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া পরম নিষ্ঠাভরে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অ-খ্রীষ্ট-জগতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের বাসনা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল, পশু-পক্ষী পতঙ্গাদি সম্বন্ধে কেরীর অপরিসীম কৌতূহল ছিল। শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া অপ্রতিহত অধ্যবসায়ে অভীষ্ট সিদ্ধির পথে সর্ববিধ বাধা দূর করিয়া অগ্রসর হইতেন।

বাঙ্গালাদেশে গমনের সমস্ত আয়োজন যখন প্রস্তুত তখন ওয়ার্ডের সহিত কেরীর সাক্ষাৎ ঘটে। ওয়ার্ড তখন ডার্বিতে মুদ্রাকরের কাজ করিতেছেন। কেরী তাঁহাকে বলেন, আমি ভারতবর্ষে চলিলাম, চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া রাখিব। তুমি শীঘ্রই আমার সহিত

মিলিত হইবে। আমার অনূদিত বাইবেলের পাণ্ডুলিপি তোমাকে ছাপিতে হইবে।[৮]

(১১ই নভেম্বর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরী বাঙ্গালায় পদার্পণ করিলেন। টমাসের পূর্বপরিচিত রামরাম বসু ঐ দিনই কেরীর মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া জীবিকার্জনের জন্য কেরীকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হইতে কলিকাতা মাণিকতলায়, তথা হইতে সুন্দরবন অঞ্চলে দেবহাট্টায় কেরী নিয়ত ঘুরিয়া ফিরিতেছিলেন। অবশেষে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মদনবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামপুর আসিবার পূর্বে বাঙ্গালাদেশে ইহাই কেরীর সর্বশেষ বাসস্থান।

কেরী যে উদ্দেশ্য লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তাহা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর তিনি ব্যাণ্ডেল হইতে লিখিতেছেন—

"Here we intend to reside. All the people are catholic or mehamedons ; but many Hindus are at the distance of a mile or two, so that there is work enough for us here, and ten thousand ministers would find full employment to publish the gospel."[৯]

ধর্মপ্রচার ও দেশীয় ভাষায় বাইবেল প্রকাশ তাঁহার উদ্দেশ্য, যেইদিন বাঙ্গালার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করিলেন সেইদিন হইতেই এই বাসনা তাঁহার সর্ববিধ কর্মের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই যে, যে-দেশে তিনি ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিতে আসিয়াছেন, তাহার ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে। ভাষা শিক্ষায় তাঁহার প্রবণতা ছিল, জাহাজেই টমাসের নিকট বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া রামরাম বসুকে মুন্সী নিযুক্ত করিয়া ভাষাশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের ক্রমাগত চেষ্টায় তিনি অবশেষে ইহাকে আয়ত্ত করিলেন। উইলিয়ম কেরীর বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষার ক্রমটি আমরা তাঁহার বিবৃতি হইতেই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(i) 4th December, 1793.

"I am at present incapable of preaching to the Hindus. I am unacquainted with their language."

(ii) 3rd January, 1794.

"I have already learned so much of the language, as to understand a few phrases, and many words. The characters are about six hundred, which I send you a specimen of."

(iii) 21st March, 1794.

"The study of a language, though a dull work, yet is productive of pleasure to me, because it is my business, and necessary to my preaching in any useful manner. The soul and spirit of preaching must be wanting, unless one has some command of language."

(iv) 29th March, 1794.

"How long will it be till I shall know so much of the language of the country as to preach christ crucified to them. But, bless God, I make some progress."

(v) 9th August, 1794.

"The language is very copious, and I think beautiful. I begin to converse in it a little but my third son, about five years old, speaks it fluently. Indeed there are two distinct languages spoken all over the country, viz, the Bengali, spoken by the Brahmuns and higher Hindus, and the Hindostani, spoken by the Mussulmans and lower Hindus, which is a mixture of Bengali and Persian."

(vi) 14th June, 1795. Carey's Journal.

"The translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the xxii d, chapter I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John ; which Moonshee afterwards corrects."

(vii) 13th August, 1795. Carey's Journal.

"RamRam Boshoo and Mohun Chund are now with

me... I often exhort them, in the words of the apostle, 2 Cor. VI. 17, which in their language I thus express :"

"বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্বশক্ত ভগবান।"

"Forth come and seperate be : and unclean thing touch not ; and I will accept you : and you shall be my sons and daughters : Thus says the Almighty God."

লিখিতভাবে কেরীর ইহাই প্রথম বাঙ্গালা রচনা।

(viii) 2nd October, 1795.

"I can preach an hour with tolerable—freedom, so as that all who speak the language well, or can write or read perfectly understand me ; yet the labouring people can understand but little. Notwithstanding the language itself is rich, beautiful, and expressive."

"I set about composing a grammar and dictionary of the Bengali language, to send to you."

(ix) 31st December, 1795. Carey's Journal.

"I have been trying to compose a compendious grammer of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharata, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee...I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time."

কেরীর জার্নাল ও পত্র হইতেই প্রমাণ করা যাইতেছে, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা শিখিয়া লইয়াছেন, বক্তৃতা দিতেছেন, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনায় হাত দিয়াছেন, বাইবেলের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন।

এই সূত্রে আর একটি কথা আসিয়া পড়ে। কেরীর বাঙ্গালা শিক্ষায় একটি সমস্যা দেখা দিয়াছিল। তিনি বলিতেছেন—'যিনি এই ভাষা ভালোভাবে

বলিতে পারেন, লিখিতে পারেন অথবা পড়িতে পারেন'—তিনি আমার বক্তৃতা বুঝিবেন, রুজি-রোজগারে যাহারা জীবন যাপন করে, সেই শ্রমিক সম্প্রদায় ইহা প্রায় বুঝিতেই পারে না।

"All who speak the language well, or can read or write can perfectly understand me ; yet the labouring people can understand but little."[১০]

অন্যত্র তিনি বাঙ্গালাভাষাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—

"Indeed, there are two distinct languages spoken all over the country, viz ; the Bengali, spoken by the Brahmans and higher Hindus ; and the Hindostani, spoken by the Mussulmans and lower Hindus, which is a mixture of Bengali and Persian."[১১]

এখন আমরা যাহাকে হিন্দুস্থানী ভাষা বলি তাহা বাঙ্গালার মতই নবীন আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। কেরী যাহাকে হিন্দুস্থানী বলিতেছেন তাহা বাঙ্গালা ও ফারসি মিশ্রিত কথ্যভাষা—এই ভাষায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানেরা কথা বলে। চিঠিটি বাঙ্গালাদেশে (মালদহে) লিখিত। সুতরাং বাঙ্গালাদেশে ব্যবহৃত ভাষার কথাই এখানে বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুস্থানীভাষা প্রচলিত ছিল না বাঙ্গালাই ছিল, তবে তাহা ফারসি মিশ্রিত লোকভাষা—ইহা বাঙ্গালারই বিভিন্ন উপভাষা হইবে, হিন্দুস্থানী কদাচ নহে। মুসলমানেরাও বাঙ্গালী মুসলমান, মাতৃভাষা বাঙ্গালাই ; তাহাও বাঙ্গালার কোনো না কোনো উপভাষা। ইহাই অব্রাহ্মণদের ভাষা—ফেলিক্স কেরী সাত বৎসর বয়সে মালদহে ইহাতেই দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।[১২] কেরীর বক্তৃতা লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকেরাই বুঝিতে পারে। কেরী তবে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত সাধু বাঙ্গালাই শিখিয়াছিলেন, সর্বসাধারণের কথ্য ফারসি মিশ্রিত উপভাষা —ফেলিক্সের জানা অব্রাহ্মণদের ভাষা—তখনও শিখেন নাই। এই সময় তাঁহার অনূদিত বাঙ্গালায় দেখিতেছি—প্রচলিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সাধু ও ফারসি মিশ্রিত বাঙ্গালা তিনি গুলাইয়া ফেলিতেছেন। তাঁহার প্রথম অনুবাদের যে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে একই সঙ্গে 'বাহিরে

আইস', 'আলাদা হও', 'অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না', 'আমি কবুল করিব তোমারদিগকে',—পাশাপাশি বসাইয়া বাক্যরচনার প্রয়াস রহিয়াছে। মূল—"and unclean thing touch not/and I will accept you." অনুবাদ—"এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না / এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে"। "অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না" এবং "আমি কবুল করিব তোমারদিগকে" নির্বিচারে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'স্টাইল' সম্বন্ধে একেবারে নিরঙ্কুশ না হইলে একই বাক্যে এরূপ শব্দপ্রয়োগ সম্ভব নহে। কেরী যখন বাঙ্গালা শিখিতেছিলেন তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালা গদ্যের 'স্টাইল' আলোচনা অবান্তর নহে, সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তথাপি আমরা ইহার অবতারণা করিলাম এই কথা বুঝাইতে যে, সেই সময় যে দুই ধরণের বাগ্‌ধারা প্রচলিত ছিল তাহার কোনো একটিকে অবলম্বন না করিয়া অনুবাদের ক্ষেত্রে কেরী ইহাদিগকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন, দুইদিকের টানে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাষা শিক্ষায় তাঁহার এই বিপদ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, বিষয়টি লইয়া তিনি যে বিব্রত বোধ করিতেছিলেন তাঁহার পত্রেই ইহার প্রমাণ আছে। যাহাদের মাঝখানে তিনি বাস করিতেন সেই সাধারণ মানুষগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন, দেশীয় উপভাষাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন ও অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই ইহা ঘটিয়াছে—কেরীর ইহাই ব্যাখ্যা।

"One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language, and various dialects which prevail in different parts of the country."[১৩]

শুদ্ধ শীলিত বাঙ্গালা ও চলতি বাঙ্গালার মাঝখানে পড়িয়া কেরী কিছু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—অনূদিত বাক্য ও উদ্ধৃত বিবৃতি হইতে বোঝা যাইতেছে রামরাম বসুর সহায়তায় উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত সাধু বাঙ্গালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গালার চলিতরূপ শিখিতে ও ইহাতে কথা বলিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারিতেছিলেন না। প্রথমতঃ ভাষার টান ও বল (stroke), উচ্চারণের ঢং এবং দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ফারসির মিশ্রণ বিদেশীর নিকট ইহাকে দুর্বোধ্য করিয়াছিল। এখন চলতি ভাষারও যেমন একটি আদর্শরূপ খাড়া হইয়াছে, ইহাতেই বাঙ্গালার সর্বত্র সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনা ও সভা-

সমিতিতে কথাবার্তা, বক্তৃতা প্রভৃতি চলে, গদ্যেও ইহারই সাহিত্যরূপ ব্যবহৃত হয়—তখন সেরূপ ছিল না। এই কারণে চলতি বাঙ্গালা প্রথমটায় তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ভাষাচর্চা করিতে করিতে ইতিমধ্যেই বুঝিয়াছিলেন, সংস্কৃতই বাঙ্গালার জননী এবং সংস্কৃত শিখিলে বাঙ্গালাভাষা জানা অনেকটা সহজসাধ্য হইবে। সংস্কৃত শিখিবার আর একটি কারণ এই যে, ভারতীয় সংস্কৃতি—প্রথম উদ্দেশ্য ধর্ম—সম্বন্ধে জানিতে হইলে সংস্কৃত জানিতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম জনপ্রিয় করিতে হইলে দেশীয় ধর্মের অসারতা প্রমাণ করিতে হইবে, দেশীয় ধর্মের অসারতা প্রমাণ করিতে হইলে দেশীয় ধর্ম জানিতে হইবে এবং ইহার জন্য সংস্কৃত শিখিতেই হইবে, কারণ যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সকল উপলব্ধি হইতেই সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর নিজের জার্নালে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিখিতেছি, তথাপি ইহার সামান্যই জানি"—

"I have been near three years learning the Sanscrit language, yet know very little of it."[১৪]

এমনি করিয়া কেরীর ভাষা শিক্ষার গোড়া পত্তন হইয়াছে। ভাষা শিক্ষায় কেরীর বিপদের স্বরূপ হইতে আমরা বুঝিতে পারি তিনি ঠিক পথেই চলিয়াছিলেন; সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বুঝিয়াছিলেন, ইহাই যে নবীন ভারতীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর জননী ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তদনুযায়ীই প্রথম বাঙ্গালা শিখিয়া, সংস্কৃত ও ইহার পরে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি নবীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হন নাই। পথ যথার্থ হইলে এবং অকৃত্রিম অধ্যবসায় থাকিলে সিদ্ধি করতলগত হয়। কেরীর পথ যথার্থ ছিল, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় বলে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার মনোগত বাসনা—খ্রীষ্টকথা দেশীয় ভাষায় প্রকাশ ও মুদ্রণ সফল হইয়াছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালাভাষার অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়া ব্যবহারিক জীবনেও লাভবান হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে (কেরী বাঙ্গালা টাইপ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন।) ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাইল্যাণ্ডকে লিখিয়াছেন—"সোসাইটির পক্ষে ইংল্যণ্ড হইতে একটি ছাপাখানা এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন পড়িয়াছে, যদি আমরা বাঁচিয়া থাকি

ইহাতে যে ব্যয় হইবে তাহা পরিশোধ করিব। ছাপার কাজে এখানে স্থানীয় লোক নিয়োগ করিতে পারি"—

"It will be requisite for the Society to send a printing press from England ; and if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers to perform the press compositor's work."[১৫]

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন কেরী লিখিতেছেন বাইবেল মুদ্রণ সম্বন্ধে আমরা কৃতনিশ্চয়। আমার সাধ্য দিয়া কুলাইতেছে না, সোসাইটি যদি বাইবেল মুদ্রণ ও এদেশীয় যুবালোকদের শিক্ষার নিমিত্ত বার্ষিক অন্ততঃ একশত পাউণ্ড পাঠাইতে পারে, তবে ভালো হয়। এখানে আরো মিশনারী প্রেরণ করা উচিত, আমরা হয়ত বেশীদিন বাঁচিব না।

"With respect to printing the Bible, we were perhaps too sanguine. Means have hitherto failed, I think it will be well for the Society to send at least one hundred pound per annum, which shall be applied to the purposes of printing the Bible and educating the youth. I think it very important to send more missionaries hither, as we may die soon."[১৬]

এই বৎসরই ১৯শে অক্টোবর জন ফাউণ্টেন নামে একজন মিশনারী কেরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কেরীকে সাহায্য করিবার জন্যই বিলাত হইতে সোসাইটি তাঁহাকে বাঙ্গালায় পাঠান। সজনীকান্ত দাস 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' ও 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে' কেরীর আলোচনা প্রসঙ্গে ফাউণ্টেনের মদনাবাটী পৌঁছিবার তারিখটি ১০ই অক্টোবর[১৭] বলিতেছেন। ১০ই অক্টোবর ফাউণ্টেন বাঙ্গালার মাটিতে পদার্পণ করেন এবং ১৯শে অক্টোবর মদনাবাটী পৌঁছেন। ফাউণ্টেনের উপস্থিতির একটি গুরুত্ব আছে। কেরী এতদিনে বিলাত হইতে প্রত্যক্ষ সাহায্য পাইলেন। তাঁহার মানসিক বল বিপর্যস্ত হইয়াছিল, একটি গভীর নিরাশা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। এমন সময়, যে রামরাম বসুকে তিনি গভীর ভালোবাসিয়াছিলেন, যাঁহার উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিলেন—কোনো নৈতিক অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেরী যে স্কুল চালাইতেন তাহার পণ্ডিতটিও

পলাইয়া গেল। তিনি যখন একাকী, বাইবেল মুদ্রণের বহুদিন পোষিত আশা যখন নিভিয়া আসিতেছে, তখন যুবক ফাউণ্টেন উপস্থিত হইলে কেরী নূতন উদ্দীপনায় কাজ আরম্ভ করিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ যখন শেষ হইয়াছে—কেরী কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় তখন অন্ততঃ দুইটি প্রেসে বাঙ্গালা মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল—'দি অনারেবল কোম্পানীজ প্রেস' এবং 'দি প্রেস অব ফেরিস এণ্ড কোং'। কেরী কোন্ প্রেসের সহিত বাইবেল ছাপাইবার কথা বলিয়াছিলেন জানা যায় না, অনুমান সরকারের প্রেসটিতে তিনি যান নাই। কারণ মিশনারী সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তখনও ভাল ধারণা ছিল না। দেশীয় জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সম্বন্ধে তাঁহারা অনুৎসাহী ছিলেন তাহাই নহে, বাধা দিতেন। কেরী যে উৎসাহ লইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন, তাহা নিভিয়া গেল। ছয় শত পৃষ্ঠার দশ হাজার কপি বাইবেল ছাপাইতে ৪৩৭৫০ টাকা খরচ পড়িবে। দরিদ্র মিশনারীর ইহা সাধ্যায়ত্ত নহে। কেরী ফিরিয়া আসিলেন। বিলাতে খবর করিয়া জানিলেন উইলিয়ম ক্যাসলনের কারখানায় প্রতিটি বাঙ্গালা টাইপের জন্য এক গিনি লাগিবে।[১৮] ইহাও কেরীর সাধ্যায়ত্ত নহে। কেরী মদনাবাটীতে উডনির নীল কারখানার পরিচালক ছিলেন। নীল চাষে লাভ হইতেছিল না বলিয়া এই সময় ইহা বন্ধ করিবার কথা উঠে, কিন্তু কেরী বিপন্ন হইবেন দেখিয়া উডনি আরো এক বছর কারখানাটি চালু রাখিতে মনস্থ করিলেন। সব দিক দিয়া সকল আশা যখন তিরোহিত তখন সংবাদ আসিল কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় হরফ নির্মাণের একটি ঢালাইখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এই সংবাদ পান, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে তিনি লিখিতেছেন—

"A letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe."

—W. Carey's Journal, January 1, 1798.

কয়েক মাস পরে কলিকাতায় বিলাত হইতে আমদানীকৃত কাঠের একটি মুদ্রাযন্ত্র নিলামের সংবাদ পাইয়া কেরী বিষয়টি সম্বন্ধে মিঃ উডনির নিকট উচ্ছ্বাস

প্রকাশ করেন। ধর্মপ্রাণ উডনি বাইবেল মুদ্রণের কার্যে ও খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচার কার্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনায় এবং কেরীর উৎসাহ দেখিয়া ৪৬ পাউণ্ড দিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি ক্রয় করেন এবং কেরীকে দেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নৌকাযোগে ইহা মদনাবাটীতে পৌঁছে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তখনও সমস্যার সমাধান হয় নাই। কেরী বাঙ্গালা টাইপ পান নাই, যাহাতে মুদ্রণের কাজ চলিতে পারে। উডনি মদনাবাটীর কারখানা বন্ধ করিবেন ইহা যখন স্থির নিশ্চিত, তখন কেরী খিদিরপুরে উডনির নিকট হইতেই একটি নীলকুঠি ক্রয় করিয়াছিলেন।[১৯] ইহার দুই-এক মাস মধ্যেই তিনি সপরিবারে তাঁহার খিদিরপুর বাসভবনে চলিয়া আসেন। জন ফাউণ্টেনও তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছেন, সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রটি রহিয়াছে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যেই কেরী একটি বড় কাজ করিয়াছিলেন—তিনি পঞ্চানন কর্মকারকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কেরীর জন্য বাঙ্গালা টাইপ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, পঞ্চাননের নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি কেরী পাইয়াছিলেন, কলিকাতায় একটি প্রেসের সহিত এমন ব্যবস্থা পাকা করিয়াছিলেন, যাহাতে পঞ্চানন সেখানে প্রয়োজনমত কাজ করিতে পারেন, সকল সুবিধা পান। কেরীর প্রথমবারের কলিকাতা যাত্রা সফল হয় নাই, দ্বিতীয়বার ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ কোনো সময়ে যখন কলিকাতা যান, তখন এই ব্যবস্থাগুলি করিয়া আসেন। রাইল্যাণ্ডকে তিনি ঐ বৎসর ১লা এপ্রিল লিখিতেছেন—

"We have a press and I have succeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found a man who can cast them, the person who casts for the company's press; and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting. The work is now begun, and I hope may be completed in less than six months."[২০]

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম তিনটি মাস কেরীর নিকট সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। কলিকাতায় দেশীয় হরফের ঢালাইখানা স্থাপিত হইয়াছে তিনি এই সংবাদ পাইলেন, উডনি তাঁহাকে একটি প্রেস কিনিয়া দিলেন, তিনি নিজে বাঙ্গালা হরফের ব্যবস্থা করিতে গিয়া কলিকাতায় হরফ নির্মাণের আয়োজন শেষ করিয়া আসিলেন। হরফ স্বয়ং পঞ্চানন কর্মকার তৈরী করিয়া

দিবেন। এই সম্বন্ধে ক্লার্ক মার্শম্যান বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা অক্ষর ঢালাইয়ের যে কারখানার কথা শুনিয়া কেরী অধীর হইয়াছিলেন, তাহার কোনো বিবরণ এখন আর পাওয়া যায় না. এইটুকুই জানিতে পারা যাইতেছে যে চার্লস উইলকিন্স যে কর্মকারকে বাঙ্গালা অক্ষর ঢালাইয়ের পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন, তিনিই এখানের অক্ষর খোদাইকর ছিলেন। অবিলম্বে কেরী তাঁহার সহিত সংযোগ স্থাপন করেন এবং বিলাত হইতে অক্ষর আমদানির বাসনা ত্যাগ করেন।"

"All traces of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England."[২১]

কেরী-পঞ্চানন সংবাদের উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে একটি বিষয়ে আলোকপাত ঘটে—শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই পঞ্চাননের সহিত কেরীর পরিচয় ঘটিয়াছিল, পঞ্চানন কেরীর জন্য বাঙ্গালা হরফ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, এরূপ কথাবার্তাও ঠিক হইয়াছিল। ইহার ফলে ও কেরীর তৎপরতায় শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চানন আসিয়া মিশনারী ছাপাখানায় চাকুরী গ্রহণ করিলেন।

কেরী মদনাবাটী পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, বিলাতের সোসাইটি বাঙ্গালাদেশে কেরীর সাহায্যে একটি মিশনারীদল প্রেরণ করিতেছেন। জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, ব্রানসডন ও উইলিয়ম গ্রাণ্ট সপরিবারে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়াই কেরী ফাউনটেনকে কলিকাতায় তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। এই দলটির কোনো ছাড়পত্র ছিল না, তাহার উপর ইঁহারা মিশনারী। ফাউনটেন কলিকাতায় ইঁহাদের অবতরণ নিরাপদ নহে বিবেচনায় সদলে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। লণ্ডনস্থ দিনেমার কনসাল এই দলটিকে অভয় দিয়াছিলেন—শ্রীরামপুরের তৎকালীন গভর্ণর বৃদ্ধ কর্ণেল বী ইহা জানিতে পারিলে তিনিও ইঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন। ইংরাজ সরকার যখন এই মিশনারী সম্প্রদায়কে অবিলম্বে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে এবং বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ

দিলেন তখন বী'র আশ্রয়ে থাকিয়াই ইঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তাঁহারা শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হইবে, সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসিতে না পারিয়া ইঁহারা কেরীর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ঠিক হইল ওয়ার্ড কেরীর নিকট যাইবেন। শ্রীরামপুর আসিবার এক মাস পরে ১৪ই নভেম্বর ওয়ার্ড ফাউনটেনকে সঙ্গে লইয়া খিদিরপুর যাত্রা করেন এবং ১লা ডিসেম্বর কেরীর গৃহে উপনীত হন। ইহাদিগকে দেখিয়াই কেরী তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ওয়ার্ড তাঁহার জার্নালে ২রা ডিসেম্বর লিখিতেছেন, "সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পরিত্রাণপরায়ণ প্রভুকে অনুসরণ করিতে কেরী শ্রীরামপুর যাওয়াই স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, কিন্তু অন্য সব দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন।"—"Carey has made up his mind to leave all, and follow our saviour to Serampore. Indeed, whilst He has opened a door there to us, He has shut all others."[২২] তথাপি কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন, ইতিমধ্যে তিনি মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও নিজের সম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া লইবেন। অবশেষে কষ্টার্জিত খিদিরপুরের সম্পত্তিও তাঁহার চিকিৎসাধীন অসুস্থ রোগীদের পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ২৫শে ডিসেম্বর নৌকাযোগে ওয়ার্ড ও ফাউনটেনের সংগে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুদ্রাযন্ত্রটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী সদলবলে কেরী শ্রীরামপুরে পদার্পণ করিলেন। এই দিনই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল।

কেরী টমাসের সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে আসিবার পর কেরীর দুশ্চর প্রস্তুতি-পর্বের সহিত তাঁহার যোগ ছিল না। তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এক জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জীবিকা গ্রহণ করিতেছিলেন। স্থির হইয়া কোথাও দীর্ঘদিন বাস করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। শ্রীরামপুর আসিবার পূর্বে কেরী যখন ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন তখন টমাসের বিবরণ দিতে গিয়া কেরীর জীবনীকার পিয়ার্স লিখিয়াছেন—"But what of Thomas ? Unfortunately, ere there was any thought of Serampore, he had been discouraged and had abandoned the Mahipal management,

to Mr. Udnay's vaxation. His relation even to the Mission became vague. With wife and daughter he moved hither, thither and never in one stay. Now leaving in a boat, now in a bamboo hut ; now in Nadia, now in Beerbhum ; now preacher, now sugar refiner and distiller, and now again indigo-venturer. A rolling stone : a warm heart, a wayword judgement and will."[২৩]

জোশুয়া মার্শম্যান ॥

জোশুয়া মার্শম্যান তন্তুবায় জন মার্শম্যানের পুত্র। ওয়েস্টারারী লী নামক স্থানে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তাঁহার জন্ম। জন মার্শম্যান পরে নাবিক-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবশিক্ষা গ্রামেই শেষ হয়, মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে লণ্ডনে কেটর নামক এক পুস্তক বিক্রেতার দোকানে চাকুরী গ্রহণ করেন। মার্শম্যান ভাবিয়াছিলেন, গ্রন্থপাঠের তৃষ্ণা বোধকরি বইয়ের দোকানে কাজ করিলে মিটিবে। কিন্তু তাঁহাকে চিঠি পত্রাদি বিলি করিতে হইত—এই কাজেই সমস্ত সময় চলিয়া যাইত, বই পড়া আর হইত না। অতৃপ্তি লইয়া বেশীদিন তিনি কাজ করিতে পারিলেন না। দোকানের শিক্ষানবীশের চাকুরী ছাড়িয়া পৈতৃক তাঁতের কাজ আরম্ভ করিলেন। মাত্র পাঁচ মাস বইয়ের দোকানে কাজ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিবার পরবর্তী দশ বৎসর তাঁহার জীবনে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির প্রয়োজন চলিয়াছিল। পিতা মার্শম্যানের ধর্মীয় জীবনের প্রভাব, নিজের জ্ঞান পিপাসা ও অধ্যয়নের নিষ্ঠা তাঁহার পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস—নির্বিচারে পড়িতে লাগিলেন। এমন সময় তেইশ বৎসর বয়সে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নিষ্ঠাবান ব্যাপটিস্ট পরিবারের সন্তান হানা শেফার্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহ তাঁহার জীবনে গতি নির্দেশ করিল। তিনি ব্যাপটিস্ট মতবাদে দীক্ষা লইলেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ ব্রিস্টলে একটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই স্কুলটির সহিত ব্যাপটিস্ট একাডেমির প্রবীণতম সভ্য ও ব্রিস্টল একাডেমির সভাপতি ডক্টর রাইল্যাণ্ডের যোগ ছিল। মার্শম্যান তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন*। শিক্ষকতা করা কালে ভাষা শিক্ষার প্রতি মার্শম্যানের মনোযোগ

আকৃষ্ট হইল—তিনি লাতিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়্যাক ভাষা আয়ত্ত করিলেন। এই সময় ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির সাময়িক প্রতিবেদনগুলি পড়িতে পড়িতে মিশনারী কর্মে যোগ দিবার বাসনা ক্রমে প্রবল হইল, অবশেষে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র চার্লস গ্রাণ্টের উৎসাহে মার্শম্যান মিশনারীব্রত গ্রহণ করিলেন। বিলাতে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সংস্থার প্রভাবে, পত্নী ও ছাত্রের উৎসাহে এবং মিশনারী কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার আন্তরিক বাসনায় মার্শম্যান ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। বিলাতের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি প্রেরিত যে দ্বিতীয় দলটি বাঙ্গালাদেশে ওয়ার্ড ও ব্রান্‌স্‌ডকে লইয়া গমন করিতেছিল সস্ত্রীক মার্শম্যান ইহার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

শ্রীরামপুরে মিশনারী সংস্থা গঠিত হইবার পর হইতেই আমৃত্যু তিনি সোসাইটির কর্মে ব্যাপ্ত ছিলেন। প্রথমদিকে শ্রীরামপুর মিশনের অত্যল্প আয় ও বিপুল কর্মসূচীর মধ্যে কোনো সমতা ছিল না, আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে মার্শম্যান ও হানা একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। ইহার আয় মিশনারী সমিতির কাজে ব্যয়িত হইত। এই স্কুলে পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর কলেজ ও ধর্মীয় শিক্ষালয় গড়িয়া উঠে। এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মকথা প্রচার মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—মার্শম্যান দুরূহ চীনা ভাষা শিখিয়া বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহায়ক ছিলেন বলিলে ভুল হইবে, কেরী ও মার্শম্যানের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ইহা অনূদিত হইয়াছিল। ব্যাপটিস্ট মিশনারী সংস্থার নেতা ছিলেন কেরী, মার্শম্যান ইহার অন্যতম সভ্য। প্রয়োজন-স্থলে মার্শম্যান কেরীকে নিজের মতে প্রভাবিত করিতে দ্বিধা করিতেন না। পত্রিকা সম্বন্ধে কেরী-মার্শম্যানের মধ্যে একবার মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছিল—কেরী পত্রিকা প্রকাশের বিপক্ষে ছিলেন। মার্শম্যানের সামগ্রিক দায়িত্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা "বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইউরোপীয় পরিচালনা" শীর্ষক অধ্যায়ে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ক্লার্ক মার্শম্যানের নামে পত্রিকা সম্পাদিত হইত, কিন্তু এই বিষয়ের কেন্দ্রশক্তি ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'দিগ্‌দর্শন', ও 'সমাচার দর্পণ'—প্রকাশ মার্শম্যানের অন্যতম কীর্তি। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান একবার স্বদেশে

গিয়াছিলেন। ইহা কেবল ভ্রমণ নহে, এই সময় মার্শম্যান এমন কিছু করিয়াছিলেন যাহা খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতে শ্রীরামপুরকে স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ডেনমার্কের রাজার নিকট হইতে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুর থিওলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেন। ইহার ফলে শ্রীরামপুরের থিওলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি কীল ও কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান ক্ষমতা লাভ করে, অদ্যাবধি ভারতে ডিভিনিটি বিষয়ে উপাধি প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন ইহাই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রীষ্টীয় মিশনারী জগতে শ্রীরামপুর থিওলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।—

"In 1827, Dr. Marshman, when in Europe by personal interview with Denmark's King, obtained for 'Serampore' a charter complete as that of the Kiel and Copenhagen Universities, with like authority to grant degrees in all Faculties, making it the first such College in India, and still India's only one with power to confer Divinity Degrees."[২৪]

বাঙ্গালাদেশ, ইহার ভাষা ও সাহিত্যের সহিত মার্শম্যানের যোগ ত্রিবিধ। সাংস্কৃতিক যোগ—রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ ও 'যুবালোকের শিক্ষার নিমিত্ত' শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন ("The College opened some of its classes early in 1819", William Carey, D. D. page 333, by S. P. Carey) ইহার অন্তর্ভুক্ত; ভাষা ও সাহিত্য সংযোগ—'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের সমস্ত আয়োজনের ভার গ্রহণ ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং ধর্মীয় সংযোগ। রামমোহন রায়ের সহিত খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় যে বিতর্ক চলিতেছিল এবং এই বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে প্রকাশিত হইয়াছিল জোশুয়া মার্শম্যান ইহার অধিকাংশেরই রচয়িতা। এই ধর্মীয় বিতর্ককে সূত্র করিয়াই বেদান্তের বাঙ্গালা অনুবাদ ও বাঙ্গালায় ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকার আবির্ভাব। নবধর্ম-চেতনার জড় এইখানে।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর মৃত্যুর পর মার্শম্যানই শ্রীরামপুর মিশনারী সংস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিন বৎসর এই দায়িত্ব পালন করিয়া শ্রীরামপুরে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

উইলিয়ম ওয়ার্ড ॥

স্টাফোর্ডশায়ারের অন্তর্ভুক্ত স্টেটন নামক স্থানে ওয়ার্ড পরিবারে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর উইলিয়াম ওয়ার্ডের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জন ওয়ার্ড ছুতারের ও রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতেন, পিতামহ টমাস ওয়ার্ড কৃষিজীবী ছিলেন। উইলিয়ম ওয়ার্ড বাল্যকালেই পিতাকে হারান, মাতার সাহচর্য তাঁহার মানস গঠনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। শৈশবেই ধর্মের বীজ তাঁহার অন্তরে রোপিত হইয়াছিল। গৃহে মাতা ও গৃহশিক্ষকের নিকট শিশুশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ডারবিতে একটি স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পড়া শেষ হইলে তিনি ডারবিতেই মিঃ ড্রুরির ছাপাখানায় কিছুকাল শিক্ষানবিশী করেন। এখানে ওয়ার্ড প্রায় দুই বৎসর কাজ করিয়াছিলেন, ছাপাখানার কাজ ও পত্রিকা-প্রকাশের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি 'ডারবি মারকারি' কাগজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ডারবিতে থাকাকালেই উইলিয়ম কেরীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, কেরী তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশে গিয়া দেশীয়ভাষায় বাইবেল মুদ্রণ ও প্রকাশে সাহায্য করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদবধি ওয়ার্ড কেরীর কথা কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই। ডারবি হইতে স্টাফোর্ডের পরিবর্তিত কর্মক্ষেত্রেও তিনি পত্রিকা প্রকাশ ও মুদ্রণের সহিত যুক্ত ছিলেন—এই পত্রিকাটিও 'ড্রুরি' পরিবারেরই কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার তৃতীয় কর্মস্থান—হাল। এখানে প্রথমে মুদ্রাকরের ব্যবসায় ও পরে 'হাল এডভারটাইজার' পত্রিকার সম্পাদনা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ডারবিতে থাকাকালে ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদ ও মানবাধিকারের স্বাধীনতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। হালেতে অবস্থানকালে ব্যাপটিস্ট ধর্মমতে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। একদিকে মানবতাবাদ, স্বাধীনতা ও সাম্য অন্যদিকে ঈশ্বর-প্রীতি ও বিশ্বাস এবং আত্মার মুক্তিকথা ওয়ার্ডের অন্তরে মিলিয়া-মিশিয়া একটি গভীর পরিবর্তন সূচিত করিল। তিনি মানুষের সর্ববিধ মঙ্গল কামনায় ও কর্মে আত্মোৎসর্গ করিতে ব্যাপটিস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন, ধর্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানার্জনের জন্য এখান হইতে তৎকালের প্রসিদ্ধ যাজক রেভাঃ ফসেটের নিকট গমন করেন। এই জ্ঞান-বৃদ্ধ পাদরী এউডহলে বাস করিতেন। এখানে বৎসরখানেক বাস করিবার পর তিনি বার্মিংহাম যান। বার্মিংহামে তখন রেভাঃ পিয়ার্স অসুস্থ থাকায়

তাঁহার কর্মসূচী সাধ্যমত ওয়ার্ড সমাধা করিতেন। এই সময় ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি বাঙ্গালাদেশে ধর্মপ্রচারক দ্বিতীয় দল প্রেরণ করিতেছিলেন।৮ এই দলের ব্রান্‌স্‌ডনের সহিত ওয়ার্ডের পূর্বে পরিচয় ছিল। কেরীর কথা ওয়ার্ডের মনে পড়িল। তিনি এই দলভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ গমনে প্রস্তুত হইলেন। এউডহলে থাকাকালে ওয়ার্ড পুরাতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, হিব্রু, গ্রীক ও লাতিন ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইয়া দলের সহিত ওয়ার্ড কেরীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। কেরী আসিয়া উপস্থিত হইলে 'শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন' প্রতিষ্ঠিত হইল। ওয়ার্ড ইহার ছাপাখানার সমস্ত দায়িত্ব লইলেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর মধ্যেই মিশনের তিনজন কর্মীর—ফাউনটেন, গ্রাণ্ট, এবং ব্রান্‌স্‌ডন—মৃত্যু হইলে ওয়ার্ডের উপর অত্যধিক কাজের ভার পড়িল। তিনি এই সময় মুদ্রণের সমুদয় কর্ম প্রায় একাই করিতেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফাউনটেনের বিধবা পত্নীর সহিত তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ তাঁহাকে সুখী করিয়াছিল।

ইউরোপ হইতে আমদানীকৃত কাগজে গ্রন্থমুদ্রণ ব্যয় বহুল হইত, সময়ের অপচয় হইত। এইজন্য মুদ্রণের উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করিতে ওয়ার্ড বিবিধ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে হাতে তৈরী কাগজের পরীক্ষা চলিয়াছিল। এই প্রচেষ্টার সর্বশেষ ফল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরে কাগজের কল। ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুতের ইহাই প্রথম 'machine of fire'—ষ্টিম পরিচালিত কাগজকল।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিদাহে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসটি পুড়িয়া যায়। কোনো-ক্রমে হরফ ঢালাইয়ের ছাঁচগুলি রক্ষা করা গিয়াছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে ওয়ার্ড এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন যে—ইহার পর তাহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্র প্রকাশের বিতর্কে তিনি মার্শম্যানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেরীকে বুঝাইয়াছিলেন যে—এই মিশনারী প্রচেষ্টা সরকারের বিরাগভাজন হইবার মত কোনো কারণ ঘটাইবে না। শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত এই বৎসর শেষের দিকে তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে আমেরিকা যান এবং শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন

করেন। ইতিমধ্যে তিনি কলেজের জন্য তিন হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন —এই অর্থ লইয়া ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন।

উইলিয়ম ওয়ার্ডের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি সাধ্যের বেশী কাজ করিতেন। অবশেষে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন।

আমাদের আলোচনার পক্ষে ওয়ার্ডের জীবনের একটি দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাঙ্গালাভাষা শিখিয়া বাঙ্গালায় কয়েকটি খ্রীষ্টীয়-নীতিনিবন্ধের প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহা 'এহোবাহ' ইহার আগের কথা হইতেছে —তিনি বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্প ও কাগজ নির্মাণ বিষয়টিকে প্রায় একক পরিচালনায় এমন এক পর্যায়ে উপস্থিত করিয়াছিলেন যাহাতে হরফের উৎকর্ষ ও পরিমাণ বিচারে শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণকেন্দ্রটি এশিয়াখণ্ডের হরফনির্মাণের বৃহত্তম ফাউণ্ড্রী বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানেই বাঙ্গালা মুদ্রণ-শিল্পে অভূতপূর্ব গতি সঞ্চারিত হইয়াছিল, ঢালাই করা বাঙ্গালা অক্ষরে এমন একটি সৌষ্ঠব আসিয়াছিল যাহা পূর্বেকার কোনো হরফে ছিল না।

ওয়ার্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ "Accounts of the writings, Religion, and Manners of the Hindoos including Translations from their Principal works" (in four volumes, Serampore 1811) —ইংরাজীতে রচিত। গ্রন্থটি ইংরাজী ভাষাভাষী জগতে বাঙ্গালাদেশ ও ইহার জনসাধারণকে সুপরিচিত করিয়াছিল। ওয়ার্ড বাঙ্গালাদেশকে প্রথম দর্শনেই ভালোবাসিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে অবতরণ করিয়াই এখানের পরিবেশে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি দিনপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন—"প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত; তাহার সম্পদের মধ্যে কুটির ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন; এখানে সবকিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে; হিন্দুর ধর্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে, এই সুন্দর নদীর তীরে কুটির এবং কুঞ্জকানন মধ্যে আমি থাকিতে চাই। এই ভদ্র ও শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদী-তীরস্থ সামান্য কুটিরগুলির যে সৌন্দর্য, ইংল্যাণ্ডের পরম রমণীয় উদ্যানের

সৌন্দর্য তাহার অর্ধেকও নহে।"[২৫]—বঙ্গদেশকে ওয়ার্ড আমৃত্যু এই প্রীতির চক্ষেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার সহিত জোশুয়া মার্শম্যান ও ওযার্ডের সম্বন্ধ অত্যল্প।

মার্শম্যানের রচনার তালিকা—

(i) 1804="Confucious : the works, containing the Original Text, with a translation."

(ii) 1809="Dissertation on the characters and sound of the Chinese Language."

(iii) 1817="The First Three Report of the Institution for the encouragement of Native Schools in India."

(iv) 1823="Divine Grace the Source of all human excellence, a Sermon occasioned by the death of the late Rev. William Ward on Friday, March 7, 1823."

ওয়ার্ডের রচনার তালিকা—

(i) 1811="Account of the writings, Religion and Manners of the Hindoos including Translations from their principal works."

(ii) 1816="Memoir of Pitamber Singh."

(iii) 1818="A view of the History, Literature and Mythology of the Hindus."

(iv) 1820="Reflections on the word of God, for everything of the year."

(v) 1822="An Account of the Joyful Deaths of several young English Christians."

এই গ্রন্থগুলি ছাড়া শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিবেদন ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সকল মন্তব্য বাহির হইত তাহাতে কেরীর সহিত মার্শম্যান, ওয়ার্ডেরও নাম থাকিত। এই সকল স্মারকলিপির মধ্যে "Hints Relation to the Native Schools, published from Serampore" বিখ্যাত। বিলাতে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির নিকট প্রেরিত মিশন সংক্রান্ত রচনাগুলি

আমরা বাদ দিয়াছি। সত্মোদ্ধৃত স্মারকলিপির তারিখ ২০শে নভেম্বর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মার্শম্যান-ওয়ার্ডের ইংরাজী রচনাগুলির মধ্যে মার্শম্যানের তৃতীয়, ওয়ার্ডের প্রথম গ্রন্থটি আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কতিপয় সংবাদ বহন করিয়া আনে। মার্শম্যান বাঙ্গালাদেশে দেশীয় ভাষা শিক্ষার যে পরিকল্পনা ও ফলাফল প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তারের একটি সহজ পন্থার নির্দেশ মিলে। এই পথেই সমগ্র দেশে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে কোম্পানীর নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল। ওয়ার্ডের গ্রন্থটিতে প্রথমতঃ ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ও ইহার জনসাধারণের মধ্যে আবহমান কাল ধরিয়া প্রচলিত জীবনধারার প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনূদিত কিছু কিছু 'ভারত-সাহিত্য' বৈদেশিক মহলে ভারতের ঐতিহ্য প্রচারে পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছে। গ্রন্থটিতে ওয়ার্ডের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহাকে 'ওরিয়েণ্ট্যালিস্ট' বলিতে ইচ্ছা করে। মিশনারীগণের রচনায় প্রায়ই যে ধর্মীয় গোঁড়ামি লক্ষ্য করা যায়—এই গ্রন্থে তাহা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া এদেশের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন—কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই। ইহা আধুনিক মনোবৃত্তি। ওয়ার্ড এই দিক দিয়া কেরী ও মার্শম্যান অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক ছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে ওয়ার্ড তাঁহার যৌবনে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন—'ডারবি মারকারি' পত্রিকায় বেনামে এই বিষয়ে কিছু প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন।

মার্শম্যান বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমীক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালে আমাদের বহুবিধ দুঃখের কথা আলোচনার পর বলা হইয়াছে—

"That this state of misery is heightened by their ignorance, will be evident when we consider the little knowledge they possess even of their own language."[২৬] নিজের ভাষা সম্বন্ধে বিস্মৃতিই জাতির চূড়ান্ত দুঃখের বিষয়। মার্শম্যান পরাধীন জাতির হইয়া এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখিয়াছিলেন বাঙ্গালা-

ভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যয় সঙ্কোচও করা যাইবে। "৭০ জন ছাত্রের জন্য একটি স্কুলে মাসিক ব্যয় হইবে এগার টাকা আট আনা।"

"The monthly expense of a school of 70 boys on this plan would be Rs 11/8/- only."[২৭]

মার্শম্যান কেরীর সহিত মূল সংস্কৃত রামায়ণের সটীক সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মূল সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী গদ্যে ইহা শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমরা এই আলোচনা হইতে দেখাইতে চাহিতেছি যে বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা না করিলেও, আমাদের দেশকে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাদের আগমন ঘটিলেও তাঁহারা এমন কিছু কাজ করিয়াছিলেন যাহা বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা ত্বরান্বিত করিয়াছিল—প্রত্যক্ষভাবেই বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল। বিদেশী ধর্মযাজকের নিকট হইতে দেশের নবজাগরণে এরূপ সাহায্য কম কথা নহে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষীয় পুরাণ-ইতিবৃত্ত তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে বিদেশীদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল—বিদেশীর নিকট ইহাদের মূল্যায়নের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

জন টমাসের কথা আলোচিত হইলেই প্রাচীন ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের জীবনী আলোচনা শেষ হইবে।

জন টমাস ॥

গ্লসেস্টারশায়ারের অন্তঃপাতি ফেয়ারফোর্ড নামক স্থানে জন টমাস ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্থানীয় গির্জার যাজক ছিলেন। টমাসের বাল্যশিক্ষা ও ধর্মীয় নীতিজ্ঞান শিক্ষা পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহেই হইয়াছিল। কিশোর বয়সে ডাক্তারী শিক্ষানবিশীতে কিছুদিন কাটাইয়া শল্য চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তারীতে পাকাপাকি ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহাতে লাভবান না হইয়া যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া বাড়ীতেই বসিয়া থাকেন। এমন সময় 'অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান' জাহাজে ডাক্তারের চাকুরীতে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাতে যোগ দেন। এই জাহাজেই তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন। বাঙ্গালাদেশের সহিত তাঁহার যোগ তিনি বিলাতের

ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্দেশ্যে রচিত পত্রে নিজেই লিখিয়াছেন—"১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি বাঙ্গালা বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করি, এক বৎসরে স্থানীয় লোকের সহিত কথা বলিবার মত বাঙ্গালা শিখিয়া লই। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করি যে আমার উচ্চারণ এমন অশুদ্ধ যে যাহারা আমার বাঙ্গালার সহিত অনেকটা অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অন্যেরা কেহই আমার কথা বুঝে না, যে ধর্মকথা প্রচার করি তাহারও এই অবস্থা। আমি ভাল করিয়া শিখিতে আরম্ভ করিলাম, বাঙ্গালায় বাইবেল অনুবাদও শুরু করিলাম। ইতিমধ্যে সব মিলিয়া আমি সাড়ে পাঁচ বৎসর বাঙ্গালাদেশে কাটাইয়াছি—প্রথম কোনো বিদেশী সে দেশে গেলে কি কি অসুবিধা হইবে তাহা আমার ভালই জানা আছে। আমি বাঙ্গালাভাষায় প্রচার করিতে পারি, প্রার্থনা করিতে পারি এবং এই ভাষা আমার এমন রপ্ত হইয়াছে যে স্থানীয় লোকদের সহিত কথা-বার্তায় আমার কথা তাহারা যেমন বোঝে, তেমনি আমিও তাহাদের কথা সহজেই বুঝিতে পারি।"

"In the year 1787, I began to learn to speak and write the Bengalee. In 1788 I could converse freely with the natives. In 1789, I began to find that my pronunciation was generally very defective, and consequently my preaching, for the most part, could not be understood ; I had also begun to translate ; ······So all the time spent among them was five years and a half. I can now express myself in prayer, preaching and conversation, comfortably to myself and so as to be understood by others."[২৮]

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি জাহাজের ডাক্তারী ছাড়িয়া বাঙ্গালা দেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করিলেন।[২৯] ৮ই মার্চ তিনি রামরাম বসুর সহিত পরিচিত হইলেন। রামরাম বসু প্রথমে উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্সী ছিলেন, পরে টমাসের মুন্সী হইলেন। ইহার পর উইলিয়ম কেরীর মুন্সী হইয়াছিলেন। চেম্বার্স বাইবেলের ফারসি অনুবাদ করিবেন, রামরাম বসু তাহা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিবেন কথা ছিল,—ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই। টমাসের সহিত যেদিন তাঁহার যোগাযোগ ঘটিল সেদিন

বাঙ্গালা গদ্যচর্চায় একদিন বাঙ্গালী আত্মনিয়োগ করিবে,—সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োগ ব্যাপারের শূন্য দিকটি পূর্ণ হইবে—ইহার সূত্রপাত হইল।

কেরীর সহিত টমাস যখন তৃতীয়বার বাঙ্গালায় আসিলেন তখন হইতে তাঁহার জীবনে একটি অস্থিরতা বাড়িল। তিনি অস্থির হইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেন, জীবিকার জন্য বিচিত্র সব অস্থায়ী কর্মে আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার চরিত্রের তিনটি মহৎ দোষ ছিল—সহজেই প্রলুব্ধ হইতেন, জুয়ার আকর্ষণ জয় করিতে পারিতেন না, এবং অত্যধিক ব্যয় করিতেন। কিন্তু তিনি মমতাময় ছিলেন, তাঁহার হৃদয় উদার ছিল। তিনি পূর্ব পরিচিত চার্লস গ্রাণ্ট, উইলিয়ম চেম্বার্স, উডনী প্রভৃতি প্রতিপত্তি ও প্রভাবশালী ইংরাজদের দাক্ষিণ্য হইতে নিজ দোষেই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কেরী ও মিশনারী সোসাইটির সহিতও তাঁহার যোগাযোগ ক্ষীণ ছিল। তাঁহার নিজের কথা হইতেই জানা যাইতেছে যে তিনি বাঙ্গালা ভালই শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা বলিয়া যে সামান্য অংশ আমরা নির্দিষ্ট করিতে পারি, তাহাতে ভাল বাঙ্গালার নির্দেশ মিলে না। মিশনারী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে তিনি সাহায্য পাইতেন, কিন্তু তাঁহারাও টমাসের অস্থিরচিত্ততায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাঙ্গালার জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না, বাঙ্গালা দেশে যতদিন ছিলেন, শারীরিক অসুস্থতায় প্রায়ই ভুগিতেন। শেষ জীবনে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন,—বাঙ্গালা-দেশে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রাচীনদের মধ্যে 'জন টমাস' একটি ব্যর্থ নাম। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দিনাজপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

টমাসের জীবনে সর্ববিধ ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, বাঙ্গালাদেশে কেরীর আগমনের মূলে টমাসের প্রভাব ছিল অব্যর্থ, তিনিই আধুনিক কালের প্রথম বৈদেশিক মিশনারী, যিনি বাঙ্গালা গদ্যে বাইবেল অনুবাদ করেন। টমাসের রচনা কেরীর রচনার সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

জন টমাসের বাঙ্গালা রচনা ॥

টমাসের বাঙ্গালা রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে পারি এমন মাত্র একটি ঈশ্বর-স্তুতি মিলিয়াছে। বাকী সব রচনা কেরীর বাইবেলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়াছে, পৃথক সত্তা হারাইয়াছে। স্তুতিটি—"লাচার মোর অনেক অপরাধ / ও একেক পাপ বড় / নিতান্ত পুণ্য করি নাই। / লাচার কি করিব। / যিশুর

সুসংবাদ শুনিয়া/ চিন্তা কমজোর পড়ে/এ কারণ দীনহীন পাপীলোক/ যিশু নিস্তার করে। / মাফ কর আমার পাপ ঈশ্বর। / খেদযুক্ত লোক বাঁচাও। / ও মহাজন ও মহাজন / ত্রাণকর্তা আমার হও /"[৩০]

ওয়ার্ডের রচনা বলিয়া নিশ্চিত নির্দেশ করিতে পারি এরূপ একটি ও মার্শম্যানের রচিত একাধিক গানের কথা আমরা "বাঙ্গালা কাব্যচর্চায় ইউরোপীয় লেখক" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। টমাসের জীবনচিত্র আমাদের সম্মুখে রাখিয়া সদ্যোধৃত সঙ্গীতটির আলোচনায় দেখিতে পাই, তিনি জীবনে যে হতাশায় মুহ্যমান ছিলেন তাহারই অস্ফুট পদপাতধ্বনি ইহাতে মর্মরিত হইয়াছে। "হে ঈশ্বর আমার পাপ ক্ষমা কর, আমার ত্রাণকর্তা হও"— ইহাই মিশনারী যাজকের প্রথম কথা, শেষ কথাও ইহাই। বাঙ্গালা বাক্য-রচনা ও প্রকাশভঙ্গীর সর্ববিধ আড়ষ্টতার অন্তরাল হইতে মেঘান্তরিত সূর্যালোকের ন্যায় এই প্রার্থনা বাক্যটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা ব্যর্থ মিশনারীর পাংশু মুখে বেদনার চিহ্ন ও চক্ষে অশ্রু দেখিতে পাই।

টমাসের বাঙ্গালা গদ্য রচনার উল্লেখ কেরীর পত্রে রহিয়াছে। আমরা প্রামাণ্য বলিয়া ইহাই উদ্ধৃত করিলাম।

(i) "I have now finished ··· the New Testament, except Matthew, Mark and James, which were formerly translated by brother Thomas ;"—Carey's letter to Baptist Society, date 10th January 1799.[৩১]

(ii) "Brother Thomas's Mathew, Mark (ii-x), Luke and James, All the rest is mine, as also the correction of the whole."—Carey's Journal, September, 1799.[৩২]

সুতরাং দেখিতেছি, কেরী যে বাইবেল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তটা কেরীকৃত অনুবাদ নহে, ইহার 'ম্যাথু', 'মার্ক (২-১০)', 'লুক' ও 'জেমস্' অংশ জন টমাসের রচনা। কেরী ইহার উপর হাত চালাইয়াছিলেন— তিনি নিজেই বলিতেছেন—"আমি সমস্তটা শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম"—সমস্তটার মধ্যে টমাস অনূদিত অংশ পড়ে।

টমাস বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা এমন রপ্ত করিয়াছিলেন যে, ইহাতে স্থানীয় লোকের সহিত কথা বলিতে পারিতেন, পরস্পর পরস্পরের কথা

বুঝিতেন। কিন্তু কথার মধ্যে ভাব প্রকাশ এক বস্তু, রচনার মধ্যে ভাব প্রকাশ অন্য বস্তু, অনুবাদে মূলের ভাব রাখিয়া বাইবেলের মত ধর্মীয় আখ্যান ভাষান্তরিত করা আবার পৃথক বস্তু। কথার সহিত ভাবভঙ্গী মিশিয়া থাকে, উচ্চারণের অশুদ্ধি সত্ত্বেও ইহাতেই অনেকটা কাজ চলিয়া যায়, রচনায় ভাব প্রকাশ ভাষা জানিলেই হয় না, ইহার রচনাপদ্ধতির সহিত পরিচয় প্রয়োজন হয়, অনুবাদে দুইটি ভাষাই চূড়ান্তভাবে জানার প্রয়োজন ঘটে। ইংরাজী ভাষা জানিলেই বাইবেলের রচনাশৈলীর মর্মানুবোধ হইবে—এরূপ কথা নহে, খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতিতে গভীর জ্ঞান থাকিলেই ইহার ভাষান্তর সম্ভব—তাহাও নহে। টমাস এই সকল সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, অদ্যাবধি কোনো অনুবাদকই এই সকল সীমা অতিক্রম করিয়া বাইবেল অনুবাদে সক্ষম হন নাই, এইজন্য যে ইংরাজী বাইবেল রচনাশৈলীর উৎকর্ষে ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে—তাহার বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে সার্থক অনুবাদ বলিয়াও গৃহীত হয় না। টমাসের রচনা বলিয়া অন্যত্র যাহা উদ্ধৃত[৩৩] এবং যে অংশে কেরীর কলমের স্পর্শ ঘটে নাই বলিয়া আমাদের ধারণা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। "গোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজজ ক্রাইষ্ট হইতে। এই মির্ত্তু এখন অরম্ব, তখন।" এপ্রিল ১৭৮৮, ইহার ইংরাজী মূল—"Now the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ Our Lord."[৩৪]

"গোন্‌হার মাহিনা মৃত্যু"—অশুদ্ধ ও কিম্ভূত গদ্যরচনা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যকালে এই বাক্যটি কখনও কখনও প্রবচনের মত ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাঙ্গালা বাইবেলে ইহা 'পাপের বেতন মৃত্যু'—হইয়াছে।

টমাস অনূদিত বাইবেলের অংশ দিয়াই বাঙ্গালা বাইবেলের প্রথম মুদ্রণ আরম্ভ হয়। তিনি বাইবেলের ম্যাথু অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অংশটি কেরী আর একবার দেখিয়া লন। শ্রীরামপুর মিশনারীবৃন্দ বিলাতের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটিতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর যে পত্র দেন তাহাতে ম্যাথু অংশ মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে—এই সংবাদ আছে—

"We have also distributed between two and three hundred copies of the book of Metthew, which we considered of importance as containing a complete life of the Redeemer."[৩৫]

তদবধি বাঙ্গালায় প্রচুর বাইবেল মুদ্রিত হইয়াছে, টমাসের অনুবাদই প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। তিনি ইহা দেখিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠীর তিনজন অকালমৃত কর্মী ॥

কেরী ও ফাউনটেন পূর্বেই বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দ্বিতীয় দলটি আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার দুই এক বৎসর মধ্যেই তিনজন নবীন মিশনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জন ফাউনটেন এই অকালমৃতদের অন্যতম।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফাউনটেনের জন্ম। আট নয় বৎসর বয়স হইতেই ধর্মের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। আঠারো-উনিশ বৎসর বয়সে হার্ভের মেডিটেশন্স পাঠ করিয়া এই ধর্মবোধ আরও দৃঢ় হইল। ফাউনটেন যাজকবৃত্তি গ্রহণের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির অন্যতম সদস্য মিঃ ফুলারের সহিত পরিচিত হন, এই পরিচয়ের পূর্বেই তিনি মিশনারী কার্যে ভারতবর্ষে আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন। মিঃ ফুলার তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশে কেরী ও টমাসের সাহায্যে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। ফাউনটেন সানন্দে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি ডায়মণ্ডহারবারে উপস্থিত হন। এখান হইতে কলিকাতায় উডনির আশ্রয়ে চলিয়া আসেন। উডনির সহৃদয়তায় ফাউনটেন মুগ্ধ হন। তিনি মদনাবাটীতে কেরীর নিকট এই বৎসরই ১০ই অক্টোবর উপস্থিত হইলেন।

কেরীর সাহচর্য ও সান্নিধ্যে ফাউনটেন বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই এই ভাষা শিখিয়া বাইবেল অনুবাদে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কেরী যখন রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, উডনি মদনাবাটীর নীলকুঠি বন্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, টমাস যখন দূরে চলিয়া গিয়াছেন—তখন নিঃসঙ্গ কেরীর নিকট ফাউনটেন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি কেরীকেই অনুসরণ করিয়া ছায়ার মত অবস্থান করিতেছিলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পূর্ব পরিচিত মিস টিডকে বিবাহ করেন। এই সময় মহীপাল দীঘিতে কাজ করিবার জন্য উডনি ফাউনটেনকে আমন্ত্রণ

জানাইলে তিনি সস্ত্রীক মহীপাল দীঘি গমন করেন। তিনি এই কাজ বেশী দিন করিতে পারেন নাই। মার্শম্যান-ওয়ার্ড-ব্রান্‌স্‌ডন ও গ্রাণ্ট ভারতে উপস্থিত হইলে তিনি কেরী ও ইঁহাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কাজ ছাড়িয়া শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন।

ওয়ার্ড ছাপাখানার ভার লইয়াছিলেন, ফাউনটেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ফাউনটেন বাঙ্গালার জলবায়ু সহ্য করিতে পারেন নাই, শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং আট নয় দিন দুর্বিসহ যন্ত্রণা ও জ্বরভোগের পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ফাউনটেনের বাঙ্গালা রচনা ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত ফাউনটেনের যোগ অত্যল্প। এই সামান্য যোগটিকে আমরা দুই দিক দিয়া দেখিতে পারি।

প্রথমতঃ বাঙ্গালা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটিকে আন্তরিক সাহায্য করিয়াছিলেন। কেরীর কাঠের প্রেসটি কলিকাতায় ক্রয় করিবার পর হইতে একরূপ ফাউনটেনের তত্ত্বাবধানেই থাকিত। শ্রীরামপুরে ইহার প্রতিষ্ঠাতেও তিনি ওয়ার্ডের নির্ভরযোগ্য সহায়ক ছিলেন। বাঙ্গালায় বাইবেলের প্রথম মুদ্রণ তাঁহার তত্ত্বাবধানেই হইয়াছিল। তিনি সোসাইটি ও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন—ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা।

দ্বিতীয়তঃ বাইবেল অনুবাদে ফাউনটেন কেরীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কেরীর চিঠিপত্রে ও জার্নালে এই সাহায্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা ইহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(i) "Brother Fountain is translating from Joshua onwards. He has got through Judges and Ruth, except the correcting, which is reserved for me to do."[৩৬]

(ii) "Brother Fountain's part of the translation is Joshua, Judges, Ruth 1 and 2 Samual 1 and 2 Kings and 2 Chronicles."[৩৭]

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর সম্পাদনায় মিশনারী প্রেস হইতে যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' প্রকাশিত হয় তাহাতে উল্লিখিত অংশগুলি জন

ফাউনটেনের অনুবাদ। কেরী ইহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। টমাস তাঁহার অনূদিত ম্যাথু অংশের মুদ্রণ দেখিয়া গিয়াছিলেন, হতভাগ্য ধর্মপ্রাণ ফাউনটেনের সে সৌভাগ্যও হয় নাই।

ইংল্যণ্ড হইতে ভারতগামী ব্যাপটিষ্ট মিশনের দ্বিতীয় দলে মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গী ছিলেন ব্রান্‌স্‌ডন ও উইলিয়ম গ্রাণ্ট। ব্রান্‌স্‌ডন ছাপাখানার কাজ জানিতেন এবং ওয়ার্ডের সহকারী ছিলেন। বাঙ্গালার আর্দ্রতা তাঁহার সহ্য হইল না, শীঘ্রই জ্বরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার যকৃৎ আক্রান্ত হইল এবং এই রোগেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

জন ফাউনটেনের মৃত্যুর পর ছাপাখানার কাজে ওয়ার্ডের সঙ্গী ছিলেন ব্রান্‌স্‌ডন। ব্রান্‌স্‌ডনের মৃত্যুতে ছাপাখানায় ওয়ার্ডের একমাত্র কিশোর সঙ্গী রহিলেন ফেলিক্স কেরী।

উইলিয়ম গ্রাণ্ট সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নাই। তিনি মার্শম্যানের ছাত্র ছিলেন এবং কিশোর বয়স হইতেই ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীতে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ধর্মপ্রাণতায় মার্শম্যান মুগ্ধই ছিলেন, যুবক গুরু কিশোর শিষ্যের ধর্মমতে প্রভাবিতও হইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট শ্রীরামপুরে অবতরণের কয়েক দিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

"বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ" নামক প্রামাণ্য রচনায় ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মুহম্মদ সিদ্দিক খান মার্শম্যানের সহিত সম্বন্ধ আলোচনায় চার্লস গ্রাণ্ট ও উইলিয়ম গ্রাণ্টে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "চার্লস গ্রাণ্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্শম্যান ও তাঁর স্ত্রী মিশনারী হিসাবে বাংলার পথে যাত্রা করেন। চার্লস গ্রাণ্ট ছিলেন মার্শম্যানের পূর্বতন ছাত্র। পরে তিনি মালদহের কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ও অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টার নিযুক্ত হন।"[৩৮]

চার্লস গ্রাণ্ট ও উইলিয়ম গ্রাণ্ট পৃথক ব্যক্তি। দ্বিতীয় জন মার্শম্যানের ছাত্র, প্রথম জন নহে, হইতেও পারেন না। কোম্পানীর কর্মচারীগণের যে রেজিষ্টার বহি আছে, তাহাতে চার্লস গ্রাণ্টের ভারত আগমনের তারিখ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। সজনীকান্ত দাসের 'বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস'এ ইহারই পুনরাবৃত্তি আছে। তিনি টমাসের বাঙ্গালদেশের ধর্মপ্রচারের প্রয়াসের কথা

বলিতে গিয়া লিখিতেছেন, "এই সময় কলিকাতায় চার্লস গ্রাণ্টের বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগে চাকুরী লইয়া সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পুনরায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল এস্টাব্লিশমেণ্টের একজন রাইটাররূপে বাংলা দেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান হন।"[৩৯] চার্লস গ্রাণ্ট প্রথমবার যখন ভারতে আসেন তখন জোশুয়া মার্শম্যানের জন্ম হয় নাই। তাঁহার জন্মের তারিখ ২০শে এপ্রিল, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রাণ্ট যখন দ্বিতীয়বার বাঙ্গালাদেশে আসেন তখন মার্শম্যান মাত্র সাড়ে তিন মাসের শিশু। সুতরাং "চার্লস গ্রাণ্ট" যিনি "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন" তিনি কখনই মার্শম্যানের পূর্বতন ছাত্র হইতে পারেন না।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারী দল শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইলেন। ইহার কয়েকদিন মধ্যে উইলিয়ম গ্রাণ্টের মৃত্যু হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জন ফাউনটেন ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রান্স্ডন এবং অক্টোবর মাসে প্রধান মিশনারী টমাস মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড ভগ্ন তরণী লইয়া তরঙ্গ-সঙ্কুল উত্তাল সাগরে পাড়ি জমাইলেন। মৃত্যুর ভ্রূকুটিতে তাঁহারা বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আশার দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁহারা এড়াইতে পারেন নাই। ত্রয়ী শক্তির প্রবল টানে আশা তাঁহাদের সমীপবর্তিনী হইয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহাদের সহিত ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রভৃতি নবীনের দল আসিয়া মিলিত হইলে তিনি তাঁহাদিগের বশীভূতা হইলেন। মিশনারীদের আশা সফল হইয়াছিল। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড এই সাফল্য দেখিয়া গিয়াছিলেন।

উইলিয়ম কেরী ও বাঙ্গালা সাহিত্য ॥

উইলিয়ম কেরীর জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা অন্যান্য সকল মিশনারীর জীবনীগ্রন্থের সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহার বিচিত্র কর্মধারা ও বহুমুখী প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বহু গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তাঁহার জীবন আলোচনার বিষয় হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত পত্রাবলীতে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের পক্ষ হইতে রচিত প্রতিবেদনে

ও নিজের জার্নালে এমন অজস্র কথা ছড়াইয়া আছে, যাহার সম্পাদনায় কেরী-জীবনীর প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। এরূপ চেষ্টাও হইয়াছে। অনেক জিনিস বাদও পড়িয়াছে। সবগুলি মিলাইয়া মিশাইয়া যে বিরাট্ ব্যক্তিত্ব ও অপরিসীম অধ্যবসায় সমন্বিত একজন মানুষ ধরা পড়ে, তিনি যে কোনো সমাজের গর্বের বস্তু। আমরা এই কর্মবহুল জীবনের অধিকারী, মিশনারী কর্মের একনিষ্ঠ অতন্দ্র কর্মী ও পরিচালকের জীবনী হইতে তাঁহার সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংযোগটুকু উদ্ধার করিতেছি।

কেরীর সেই প্রতিভা ছিল, যাহা বহুকে লইয়া একের সাধনায় সিদ্ধি আনিবার উপযোগী। তিনি একক প্রচেষ্টায় কিছু করিয়াছেন—ইহা সত্য নহে; তিনি সর্বক্ষেত্রেই বহুর সহায়তায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক ধরনের প্রতিভা আছে, যাহার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, অভীষ্ট লক্ষ্যপথে সম্ভাব্য সাহায্য নিঃশেষে সকল উৎস হইতে শোষণ করিয়া ইহাদের সমন্বয়ে এমন কিছু নির্মাণ করে যাহা যে কোনো একক প্রচেষ্টায় লব্ধ সকল সিদ্ধিকে সহজেই অতিক্রম করিয়া যায়। কেরী এই জাতীয় সমন্বয়ী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সমালোচক কেরীর কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"Carey, Marshman and Ward were self-made men with an insatiable appetite for learning and of practical ability, dismayed by no difficulties and their industry and practice knew no bounds. Each acted as a complement to the others so perfactly and completely that their living together tripled their work-power."[৪০]

কেরীর সমন্বয়ী প্রতিভাই ইহার মূল কারণ।

আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় কেরীর সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টাকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ তাঁহার বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা ও বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা। আমরা পুর্বেই কেরীর বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার কথা আলোচনা করিয়াছি।

বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস কেরীর আগমনের পুর্বেই আরম্ভ হইয়াছে, কেরী যখন বাঙ্গালায় গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করেন তখন কলিকাতায় হরফ নির্মাণের কারখানা খুলিয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "মদনাবাটীতে আমরা বাঙ্গালা

ছাপাখানা খুলিতে পারি, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার অক্ষর ঢালাইএর একটি কারখানা খুলিয়াছে।"

"We have a prospect of soon setting up a printing press at Mudnabati. A letter foundry is set up at Calcutta for country characters."

পত্রের তারিখ ১৬ই জানুয়ারী, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।[৪১] চার্লস উইলকিন্স'-এর কাজ কেরীকে করিতে হয় নাই, শ্রীরামপুরের প্রেসটি প্রথম প্রেসও নহে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিতও হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মুদ্রণ-শিল্পের আদিপর্ব তখন শেষ হইয়াছে, উন্নয়ন শুরু হইয়াছে। এই সময় বাঙ্গালা মুদ্রণে দুইটি সমস্যা দেখা দিয়াছিল, প্রথমতঃ প্রয়োজনানুসারে বাঙ্গালা হরফ পাওয়া যাইত না, দক্ষ কারিগরের অভাব ছিল। দ্বিতীয় সমস্যা বাঙ্গালা হরফে মুদ্রণ-আদর্শ আনয়ন করা, যুক্তাক্ষরগুলির সৌসম্য সাধন করা। কেরী ইহার কোনটিরই সহিত যুক্ত ছিলেন না।

তথাপি বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ প্রকাশে ও মুদ্রণে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির মুদ্রণালয়টি যে সেকালে এশিয়ার বৃহত্তম টাইপ-ফাউণ্ডারীতে পরিণত হইয়াছিল তাহার পশ্চাতে কেরীর নেতৃত্ব, ওয়ার্ডের পরিচালনা, পঞ্চানন ও মনোহরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা রহিয়াছে। তখন ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের মধ্যে নাম ছিল রেভাঃ উইলিয়ম কেরীর। তাঁহার সাংগঠনিক প্রতিভা ওয়ার্ডকে নিরবধি পরিচালিত করিয়াছিল, তাঁহার উৎসাহ কর্মপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। জন ফাউনটেন ও ব্রান্সডনের মৃত্যুতে ছাপাখানার যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী পূরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চল্লিশটি ভাষায় ২১২০০০ ভ্যলুমের অধিক বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল—"The Serampore Mission Press issued between 1801 and 1832 more than two hundred and twelve thousand volumes in forty different languages"[৪২]—ইহা কম সাফল্যের কথা নহে। কেরী বহু ভাষাবিদ ছিলেন, এই সময় ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রায় প্রত্যেকেই পাঁচ-ছয়টি ভাষা ভাল করিয়া জানিতেন। মার্শম্যান বাঙ্গালা,

সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, ফারসি ও চীনা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ওয়ার্ড বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী ভাল রকম রপ্ত করিয়াছিলেন। ফেলিক্স কেরী এইগুলি তো জানিতেনই অধিকন্তু বর্মী ভাষা ও চীনা ভাষা জানিতেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী ও ফারসিতে দখল ছিল। এই ভাষাগুলি ছাড়া সকলেই হিব্রু ও লাতিন কিছু না কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই ভাষাবিদ্‌গণের গোষ্ঠীপতি কেরী হিব্রু, লাতিন, সংস্কৃত—এই তিনটি প্রাচীন ভাষা ও নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রায় সবকটিই কিছু না কিছু জানিতেন। অধিকন্তু আরবি ও ফারসি জানিতেন। তাঁহার বহুভাষিক শব্দকোষে (Polyglot Vocabulary: "A Universal Dictionary of the Oriental Languages derived from the Sanskrit of which that language is to be the ground work.") তেরটি ভাষা স্থান পাইয়াছে—সংস্কৃত, মধ্যভারতীয় ভাষা, উটকানা, গুর্জর, কাশ্মীরী, পাহাড়ী, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রীয়, তেলঙ্গি, মৈথিলি, কর্ণাটিক এবং দ্রাবিড়। তিনি ছয়টি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলেগু ও কানাড়ি। এত ভাষাতে ছাপাইবার জন্য যে হরফের প্রয়োজন হয়, কেরীর নির্দেশেই তাহা নির্মিত হইত। বাঙ্গালা দেশের মুদ্রাগারে বহুভাষায় হরফ ঢালাই-এর মূল উৎস কেরীর বহু ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া প্রকাশের প্রচেষ্টা। উদ্দেশ্য যাহাই হোক,—ইহার সহিত বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যোগ না থাকিতেও পারে কিন্তু এই প্রচেষ্টায় যে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী শিল্পীগণ বহুভাষায় অক্ষর নির্মাণে সক্ষম হইয়াছিলেন—ইহা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে যে আগ্রহ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস দেখাইয়াছিল, তাহাই ক্রমে বৃহৎ-বঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কেরীর অধিনায়কত্ব বাঙ্গালাভাষায় মুদ্রণশিল্পকে বহুমুখী প্রয়োগক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল, বাঙ্গালাদেশের মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে বহুভাষার আগমন ত্বরান্বিত ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল।

বাঙ্গালাভাষার সহিত সম্পৃক্ত না হইলেও আমরা ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ বিষয়ে কেরীকে অন্য একটি কারণে স্মরণ করিতে পারি। অসমীয়া, কাশ্মীরী, ভুটিয়া প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় মুদ্রণের জন্য হরফ নির্মাণ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের উদ্যোগেই হইয়াছিল। ইহার পূর্বে এই ভাষাগুলিতে ছাপার কাজ হইত না।

বাঙ্গালা গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে কেরীর প্রচেষ্টা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা। আমরা নিম্নে ক্রমান্বয়ে ইহা আলোচনা করিলাম।

বাইবেল অনুবাদ ও উইলিয়ম কেরী ॥

উইলিয়ম কেরীর তত্ত্বাবধানে টমাস অনূদিত কেরী দ্বারা সংশোধিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ। আমরা যে দুইটি কপি (উত্তরপাড়া গ্রন্থাগার ও কেরী লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর) দেখিয়াছি, তাহার কোনটিতেই আখ্যাপত্র নাই। গ্রন্থে নাম আছে 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫, প্রথম মুদ্রণে ৫০০ কপি ছাপান হইয়াছিল। মহম্মদ সিদ্দিক খানের মতে এই গ্রন্থটির জন্য কিছু হরফ কলিকাতার কোম্পানীর প্রেস হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশনে আসিলে বাকী হরফগুলি তিনিই প্রস্তুত করিয়া দেন।[৪৩] আমাদের মনে হয় এই উক্তির প্রথমাংশটি সত্য নহে। কেরী কোম্পানীর প্রেস হইতে হরফ সংগ্রহ করেন নাই। তিনি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল রাইল্যাণ্ডকে লিখিয়াছেন —"We have a press and I have succeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's press, and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting. The work is now begun, and I hope may be completed in less than six months."[৪৪] এইভাবে যে হরফ নির্মিত হইয়াছিল তাহাতে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং মনোহর শ্রীরামপুরে আসিলে বাকী প্রয়োজনীয় হরফগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

টমাস অনুবাদ করিবার মত বাঙ্গালা জানিতেন না, কেরীও সেরূপ শুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি মাত্র বাঙ্গালা, বাকী কোনো দিক-দিয়াই ইহার বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্য নাই। প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ বলিয়াই ইহার যা-কিছু গৌরব। পূর্বে আমরা "গোনার মাহিনা মির্ত্তু"—উদ্ধৃত করিয়াছি, এস্থলে আরও সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল।

"হেরোদ রাজার কালে যখন য়েশু জনম ছিলেন য়িহোদার বীতলক্ষমে তখন দেখ পণ্ডিত পূর্ব দিক হইতে য়িরোশলমে আসিয়া বলিল কোথায় তিনি যিনি জনম হইয়াছেন য়িহোদীরদের রাজা একারণ তাহার তারা পূর্ব্ব দেশ দেখিয়া আসীয়াছি পূজা করিতে তাঁহাকে হেরোদ রাজা এই কথা শুনিয়া উদ্বিগ্নিত ছিল এবং সকল য়িরোশলম তাহার সহিত"।[৪৫]

এই শব্দগুলি দ্বারা এইভাবে অর্থপূর্ণ করিয়া বাক্য রচনা করা যায়—হেরোদ রাজার কালে যিহোদার বীতলক্ষমে (বেথেলহেমে) যখন য়িশু জনম (লইয়া) ছিলেন তখন দেখ, (কয়েকজন) পণ্ডিত পূর্ব দিক হইতে য়িরোশলমে আসিয়া বলিল, য়িহোদীরদের রাজা, যিনি জনম লইয়াছেন, তিনি কোথায়। একারণ তাহার (জনম নির্দেশিত) তারা দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে পুর্বদেশ (হইতে) আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা এবং তাহার সহিত সকল য়িরোশলম উদ্বিগ্নিত ছিল।

টমাসের রচনা কেরীর দ্বারা সংশোধিত হইয়া কিরূপ হইয়াছিল তাহার হদিশ দুইটি সংস্করণের পাঠান্তর হইতে মিলিবে। প্রথম সংস্করণে দেখিতেছি—"তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যেমত স্বর্গেতে সেইমত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও।" পরবর্তী সংস্করণের পাঠান্তর—"তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ।"

কেরী মৃত্যুর পূর্বে সমগ্র বাইবেলের যে সংস্করণ প্রকাশ করেন তাহাতে "মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত" গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ সংযোজিত হইয়াছে। আটখণ্ডে প্রকাশিত সমগ্র নিউটেস্টামেণ্ট এই বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেরীর জীবদ্দশায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পুর্বোদ্ধৃত অংশটি কিরূপ হইয়াছে দেখা যাইতে পারে।

"তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমাদের নিত্য ভক্ষ আমারদিগকে দেও।"

কেরীর সমগ্র নিউটেস্টামেণ্ট ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামরাম বসু ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সহায়তায় তিনি সমগ্র গ্রন্থটিই সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে কেরীর বাঙ্গালা রচনায় দক্ষতার পরিচয় মিলিবে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে তিনি যে বড় বেশী অগ্রসর হন নাই বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত একই বাক্যযুগলের যে তিনটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে বোঝা যাইবে। প্রতিবারই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সুতরাং তিনি প্রতিবারই সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ক্রমেই অধিকতর দক্ষতায় এই সংশোধন ঘটিয়াছিল ধরিতে হইবে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী কিছু উন্নতি করিয়াছেন বলিতে পারি না। প্রথম সংস্করণের "আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও" ৮ম সংস্করণে দাঁড়াইয়াছে—"অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দিও।"

কেরীর ছন্দোবদ্ধ রচনার কথা আমরা "বাঙ্গালা কাব্য চর্চায় ইউরোপীয় লেখক" পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

উইলিয়ম কেরী বাঙ্গালা গদ্য রচনায় বেশ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি উৎসাহ দান করিয়া এদেশীয় পণ্ডিতদিগকে দিয়া বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশে যে নেতৃত্ব দিলেন তাহা অভূতপুর্ব। ইহার তুলনায় এই বিষয়ে তাঁহার নিজের কীর্তি অতি সামান্য। তথাপি ইহা সত্য যে, রচনা বিচারে এখন যাহাকে আমরা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গ্রহণ করিতেছি নিউটেস্টামেণ্টের সেই বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ফলেই বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং ইহার প্রত্যক্ষ ফল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রস্তাব। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল 'মঙ্গল সমাচার' প্রকাশিত হইয়াছিল, এ বৎসরই ৪ঠা মে কেরী বঙ্গভাষার অধ্যাপক পদে বৃত হন।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদ ॥

নিউ টেস্টামেণ্টের মতই কেরী নিরলস অধ্যবসায়ে ওল্ড টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদে সচেষ্ট ছিলেন, এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্যকারী রামরাম বসু, ফাউনটেন ও শেষের দিকে মার্শম্যান। গ্রন্থটি চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতি খণ্ডের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র নীচে প্রদত্ত হইল।

১। ওল্ড টেস্টামেণ্ট—মোশার ব্যবস্থা। প্রথম খণ্ড। আখ্যাপত্র—'ধর্ম্ম-

পুস্তক / তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। / যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্যশোধনার্থে / তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ / মোশার ব্যবস্থা। / য়িশরালের বিবরণ। / গীতাদি / ভবিষ্যৎ বাক্য। / মোশার ব্যবস্থা / তর্জমা হইল ঙেব্রি ভাষা হইতে। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০১"

২। ওল্ড টেস্টামেণ্ট—য়িশরালের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ড। আখ্যাপত্র—"ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। / বিশেষতঃ / মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্য সাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ / করিয়াছেন। / অর্থাৎ / ধর্মপুস্তক। / তাহার প্রথম ভাগ—যাহাতে চারিবর্গ। মোশার ব্যবস্থা। / য়িশরালের বিবরণ। / গীতাদি। / ভবিষ্যদ্বাক্য। / তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ য়িশরালের বিবরণ এই। / এব্রি ভাষা হইতে তর্জমা হইল। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০৯"

৩। ওল্ড টেস্টামেণ্ট—দাউদের গীত / তৃতীয় খণ্ড / আখ্যাপত্র—"দাউদের গীত। / এবং / য়িশঙিহার ভবিষ্যৎ বাক্য। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল / ১৮০৩"

৪। ওল্ড টেস্টামেণ্ট—ভবিষ্যবাক্য। চতুর্থ খণ্ড। আখ্যাপত্র—"ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য / মানুষের ত্রাণ ও কার্যশোধনার্থে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন / তাহাই ধর্ম্মপুস্তক। / তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ। / মোশাকরণক ব্যবস্থা। য়িশরালের বিবরণ। / গীতাদি। / ভবিষ্যবাক্য। / তাহার চতুর্থবাক্য ভবিষ্যদ্বাক্য এই। / এব্রি ভাষা হইতে তর্জমা হইল। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৫"

প্রকাশকাল হিসাবে দেখা যাইতেছে ওল্ড টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় খণ্ডটি সকলের শেষে প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী তিনটি খণ্ড ১৮০১, ১৮০৩ ও ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইবার চার বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রে যদিও ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ আছে তথাপি ইহা যে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে। কেরী একটি পত্রে লিখিয়াছেন—"ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রায় অর্ধেক—এক্সোডাসের তেত্রিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত—ছাপা হইয়াছে।" চিঠিটির তারিখ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠাটি মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৬ই জুলাই তারিখের একটি চিঠিতে কেরী বিলাতের মিশনকে লিখিতেছেন—"মোশার ব্যবস্থার শেষাংশ আগামী সপ্তাহে মুদ্রিত হইবে।" সুতরাং আমরা ধরিতে

পারি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষদিকে Pentateuch অর্থাৎ মোশার ব্যবস্থার মুদ্রণকার্য শেষ হইয়াছিল।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের ১ম খণ্ড প্রকাশের পর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল বলিয়া দুইটি খ্রীষ্টাব্দ দেখান হইয়াছে। বাঙ্গালা আখ্যাপত্রে ১৮০৩ ও ইংরাজী আখ্যাপত্রে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ আছে। ইহাদের কোন্‌টি গ্রন্থ প্রকাশের কাল সঠিক নির্ণয় সম্ভব না হইলেও মোটামুটি হিসাবে বাঙ্গালা আখ্যাপত্রের খ্রীষ্টাব্দই ঠিক বলিয়া ধরা হয়। কারণ ১৬ই জুলাই-এর যে পত্রে তিনি মোশার ব্যবস্থার শেষাংশ আগামী সপ্তাহের মধ্যে ছাপা হইয়া বাহির হইবে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে 'তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গীতগুলি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি'। মুদ্রণে যদি এক বৎসর সময় লাগে তবে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই অগাষ্ট মাসে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিতে হয়।

তৃতীয় খণ্ডের মত চতুর্থ খণ্ডও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পুর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশকাল ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ। প্রথম খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ড ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইবার পর প্রায় চার বৎসর পরে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলে ওল্ড টেস্টামেণ্ট মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের আগেই টমাস বাঙ্গালাদেশে বাইবেল প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। টমাসকে সূত্র ধরিয়াই বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির বাঙ্গালায় আগমন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে টমাস দ্বিতীয়বার স্বদেশ যাত্রার পূর্বে বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স্‌, জেনেসিসের কিছু অংশ, সামস, প্রফেসিজ-এর কিছু কিছু অংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অংশগুলি, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে, টমাস হাতে লিখিয়া বা কাহাকেও দিয়া লিখাইয়া প্রচার করিতেন। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই কেরী বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এবং টমাস অনূদিত বাইবেলের অংশ কেরী কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ছাপা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকেই আমরা বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক যুগে বাইবেল প্রচারের প্রথম মিশনারী বলিয়া অভিহিত করি। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, সমগ্র বাইবেলের বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশ ১৭৯২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ—মোট ১৮ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেল অনুবাদে কাহারো একার

কৃতিত্ব নাই, প্রতি খণ্ডের ইংরাজী আখ্যাপত্রে সকলের উল্লেখই আছে। আমরা সর্বশেষ যে খণ্ড (ওল্ড টেষ্টামেণ্টের দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ কাল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ইংরাজী আখ্যাপত্র এই বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে তুলিয়া দিলাম।

"THE / HOLY BIBLE / TRANSLATED INTO THE / Bengalee Language, / FROM THE / ORIGINAL HEBREW, / And carefully compared with other Translation. / By the / BRETHREN of the MISSION at SERAMPORE. / Vol II / containing the Historical Books. / Serampore : / Printed at the Mission Press. / 1809"

শ্রীরামপুরের মিশনারী সংস্থার ভ্রাতৃমণ্ডলী কর্তৃক মূল হিব্রু ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত এবং অন্য ভাষায় অনুবাদগুলির সহিত মিলাইয়া শ্রীরামপুর হইতে ইহা প্রকাশিত। ব্যক্তি বিশেষের নাম না থাকিলেও ইহা বলা যায় যে গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাঙ্গালাভাষায় বাইবেল প্রকাশের সামগ্রিক দায়িত্ব লইয়া দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ইহা সম্পন্ন করেন। "বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাতপ্রতিঘাত এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্বর বিকারে আক্রান্ত হন এবং দুইমাসকাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই ছিল না।"

কেরীর সকল পরিচয়ের মধ্যে মিশনারী পরিচয়টিই বড় এবং তিনি আমরণ অখ্রীষ্ট জগতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সর্ববিধ প্রচেষ্টাকেই জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। সমগ্র বাইবেলের বাঙ্গালায় অনুবাদ ও প্রকাশ শেষ হইলে তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত হইয়া ইতিমধ্যেই তিনি বাঙ্গালাদেশের বৃহত্তর জীবনের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ শেষ হইল কিন্তু সর্বভারতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ তখনও শেষ হয় নাই। কেরী বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস হইতে অসমীয়া (১৮১৫-১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ), আর্মেনীয় (১৮১৭

খ্রীষ্টাব্দ), আরবি (১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ), ওড়িয়া (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ), কনৌজী (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ, পশ্চিমী হিন্দীর কনৌজী উপভাষা), কোঙ্কানী (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ), কান্নাড়ী (১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ), কাশ্মীরী (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ), কুমায়ুনী (১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ), কোশল (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ, আওয়াধি), খাসিয়া (১৮১৫-১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ), গাড়োয়াল (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ), গুজরাটী (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ), জয়পুরী (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ), ডোগরী (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ), নেপালী (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), পশ্‌তু (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ), পাঞ্জাবী (১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ), পালপা (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ, পূর্ব পাহাড়ী উপভাষা), ফারসি (১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ), বিকানেরী (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ), বেলুচী (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ), ব্রজভাষা (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), ভাটনেরী (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, দক্ষিণ পাঞ্জাবের সঙ্কর ভাষা), ভাগেলী (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ, পূর্ব হিন্দীর ভাগেলী উপভাষা), ভুটিয়া, মাগধী (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ), মনিপুরী (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ), মারওয়াড়ী (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ), মারাঠী (১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ), মালদ্বীপের ভাষা (১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ), মালবী (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, উজ্জয়িনী রাজস্থানী ভাষা), মেবারী বা উদয়পুরী (১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ, রাজপুতনার উদয়পুরী নামক মেওয়ারী উপভাষা), লাহণ্ডা বা মুলতানী (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ, পশ্চিম পাঞ্জাবীর লাহণ্ডা ভাষা), সংস্কৃত ১৮০৮-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ), সিন্ধী (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ), হরওতী (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ, রাজস্থানের হরওতী উপভাষা), হিন্দী (১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ), ও উর্দু (১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ), ভাষায় বাইবেল প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার সবগুলির সহিতই কেরীর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তিনি নিজে অনুবাদ করিতেন, তত্ত্বাবধান করিতেন বা অন্যকে দিয়া অনুবাদ করাইয়া নিজে সংশোধন করিতেন—এইভাবে তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই ভারতের প্রায় সবকটি ভাষায় শ্রীরামপুর হইতে বাইবেল মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বহু ভাষাবিদ্ কেরীর ইহা অন্যতম কীর্তি। তাঁহার পরবর্তীকালে কেহ একক প্রচেষ্টায় এরূপ বৃহৎ কর্মে সিদ্ধিলাভ করেন নাই। সাংগঠনিক প্রতিভাধর কেরী অপরিসীম অধ্যবসায়ে ইহা সাধন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান॥

বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে ইংরাজীতে রচিত কেরীর শ্রেষ্ঠ রচনা ব্যাকরণ এবং বাঙ্গালাভাষায় কেরীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বাঙ্গালা অভিধান। কেরীর পূর্বে ইউরোপীয়দের রচিত দুইটি ব্যাকরণ আমরা পাইয়াছি—প্রথমটি মানোএলের,

দ্বিতীয়টি হলহেডের। কেরী হলহেডকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। হলহেডে নাই, এমন কোনো কোনো বিষয়েরও তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।

"A Grammar of the Bengalee Language compiled by William Carey, 1st Edition"—১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কেরীর জীবদ্দশায় ইহার চারিটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, তৃতীয় সংস্করণ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ও চতুর্থ সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কেরীর মৃত্যুর পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পঞ্চম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ—

Grammar of the Bengalee Language. / The Second Edition, with Additions. / By W. Carey, / Teacher of the Sangskrit, Bengalee and Maharatta / Languages, in the College of Fort William. / Serampore, / Printed at the Mission Press. / 1805.

প্রথম সংস্করণ হইতে দ্বিতীয় সংস্করণের 'additions'গুলি পরবর্তী সকল সংস্করণেই অনুসৃত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জে. রবিনসন ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের পুস্তক আমরা কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি, পঞ্চম সংস্করণের গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। ইহা ছাড়া শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরী ও উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারেও এই গ্রন্থ প্রাপ্তব্য। এই গ্রন্থগুলি আমরা দেখিয়াছি। প্রথম সংস্করণের বই কেবলমাত্র লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে আছে বলিয়া সজনীকান্ত দাস বলিতেছেন। তিনি প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটিও 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে তুলিয়া দিয়াছেন (পৃষ্ঠা—১২৬-১২৭)। হলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকার ন্যায় কেরীর বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকাটিও গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তিনি বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।[৪৬]

(i) "The study of Bengalee has been much neglected from an idea that its use is very confined. I believe, however, that it is the Universal medium of conversation and business

throughout the whole of Bengal except among the servants of Europeans; and even they use it constantly in their own families."

(ii) "Most of the words used in the Bengalee and Hindostanee appear to be drawn from the same source. Yet the formation and genius of the two languages are so different that it would be improper to consider them as one. The Bengalee comprehends the dialects of Midnapore, Nuddea, Dinagepore, Coochbehar, and that spoken about Dacca and Chittagung, which all differ from each other, and yet preserve the same formation and genius."

(iii) "This language is peculiarly copious and harmonious; and were it properly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive."

(iv) "Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south to the mountains of Bootan in the north and from the borders of Rimgur to Arakan."

"It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindosthani language is sufficient for every propose of business in any part of India. This idea is very far from correct,···In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other."

(v) "The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sangskrit than any of the other languages of India; fourth-fifths of the words in the language are pure Sangskrit. Words may be compounded with such facility,

and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these and any other account, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East."

উদ্ধৃতাংশে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে কেরীর চারিটি নির্দিষ্ট মত ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার ব্যাপ্তি—দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তরে ভুটানের পর্বতমালা, একদিকে রামগড় হইতে অন্যদিকে আরাকানের সীমানা পর্যন্ত অংশে বাঙ্গালা-ভাষা কথিত হয়। অনেকে মনে করেন হিন্দুস্থানী জানিলে ভারতবর্ষের সর্বত্রই কাজ-কারবার চালানো যায়, ইহা সত্য নহে, বাঙ্গালাদেশের সকল বিচারালয়-গুলিতে এবং হয়তো বা ভারতের সর্বত্রই দরিদ্র জনসাধারণ স্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করে, অন্য ভাষা একবারে বোঝে না বলাই শ্রেয়ঃ।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দুস্থানীর সহিত ইহার সম্বন্ধ ও ইহার উপভাষা—হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা একই উৎস হইতে জাত দুইটি পৃথক ভাষা। বাঙ্গালা ভাষায় মেদিনীপুর, দিনাজপুর, নদীয়া, কুচবিহার এবং ঢাকা অঞ্চলে পৃথক পৃথক উপভাষা আছে। ইহারা পরস্পর পৃথক হইলেও একই কাণ্ড হইতে উদ্ভিন্ন এবং ইহাদের মধ্যে গঠনগত সৌসম্য রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ সংস্কৃতের সহিত ইহার নিবিড় সম্বন্ধ—ভারতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা সংস্কৃতের অধিকতর সমীপবর্তী ভাষা, ইহার পঞ্চভাগের চতুর্থাংশ শব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

চতুর্থতঃ বাঙ্গালাভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা—এই ভাষার শব্দশক্তি অপরিসীম, ইহা সুসম ও নিয়মশৃঙ্খলায় বিধৃত। যে-কোনো ভাবপ্রকাশে সক্ষম এরূপ যৌগিক শব্দ গঠন ইহাতে অতি সুচারু ও সুন্দরভাবে সহজেই সম্ভব।

এইজন্য বাঙ্গালাভাষাকে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অতিশয় শক্তিসম্পন্ন ও প্রকাশসম্ভব একটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

হলহেডের পর বাঙ্গালভাষা সম্বন্ধে আর কোনো ইউরোপীয় এরূপ যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ মন্তব্য করেন নাই। কেরীর পরবর্তীকালে সমস্ত ইউরোপীয়ই এই বিষয়ে তাঁহাদের এই দুই পূর্বসূরীর—কেরী ও হলহেডের—মতই পোষণ করিতেন। কেরী যে বলিয়াছিলেন, "were it properly cultivated, would be

deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive"—তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের রচনায়, সংবাদ প্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধাদিতে প্রমাণিত হইয়াছে। এইজন্য বহু ভাষাবিদ্ ভাষাচার্যের বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য মন্তব্যগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা হয় না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে হলহেড ও উইলিয়ম কেরী ॥

হলহেড তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিয়াছেন, যে পথে কোনো পদচিহ্ন পড়ে নাই আমি সেই পথ পরিষ্কৃত করিবার ব্রত লইয়াছি, নিজের পথ আমাকে নিজেই কাটিয়া লইতে হইবে। এই পথে আমি এমন ক্রান্তি-চিহ্ন স্থাপন করিয়া যাইব যাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সহজেই এই পথে ভ্রমণ করিতে পারে। "The Path which I have attempted to clear never before trodden, it was necessary that I should make my own choice of the course to be persued and of the land-marks to be set up for the guidance of future travellers."[৪৭] হলহেড তখন জানিতেন না কেরী তাঁহার পথের ভবিষ্যৎ পর্যটক। কেরী এই পথে দাঁড়াইয়া হলহেডের চিহ্ন অনুসরণ করিয়াই নূতন করিয়া কার্যোদ্যম শুরু করিয়াছিলেন, তিনি হলহেড যাহা করিয়াছিলেন তদরিক্ত কিছু করিলেন। ইহাই কেরীর ব্যাকরণের সার্থকতা। কেরী তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"Much merit is due to Mr. Halhed, except whose work no grammar of this language has hitherto appeared. I have made some distinctions and observations not noticed by him, particularly on the declension of nouns and verbs, and the use of participles."[৪৮]

কেরীর বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রথম সংস্করণে বর্ণমালা,—

Substantives, adjectives, pronouns, verbs, adverbs, pre-positions, conjunctions, interjections, of compound words, syntax, contraction of numbers—এই বারোটি পরিচ্ছেদ আছে।

ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণটিকে লেখক একটি নূতন রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন—

"Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language. The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which (an account of the variations from the former edition) may be esteemed a new work,"[৪৯]

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিচ্ছেদ-বিন্যাস ভিন্নরূপ। গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ—

১।	আখ্যা পত্র ও ভূমিকা	...	৭ পৃষ্ঠা।
২।	শুদ্ধিপত্র	...	১ ,,।
৩।	ব্যাকরণ		১৮৪ ,,।

অধ্যায় এগারটি,—

1. of letters, 2. of compounding letters, 3. of words, 4. of patronyms, gentiles, derivatives etc, 5. of Adjectives, 6. of pronouns, 7. of verbs, 8. of Indeclinable participles, 9. of compound words, 10. of syntax.

পৃষ্ঠা ১৬৯ হইতে ১৮৪ নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের ভাণ্ডার। এই অংশে—

'of numbers, of money, weights and measures, time, the days of the week, Hindoo months, contraction' আছে।

ইতিমধ্যে হলহেডের ব্যাকরণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। কেরীর ব্যাকরণটি সেই অভাব দূর করিল। ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার একান্ত আবশ্যক ছিল।

ব্যাকরণটি ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে আদৃত হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থটির দুইটি সমালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। একটি মেরিডিথ টাউনসেণ্ডের, অন্যটি এইচ, এইচ, উইলসনের। টাউনসেণ্ড কেবল প্রশংসা করিয়াছেন

উইলসন ইহার দোষ ও গুণ—দুইই বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সমালোচনাটিতেই ব্যাকরণটির যথার্থ মূল্যায়ন হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। তিনি বলিয়াছেন—

"The rules are comprehensives, though expressed with bravity and simplicity; and the examples are sufficiently numerous and well chosen. The syntax is least satisfactorily illustrated; but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English."[৫০]

আমরা "Dialogues"-এর বিবরণ পরে দিব। ব্যাকরণ বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, কেরী প্রথম বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করিয়া মাত্র সাত বৎসর মধ্যে ইহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। ইহাই যে বিস্ময়ের বিষয় তাহা নহে। বিস্ময় এইখানে যে, যে বিদেশী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর ভগিনীকে লিখিতেছেন—

"I am at present incapable of preaching to the Hindoos, I am unacquainted with their languages,"[৫১]

তিনিই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিতেছেন—

"Were it properly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive,"

এবং পরবর্তী সংস্করণে আরও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—

"......it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East."

ভাষা সম্বন্ধে কি গভীর জ্ঞান থাকিলে এবং তুলনাত্মক ভাষাবিচারে কতখানি সুগভীর পাণ্ডিত্য থাকিলে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে এইরূপ মূল্যায়ন সম্ভব হয়—ইহা দেখিয়া আমরাই বিস্মিত হইয়াছি। এবং কত অল্প সময়ে কেরী তাহা অধিগত করিয়াছেন।

কেরীর জীবনের মহত্তম কীর্তি বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান প্রকাশ। সেই

সময় ইহাই শ্রেষ্ঠ অভিধান বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছিল। প্রায় ২০ বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই অভিধান সংকলিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ন্যায় অভিধান রচনাও বাঙ্গালা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের একটি চিঠিতে প্রথম জানা গেল যে ইহা মুদ্রিত হইতেছে। তিনি ডঃ রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

"I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, are not near to the first letter. That letter however begins with more words than any two others."[৫২]

অভিধানটিতে বর্ণমালার প্রথম অক্ষরে এত বেশী শব্দ সংযোজিত যে ইহা দুইটি অক্ষরের সমস্ত শব্দসংখ্যারও বেশী হইবে। এই বিপুলায়তন অভিধান কাজের হইবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, ইহার অক্ষরগুলি বড় ছিল, কেরী ক্ষুদ্র আয়তনের হরফ নির্মাণ করাইয়া তাঁহার অভিধানের আগাগোড়া নূতন করিয়া মুদ্রিত করিতে প্রয়াসী হন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে মুদ্রণকার্য চলিয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৭ই এপ্রিল) প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড—দুইভাগে সম্পূর্ণ—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে (৫ই জুন) প্রকাশিত হয়।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত প্রায় পনেরো বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কেরীর অভিধান বাহির হইল।

অভিধানটির বৃহদায়তন ব্যবহারের উপযোগিতা হ্রাস করিয়াছিল। সম্পূর্ণ খণ্ড প্রকাশের দুই বৎসর মধ্যে ইহার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইল। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এই সংক্ষিপ্তসারটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩১ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, পরবর্তীকালে ইহার কয়েকটি সংস্করণ হয়।

কেরীর বৃহৎ অভিধানটির ব্যবহারোপযোগিতা ছিল না,—এই বিষয়ে একটি সমালোচনা আমরা উদ্ধৃত করিলাম, এই উদ্ধৃতিতে আমাদের আলোচ্য-যুগে আপজন ও ফরস্টারের বোকেবুলারী ছাড়া ইউরোপীয়দের রচিত সমস্ত

অভিধানগুলির কথাই আছে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"Among these the best, as far it goes, is Morton's, it contains, however, only those words which are derived from the Sanskrit, Dr. Carey's in three quarto volumes, is by far the most copious, but rather unweildy. For ordinary purposes Marshman's abridgement of it and Mendie's dictionary are the most handy. Unfortunately the editor is not acquainted with Haughton's dictionary; but he supposes it to be the worthy of that eminent scholar"[৫৩]

কেরীর অভিধানটিকে ক্যালকাটা রিভিয়্যু-এর সম্পাদক "by far the most copious, but rather unweildy" বলিয়াছেন।

উক্তিটিতে একবর্ণও মিথ্যা নাই; যাহারা কেরীর অভিধান দুই খণ্ড দেখিয়াছেন—তাহারা সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। আমাদের আলোচনায় উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত ইহার দুইটি খণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে।

অভিধানটির নামপত্র—

"Dictionary / of the / Bengali Language, / in which / the words are traced to their origin, / and / various meanings given / Vol I / by Dr. Carey, D. D, / Professor of the Sanskrita and Bengalee Languages in the / College of Fort William / Second Edition, with corrections and Additions. / Printed at the Mission Press. / 1818"

সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের দুইটি ভাগ। বাঙ্গালা ইংরাজী পাশাপাশি কলমে ছাপা। ইহার প্রথম প্রকাশ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংস্করণ মুদ্রণ-সমস্যার জন্য পরিত্যক্ত হয়, বড় হরফ ছোটো করিয়া ইহাই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল। এই দ্বিতীয় সংস্করণটির গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। আমরা যে সকল কপি পরীক্ষা করিয়াছি তাহার সব কয়টিতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পাইতেছি। কেবল একটি কপিতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ রহিয়াছে। শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীতে ইহা সংরক্ষিত আছে। ইহা ঠিক ঠিক প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ নহে। কারণ

নামপত্রে গ্রন্থের পরিচয় অংশে বলা হইয়াছে ইহা "Second edition with corrections and Additions." প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ পাওয়া যায় না—সুতরাং কোথায় কোথায় ইহার 'কারেকশন' এবং 'এডিশান' হইয়াছে বাহির করা দুঃসাধ্য। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডেও দেখিতেছি 'দ্বিতীয় সংস্করণ'। অথচ মূলে গ্রন্থ দুইটি এক। পার্থক্য শুধু আখ্যাপত্রে 'খ্রীষ্টাব্দে'র জায়গাটিতে। কেরী লাইব্রেরীর গ্রন্থে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং উত্তরপাড়া লাইব্রেরীর গ্রন্থে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ আছে। সমস্যাটির সহজ সমাধান এরূপ—যখন বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তখন প্রথম খণ্ডের অবিক্রিত সমস্ত কপিগুলির আখ্যাপত্র পরিবর্তিত করিয়া নূতন আখ্যাপত্র সংযোজিত হয এবং ইহাতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের স্থলে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ বসান হয়—বাকী সব একই থাকে। সাহিত্য সাধক চরিতমালার 'উইলিয়ম কেরী' খণ্ডে বলা হইয়াছে "১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রীত প্রথম খণ্ডগুলির আখ্যাপত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ করা হয়। এই কারণে একই সংস্করণের আখ্যাপত্রে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।"

প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১৬, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মিলাইয়া ১৫৪৪ পৃষ্ঠা। স্বর ও ব্যঞ্জন সমস্ত অক্ষর মিলাইয়া প্রথম খণ্ডের এক ভল্যুম ও দ্বিতীয় খণ্ডের দুই ভল্যুমে একত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ২১৬০। প্রথম খণ্ডে ৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা ও ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী সংস্কৃত ধাতু পরিচয় আছে। ভূমিকাটি দ্বিতীয় খণ্ডেব প্রথমে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এই অভিধানটি একক প্রয়াস বা দুই এক বৎসরের সাধনার ফল নহে। ইহা সংকলনে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও পুর্ববর্তী অভিধান প্রণেতাগণের সাহায্য লইয়াছিলেন। অভিধানের ভূমিকায় কেরী বলিতেছেন—

"He (Carey) has availed himself of every advantage which the labours of others could afford him, particularly those of Dr. Gilchrist, Dr. Hunter and Mr. Forster." ফরস্টারের বোকেবুলারি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেরী ইহার সাহায্য লইয়াছেন। গিলক্রাইষ্ট ও হাণ্টারের সম্ভাব্য সাহায্যও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিধানটির রচনা দীর্ঘকাল ধরিয়া হইয়াছিল। ইহার প্রথম আভাস পাইতেছি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। একটি পত্রে কেরী লিখিতেছেন—"I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time."[৫৪]

অভিধান মুদ্রণের প্রথম সংবাদ মিলিতেছে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পত্রে—"I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the first letter."[৫৫] অতঃপর ইহার সুবৃহৎ কলেবরে প্রথম প্রকাশ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং সম্পূর্ণ অভিধানের দুই খণ্ডে আত্মপ্রকাশ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। সুতরাং দেখিতেছি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত দীর্ঘ ২৯।৩০ বৎসরের প্রচেষ্টায় উইলিয়ম কেরী ইহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার মুদ্রণ চলিয়াছিল।

এই দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে ব্যাকরণটি প্রকাশিত হইল তাহা দুইটি বিষয়ে আলোকপাত করে।

(১) ইহার শব্দভাণ্ডারে বিদেশী শব্দের আগমন, এবং ইহার স্বরূপ।

(২) বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কেরীর অভিমত।

হলহেডের ও নিজের ব্যাকরণের মত এই অভিধানটির ভূমিকায়ও কেরী বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে জাত একটি আঞ্চলিক ভাষা, এরূপ অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষাই ভারতবর্ষে চালু আছে,—ইহারা পরস্পর পৃথক কিন্তু সকলেই সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। বাঙ্গালা ভাষার তিন-চতুর্থাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে আগত—এই তদ্ভব গোষ্ঠীর শব্দসম্ভার এরূপ বিশুদ্ধরূপে বর্তমান যে, ইহাদের মূল সংস্কৃত রূপ বাহির করা অত্যন্ত সহজ। আরবি ও ফারসি শব্দের সংখ্যা কম, যেগুলির মূল সন্দেহজনক সেগুলি হয় সংস্কৃত, নয় আরবি হইতে বিবর্তিতরূপে বাঙ্গালায় আগত ধরিতে হইবে। কিছু পর্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দও বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু ইহারা এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদিগকে পর্তুগীজ ও ইংরাজী বলিয়া চিহ্নিত করাই শক্ত ব্যাপার।

উর্দু ভাষার চাপে বাঙ্গালা যখন বিদেশীর নিকট কেবলমাত্র পাঁচমিশালি কথ্য ভাষা বলিয়া মনে হইত, তখন কেরী বলিলেন, উর্দু যতই সুন্দর হোক, ইহা জাতীয় ভাষা নহে, বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিই ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাষা—

"The Bengalee language, of which the following is a Dictionary, is almost entirely derived from the Sangskrita : considerable, more than three-forth of the words are pure Sangskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little corrupt, that their origin may be traced without difficulty. Words of Arabic and Persian origin bear a small proportion to the whole ; and most of those the origin of which appears doubtful, may be generally traced to a Sangskrita or an Arabic origin. A few Portuguese words, and a few English ones often so distorted as scarcely to be recognised, and are now incorporated therewith, and may be admitted as forming a part of it. ......Ordoo dialect······can scarcely be called the language of any country and is very imperfectly understood even in Hindoostan proper, beyond a certain class of Society······ Bengali and other languages of India are spoken and understood by the whole body of the inhabitants. These languages, though all derived from Sangskrita, differ from each other as much as most European language which have a common origin."[৫৬]

ইহা হইতে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার মত—প্রথমতঃ বাঙ্গালাভাষাকে যে ইউরোপীয়গণ 'a mere jargon' মনে করিতেন, কেরী সেই ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া বাঙ্গালাকে পূর্ণ সত্তার একটি 'ভাষা' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যে উর্দুকে তাঁহারা সর্বভারতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কেবল বিশেষ একটি সম্প্রদায় ব্যতীত কেহ বোঝে না, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত-

জাত বিভিন্ন ভাষাই ভারতের জনগণের ভাষা। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালা একটি জীবন্ত ভাষা, বহতা নদীর মত ইহার প্রবাহ সংস্কৃত হইতে উৎসারিত হইয়া বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দসংগ্রহে নিজের শব্দভাণ্ডার পূর্ণ করিতে করিতে ইহা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কেরী বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে আরবি, ফারসি, পর্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দের আগম লক্ষ্য করিয়াছেন। এই আগন্তুক শব্দগুলি নিজের বেশ পরিবর্তন করিয়া বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারে যখন আসিয়াছে তখন ইহাদিগকে পর্তুগীজ, ইংরাজী বলিয়া আর বোধ হইতেছে না—একেবারে বদলাইয়া ইহারা বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। ইহাই ভাষার সজীবতার লক্ষণ। কেরী বাঙ্গালাকে এইভাবে স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই ভাষার শক্তি সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ রহিল না। এইভাবে বাঙ্গালাভাষার বৈশিষ্ট্য ও ইহার যথার্থ রূপটি উদ্ঘাটিত করিয়া কেরী অভিধান প্রণয়ন করিতে বসিয়া ভাষা-তাত্ত্বিকের কৃত্য সম্পন্ন করিলেন।

কেরী-অভিধানে সঙ্কলিত শব্দগুলির হিসাব লইলে দেখিতে পাইতেছি ইহাতে বাঙ্গালাভাষার বৈশিষ্ট্য পুরামাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালা, আরবী ও ফারসি শব্দ খুব কম থাকিলেও কিছু আছে, যেমন, চলিত বাঙ্গালা —অকাটা (uncut), গাইন (singer), গাওনী (wages paid to singer), আলাই (misfortune), আলগোচে (in equispose), সড়গড় (practice), আরবি-ফারসি—কসম (an oath), ওকালৎ (advocate) ইত্যাদি। প্রকৃত-পক্ষে বাঙ্গালাভাষায় যে সংস্কৃত শব্দেরই আধিপত্য কেরী ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের মতে তিনি সংস্কৃত প্রীতিতে বাঙ্গালাভাষার প্রতি যেন অনিচ্ছায় সামান্য অত্যাচারই করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে তাঁহার বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানে 'অক্রিয়মান' (a not under operation), 'তিনকাল' (moment), 'পরপুর্বাস্ত্রী' (a woman who is remarried), 'হেলিতমুখ-তুম্ব্যাকৃতি' (bag pipe shaped), 'এতৎ প্রতিষ্ঠা প্রতিবন্ধক', 'অকল্পিততা', 'এতৎপ্রত্যয় ধ্বংসক' প্রভৃতি শব্দ যথেচ্ছ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সব শব্দ লেখায়, বা কথায়—বাঙ্গালাভাষায় কোথাও ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেরী সংগৃহীত বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে বরদাস্ত, কায়েম, ওকালৎ,—ইহা হইতে উকিল, ওকালতি প্রভৃতি বিদেশী শব্দগুলি যতদূর বাঙ্গালা, 'মাছ' বুঝাইতে 'কঙ্কত্রোটি' সেরূপ নহে। শব্দটি কুত্রাপি বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে

বলিয়া মনে হয় না। অত্যধিক সংস্কৃত প্রীতির ফলে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের সাহায্যে ও প্রভাবে এবং সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালার জন্ম—এই সূত্রটি সরবে ঘোষণা করিতে গিয়াই এই বিপদ ঘটিয়াছে। চোঙ্গার মত মুখওয়ালা থলে বুঝাইতে কেরীর অভিধানকে অনুসরণ করিয়া যদি 'হেলিতমুখ-তুম্ব্যাকৃতি' বাঙ্গালাভাষায় চালু হইত তবে এখন আমরা যে বাঙ্গালা পাইতেছি তাহা পাইতে হয়ত আরও একশত বৎসর সময় লাগিত। তথাপি আমরা যে বলিতেছি, তাঁহার অভিধানে বাঙ্গালাভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারের দেশী ও বিদেশী শব্দ সংস্কৃত হইতে আগত তৎসম, অর্ধ তৎসম ও তদ্ভব শব্দ—সবই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং শব্দের মূল খুঁজিয়া ইহার জাতি বিচারের প্রয়াস রহিয়াছে।

কেরীর অভিধানটিকে আমরা একটি সার্থক শব্দকোষ বলি। সার্থক রচনা-মাত্রই পূর্ববর্তীগণের পথানুসরণ করিয়া বিষয়টিকে এমন উজ্জ্বল মহত্ত দান করে যাহা ভবিষ্যতে লেখকগণকে দীর্ঘদিন ধরিয়া পথ দেখাইবার আলো জোগায়। কেরীর অভিধানটি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনো বাঙ্গালা রচনা এই দিক দিয়া সার্থক নহে। ব্যাকরণের বহুল সংস্করণ হইয়াছিল কিন্তু ব্যাকরণটি ভিত্তি করিয়া অন্য ব্যাকরণ রচিত হয় নাই, বাইবেল অনুবাদে কেরীর আদর্শটুকু অনুসৃত হইয়াছিল, ধারাটি নহে—কারণ কেরীর বাঙ্গালা আদর্শ বাঙ্গালা বলিয়া কেহ স্বীকার করেন নাই। 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন কেরী, রচয়িতা নহেন। যাহা বাকী থাকে তাহা খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধ বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা ও দু' একটি খ্রীষ্টীয় গান। ইহাদের সাহিত্যমূল্য বিন্দুমাত্রও নাই, ইহার দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রভাব মিশনারী বা অন্য ইউরোপীয় লেখকদের উপর পড়ে নাই। কেবলমাত্র অভিধানটি পরবর্তী বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা-গণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালী অভিধান প্রণেতাগণের মধ্যে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, রামকমল সেন ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধানে প্রণেতাগণ কেরীর ঋণ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। আর. ডব্লু. মর্টন, জে. মেনডিস, সি. হটন প্রভৃতি ইউরোপীয় অভিধান প্রণেতাগণের বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধানেও কেরীর কথা স্মরণ করা হইয়াছে। কেরী তাঁহার পূর্ববর্তী বাঙ্গালা অভিধান প্রণেতা ফরস্টারের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, উনবিংশ

শতাব্দীর প্রথমার্ধে সকল অভিধান প্রণেতাগণই কেরীর নিকট ঋণী—ইহা তাঁহারা অভিধানের ভূমিকায় শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

কেরীর বিপুলায়তন অভিধান সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, সকলের ব্যয়সাধ্যও ছিল না। ইহার সবকয়টি খণ্ডের মূল্য ছিল একশত টাকা। ক্লার্ক মার্শম্যান এই অসুবিধা দূর করিতে কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডে বাঙ্গালা ও ইংরাজী, দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছিল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৫৩১ এবং ৪৪০,—ইহাদের কয়েকটি সংস্করণই প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিছুসংখ্যক খ্রীষ্টীয় প্রচার পুস্তিকা, ব্যাকরণ ও অভিধান বাদ দিলে আর দুইটি গ্রন্থের সহিত কেরীর নাম জড়িত আছে,—একটি কথোপকথন, অন্যটি ইতিহাসমালা। কেরী দুইটি গ্রন্থেরই সম্পাদক, রচয়িতা নহেন। গ্রন্থগুলির পরিচয় নীচে প্রদত্ত লইল।

কথোপকথন ॥

গ্রন্থটির নামপত্র এইরূপ—"Dialogues, / intended/ to facilitate the acquiring / of the Bengalee Language. / Serampore, / Printed at the Mission Press. / 1801."

ইহা 'Colloquis' নামেও পরিচিত ছিল। গ্রন্থারম্ভের অব্যবহিত পূর্বের পৃষ্ঠায় এই নাম আছে। আমরা যে বইগুলি পরীক্ষা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীরটি অখণ্ড ও শ্রীরামপুর কেরী গ্রন্থাগারের বইটির প্রথম পাতা কয়েকটি নাই, যে পৃষ্ঠায় 'Colloquis' লেখা আছে, সেই পৃষ্ঠা হইতে ইহা আরম্ভ। প্রথম সংস্করণে ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ভূমিকাসহ ৮+২১৭=২২৫, দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ভূমিকাসহ ৮+২১১=২১৯, তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮+১১৪=১২২, শেষের পৃষ্ঠায় কিছু লেখা নাই। প্রথম সংস্করণ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে, দ্বিতীয় সংস্করণ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে ও তৃতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুরে কেরী গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। এই সংস্করণগুলি যথাক্রমে ১৮০১, ১৮০৬ ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'কথোপথন' বাঙ্গালাভাষায় রচিত ও শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থ। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে

প্রকাশিত হয়, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এই বৎসরই জুলাই মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কথোপকথনের প্রকাশকাল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাস—ভূমিকার নীচে ৪ঠা অগাষ্ট ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ আছে। ইহার তৃতীয় সংস্করণের শেষভাগে একটি সংক্ষেপিত বাংলা ব্যাকরণ সংযোজিত হইয়াছিল।

উইলিয়ম কেরীর পরিকল্পনায় কথোপকথন রচিত হয়—তিনিই ইহার সঙ্কলয়িতা। কেরী ইহার রচয়িতা নহেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্র খাড়া করিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথন যতটা সম্ভব বাস্তবানুগ করিয়া লিখিবার জন্য আমি কয়েকজন সুবিবেচক দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সংলাপের অনুকৃত এমন যথার্থভাবে বাস্তবানুগ হইয়াছে, যে, ইহা হইতে ছাত্রেরা কেবল বাঙ্গালা শিখিবে তাহা নহে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সম্বন্ধেও ভালরকম ধারণা করিতে পারিবে।" "I have employed some sensible natives to compose dialouges upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers. I believe the imitation to be so exact, that they will not only assist the students, but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country."[৫৭]

উদ্ধৃতিটি হইতে আমরা কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিতেছি—প্রথমতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য ইহা রচিত, দ্বিতীয়তঃ কথ্য ভাষায় ইহা রচিত, তৃতীয়তঃ কতিপয় বিজ্ঞ বাঙ্গালী ইহার রচয়িতা, চতুর্থতঃ কেরী ইহার পরিকল্পক ও সম্পাদক। তিনি সূত্রধারের কাজ করিয়াছিলেন।

কথোপকথনের ভাষা চলিত বাঙ্গালা। মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদে'এর পর কোনো গ্রন্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই, কথোপকথনে কেরী ইহা পুনর্বার প্রয়োগ করিলেন। বাঙ্গালা গদ্যে চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ ইহাতে ঘটিলেও এই গদ্যকে আদর্শ করিয়া সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে হয় নাই। টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র), হুতোম (কালিপ্রসন্ন সিংহ), মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের রচনায় (যথাক্রমে আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ ও নীলদর্পণ প্রভৃতি নাটক) যে কথ্যভাষার প্রয়োগ আছে তাহার পূর্বপদ কথোপকথন গ্রন্থটিতে পাইতেছি।

ইহার সংলাপগুলিতে এমন একটি নাটকীয়তা আছে যাহা ইউরোপীয়দের রচিত, সঙ্কলিত বা সম্পাদিত অন্য কোনো বাঙ্গালা গ্রন্থে নাই। বাঙ্গালা গদ্যের চলিত রূপকে সাহিত্যের বাহন করিবার শুভ প্রয়াস বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কথোপকথন' গ্রন্থের মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার ভূমিকাতেই কেরী বলিয়াছেন—"The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work: and to undertake publishing of two or three more, principally translations from the Sangskrits." কথোপকথনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ইহা পাইতেছি, ইহার প্রকাশকাল ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় মধ্যে কেরী সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত দুইটি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, গ্রন্থ দুইটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (প্রকাশকাল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ) ও গোলোকনাথের 'হিতোপদেশ' (প্রকাশকাল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ)। এই দুইটি গ্রন্থেরই ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু বাঙ্গালা। কথোপকথনের ভাষা চলিত বাঙ্গালা; কথোপকথনের পূর্বে প্রকাশিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' সাধু বাঙ্গালার সহিত ফারসি শব্দের বহুল মিশ্রণ আছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি বাঙ্গালাভাষার প্রচলিত দুইটি রূপ সম্বন্ধে কেরী মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Indeed there are two distinct languages spoken all over the country, viz., the Bengali, spoken by the Brahmuns and higher Hindus; and the Hindostani, spoken by the Mussulmans and lower Hindus, which is a mixture of Bengali and Persian."[৫৮] ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু বাঙ্গালায় যে গদ্যগ্রন্থ রচিত হইল ও ফারসি মিশ্রণে সাধু বাঙ্গালার যে রূপ প্রতাপাদিত্য চরিত্রে দেখা গেল—ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা চলিত বাঙ্গালার স্থান নাই। কথ্যভাষাই জাতির মাতৃভাষা, ইহাতে দেশের আটপৌরে পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যায়, সাহিত্যের ভাষা তো জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়

বহন করে। কেরী সংস্কৃত-ঘেঁষা ও ফারসি কণ্টকিত বাঙ্গালা গদ্যের উভয়বিধ অতিরেক হইতে কথোপকথনের ভাষাকে মুক্ত রাখিয়া ইহাতে বাঙ্গালার কথ্য রূপটিকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

কথোপকথনের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৩১। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু পরিচ্ছেদের নাম হইতেই জানা যাইবে। পরিচ্ছেদগুলি যথাক্রমে—"চাকর ভাড়া করণ। সাহেবের হুকুম। সাহেব ও মুন্সি। পরামর্শ। ভোজনের কথা। যাত্রা। পরিচয়। ভূমির কথা। মহাজন আসামী। বাগান করিবার হুকুম। ভদ্রলোক ২ প্রাচীনে ২। শুপারিস। মজুরের কথাবার্তা। খাতক মহাজনি। সাধু খাতকি। ঘটকালি। হাটের বিষয়। স্ত্রীলোকের হাট করা। স্ত্রীলোকের কথোপকথন। তিয়ারিয়া কথা। ইজারার পরামর্শ। ভিক্ষুকের কথা। কার্য-চেষ্টার কথা। কন্দল। স্ত্রীলোকের হাটকরণ। যাজক যজমান। স্ত্রীলোক ২ কথাবার্তা। মাইয়া কন্দল। যজমান যাজকের কথা। জমিদার রাইয়ত। কথোপকথন।" কথোপকথন, সূচীপত্র।

উদ্ধৃত সূচীপত্র হইতে কথোপকথনের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। সে যুগের সমাজে নিত্য প্রত্যক্ষ প্রতিটি শ্রেণীর কথা ইহাতে আছে এবং আশ্চর্য এই যে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখের ভাষার পার্থক্যটি পর্যন্ত এই কথোপকথনে বিদ্যমান। সংলাপের এই বৈচিত্র্য দেখাইতে নিচে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

(১) উচ্চবর্ণের ভাষা॥ "ভট্টাচার্য আমাদের দেশে একটা প্রধান লোক বিদ্যাংশে বিবেচনাতে অতি ভাল লোক তিনি গেলেই আমাদের দেশের পাঠ গেল। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা কেমন আছেন। তাহারা মহারাজ চক্রবর্তী তাঁহারদের সহিত কার কথা তাঁহারদের প্রতিযোগীতার লোক আমার দেশে নাই।" কথোপকথন। ভদ্রলোক ২ প্রাচীনে প্রাচীনে। পৃষ্ঠা ৩২।

(২) নিম্নবর্ণের ভাষা॥ "হাড়ে ভেগো মাচকে যাবি কিনা আতিতো কোয়া ২ করিছে। মুই ফুকারিছি তুই ঘুমাইছিস।

বা। এক কাপড়কে আইয়াছে। হ্যাঁ ম্যাগ পড়েছে এখন কি জালে যাবাড় সময়। যা চেঁদে তুই মুইতো এখন যাব না। কালি ঢের আতি থাকিতে গিয়াছিনু। যাড় বলে খাবার মাচ পেনু না তাতো আজি ম্যাগ পড়েছে।

হাড়ে ভাই ম্যাঘের ভয়ে মোদের কাম চলে না ত্যাবেতো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনু। তোর বড় দেখি সুকবাসের শড়ীল হইয়াছে।"

কথোপকথন। তিয়ারিয়া কথা। পৃষ্ঠা ৫৬।

(৩) স্ত্রীলোকের ভাষা॥ "আসো গো ঠাকুরঝি নাতে যাই। ওগো দিদি কালি তোরা কি রান্ধেছিলি। আমরা মাছ আর কলাইর ডাল আর বেগুন ছেঁচকি করেছিলাম। তোদের কি হইয়াছিল। আমাদের জামাই কাল আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ভ হইয়াছিল।" কথোপকথন। স্ত্রীলোকের কথোপকথন। পৃষ্ঠা ৫৪।

সদ্যোদ্ধৃত তিনটি সংলাপে লক্ষণীয় যে, ইহার ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম সাধুরীতিই অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত তিনটি শ্রেণীর মানুষের কথ্যভাষার বৈচিত্র্যটিও ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে যে সামাজিক পার্থক্য তাহাই পরস্পরের ভাষার মধ্যে পার্থক্য ঘটাইয়াছে। ইহাকে স্টাইলের পার্থক্য বলিলে সব বলা হয় না; উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বাঙ্গালার জন-জীবনে একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও সামাজিক স্তরবিন্যাসের ফলে মানুষে মানুষে যে বিচিত্র গণ্ডী রচিত হইয়াছিল কথোপকথনের ভাষায় সেই বহু কথা সমন্বিত সমাজের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

কেরীর উদ্দেশ্য ছিল কথ্যভাষার সহিত সাহেব ছাত্রদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া, আমরা ইহাতে বাঙ্গালার সমাজচিত্র পাইলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এইভাবে গ্রন্থটি সঙ্কলয়িতার প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া একটি মহত্তর তাৎপর্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ইতিহাসমালা॥

বাইবেল বাদ দিলে কথোপকথনের পর কেরী সম্পাদিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যাপত্র নিম্নরূপ—

ইতিহাসমালা / or, / A Collection / of / stories / in the Bengalee Language. / Collected from various sources. / By W. Carey, D. D. / Teacher of the Sangskrit, Bengalee, and

Mahratta Languages, / in the College of Fort William / Serampore. / Printed at the Mission Press. / 1812."

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত কোনো গ্রন্থ তালিকায় উইলিয়ম কেরীর এই গ্রন্থটির নাম নাই। জন মারডকের "Catalogue of the Vernacular Literature of India" গ্রন্থ তালিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রন্থের নাম আছে কিন্তু তাহাতেও 'ইতিহাসমালা'র নাম নাই। গ্রীযারসনের 'The Early Publication of the Serampore Missionaries' নামক গ্রন্থের শেষে 'শ্রীরামপুর মেমযর্স' প্রথম দশটিব সংক্ষিপ্তসার আছে। ইহাতে 'ইতিহাসমালা' বাদ পডিয়াছে। এই গ্রন্থেব আলোচনা সুশীলকুমাব দে ও সজনীকান্ত দাস করিয়াছেন,[৫৯] কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ নহে।

'ইতিহাসমালা'র পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২০, ইহার মধ্যে আখ্যাপত্র ও একটি সাদা পৃষ্ঠা আছে। কাহিনীর সংখ্যা ১৫০—হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র হইতে সংগৃহীত গল্প, ধনপতি সদাগরেব কাহিনী, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কাহিনী, বীরবর, চোব চক্রবর্তী প্রভৃতি বিচিত্র কাহিনীর এই সঙ্কলন গ্রন্থটিকে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম গল্প-সঙ্কলন বলা যায়। ইহার পূর্বে এরূপ কোনো সঙ্কলন প্রকাশিত হয নাই। 'ইতিহাসমালা'য় কোনো ইতিহাস নাই, ইহাতে দেশের ইতিবৃত্ত রচিভ হয় নাই, গ্রন্থটি গল্প-সঙ্কলন মাত্র। রূপ-সনাতন-বীরবর প্রভৃতি কাহিনীতে ঐতিহাসিক কতিপয় চরিত্রেব নামমাত্র[৬০] আছে,—ঐ নামের ভিত্তিতে যে কাহিনী গডিযা উঠিযাছে, তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কয়েকটি রূপকথা, উপকথাও ইহাতে আছে।[৬১] ইতিহাসমালা যে গল্প সঞ্চয়ন ইহা বুঝাইতে নীচে গ্রন্থ হইতে দুইটি কাহিনী উদ্ধৃত করিলাম।

"এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণী বদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না। এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিব তাহার সহিত কল্যই কন্যার বিবাহ দিব। পরদিন প্রথম একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণ বদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে

পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরো পুর্বজন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্বতের মধ্যে একটা অতি বড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্বাঙ্গ জলমধ্যে একারণ আমার এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জলমধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজ কন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া ও বিবরণ শুনিয়া অতি তুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধরাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি—"[৬২]। অন্য আর একটি কাহিনী এরূপ—"বিবাহ হইতে অধিবাস শক্ত যে প্রসিদ্ধ আছে তাহার কথা এই। একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল সেস্থানে এক ব্যাঘ্র ঐ ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র ঘটকের ক্রন্দন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কারণ কান্দিতেছ ব্রাহ্মণ কহিলেক আমি ঘটক বিবাহের যোজকতা করিয়া ধনোপার্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির ভরণপোষণ করি আমি মরিলে তাহারা কোনমতে বাঁচিবেক না ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বিবেচনা করিলেক আমি ব্যাঘ্রীহীন ব্রাহ্মণ বিবাহের যোজকতা করে পরে কহিলেক হে ঘটক তুমি আমার বিবাহ দেও ব্যাঘ্রী না থাকাতে আমি বড় দুঃখী আছি তুমি আমার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে নষ্ট করিব না। ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেক বিবাহ করা বড় কঠিন অর্থ না হইলে হয় না। ব্যাঘ্র কহিলেক আমি অর্থ দিতে পারি ব্যাঘ্র পূর্বে একজন লোক মারিয়াছিল তাহার অনেক অর্থ ছিল সে সেই সকল অর্থ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত করিলে ব্রাহ্মণ অর্থ লইয়া কহিলেক এই অর্থেতেই তোমার বিবাহ হইবেক। কিন্তু বিবাহের পুর্বে অধিবাস করিতে হইবেক এবং সে বড় কঠিন। ব্যাঘ্র কহিলেক যদি আমার বিবাহ হয় তবে অধিবাস যে শক্ত তাহা আমি করিব। পরে ব্রাহ্মণ কহিল আমি গ্রামে গিয়া অধিবাসের সামগ্রী আয়োজন করিয়া আনি। ব্যাঘ্র ঘটককে অনেক অর্থ দিয়া বিদায় করিলেক। ব্রাহ্মণ বাটী আসিয়া চর্মকারের বাটী গিয়া এক চর্মের কলঘর লইল যাহাতে ব্যাঘ্র বন্ধন হয় ও ঐ বনে লইয়া গেল ব্যাঘ্র সেই স্থানে বসিয়া আছে ব্রাহ্মণ কল সহিত ব্যাঘ্রের নিকট গিয়া

কহিল এই অধিবাসের সামগ্রী ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদণ্ড শয়ন করিতে হইবেক। ব্যাঘ্র বিবাহের আহ্লাদে ঐ কলের মধ্যে শয়ন করিলেক। ব্রাহ্মণ কলের দ্বার বন্ধ করিযা অনেকে একত্র হইয়া ঐ কল সহিত ব্যাঘ্রকে নদীতে ফেলাইয়া দিলেক। ব্যাঘ্র কলের সহিত নদীতে ভাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক ব্যাঘ্রী দেখিয়া ঐ চর্মকল ধরিলেক ভিজে চর্ম দন্তে ছিঁড়িয়া ফেলাইলেক। তখন ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইযা উভয়েব মিলন হইল। ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী ঐ ব্রাহ্মণের বাটীতে গেল ব্রাহ্মণ দেখিয়া বড ভীত হইল ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে বড ভীত দেখিয়া অনেক প্রকার অভয় বাক্য কহিল। তুমি আমার বিবাহের ঘটক আমি তোমাকে তুষ্ট করিতে আসিয়াছি। এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে অনেক অর্থ দিয়া প্রণাম করিযা সেই বনে গেল।"[৬৩]

'ইতিহাসমালা'র প্রকাশকাল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ। কেরীর ব্যাকরণ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী দুইটি পৃথক ভাষা—ইহাদিগকে এক করিয়া দেখিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। বাঙ্গালার কতকগুলি উপভাযা আছে। ইহা ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ভাষা বলিয়া অবহেলিত—অথচ দেখিতেছি পূর্বভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ইহার প্রসার।"—

"The formation and genius of the two languages are so different that it would be improper to consider them as one...The Bengalee comprehends the dialects of Midnapore, Nudea, Dinagepore, Coochbehar, and that spoken about Dacca and Chittagung, which all differ from each other, and yet preserve the same formation and genius...The study of Bengalee has been much neglected from an idea that its use is very confined. I believe, however, that, it is the universal medium of conversation and business throughout the whole of Bengal, except among the servants of Europeans; and even they use it constantly in their own families."[৬৪]

বাঙ্গালাকে তিনি হিন্দুস্থানী প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহার বিভিন্ন উপভাষার মধ্য হইতে সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী একটি আদর্শ গদ্য খুঁজিতেছিলেন। তাঁহার বাইবেলের ভাষায় ইহা সম্ভব হয় নাই। কথোপকথন কথ্য বাঙ্গালায় সম্পাদিত বিচিত্র সংলাপ—ইহাতেও সাহিত্যের উপযোগী আদর্শ গদ্য পাওয়া গেল না। যাহা এতদিন সম্ভব হয় নাই 'ইতিহাসমালা'য় তাহা হইয়াছে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে আরবি-ফারসি প্রভাব মুক্ত বাঙ্গালা গদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, সংস্কৃতের প্রভাবও নাই। ইহাতে বাঙ্গালা গদ্যকে তাহার স্বরূপে পাইলাম। "রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে মাত্র বার বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে পণ্ডিত-মুন্সীগণের সমবেত চেষ্টা ও কেরীর বৈজ্ঞানিক নির্দেশের কথা স্মরণ করিতে হইবে। Syntax বা ভাষার অন্বয় বস্তুটা কেরী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। ফারসি মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং 'ইতিহাসমালা'য় সেরূপ ভাষা সঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।"[৬৫] 'ইতিহাসমালা'য় ছেদচিহ্নের ব্যবহার প্রায় নাই, এইজন্য অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে হয়। ছেদচিহ্ন দিয়া লিখিলে 'ইতিহাসমালা'র গদ্য নিঃসন্দেহে ভাববাহী, প্রকাশসম্ভব আদর্শ গদ্য।

কেরীর সকল রচনায় ভূমিকা আছে। ইহা কেরী রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এই ভূমিকায় তিনি গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে কিছু না কিছু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকরণ, অভিধান ও কথোপকথন উদাহরণ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। 'ইতিহাসমালা'য় কোনো ভূমিকা নাই। আমরা দুইটি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি (ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)—পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের মুদ্রণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা, প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অংশ—সবই হুবহু এক প্রকার,—প্রকাশের কাল এক। দুটি গ্রন্থই ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহারা একই সংস্করণের গ্রন্থ। আখ্যাপত্রে সংস্করণ সংখ্যা উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ১৮১২ খৃষ্টাব্দের আগে বা পরে ইহার কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই দিক দিয়াও 'ইতিহাসমালা' একক। কেরীর সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার জীবদ্দশায়

একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছিল,—প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কেবল 'ইতিহাসমালা'য় ইহার ব্যতিক্রম।

'ইতিহাসমালা'র ভাষা কথোপকথনের কথ্য বাঙ্গালা নহে, রামরাম বসুর ফারসি-কণ্টকিত বাঙ্গালা নহে, মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃত-সাধু বাঙ্গালাও নহে। ইহার ভাষা গল্প বলার ভাষা, যিনি গল্প বলিতেছেন তাঁহার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইলেও যেন শুনা যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। গল্পের রস সার্থকভাবেই ইহার কাহিনীগুলিতে বিকাশ পাইয়াছে। হিতোপদেশের কাহিনীর মতই উপদেশও ইহার গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ কাহিনীর অনুবাদ হইলেও অনুবাদস্থলের প্রাঞ্জল ভাষা ইহাতে আপন বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ১৫০টি কাহিনীকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—অনুবাদ, বাঙ্গালা কাব্য হইতে গৃহীত কাহিনী ও রূপকথা।

'ইতিহাসমালা'র সর্বশেষ কাহিনীর শেষাংশের রচনাভঙ্গী বিচিত্র। প্রথমে অংশটি তুলিয়া পরে ইহার আলোচনা করা গেল।

"মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিলে দুগণ্ডা
বাকী রহিল ষোল
তাহা হইতে আটটা জলে পলাইল
তবে থাকিল আট
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ
তবে থাকিল ছয়
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়
তবে থাকিল দুই
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই
তবে থাকিল এক
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ
এখন হইস যদি মানুষের পো
তবে কাটাখান খাইয়া মাছখান থো
আমি যেঁই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে।"

গ্রন্থে একটানা ইহা মুদ্রিত, আমরা পংক্তিগুলি সাজাইয়া দিয়াছি। ইহাকে ঠিক গদ্য বলা চলে না। কোনো সমালোচক ইহাকে 'ছড়া জাতীয় গদ্য' বলিয়াছেন।[৬৬] ইহা গদ্য নহে—ছড়াই। অবশ্য ছন্দের দোলায়, রচনাবৈশিষ্ট্যে নয়। ছড়ায় সুসংবদ্ধ কাহিনী গড়িয়া উঠে না—ইহাতে বিষয়ের ভার সহ্য হয় না। আলোচ্য অংশটিতে কাহিনীর বাঁধন আছে, যুক্তির জাল বিস্তার আছে। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে বিবৃত কাহিনীর মত অনেক ছড়া পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অদ্যাবধি প্রচলিত। ইহাতে যেটুকু গদ্য—সে শুধুমাত্র রচনা পারম্পর্যের ভঙ্গীতে। কাহিনী বলার ভঙ্গীকে অতিক্রম করিয়া এস্থলে চরিত্র চিত্রণ ঘটিয়াছে—ছয়গণ্ডা মাছ আনিয়াও যে হতভাগ্য গৃহস্বামী খাইতে বসিয়া গৃহিনীর নিকট নির্দেশ পান—"হইস যদি মানুষের পো, তবে কাটাখান খাইয়া মাছখান থো"—তাহার প্রতি আমাদের করুণা জাগে এবং পরক্ষণেই যখন শুনি "আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে,"—তখনই বুঝিতে পারি গৃহিনীটি মেয়ের মত মেয়ে ছিলেন এবং তাহার হাতে পড়িয়া ভদ্রলোকটিকে কাঁটাই খাইতে হইয়াছে। 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে এরূপ চরিত্র-চিত্রণ আর নাই।

'ইতিহাসমালা' প্রথম বাঙ্গালা গদ্য কাহিনী সঙ্কলন। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে যে,—অনুবাদস্থলেও ইহার বাঙ্গালা প্রাঞ্জল, কাহিনী বলার যে বিশেষ একটি ধরণের জন্য এই জাতীয় রচনা সার্থক হইয়া উঠে, 'ইতিহাসমালা'য় সেই বক্তার চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কথোপকথনের ভূমিকায় কেরী বলিয়াছিলেন যে, এদেশীয় কয়েকজনকে আমি লোকেরা যেভাবে কথা বলে তাহা বাস্তবানুগ করিয়া লিখিতে বলিয়াছি—"I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of domestic nature."[৬৭]

কিন্তু 'ইতিহাসমালা'য় কোনো ভূমিকা নাই যাহা হইতে ইহার রচনায় কাহাদের হাত ছিল বুঝা যাইবে। সমগ্র রচনাটি পড়িয়া আমরা বলিতে পারি ইহাতে একাধিক ব্যক্তির হাত ছিল না—কোনো একজনই ইহার আদ্যোপান্ত রচনা করিয়াছিলেন। অন্তরাল হইতে একজনের কণ্ঠস্বরই বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া আসে। ইহার রচনা হইতেই পাঠক ইহা বুঝিবেন, প্রমাণ করিবার মত কোনো প্রত্যক্ষ দলিল নাই।

কেরীর অন্যান্য রচনা ॥

বাঙ্গালা ভাষায় কেরী যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহার বাহিরে কেরীর রচনা কিছু কম নহে। ইহাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নীচে প্রদত্ত হইল। সামগ্রিকভাবে কেরীর কর্মপ্রচেষ্টার বিচিত্র ও বহুমুখীগতি বুঝিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।

অসমীয়া।

১। গসপেল অব মাথ্যু, মার্ক, লুক। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

২। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইংরাজী।

৩। Monthly Circular letters, relative to the missions in India, established by a society of Christians in England, called the Baptist Missionary Society. 1808-1819.

৪। Brief Memoirs of four Christian Hindoos, lately deceased. Mission House, Serampore. 1810.

৫। Hortus Bengal...or A Catalogue of the plants growing in the Hon'ble East India Company's Botanic Garden in Calcutta, by Dr. W. Roxburgh, by William Carey. 1814.

৬। Memoir relative to the Progress of the translations of the Sacred Scriptures, in the year 1816.

৭। Hints relative to the native schools, together with the outline of an institution for their extension and management. 1816.

৮। The First and Second Catechisms in English. 1817.

৯। Friend of India—magazine, 1878. Editor J. Marshman and Sub-editor W. Carey.

১০। Flora Indica by Dr. W. Roxburgh—edited by Dr. W. Carey, and Dr. Nathaniel Wallich, Vol I, 1820, Vol II, 1824.

১১। Statement relative to the administration of the funds entrusted to the Serampore Missionaries. 1820.

১২। Thoughts on propagating Christianity more effectually among the heathen. 1825.

ওড়িয়া।

১৩। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১৪। Histrorical Books, (Pentateuch and Psalm's translation). 1812.

১৫। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট, সম্পাদনা ও সংশোধন উইলিয়ম কেরীর; অনুবাদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

কনৌজী (পশ্চিমী হিন্দীর কনৌজী উপভাষা)।

১৬। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ।

কোঙ্কানী (মারাঠীর উপভাষা কোঙ্কানী ভাষা)।

১৭। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কানাড়ী।

১৮। A Grammar of the Kurnata Language. 1817.

১৯। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ।

কাশ্মীরী।

২০। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ।

২১। Pentateuch. 1827.

২২। Historical Books. 1832.

কুমায়ুনী।

২৩। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২৪। Mathew. 1815-16.

২৫। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গুজরাটী।

২৬। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ।

জয়পুরী।

২৭। The Gospel of St. Matthew. 1823.

তেলেগু।

২৮। A Grammar of the Telinga Language. 1812.

২৯। New Testament. 1818.

৩০। Pentateuch. 1821.

পাঞ্জাবী।

৩১। A Grammar of the Panjabee Language. 1812.

৩২। Pentateuch. 1817.

৩৩। Historical Books. 1819.

৩৪। Prophetical Books. 1826.

মারাঠী।

৩৫। A Grammar of the Mahratta Language to which are added dialogues in familiar subjects. 1805.

৩৬। A dictionary of the Mahratta Language. 1805.

৩৭। New Testament. 1811.

সংস্কৃত।

৩৮। A Grammar of the Sangskrit Language composed from the works of the most esteemed grammarians to which are added examples for the exercise of the students and a complete list of dhatoos or roots. 1804.

৩৯। The Ramayan of Valmeki edited by W. Carey and J. Marshman. 1804.

৪০। Sankhya Pruvuchuna Bhashya. 1808.

৪১। New Testament. 1809.

৪২। ঈশ্বরস্য সর্ববাক্যম্। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ।

৪৩। Pentateuch. 1811.

৪৪। Prophetical Books. 1818.

হিন্দী।

৪৫। নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ।

৪৬। Pentateuch. 1812.

৪৭। Prophetical Books. 1815.

বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় রচিত কেরীর রচনাগুলির যে তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ বাইবেলের অনুবাদ, দ্বিতীয়তঃ অভিধান-ব্যাকরণ ও তৃতীয়তঃ সংস্কৃত কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ। বাইবেলের অনুবাদে ও অভিধান-ব্যাকরণে তিনি একাই সব কিছু করিয়াছিলেন—এরূপ বলা ভুল হইবে। তিনি সম্ভাব্য সাহায্য সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া বিষয়বস্তুকে নিজের পরিকল্পনানুযায়ী রূপ দিয়াছিলেন। ভারতীয় ভাষার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা কেরীকে এতগুলি ভাষায় প্রাজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিল অথবা তিনি ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার জন্য এতগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন তাহা নহে—কেরীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতীয় ভাষাগুলিতে বাইবেল প্রকাশ। এইজন্য ব্যাকরণ ও অভিধান ব্যতীত অন্য কোনো রচনা নাই—যাহা আছে তাহা বাইবেল। গ্রন্থতালিকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ভাষা শিখিয়াই কেরী যাহা করিয়াছেন তাহা হইতেছে খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। বহুভাষায় রচিত কেরীর সমস্ত গ্রন্থগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি বাইবেল প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এতগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন। কেরীর জীবনসাধনার লক্ষ্য ভারতীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই উদ্দেশ্য সাধনই তাঁহার ব্রত হইয়াছিল। ইহার পর যাহা বাকি থাকে তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ও দুইটি সঙ্কলন গ্রন্থ। সঙ্কলন গ্রন্থ দুটি পাঠ্যপুস্তক—ইহাদের রচয়িতা কেরী নহেন, তিনি সংগ্রাহক ও পরিকল্পকমাত্র। এই গ্রন্থগুলির পশ্চাতে কোনো ধর্ম প্রচারকের ছায়া আমরা লক্ষ্য করি নাই। এখানে কেরীর শিক্ষক ও শিক্ষার বাহন হিসাবে যেখানে বাঙ্গালাভাষা ব্যবহৃত সেখানে এই ভাষাকে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহিত্যে প্রয়োগ করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করি। কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণটিই সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত প্রথম ব্যাকরণ। ইহার প্রথম তিনটি অধ্যায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পরে সম্পূর্ণ ব্যাকরণটি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার রচনায়ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি কেরীকে সাহায্য করিয়াছিলেন; লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদেও কেরীকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সাহায্য করিয়াছিলেন।[৬৮] রামায়ণের অনুবাদ একা কেরীর নহে, জোশুয়া মার্শম্যান

তাঁহার সহিত এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া সাফল্য-অসাফল্যের অর্ধেক দায়িত্ব কেরীর। একমাত্র 'সাঙ্খ্য প্রবচন ভাষ্য' গ্রন্থ কেরীকৃত। ইহার কোন কপির সন্ধান আমরা পাই নাই—এইচ. এইচ. উইলসনের রচনায় ইহার উল্লেখ মিলিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'কেরীর সাঙ্খ্যদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি শ্রীরামপুর প্রেস হইতে ছাপার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল'।[৬৯] ইহারা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—এরূপ উল্লেখ কোথাও নাই। ইহাই কেরী-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কেরীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করিয়া আমরা কেরীর সংস্কৃত শিক্ষার পশ্চাতে যে মানসিকতা কাজ করিয়াছিল তাহার সন্ধান করিব। আমরা দেখিয়াছি তিনি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি শিখিয়াছিলেন ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে। সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল রচিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল—তবে কি কেরী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতেই এই ভাষা শিখিয়াছিলেন? অথবা সংস্কৃত শিখিলে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি সহজেই শিখিতে পারিবেন বলিয়া তিনি ইহার শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন? প্রাচ্যবিদ্যা সংস্কৃত গ্রন্থে গুপ্ত রহিয়াছে, এই ভাষা শিখিলে গোপন বিদ্যা তাঁহার করায়ত্ত হইবে ভাবিয়া কি তিনি সংস্কৃত শিখিলেন?—এই প্রশ্নগুলির সমাধান প্রয়োজন। কেরী-চরিত্রের অপরিসীম অধ্যবসায় ও উদ্যমের গোপন উৎস ইহার পশ্চাতেই লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কেরীর চিঠিপত্রই বিষয়টির আলোচনায় আমাদের অন্যতম সহায়। বাঙ্গালাদেশে আসিয়া তিনি যে মুন্সীকে নিযুক্ত করিলেন তিনি আরবি-ফারসি ও সংস্কৃত জানিতেন, বাঙ্গালা তো জানিতেনই। রামরাম বসু কেরীকে বাঙ্গালা কতখানি শিখাইয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার সাহচর্যে কেরী এদেশের ভাষা সমস্যার বিষয়টি বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কৃত না জানিলে যে প্রতিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের সহিত যোগাযোগ সম্ভব নহে এবং বাঙ্গালাদেশের ভাষার মূল সংস্কৃত—এই দুইটি বিষয় ধরিয়া লইয়াই তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থাদির কথাও তিনি জানিতেন।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কেরীর চিঠিতে প্রথম সংস্কৃত অধ্যয়নের তারিখ মিলিল।

তিনি জার্ণালে লিখিতেছেন, আমি প্রায় তিন বৎসর সংস্কৃত পড়িতেছি, কিন্তু এই ভাষার বেশী কিছু জানি না—

"I have been near three years learning the Sanskrit language, yet know very little of it."[১০]

তাহা হইলে কেরী ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার পদ্ধতি ছিল ভাষাতাত্ত্বিকের—যেমন যেমন শিখিতেছিলেন, তেমনি তেমনি পৃথিবীর জন্য একটি প্রাচীন ভাষা হিব্রুর সহিত ইহার তুলনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সংস্কৃত ও হিব্রু শব্দের ধাতু সৌসম্য দেখিয়া তিনি সংস্কৃত অভিধানে হিব্রু ধাতুর সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা করিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দেও রাইল্যাণ্ডকে তিনি লিখিলেন—"সাধারণ ব্যবহারে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই সমুদয় শব্দ লইয়া সংস্কৃতের অভিধান প্রণয়ন করিতেছি—ইহাতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী প্রতিশব্দ থাকিবে; গ্রন্থটি অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে সংস্কৃত শব্দের ধাতুর সহিত হিব্রু ধাতুর যেখানে যেখানে সামান্যও সাদৃশ্য রহিয়াছে—তাহা ইহাতে সন্নিবেশ করিব।"

"I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengalee and English in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced : and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots where there is any familiarity between them."[১১]

ইতিমধ্যে তিনি মহাভারত পড়িয়াছেন এবং ইহার সহিত হোমারের মিল খুঁজিয়া পাইয়াছেন, ইহাকে পৃথিবীর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

"I have read a considerable part of the 'Mahabharata' an epic poem written in most beautiful language, and much on a par with Homer, and were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius, I should think it one of the finest productions in the world."[১২]

এই অধ্যয়ন মদনাবাটীতে রামরাম বসুর সহায়তায় হইয়াছিল—তখনও মুন্সী বিতাড়িত হন নাই। এই চিঠির প্রায় দুই মাস পরে রামরাম বসুকে দুশ্চরিত্রতার জন্য কেরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেরী কয়েক বছরের মধ্যে সংস্কৃত শিখিয়া, মহাভারত পড়িলেন, ইহাতে জাতীয় মহাকাব্যের ব্যপ্তি লক্ষ্য করিলেন, পৃথিবীর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি বলিয়া মহাভারতকে অভিনন্দিত করিলেন; সংস্কৃত ভাষার সহিত হিব্রুর মিল দেখিয়া সংস্কৃত ও হিব্রুর তুলনামূলক অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। এই সকল বিবরণ হইতে কেরীকে ভাষা শিক্ষায় আদর্শ ছাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার সহিত ধর্মবোধ বা প্রচারক আসিয়া জুটে নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক তখন ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা আরম্ভ করিলেন—

"I am also appointed teacher of the Sunskrit language; and though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it. I am therefore, writing a grammar of that language, which I must also print, if I should be able to get through with it, and perhaps a dictionary, which I began some years ago."[১৩]

কেরীর ব্যাকরণ রচনায় শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল। এই সকল চিঠিপত্র হইতে কেরীর যে পরিচয় পাইতেছি তাহার সত্য-মিথ্যা বিচার করিবার প্রয়োজন কেহই অনুভব করিবেন না। কিন্তু অকস্মাৎ আর একটি চিঠি কেরী সম্বন্ধে যাবতীয় ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। আমরা চিঠিটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"I have been much astonished lately at the malignity of some of the infidel opposers of the Gospel, to see how ready they are to pick every flaw they can in the inspired writings, while these very persons will labour to reconcile the grossest contradictions in the writings accounted sacred by the Hindoos, and will stoop to the meanest artifices in order to apologize for the numerous glaring falsehoods and horrid violations of all decency and decorum, which abound in

almost every page. Anything, it seems, will do with these men, but the word of God. They redicule the figurative language of scripture, but will run allegorymad in support of the most worthless productions that ever were published. I should think it time lost to translate any of them. An idea, however, of the advantage which the friends of christianity may obtain by having these mysterious nothings (which have maintained their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested brahmins) exposed to view, has induced me, among other things, to write the Sangskrit Grammar, and to begin a dictionary of that language. I sincerely pity the poor people, who are held by the chains of an implicit faith in the grossest of lies , and can scarcely help despising the wretched infidel who pleads in their favour , and try to vindicate them. I have long wished to obtain a copy of the vades (foot note : The most sacred writings of the Hindoos) and am now in hopes I shall be able to procure all that are extant. If I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, *pro bono publico*."[৭৪]

ইহা হইতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান রচনা ও বেদ প্রভৃতির অনুবাদের অন্তরালে কেরীর মনোভাবটি সুস্পষ্ট হইবে। চার্লস উইলকিন্স গীতার যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে প্রাচ্যবিদ্যা ইউরোপখণ্ডে প্রকাশের সুমহৎ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেরীর সংস্কৃত অধ্যয়ন ও বেদাদি অনুবাদের পশ্চাতে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকের মনোভাব লুক্কাইত ছিল। প্রচারক মনোবৃত্তি সর্ববিধ ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে জাতিকে বিচার করিবার সত্যদৃষ্টি হইতে কেরীকে বঞ্চিত করিয়াছিল। আমাদের মতে মহানুভব কেরী-চরিত্রের ইহাই একটিমাত্র কলঙ্কবিন্দু।

কেরী কোলব্রুকের নিকট হইতে তাঁহার সংগৃহীত 'বেদ' গ্রন্থ সম্পাদন ও

মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড তাঁহার জার্ণালে, ১লা এপ্রিল ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ, বলিতেছেন—

"Mr. Colebrooke has offered to lend brother Carey all the Vedas which he has been able to procure; if we will print them; and this we have promised to do."[১৫]

কেরী 'বেদ' মুদ্রণের জন্য ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন –

"We have had many things to print for the College, and are now contemplating an edition of the Vedas."[১৬]

বেদ অধ্যয়নে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ও বেদের সত্যমূল্য কেরীর নিকট ক্রমে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মহত্ব প্রমাণ করিয়াছিল। প্রথম দিকে কেরী যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন মাঝখানে ধর্ম-যাজকের সংস্কার আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তিনি পরধর্মবিদ্বেষী হইয়াছিলেন। বেদ অধ্যয়নের পশ্চাতে এই মনোভাবই কাজ করিয়াছিল। অধ্যয়ন যখন শেষ হইল তখন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের যে "numerous glaring falsehood and horrid violations of all decency and decorum" তাঁহাকে উত্তেজিত করিতেছিল তাহা প্রশমিত হইল। হিন্দু-ধর্মের অসারতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া তিনি এই ধর্মের মধ্যে সত্য আবিষ্কার করিলেন। কেরী-জীবনের তিনটি অধ্যায় আমরা এইভাবেই খুঁজিয়া পাইলাম।

প্রথম অধ্যায়॥ বাঙ্গালা দেশে পদার্পণ করিবার পর হইতেই তিনি অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক।

দ্বিতীয় অধ্যায়॥ মাঝখানে তিনি বিদ্বিষ্ট ধর্মপ্রচারক—এই সময় হিন্দুধর্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ও হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে অসত্য দর্শাইয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন, বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, মিঃ সাটক্লিফকে লিখিয়াছেন—

"I sincerely pity the poor people who are held by the chains of an implicit faith in the grossest of lies; and can

scarcely help despising the wretched infidel who pleads in their favour and try to vindicate them."

এই সময়ই তিনি "the grossest contradictions in the writings accounted sacred by the Hindoos" বাহির করিতে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করিলেন। 'Oriental Star' প্রভৃতি সংবাদপত্রে মিঃ ল্যাং, কানিংহাম, লিন্‌ডেম্যান ও রোলটে প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরীর ছাত্রদল হিন্দুধর্মের অসারতা প্রমাণ করিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়॥ বেদাদি গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে হিন্দুধর্মের স্বরূপ বুঝিয়া কেরীর বিদ্বিষ্ট মনোভাব অনেকাংশে দূর হইয়াছিল—তিনি ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টীয় যাজকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। ধর্মকলহ, ধর্মবিদ্বেষ প্রভৃতি সর্ববিধ নীচতার ঊর্দ্ধে কেরী এই সময় সত্যকার যাজক বলিয়া বাঙ্গালায় পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের সহিত কেরীর আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেশীয় ভাষায় যে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহাতে স্বয়ং গভর্ণর ওয়েলেসলি উপস্থিত ছিলেন,—তাহাতে কেরী সভার শেষে সংস্কৃতে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"ইদানীং বৃদ্ধোহং কুমারিকাখণ্ডস্থানমধ্যে বহুদিনং বাসমকার্ষং দিনে দিনে অনেকলোকান্ প্রতি হিতোপদেশ করণায় ব্রাহ্মণৈঃ সহ সর্ব্ববিষয়ককথোপকথনায় কুমারিকাখণ্ডীয়বালকানাং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মশিক্ষাকরণনিমিত্তকসকলপাঠশালা কর্ত্তৃত্ব করণায় চ প্রবৃত্তোহমস্মি। বঙ্গীয়ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে। অন্যৈরন্যৈর্লোকৈরতেষাং বিষয়ে যদ্‌যজ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তং বহুকালাবধি এতদ্রাজ্যীয়নানাদেশস্থলোকৈঃ সহ ধারাবাহিক পরিচয়েন মম তদন্যূনসর্ব্ববিষয়কজ্ঞানং প্রাপ্তুং প্রাপ্তকালোঽভবৎ। অহমন্যদপি কথয়ামি যদ্যস্মিন্ দেশে জাতো ভবেয়ং তদা যথা তেষাং ব্যবহারক্রিয়াধারা অনুভবঞ্চ ময়া জ্ঞাতো ভবেৎ তদ্‌বৎ ইদানীং তৎ সর্ব্বং প্রায়ো জ্ঞাতমাস্তে।"[১১] "বর্তমানে আমি কুমারিকাখণ্ডে বহুদিন বাস করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি এবং প্রত্যহ অনেককে হিতোপদেশ দিতে, ব্রাহ্মণদের সহিত সর্ববিষয়ে কথোপকথন করিতে, কুমারিকাখণ্ডের বালকদের খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালা সকলের কর্তৃত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বঙ্গীয়ভাষা আমার স্বদেশীয়ভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া এখানে এবং এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ

পরিচয়ের ফলে আমার এখন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে যাহা পূর্বে কাহারো হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এদেশের ব্যবহারক্রিয়াধারা ও হৃদয়াবেগের সহিত আমি এরূপ নিবিড়ভাবে পরিচিত যে সত্য সত্যই কখনো কখনো নিজেকে এদেশীয় বলিয়া ভ্রম জন্মে।"—কেরীর এই মনোভাব ভবিষ্যতে আর কোনোদিন বিচলিত হয় নাই। জীবনের শেষদিকে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতিধারা আর একবার একটি পত্রে এমনিভাবেই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়াছে—

"····· my heart is wedded to India ; and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can."[১৮]

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রচিত এই পত্রে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত কেরীর সংস্কৃত বক্তৃতাই অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কেরী-ফাউণ্টেন-মার্শম্যান-ওয়ার্ড-ব্রান্স্ডন -তাহারও আগে টমাস—শ্রীরামপুর মিশনের সহিত জড়িত এই ছয়জন প্রাচীন ধর্মযাজকের মধ্যে ফাউণ্টেন ও ব্রান্স্ডন বাঙ্গালায় আসিয়াই দু'এক বৎসরের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহাদিগকে বাদ দিয়া একা কেরী ব্যতীত সবাই সুযোগ পাইলে একবার না একবার স্বদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন--কেবল কেরীই ইহার ব্যতিক্রম। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে একবার সেই যে যাত্রা করিলেন, সেই পথ আর কোনোদিন প্রত্যাবর্তনের মোড়ে আনিয়া দাঁড় করাইল না। কেরী কোনোদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার কথা চিন্তা করেন নাই। এই দেশকে আপনার দেশ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এরূপ অবস্থায়ও তাঁহার সত্যকার পরিচয় ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক। তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের ধর্ম ত্যাগ করেন নাই।

বাঙ্গালাদেশে বাসকালে কেরী-জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করি, তৃতীয় পর্যায়ে তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন দেখিতে পাই। চরিত্রের এই মুক্তি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সংযুক্তির ফল। বিচিত্র মানুষের সহবাসে, বিভিন্ন কর্মের উদ্যোগে ও শিক্ষকের পরিশীলিত মনোধর্মের বশবর্তী হইয়া ক্ষুদ্রপ্রাণ ধর্মযাজকের সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া কেরী ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টীয় যাজকে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহারই প্রকাশ তাঁহার পত্রটিতে—

"······my heart is wedded to India; and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can."

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত হইয়া চিন্তার ক্ষেত্রে কেরী যে সর্ব-ভারতীয় ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ 'বহু ভাষার অভিধান'—কেরী এই অভিধানটিকে 'ইউনিভারসেল ডিক্সনারী' বলিয়াছিলেন। যাজকতা হইতে শিক্ষকতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কেরী যে চিন্তাভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অভিধান প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় দান প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পশ্চাতে লর্ড ওয়েলেসলির আন্তরিক প্রয়াস সর্বদা কার্যকরী ছিল। নব্যভারতীয় ভাষাগুলির অধ্যয়ন ও এই সকল ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন—কলেজের অন্যতম পঠিতব্য বিষয়। ছাত্রগণকে ভারতীয় ভাষায় দ্রুতকথনের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইত। সংস্কৃতভাষা নব্যভারতীয় ভাষাগুলির উৎস বলিয়া ইহার অধ্যয়নও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট যে ঐতিহাসিক পত্রে লর্ড ওয়েলেসলি লণ্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টারগণকে কলেজের প্রয়োজনীয়তা ও এই কলেজে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

"The Shanscrit dialect being the source and root of the principal vernacular dialects prevalent in the peninsula, a knowledge of the Shanscrit must form the basis of a correct and perfect knowledge of those vernacular dialects." [৭৯]

এই দেশের বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাগুলির উৎসভূমি সংস্কৃত বলিয়া বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ওয়েলেসলি বুঝিয়াছিলেন। কেরী যখন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন তখন তাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে শিক্ষকতা যাজকবৃত্তিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করিবে না বরং মিশনারী কর্ম অধিকতর সাফল্যে অনুষ্ঠিত হইবে—

"Both Mr. Brown and Mr. Buchanan were of opinion that cause of the Mission would be furthered by it; and I was not able to reply to their arguments. I, therefore consented, with fear and trembling. They proposed me that day, or the next to the Governor-General who is patron and visitor of the College. They told him that I had been

a missionary in the country for seven yeras or more ; and as a missionary, I was appointed to the office."[৮০]

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সংস্কৃতের সহিত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শিক্ষানিকেতনে ধর্মযাজক কেরী শিক্ষকতা গ্রহণ করিলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে কোনো বাধার সৃষ্টি হইবে না, অন্ততঃ কলেজ কর্তৃপক্ষ এরূপ কোনো বাধা জন্মাইবেন না—এই প্রতিশ্রুতি কেরী নিয়োগের পূর্বেই পাইয়াছিলেন। মিঃ ব্রাউন ও বুকানন বলিয়াছিলেন "মিশনারী কর্ম ইহাতে পরিব্যাপ্তি পাইবে।" ফলতঃ ইহাই হইয়াছিল। শিক্ষকের ভাষা শিক্ষা ও মিশনারীর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল প্রকাশ—এই দ্বিবিধ লক্ষ্য একত্রিত হইয়া কেরীকে বহুভাষাবিদ করিয়া তুলিল। বহুভাষায় বাইবেল প্রকাশ তাঁহার আন্তরিক বাসনা, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এই প্রেরণা বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় প্রকাশিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকতা তাঁহার নিকট বহুভাষা শিক্ষার যে অপরিমিত সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল যাজকতার ক্ষেত্রে তাহার ফল বহুভাষায় বাইবেল প্রণয়ন, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ইহার সর্বভারতীয় রূপ 'ইউনিভারসেল ডিক্সনারী'। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ধর্মযাজক কেরী ধর্মপ্রচারের সীমিত ক্ষেত্র হইতে সর্বভারতীয় চিন্তাভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বহুভাষিক অভিধানটিতে ইহার স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে। তথাপি ইহা সত্য যে, এই সর্বভারতীয় ভূমিতে উপস্থিত হইয়াও ক্ষণিকের জন্যও বিস্মৃত হন নাই যে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, তবে এখন তাঁহার পরিচয় ভারতীয় ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবাপন্ন যাজক নহে, উদার ধর্মপ্রচারক।

কেরী-লিখিত একটি পত্রে তাঁহার মানসিকতার এই দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং সর্বক্ষেত্রেই মিশনারী কর্মপ্রচেষ্টার অনিবার্য আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে দেখিতে পাই—

("The necessity which lies upon me of acquiring so many languages, obliges me to study and write out grammar of each of them, and to attend closely to all their irregularities and peculiarities. I have therefore published grammers of three of them,—the Sunscrit, the Bengali and

Maharatta. I intend also to publish grammars of the others and have now in the press a grammar of the Telinga language, and another of that of the Seeks, and have begun one of the Orissa language. To these I intend in time to add those of the Kurnata, the Kashmeera and Nepala, and perhaps the Assam languages. I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to 256 pages quarto, and am not nearly through the first letter.......I am contemplating, and indeed have been long collecting materials for a universal dictionary of the oriental languages, derived from the Sunskrit, of which that language is to be the groundwork, and to give the corresponding Greek and Hebrew words. I wish much to do this, for the sake of assisting biblical students to correct the translation of the bible in the oriental languages, after we are dead, but which can scarcely be done without something of this kind; and perhaps another person may not in the space of a century, have the advantages for a work of this nature than I now have."[৮১]

বহুভাষিক অভিধানে গ্রীক ও হিব্রু শব্দ সংযোজনের যে পরিকল্পনা প্রথমে গৃহীত হইয়াছিল তাহার মূলে বাইবেলের অনুবাদে ভারতীয় ভাষাগুলির যথাযথ শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে পথনির্দেশের বাসনা ছিল। অর্থাৎ ভারতীয় ভাষাগুলির এই বিচিত্র অভিধানটির সঙ্কলনের পশ্চাতেও ধর্মযাজকের বাইবেল অনুবাদের ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন ছিল—ভবিষ্যতে যাঁহারা বাইবেল অনুবাদ করিবেন তাঁহাদের সুবিধার্থেই কেরী গ্রীক ও হিব্রু শব্দ সংযোজনের পরিকল্পনা লইয়াছিলেন, ভাষাতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা ইহার কারণ নহে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই। গ্রন্থটির যে অংশ শ্রীরামপুর কলেজে কেরী প্রদর্শনী গৃহের শো-রুমে রক্ষিত আছে তাহাতে তেরটি ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে—(১) সংস্কৃত

(২) কাশ্মীর ভাষা (৩) পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর ভাষা (৪) মধ্যদেশীয় ভাষা (৫) পার্বতী ভাষা (৬) মিথিলা ভাষা (৭) বাঙ্গালা ভাষা (৮) উৎকল ভাষা (৯) মহারাষ্ট্র ভাষা (১০) কর্ণাটক ভাষা (১১) গুর্জর ভাষা (১২) তৈলঙ্গ ভাষা (১৩) দ্রাবিড় ভাষা। গ্রন্থটির অনেকাংশ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডের সময় নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহা আর পুনরায় লিখিত হয় নাই। কেরী ইহা মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থাও আর করেন নাই। কোন্ অবস্থায় ইহার প্রকাশ ও মুদ্রণ বন্ধ হইল, কেন ইহা পরিত্যক্ত হইল—তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। আমাদের মনে হয় বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশে ও বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়নে কেরী আত্মনিয়োগ করিয়া দেখিলেন—এই অভিধান অনেকটা অপ্রয়োজনীয়। ইতিমধ্যে কোলব্রুকের সংস্কৃত অভিধানও প্রকাশিত হইয়াছিল। এরূপ বিরাটকায় অভিধান মুদ্রণের অসুবিধা বাঙ্গালা অভিধানের প্রথম খণ্ড (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশের সময় কেরী উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বহুভাষিক অভিধান মুদ্রণের অসুবিধা, মুদ্রিত হইলে ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ কেরীকে এই কর্মপ্রচেষ্টা হইতে বিরত করিয়াছিল। নতুবা আরব্ধ কর্মকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করা কেরীর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এই বহুভাষিক অভিধানটির যে সামান্য অংশ পাণ্ডুলিপি আকারে শ্রীরামপুরে রক্ষিত আছে তাহা কেরীর স্বহস্ত লিখিত। ইহা গ্রন্থপ্রণেতার ভাষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করিতেছে।

শ্রীরামপুর মিশনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালার জনজীবনের সহিত কেরীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের আর একটি উদাহরণ আছে—ইহা সহমরণ বিষয়ক। কেরীর পরিচালনায় শ্রীরামপুর মিশনারীগণ ১৮০৪ অব্দে চারিজনকে কলিকাতা ও চতুঃপার্শ্বে পঞ্চদশ ক্রোশ মধ্যে সহমরণ সংখ্যা গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন। কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণকে উক্ত প্রথা শাস্ত্রসম্মত কিনা তাহার প্রমাণপঞ্জী প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাহাকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতঃ লর্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে তিনি ইহা উল্লেখ করিলেন যে, এই জঘন্য নৃশংস প্রথা রহিত করণার্থে গভর্ণর জেনারেলকে একটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিনয়-পুর্বক নিবেদন করা হইল। গভর্ণমেণ্টের কাগজে সহমরণ প্রথা বিষয়ে এই প্রথম উল্লেখ। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর স্বল্পকাল মধ্যে স্বপদ পরিত্যাগ করিয়া

স্বদেশ প্রস্থান করিবেন বলিয়া এই গুরুতর চিরপ্রচলিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ-সিদ্ধ ও বিহিত বলিয়া বোধ করিলেন না।"[৮২] সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে সাধারণতঃ রামমোহন রায়ের নাম আমরা উল্লেখ করি, কিন্তু এই বিষয়ে কেরীর উদ্যমই সর্বাধিক ছিল। ওয়ার্ড বিদেশে এই বিষয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সহমরণ যে শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাহার প্রমাণপঞ্জী কেরীকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার দীর্ঘদিন পরে রামমোহন রায় বিষয়টি সরকারের নিকট উপস্থাপিত করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারক আইনে সহি করেন এবং ঐদিনই বিশেষ দূতের হাতে ইহা বঙ্গানুবাদের জন্য কেরীর নিকট প্রেরণ করেন। সেদিন রবিবার ছিল, তথাপি বৃদ্ধ ধর্মযাজক সমস্তদিনের পরিশ্রমে ইহার অনুবাদকার্য শেষ করিয়া স্বয়ং তাহা গভর্ণর জেনারেলের হাতে পৌছাইয়া দেন। সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনটি কেরীর অনুবাদ গ্রন্থ মধ্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহার কারণ এই নহে যে ইহাতে কেরীর প্রতিভার কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—ইহার কারণ এই যে—ইহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে দুষ্টপ্রথা প্রচলিত ছিল তিনি তাহা দূর করিতে প্রয়াসী ছিলেন। গীর্জার গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া জনসাধারণের সমাজজীবনে কেরীর পদচারণার চিহ্ন এইখানে পড়িয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে কেরীর স্থান নির্ণয়॥

শ্রীরামপুর মিশনারীগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি ধর্মপ্রাণ কেরী বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কিছু সংযোজন করেন নাই যাহা তাঁহাকে সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিতে পারে। তিনি বাইবেলের অনুবাদে, বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলনে দীর্ঘদিন নিযুক্ত থাকিয়া যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোনোটিই বর্তমানে চলে না। বাঙ্গালা বাইবেলের অনেক উন্নত অনুবাদ হইয়াছে, ইংরাজী রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিলেও চলে, বিদেশীর শিক্ষার জন্য কেরীর ব্যাকরণ অপেক্ষা অনেক ভাল ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে, কেরীর অভিধানও প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া কেবলমাত্র লাইব্রেরীর ভূষণ হইয়াছে—ইহাদের কোনো কার্যকারিতা নাই। কালের কষ্টিপাথরে সৃষ্টির ইতিহাসে কেরীর এই চরম ব্যর্থতাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সুতরাং সফল সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নে কেরীর বিচার চলিবে না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যাপকক্ষেত্র পরিভ্রমণ না করিয়া কেবলমাত্র গদ্যের ইতিহাসে কেরীর অবদান খুঁজিতে হইবে। এখানেও তিনি এমনকিছু সৃষ্টি করেন নাই যাহা আদর্শস্থানীয় বা রসসমৃদ্ধ হইয়া সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে। অনুবাদের খণ্ড গদ্য সাহিত্যের আদর্শ গদ্য হয় নাই। 'কথোপকথন' গ্রন্থের কথ্যভাষা বা 'ইতিহাসমালা'র গদ্য কেরী-রচিত নহে—তিনি গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্কলয়িতা। সুতরাং গদ্যসৃষ্টি ক্ষেত্রেও কেরী স্মরণীয় কিছু করিতে পারেন নাই।

তথাপি কেরী বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। ইহার কারণ অতি সংক্ষেপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ধারাবাহিক বিবরণীতে এক-জায়গায় বিবৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে --

"To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and parmanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future."[৮৩]

বাঙ্গালাভাষায় কাব্যক্ষেত্রে কোনো দৈন্য ছিল না, দৈন্য ছিল গদ্যে। সাহিত্যিক গদ্য চলিত ভাষার কাঠামোয় রচিত, কথ্যভাষাই গদ্যের ভিত্তিভূমি। কেরী যখন বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন তখন বাঙ্গালা ভাষার চরম দুর্দিন। আরবি-ফারসি ও পর্তুগীজভাষার চাপ এবং হিন্দুস্থানীর (হিন্দী) বহুল প্রচলন বাঙ্গালা-ভাষাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কেরী তাঁহার দু-একজন পূর্বসূরীর পথানুসরণ করিয়া বাঙ্গালাকে ভাষার মর্যাদা দান করিলেন। ঘোষণা করিলেন—ইহাতে ব্যবহারিক জীবনের সর্altবিধ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। আরবি-ফারসি ও হিন্দুস্থানী নহে, বাঙ্গালাই বহু উপভাষায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র বঙ্গে প্রচলিত। ইহা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে সর্বোত্তম। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচনায় পণ্ডিতগণকে উৎসাহিত করিলেন, গ্রন্থ প্রণয়নের সর্ববিধ সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিলেন। নিজে যাহা করিলেন তদপেক্ষা অধিক অন্যকে দিয়া করাইলেন। এইভাবে একটি বৃহৎ জাতির সর্ববিধ ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাঙ্গালা গদ্যকে তিনি স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় কেরী যখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সেই প্রথম দিনগুলিতে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক পরম শূন্যতা বিরাজ করিতেছিল। তিনি যখন ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন তখন বাঙ্গালা গদ্য কাহারও হাত না ধরিয়াই চলিতেছিল—প্রথম চলার দ্বিধাজড়িমা ত্যাগ করিয়া সে তখন ঋজু পথ ধরিয়াছে। কেরী ইহা দেখিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই কেরীর অবদান। বিষয়টি সংক্ষেপে এইভাবে বলা চলে—প্রথমতঃ উইলিয়ম কেরী বাঙ্গালাভাষাকে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া ইহাকে আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানী ও পর্তুগীজ ভাষার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া একটি বৃহৎ জাতির সর্ববিধ ভাব প্রকাশে সক্ষম পূর্ণাঙ্গ ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং ইহা প্রমাণ করিলেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বাঙ্গালা গদ্যের শূন্যক্ষেত্রে গদ্যগ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা করিলেন। নিজে যাহা করিলেন অন্যকে দিয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী করাইলেন। সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিয়া, পণ্ডিত বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি ছিল তাঁহাদের হাতেই বাঙ্গালা গদ্য পরিশীলনের ভার ন্যস্ত করিয়া নিজে পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা গদ্যকে স্বক্ষেত্রে আপনার আবেগে চলিবার গতি সঞ্চয়নে সাহায্য করিলেন।

বর্তমান হইতে অতীতের দিকে প্রায় দেড়শত বৎসরের ব্যবধানে কেরীর অবস্থান—তথাপি বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় আমরা এখনও তাঁহাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করি। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত কেরীর যোগ নির্ণয়ে ইহাই সর্বশেষ কথা।

দ্বাদশ অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। Vocabulary, H. P. Forster—Preface, Page IV.

২। কেহ কেহ ইহার প্রকাশকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ মনে করেন। কিন্তু ইহার ইংরাজী অনুবাদ এ বৎসরই জানুয়ারীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং The Government Gazette ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ইহার সমালোচনাও হইয়াছিল। সুতরাং মূল গ্রন্থটি ইহার পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৫ সনেই প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

৩। মিস কলেট রামমোহনের জীবনী আলোচনায় এই তারিখ দিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালার "রামমোহন রায়" জীবন চরিতে তারিখটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পৃষ্ঠা ৮৭।

৪। William Carey, D. D, Fellow of Linnacan Society—By S. Pearce Carey, Page 94.

৫। Memoir of William Carey—Mary Carey's letter addressed to Mr. Dyer—By E. Carey, Pages 24-25.

৬। Do —Page 38.

৭। সাহিত্য সাধক চরিতমালা : উইলিয়ম কেরী, পৃঃ। ৮।

৮। William Carey, D D --Pearce Carey, Pages 94-95

৯। William Carey's letter to his sister, dated 4th December, 1793.

(i) Carey's letter to his sister : Memoir of W. Carey—By E. Carey, Page 125.

(ii) Carey's letter to Sutcliff · Memoir of W. Carey—By E. Carey, Page 137.

(iii) Carey's Journal — ,, Page 158

(iv) ,, — ,, Page 165.

(v) Carey's letter to Sutcliff — ,, Page 198.

(vi) Memoir of William Carey, D. D—Carey's letter to Mr. S. Pearce—By E Carey, Pages 242 and 249.

১০। Memoir of William Carey D. D—Carey's letter to Pearce—By E. Carey, Page 242.

১১। Do — Carey's letter to Sutcliff—do—, Page 198.

১২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ফেলিক্স্ কেরী, পৃষ্ঠা ২১।

১৩। Memoir of William Carey D D.—Carey's letter to Pearce—By E. Carey, Page 242.

১৪। Carey's Journal, 28 September, 1798.

১৫। Carey's letter to Dr. John Ryland, dated 14 June, 1795.

১৬। The story of Carey, Marshman and Ward, the Serampore Missionaries—By J. C. Marshman, Page 273.

১৭। যথাক্রমে পৃষ্ঠা ১৫ এবং ৮৫।

১৮। The Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing, Page 8.

১৯। "......in the year (1797) when the Mudnabatty factory was given up. Dr. Carey purchased from Udny a small factory called Khidderpore

to which he removed with his family. The story of the Lallbazar Baptist Church."

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা ৮৮।

২০। Carey's letter to Dr. Ryland, dated April 1, 1799.

২১। The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol I—By J. C. Marshman, Page 80.

২২। Journal of William Ward, Monday, December 2, 1799.

২৩। William Carey D. D.—By S. P. Carey, Pages 180-181.

'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে সজনীকান্ত দাস এই উদ্ধৃতির পাঠান্তর দিয়াছেন।

২৪। William Carey, D. D—By S. P. Carey, Page 333.

২৫। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাসের অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।

২৬। Hints Relative to Native Schools, Serampore, Nov 20, 1816.

২৭। do

২৮। Thomas's letter to the Secretary, Baptist Mission Society, Kettering, 1792. (This letter was read in the meeting held on 10th January 1793.)

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা ৬৮।

২৯। Periodical Accounts Relative to the Missionary Society—Vol I, Page 18.

৩০। যিশুখ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত। প্রথম ভাগ, গীতসংখ্যা ৬।

৩১। Memoir of William Carey D. D.—By E. Carey, Page 329

৩২। do —Page 345.

৩৩। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা ৬২।

৩৪। ঐ

৩৫। Memoir of Willam Carey—The Missionaries to the Society October 10, 1800—By E. Carey, Page 403.

৩৬। Carey's letter to the Baptist Society, date 10. 1. 1799.

৩৭। Carey's Journal, September 28, 1799.

৩৮। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ—মুহম্মদ সিদ্দিক খান, পৃষ্ঠা ২১।

৩৯। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা ৫৮।

৪০। The Carey Exhibition of Early printing and Fine printing Chapter : Father of Printing in India, First Paragraph.

৪১। Carey's letter to Sutcliff, date, 16th January, 1798.

৪২। The Carey Exhibition of Early Printing etc. Chapter : Father of Printing in India.

৪৩। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ—মুহম্মদ সিদ্দিক খান, পৃষ্ঠা ৯৬।

৪৪। Carey's letter to Dr. Ryland, date April 1, 1799.

৪৫। মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত। দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম অনুচ্ছেদ।

৪৬। i, ii, iii, from the preface to the first edition and iv, v, from the preface to the fourth edition, Carey's "Grammar of the Bengalee Language".

৪৭। Preface to the first edition of Halhed's "Grammar of the Bengalee Language", Page IXX.

৪৮। Preface to the first edition of Carey's "Grammar of the Bengalee Language".

৪৯। ,, second edition ,,

৫০। Remarks on the character and labour of Dr. Carey, as an Oriental Schools and Translator, by H. H. Wilson, published in the book "Memoir of William Carey, D.D."—By E. Carey, Pages 587-610.

৫১। Memoir of William Carey, D. D.—By E. Carey, Page 125.

৫২। Carey's letter to Dr. Ryland. December 10, 1811.

৫৩। From Miscellaneous Notices, Calcutta Review, Vol. X, July-December, 1848.

৫৪। Carey's letter to Dr. Ryland, date 31st December, 1795.

৫৫। Carey's letter to Dr. Ryland, date 10th December, 1811.

৫৬। A Dictionary of the Bengalee Language Preface by Dr. Carey.

৫৭। কথোপকথন, ভূমিকা।

৫৮। Carey's letter to Mr. Sutcliff, August 9, 1794.

৫৯। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. Dey, Page 133.
বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা ১৪৯।

৬০। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী কথা। ইতিহাসমালা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার।
বীরবর কাহিনী। ইতিহাসমালা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার।

৬১। যেমন, "হরিণীবদনা রাজকন্যার" কথা। ইতিহাসমালা। চত্বারিংশ কথা। ব্যাঘ্র-ব্যাঘ্রী ও ব্রাহ্মণ কথা। ইতিহাসমালা। ষোড়শ কথা।

৬২। চত্বারিংশ কথা। ইতিহাসমালা।

৬৩। ষোড়শ কথা। ইতিহাসমালা।

৬৪। Carey's Bengali Grammar—First Edition—Preface.

৬৫। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা ১৫০।

৬৬। ঐ ঐ পৃষ্ঠা ১৫১।

৬৭। Colloquies—W. Carey—Preface.

৬৮। বাঙ্গালা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ—মহম্মদ সিদ্দিক খান, পৃষ্ঠা ১৪৪।

৬৯। ঐ

৭০। Carey's Journal, dated 28th Sept. 1798.

৭১। Carey's letter to Dr. Ryland, dated 6th July, 1797.

৭২। Do dated 18th April, 1796.

৭৩। Carey's letter to Dr. Ryland, dated 15th June, 1801.

৭৪। Carey's letter to Dr. Sutcliff, dated 17th March, 1802.

৭৫। Ward's Journal, dated 1st April, 1803.

৭৬। Carey's letter to Fuller, dated 2nd June, 1803.

৭৭। The College of Fort William in Bengal, London 1805, Chapter IX, Pages 174-175.

৭৮। Carey's letter to Mr. Dyar, dated 9th December, 1825.

৭৯। Letter of Marquis Wellesley, Respecting the College of Fort William, 1812. London. Clause 96, Page 96, date of the letter 5th August, 1802.

৮০। Carey's letter to Dr. Ryland, dated 15th June, 1801.

৮১। Carey's letter to Dr. Ryland, dated 10th December, 1811.

৮২। আদর্শচরিত কিম্বা কেরী, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান চরিত—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৮৮০, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

৮৩। Proceedings of the College of Fort William—Home Miscellaneous No. 567, Pages 65-66.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কেরীযুগের নবীন লেখক

কেরীযুগের প্রবীন লেখকেরা সকলেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলিলে কম বলা হইবে—তাঁহারাই শ্রীরামপুরের মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রাণের এমন একটি আবেগ সঞ্চার করিয়াছিলেন যাহা অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানটিকে খ্রীষ্টীয়জগতে সম্মানিত করিয়া রাখিয়াছে। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড এই গোষ্ঠীর ত্রয়ী কর্মী—টমাসও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, ফাউনটেন ও ব্রান্স্‌ডন প্রতিষ্ঠানটির একেবারে গোড়ার দিকে কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের সহকারী ছিলেন। এই দুইজনের অকালমৃত্যু না ঘটিলে ইঁহারাও কোনো-না-কোনো ভাবে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের সহিত যুক্ত হইতেন বলিয়া আমাদের ধারণা। ফাউনটেন বাইবেলের কোনো কোনো অংশের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। যে ত্রয়ীর প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশনের বর্তমান খ্যাতি, যাঁহাদের কর্মপ্রেরণা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নবযুগের সূচনা করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ওয়ার্ড ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেরী ও মার্শম্যান আরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন —কেরী ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং মার্শম্যান ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। কেরীর মৃত্যুর পর তিন বৎসর মার্শম্যান জীবিত ছিলেন কিন্তু এই সময় যেমন তিনি বৃদ্ধ তেমনি কর্মক্ষমও ছিলেন না। সুযোগ্য পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান মিশনের সর্ববিধ কর্ম পরিচালনা করিতেন। কেরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামপুর মিশনের প্রবীণ লেখকগণের ইতিহাস শেষ হয়, জোশুয়া মার্শম্যানের শেষ তিন বৎসরের জীবন নিভৃত বিশ্রামের জীবন—এই সময় তিনি মিশনের কোনো বৃহৎ কর্মে যুক্ত হন নাই, অবসর যাপনের মাঝে খ্রীষ্টীয় ধর্মালোচনায় তাঁহার দিন কাটিয়াছিল।

কেরীগোষ্ঠীর প্রবীণ লেখকদের পর শ্রীরামপুর মিশনের যাবতীয় কাজ উইলিয়ম কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র ফেলিক্স কেরী এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যানের উপর ন্যস্ত হয়। ইঁহাদের সহিত কেরীর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী, জন ম্যাক এবং উইলিয়ম ইয়েট্‌স যুক্ত হন। ইঁহারা সকলে ব্যাপটিষ্ট

মিশনারী সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই ধর্মচক্রের বাহিরে নবীন ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে জেমস ষ্টিয়ার্ট, মার্টন, জর্জ ওয়াট, রবিনসন প্রভৃতি লেখকের দল বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সভ্যগণের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছিল—একদল শ্রীরামপুর মিশনে কেরীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যদল উইলিয়ম ইয়েট্সের নেতৃত্বে কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটি ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফেলিক্স ও জন মার্শম্যান কোনোদিনই নবগঠিত ব্যাপটিষ্ট মিশনের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী যদিও ইয়েট্সের দলভুক্ত ছিলেন তথাপি জ্যেষ্ঠতাত উইলিয়ম কেরী ও বৃদ্ধ মার্শম্যানের বিরুদ্ধে কোনোদিন এমন কিছু করেন নাই, যাহাতে প্রাচীনেরা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। বাকী লেখকেরা কলিকাতায় তৎকালে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার সহিত জড়িত ছিলেন অথবা কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিতেন। আমরা ক্রমান্বয়ে ইঁহাদের বিবরণ দিতেছি।

মিশনারী কার্যক্রমের নূতন যুগ। এই সময় মিশনারী কার্যক্রম লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তিনটি ভিন্নধর্মী পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাহাদের কর্মোদ্যোগ চলিয়াছিল। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড যে অবস্থায় বাঙ্গালাদেশে মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাতে সঙ্ঘশক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার প্রয়োজন বেশী ছিল। তাঁহারা একই গোষ্ঠীভুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জনের জন্য যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কোনো মিশনারীকে করিতে হয় নাই। ব্যক্তিগত উপার্জনে সঙ্ঘের অর্থসামর্থ্য বর্ধিত করিয়া কেরী ও মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন। এই অবস্থা ক্লার্ক জন মার্শম্যান পর্যন্ত চলিয়াছিল। সরকার ও জনসাধারণ এই দুই বিরুদ্ধপক্ষের মধ্যে থাকিয়া প্রতিকূল পরিবেশে কেরী-মার্শম্যানকে কাজ করিতে হইয়াছিল। একদিকে হিন্দু-মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক প্রতিরোধ অন্যদিকে শাসনকর্তাগণের মিশনারী-কর্মের প্রতি অসন্তোষ—দ্বিবিধ বাধা প্রাচীন মিশনারীগণের কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত করিতেছিল। তদুপরি অর্থাভাব। এই প্রথম পর্যায়টি অতিক্রান্ত হইলে দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার শুরু। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের ফলে ভারতের ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চলে গ্রেটবৃটেনের যে কোনো অধিবাসী স্বাধীনভাবে বসবাস করিবার অনুমতি লাভ করে। ফলে বিভিন্ন মিশনারী

প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালায় ধর্মযাজক প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাজকতার সহিত শিক্ষকতা যুক্ত হইয়া মিশনারীদের ব্যক্তিগত অর্থসমস্যা দূর হইবার পথ উন্মুক্ত হইল। অনেক পাদরী স্কুল খুলিয়া বসিলেন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান অর্থাগমের জন্য গ্রন্থবিক্রয় ও প্রকাশের ব্যবসাও আরম্ভ করিলেন। কেরী ও মার্শম্যান প্রভৃতির সময় মিশনারী যাজকেরা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন না—তাঁহারা কখনও কখনও সাহায্য পাইতেন কিন্তু তাহাও অতি সামান্য ছিল। প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনারীগণের আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি বেন্তো-দে-সিজেস্ত্রে প্রথমে বেতনভুক ক্যাটাকিষ্ট ছিলেন, কিরনানদের সহিত পরিচিত হইবার এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতে স্নাতক (baptise) হইবার পরও তিনি সোসাইটি হইতে মাসোহারা পাইতেন। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড যখন শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন তখন মিশনের ও নিজেদের ভরণপোষণের জন্য নিজেদিগকেই অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী হ্যানা মার্শম্যানের অক্লান্ত চেষ্টায় শ্রীরামপুরের স্কুল শীঘ্রই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। স্কুল হইতে কম অর্থাগম হইত না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী করিয়া কেরী যে অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন মিশনের কাজেই তাহা ব্যয়িত হইত। সঙ্ঘকে শক্তিশালী করিতে ব্যক্তিগত উপার্জন প্রতিষ্ঠানে দান করাই প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক পরিবেশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেতনভুক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা এদেশে আসিয়া অর্থোপার্জনের অন্যান্য পথও অবলম্বন করিতেন। বিভিন্ন মিশনারী সংস্থাও অর্থাগমের বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করিতেন। স্কুল পরিচালনা, গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয়—অর্থোপার্জনের পরিচিত সহজ পথ ছিল। অনেক মিশনারী কলিকাতায় স্কুল খুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট সোসাইটি অর্থোপার্জনের জন্য উইলিয়ম ইয়েট্সের পরিচালনায় ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য ইয়েট্স শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

অর্থনৈতিক যে প্রতিকূল অবস্থা প্রাচীন মিশনারীদের প্রচারকর্মে বাধা-স্বরূপ ছিল তাহা অপসৃত হইলে বাঙ্গালাদেশে নূতন মিশনারীদের জন্য অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইল। কেরী-মার্শম্যান যে অর্থনৈতিক চাপ অনুভব করিয়া-ছিলেন তাহা ক্রমে দূর হইল। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচার ব্যাপারটি জাতীয় সমর্থন লাভ করিয়া ইউরোপে সমগ্র দেশগুলির সহানুভূতি লাভ করিল। এ-দেশীয়

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বিদেশ হইতে প্রচুর সাহায্য পাইতে লাগিল, তাঁহারা বেতন দিয়া ধর্মযাজক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ফলে সুসংবদ্ধ শ্রেণী-বিন্যস্ত মিশনারীদের প্রচলন হইল। কেরী-মার্শম্যান এই রীতির কথা কোনোদিন চিন্তাও করিতে পারেন নাই।

"The old economy of missions under which Dr. Carey and his associates embarked had passed away. Missions had attend the maturity and organisation of a National enterprise…the Societies were endowed with ample resources and were enabled to give adequate salaries to their missionaries and this brought in its train a new principle of subordination to which the Serampore missionaries were strangers."[১]

এই উভয়বিধ অবস্থার মাঝখানে আর একটি পর্যায় আছে। এই পর্যায়ে মিশনারী সংস্থার আভ্যন্তর-বিরোধ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ঘটনাটি কেবলমাত্র ব্যাপটিষ্ট মিশনের বলিয়া সমগ্র পরিবেশের সহিত ইহার যোগ অত্যল্প বলিয়া মনে হইবে কিন্তু ইহাকে অবলম্বন করিয়াই কলিকাতায় নূতন ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং দেখাদেখি অন্যান্য খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী গোষ্ঠীর সহিত শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সম্প্রদায়ের বিবাদ ও মতানৈক্য চরম অবস্থায় উপনীত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালায় ব্যাপটিষ্ট মিশন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের পরিচালনায় শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন এবং ইয়েট্স ও পিয়ার্সের পরিচালনায় কলিকাতায় নূতন ব্যাপটিষ্ট মিশন চালু হয়। লণ্ডনের ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটি কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের ব্যক্তিগত উপার্জিত সম্পত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং ইহা মিশনারীর পক্ষে অন্যায়ভাবে অর্জিত বলিয়া মনে করেন। পরিচালকগণের পরিশ্রমে এবং বিভিন্ন দানে শ্রীরামপুর মিশনের যে বিপুলায়তন সম্পত্তি—তাহার সমস্তই মূল ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং ইহাতে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না—এরূপ মত প্রকাশ করিয়া বিলাতের প্রবীণ সভ্যেরা চিঠি দিলেন। কেরী-মার্শম্যান-

ওয়ার্ডের অভিমত এই ছিল যে, বিলাতের ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির সহিত সম্পত্তির কোনো সম্পর্ক নাই, শ্রীরামপুরে মিশনারীগণের মনোনীত জন ক্লার্ক মার্শম্যান ত্রয়ী পরিচালকের (কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড) অবর্তমানে ইহার পরিচালক হইবেন, ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না, শ্রীরামপুর মিশনের সম্পত্তি বলিয়াই ইহা হইবে এবং কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের মনোনীত ব্যক্তিরাই ইহার ট্রাষ্টি হইবেন। বিরোধের ইহাই মূল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ইয়েট্‌স বিলাত হইতে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম পীয়ার্সও আসিয়া উপস্থিত হন। বিলাতের মূল সোসাইটির একজন প্রবীন পরিচালক স্যামুয়েলের পুত্র উইলিয়ম পীয়ার্স শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলে বিরোধ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইয়েট্‌স ও পীয়ার্সের সহিত কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরীও যোগ দেন। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড বিরোধী তিনজন তরুণ ধর্মযাজক এই বৎসরই শেষের দিকে শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া যান। ইহাতে কিন্তু কেরীর সহিত ইউস্টেস কেরীর পারিবারিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইয়েট্‌স ও পীয়ার্সকে লইয়া কলিকাতায় লণ্ডনস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির নূতন শাখা স্থাপিত হইল। কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশনারী প্রেসও প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নবনির্মিত সমিতির পথানুসরণ করিয়া অন্যান্য মিশনারী দলও কলিকাতায় উপস্থিত হইল। মিশনারী কর্মের নব পর্যায় আরম্ভ হইল। শ্রীরামপুরে প্রাচীনদের পথানুসরণ করিয়া ফেলিক্স কেরী ও জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুরে মিশনের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করিলেন, কলিকাতায় ইয়েট্‌স প্রমুখ মিশনারীগণ নূতন কর্মপন্থা অনুসরণ করিলেন।

ফেলিক্স কেরী ॥

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর মুলটনে ফেলিক্স কেরীর জন্ম। তিনি উইলিয়ম কেরীর দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম কন্যা-সন্তান দু' বছর বয়সে মারা যায়। ফেলিক্সকে লইয়া কেরীর পাঁচ পুত্র—ফেলিক্স, উইলিয়ম, পেটার, জেবেজ ও জোনাথান। প্রথম চারজন মুলটনে এবং পঞ্চম পুত্র মদনাবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। মদনাবাটীতে কেরীর তৃতীয় পুত্র পেটার মারা যান। জেবেজ যখন দেড় মাসের তখন কেরী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। ফেলিক্সের বয়স তখন সাড়ে ছয় বছর।

ফেলিক্স কেরীর জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে সামান্য বিতর্ক আছে। আমরা 'ডিক্সনারী অব ন্যাশন্যাল বাওগ্রাফী' গ্রন্থে এই তারিখ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ (কোনো নির্ধারিত দিন পাইতেছি না), 'ডিক্সনারী অব ইণ্ডিয়ান বাওগ্রাফী' গ্রন্থে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পাইতেছি। হিগিবোথাম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ দিতেছেন[২]। উইলিয়ম কেরীর ভগ্নী মেরী কেরী মিঃ ডায়ারকে যে দীর্ঘ পত্রে কেরীর জীবনেতিহাস লিখিয়াছেন[৩] তাহাতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর রহিয়াছে। আমরা এই দিনটিই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। সুশীলকুমার দে ও সজনীকান্ত দাসও ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবরই ফেলিক্স কেরীর জন্ম-তারিখ বলিয়া মনে করিয়াছেন।

সাড়ে ছয় বৎসর বয়সে ফেলিক্স কেরী পিতার সহিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আর কোনোদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। আমাদের আলোচ্য যুগে ফেলিক্স কেরীর মত বিচিত্র জীবন আর কোনো মিশনারীর ছিল না। চৌদ্দ বছর বয়স হইতে ফেলিক্স শ্রীরামপুর মিশনের কাজে কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের সহায়তা করিতে থাকেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কেরী গঙ্গাজলে তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা (Baptise) দেন—এই দিনই শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম ধর্মান্তরিত কৃষ্ণপালও কেরীর নিকট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর ফেলিক্স লণ্ডনের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সম্প্রদায়ের যাজক নিযুক্ত হইলেন কিন্তু যাজকতা তাঁহার মনোধর্ম ছিল না।

মদনাবাটীতে ফেলিক্স বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। কেরীর উদ্দেশ্য ছিল পুত্রকে সংস্কৃত পড়ান, তিনি জার্নালে লিখিয়াছেন—

"I had fully intended to devote my elder son to the study of Shanscrit my second to the Persian and my third to Chinese."

কেরীর আশা সফল হয় নাই। তৃতীয় পুত্র মদনাবাটীতে মারা যান, ফেলিক্স বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাল করিয়াই শিখিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে ছাপাখানার কাজে ফেলিক্স যে আনন্দ পাইতেন তাহা ধর্মপ্রচারে পাইতেন না। কেরী পুত্রকে পাদরি করিতে চাহিলেন, পুত্র ভিন্ন পথের পথিক হইলেন। ওয়ার্ড ইহা বুঝিতে পারিয়া মাঝে মাঝে ফেলিক্সকে লইয়া শ্রীরামপুরের পথে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে বাহির হইতেন। ফেলিক্স বাঙ্গালায় খুব ভাল বক্তৃতা দিতেন, ওয়ার্ড লিখিতেছেন—তিনি এমন প্রয়োজনীয় ও সুষ্ঠু ভাষণ বেশী শুনেন নাই। তথাপি

ফেলিক্স কেরীকে যাজকের পথে আনা সম্ভব হইল না। তিনি মিশনের ছাপাখানায় কর্মরত রহিলেন। ওয়ার্ড লিখিয়াছেন—

"Our labours for everyday are now regularly arranged. About six O'clock we rise : brother Carey to his garden, brother Marshman to his school at seven, brother Brunsdon, Felix and I to the printing press···Felix is very useful in the office·"[৪]

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেলিক্স পিতার নিকটে থাকিয়া নিরবধি মুদ্রণের ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। কেরী গ্রন্থানুবাদ ও সঙ্কলন করিতেন, ওয়ার্ড ও ফেলিক্স মুদ্রণের কার্য ত্বরান্বিত করিতেন, তাঁহাদের দ্বৈত প্রচেষ্টায় কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর রচনাবলী মুদ্রিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিত। তরুণ ফেলিক্স সেই সময় শ্রীরামপুর ছাপাখানার অন্যতম কর্মী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর ফেলিক্স মার্গারেট কিমলী নামক এক তরুণীকে বিবাহ করেন।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেলিক্সের জীবনে বহু উত্থান পতন ঘটে। টমাসের ন্যায় এক জীবিকা হইতে অন্য জীবিকায়, স্থান হইতে স্থানান্তরে তিনি অস্থির চিত্তে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কোথাও কোনো কর্মে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারেন নাই। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সি. বুকানন নামক এক ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান চীনে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করিবার জন্য ছয়শত পাউণ্ড দান করেন। শ্রীরামপুর মিশন হইতে ফেলিক্স চীনে যাইতে অস্থির হইয়া উঠিলেন। কেরী সদ্য-বিবাহিত পুত্রের চীন যাত্রায় বাধা দিলে ফেলিক্স অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। ঠিক হয় তিনি শ্রীরামপুরে থাকিয়াই চীনভাষা শিখিয়া বাইবেল অনুবাদে সাহায্য করিবেন। জোহানেস লাসার নামক একজন আর্মেনিয়ানের নিকট তিনি চীনভাষা শিখিবেন ব্যবস্থা হইল। ফেলিক্স পিতার প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তিনি চীন ভাষা শিখিলেন না। ঠিক এই সময় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ডঃ টেলার নামক একজন চিকিৎসক শ্রীরামপুরে আসেন এবং ফেলিক্স তাঁহার নিকট শল্য-চিকিৎসা শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে তিনি বিভিন্ন সময়ে রোগীর চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন। এমন সময় একদিন শ্রীরামপুরে মিঃ চেটার ও মিঃ মার্ডন উপস্থিত

হইয়া ব্রহ্মদেশে মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা করিতেছেন—বলিয়া গেলেন। বহির্বিশ্বের আকর্ষণ ফেলিক্সকে পাগল করিয়া তুলিল, তিনি রেঙ্গুন যাইবার জন্য অস্থির হইলেন। শ্রীরামপুর মিশনের কাজ পুরাদমে চলিয়াছিল, ফেলিক্স ইহার সহিত এমনভাবে জড়িত ছিলেন যে, কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ফেলিক্সের অন্যত্র কোথাও গমন পছন্দ করিলেন না। তাঁহাদের অভিমত ছিল যে, প্রয়োজন হইলে ছাপাখানার কাজে ওয়ার্ডের পরিবর্তে ফেলিক্স কাজ করিতে পারিবেন।—

"Mr. Ward and Dr. Carey were averse to his removal; they considered that as he was familiar with the economy of a printing office, he will be able to supply Mr. Ward's place in case of necessity, and that his complete knowledge of Shanskrit and Bengalee would render him a valuable assistant in the translation." "Brethren Marshman, Ward, myself and my son Felix are as fully employed as we can be in translating and printing the Scriptures. Felix looks over the printing, he examines the Shanskrit proofs having studided that language."[৫]

সুতরাং ফেলিক্স যে ছাপাখানার কাজে ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যাপারে অপরিহার্য বলিয়া কেরী প্রমুখের অপরিসীম স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিচালক ত্রয়ী এইজন্যই ফেলিক্সকে শ্রীরামপুর হইতে অন্যত্র যাইবার সর্ববিধ পরিকল্পনায় বাধা দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কোনো উপদেশ ফেলিক্স শুনেন নাই। তিনি মিঃ চেটারের সহিত ১৮০৭ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুনের পথে যাত্রা করিলেন, কলিকাতায় তাঁহার পত্নী ও দুই শিশু-সন্তান রাখিয়া যান। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি রেঙ্গুনে উপস্থিত হন এবং কয়েক মাস পরেই শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে আসন্ন-প্রসবা পত্নী অসুস্থ মার্গারেট কিমলীও শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুরে তাঁহার অসুস্থতা বাড়িয়া যায় এবং একটি শিশুপুত্র প্রসব করিয়া মারা যান। ফেলিক্স তিনটি শিশু-সন্তানকে কেরীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুনরায় রেঙ্গুন যাত্রা করেন। ব্রহ্মভাষা না জানিলে মিশনের কাজ চলিবে না—ইহাতে বাইবেল প্রকাশও সম্ভব হইবে না বলিয়া ফেলিক্স

ব্রহ্মভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন এবং এই সূত্রে রেঙ্গুনস্থ ব্রহ্মভাষী পর্তুগীজ দুহিতা ব্লাকওয়েলকে বিবাহ করেন। শীঘ্রই ব্রহ্মভাষায় অনুবাদ ও মুদ্রণের আয়োজন চলিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ব্রহ্মভাষার টাইপ প্রস্তুত শুরু হইল, ঠিক হইল ফেলিক্স এই ছাপাখানা সত্বর রেঙ্গুনে লইয়া যাইবেন।

ইতিমধ্যে ফেলিক্সের ডাক্তারি বিদ্যা জনসমাদর লাভ করিয়াছিল, তিনি বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মের রাজধানী ছিল আভা। ফেলিক্স রাজকীয় আমন্ত্রণে আভায় যান এবং নিজের আবিষ্কৃত 'টিকা' রাজ-পরিবারে ব্যবহার করেন। রাজা তাঁহাকে আভায় থাকিবার অনুমতি দান করেন এবং সেখানে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দেন। এই সময় ফেলিক্স পালি ভাষাও অধ্যয়ন করিয়া লন। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Mr. Felix Carey possessed much of his father's aptitude for the acquisition of languages, and looked forward with delight to the cultivation of the Burmese language and literature and the translation of the Scriptures. It was a new and untrodden field of labour, well suited to his enterprising spirit. He was master of Sanskrit language and familiar with the principles of Oriental philosophy. He had also applied with success to the study of medicine, and walked the hospitals of Calcutta for several years. He was twenty-two years of age when he entered on the undertaking for which he was well trained in the school of Serampore. He had not been long at Rangoon before he found ample scope for his medical skill, and was thus enabled to obtain favourable access to the heathen. He was the first to introduce the blessing of vaccination into the country, and was so happy as to obtain permission, at the outset of his career to operate on the child of the governor. He soon discovered, to his delight, that the learned language

of the country, the Pali, the parent of the vernacular tongue was a variety of the Sanscrit, adopted to the monosyllabic language of Burman. His literary progress was thus facilitated and he was enabled with the aid of a Pundit to compile a grammar of the Burmese language, and make a rough beginning with the translation of the Scripture."[৬]

ছাপাখানাটি পৌছিল কিন্তু ইহা স্থাপিত হইল না। রেঙ্গুন হইতে আভার পথে যে নৌকায় ইহা লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহা অকস্মাৎ ইরাবতীতে প্রবল ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। ফেলিক্স কেরীর চক্ষুর সম্মুখে ছাপাখানা, কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, সর্বোপরি তাঁহার পত্নী, পুত্র উইলিয়ম ও কন্যা ইরাবতীর স্রোতে তলাইয়া গেলেন। ফেলিক্স অর্ধোন্মাদ অবস্থায় আভায় পৌছিলেন। রাজা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং দুঃখের দিনে বন্ধুর মত কাজ করিলেন। ফেলিক্সকে তিনি রাজদূত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ চেটার ব্রহ্মে ব্যাপটিষ্ট মিশনের কাজ হইতে অবসর লইলে ফেলিক্স কেরীর হাতে মিশনের পরিচালন ভার পড়িয়াছিল। সম্পত্তির মালিক হইয়া তিনি বিপথগামী হন, মদ্যপানে ও ভোগবিলাসে কালাতিপাতের আলস্য তাঁহাকে পাইয়া বসে। কলিকাতায় রাজদূত হইয়া সেই আসক্তি প্রবল হইয়া উঠে, তিনি বহুবার ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতা কেরীকে ভোগলুব্ধ পুত্রকে লইয়া বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ফেলিক্সের যে গুণই থাক না কেন রাজদূত হইবার চারিত্রিক গুণাবলী তাঁহার ছিল না। দৌত্যকর্মে তিনি সম্পূর্ণ বিফল হইলেন। ব্রহ্মরাজ রাজধানীতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজের জীবন বিপদাপন্ন বুঝিয়া আত্মরক্ষা করিতে কোনক্রমে পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ঘটে। ফেলিক্স কেরীর এই সময়কার জীবন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"He wandered among the independent provinces of the east of Bengal, and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even in a novel. At one time repaired to the court of one of the barbarous chiefs on the frontier, and was constituted his prime

minister and generalissimo and led his forces to a conflict with the Burmese, in which from his utter ignorance of even the rudiments of military science, he was ignominously defeated and obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward, at Chittagong and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampore."[৭]

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডের সহিত ফেলিক্স কেরীর অকস্মাৎ সাক্ষাৎ ঘটে। ওয়ার্ড তাঁহাকে শ্রীরামপুরে লইয়া আসেন। এই সময় হইতে ফেলিক্স কেরী আর কখনও শ্রীরামপুর ছাড়িয়া যান নাই। প্রথম রেঙ্গুন যাত্রার পুর্বে তিনি যেরূপ মিশনের কাজে নিমগ্ন ছিলেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেরূপ বা তাহারও অধিক ঘনিষ্ঠভাবে পুনরায় তিনি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু বেশী দিন কাজ করিতে পারিলেন না। দীর্ঘ দিনের অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শীঘ্রই তিনি যকৃতের রোগে জরাক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ ছয়মাস রোগভোগের পর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বৃদ্ধ কেরী তাঁহার প্রিয় পুত্রের মৃত্যু উল্লেখ করিয়া ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লিখিয়াছিলেন—

"I am now nearly as well as before. A few weeks before, I was called to mourn the death of my eldest son, Felix. He was afflicted for about half a year with a disorder of liver, which baffled all medical skill."[৮]

সমাচার দর্পণে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ বাহির হইয়াছিল—"মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরী সাহেব ১০ই নভেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহুদেশ ব্যাপিনী ছিল।"[৯]

ফেলিক্স কেরীর গ্রন্থাবলী ॥

ফেলিক্স কেরীর বাঙ্গালা রচনা বেশী নাই, থাকিবার কথাও নহে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সময় তিনি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের

পাদরিপদে অভিষিক্ত ছিলেন, ছাপাখানার কাজেই সে সময় ব্যয়িত হইত। তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অনুবাদের সাহায্য ও প্রুফ সংশোধনে কাজে লাগিয়াছিল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বার্মিজ ও পালি ভাষা অধ্যয়নে ও এই দুই ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পালি ধর্মসূত্তের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে, ইহার ও ইংরাজী-বার্মিজ অভিধানের পাণ্ডুলিপি ইরাবতীর জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে দ্বিপ্রহরে ইরাবতী বক্ষে প্রবল বাত্যাতাড়িত হইয়া ফেলিক্স কেরীর নৌকা ডুবিয়া গেলে এই বিপর্যয় ঘটে। তবে বার্মিজ ভাষার ব্যাকরণটি পূর্বাহ্নেই কেরীর হাতে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া ইহা যথাসময়ে মুদ্রিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফেলিক্স ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন হইতে এই ব্যাকরণের বিষয় সম্বন্ধে পিতাকে লিখিয়াছিলেন—

"By this conveyance I send you the remainder of my grammar, the list of Burman verbals ; and a preface, which I must get you to look over ; reject what you think improper and make any addition you think is wanting. In my opinion a Pali translation of the scripture should be begun."[১০]

পালিভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ফেলিক্স করিতে পারেন নাই। তাঁহার বার্মিজ-ব্যাকরণের নামপৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ আছে, ইহা মুদ্রণারম্ভের কাল হইবে, কারণ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে লিখিত সদ্যোধৃত পত্রে ঐ ব্যাকরণের ভূমিকার কথা আছে। এই ব্যাকরণটি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল মনে হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের ম্যাথু অংশ শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়—আমাদের অনুমান ইহা ফেলিক্স কেরীর অনুবাদ, অনুবাদ অংশ সংশোধন করিয়াছিলেন ডঃ জন লিডেন। জন লিডেনের একটি গ্রন্থ—Comparative Vocabulary of the Burma, Malaya and Thai languages (By Dr. John Leyden, 1809.)— ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য ছিল। ফেলিক্স-অনূদিত বার্মিজ ভাষার 'ম্যাথু' অংশের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ফেলিক্স কেরীর বাঙ্গালা গ্রন্থ তিনটি—ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়, যাত্র্যগ্রসরণ ও বিদ্যাহারাবলী।

১ম গ্রন্থ। আখ্যাপত্র—"ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় / অর্থাৎ / জুলিয়াস কাইসরের ব্রিটিন দেশাতিক্রমাসময়াবধি, / আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধি সময় পর্যন্ত, / মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়. / তন্মধ্যে জুলিয়স কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ নামে রাজার মৃত্যু পর্যন্ত, / গোল্‌দস্মিৎ উপাধ্যায় কর্তৃক বিবরণীকৃতঃ। এবং ঐ জর্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধি সময় পর্যন্ত, / অন্য এক প্রথিত প্রাজ্ঞোপাধ্যায় কর্তৃক বিবরণীকৃত, / ফিলিক্স কেরী কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। C. S. B. S. / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি। শন ১৮১৯"

ইংরাজী আখ্যাপত্র এরূপ—

"An Abridgement / of the / History of England / from / The invasion of Julius Caesar to the death of the George the Second, / by Dr. Goldsmith ; / and continued, by an eminent writer, to the peace / of Amiens, in the year 1802 / Translated into Bengali / by F. Carey / Serampore : / Printed for the Calcutta School Book Society. 1820."

আখ্যাপত্রে পার্থক্য দেখিতেছি প্রকাশকালে—বাঙ্গালায় প্রকাশকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং ইংরাজীতে প্রকাশকাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থ প্রকাশের কাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। ইংরাজী আখ্যাপত্র প্রথমে ও বাঙ্গালাটি ইহার পরে আছে। আখ্যাপত্রের পর সূচীপত্র—"ব্রিটনদেশীয় বিবরণের মধ্যে যে২ প্রধানকল্প তন্নির্ঘণ্ট", মোট ৩৬টি অধ্যায়। গ্রন্থশেষে "Glossary / of words used in the / History of England" আছে। বাঙ্গালাভাষায় অপরিচিত কিছু সংখ্যক নূতন শব্দ ইংরাজী হইতে অনূদিত হইয়া এই শব্দসূচীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা—আখ্যাপত্র ও সূচীপত্র—৬, মূল গ্রন্থ—৪১২, শব্দসূচী—১৯ = ৪৩৭।

'ব্রিটনদেশীয় বিবরণ' গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃতবহুল, ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা সংস্কৃতভিত্তিক। নীচে এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা প্রদত্ত হইল—

১। "রুমীয়দিগের অধিকার হওনের পুর্বে ব্রিটিন দেশ পৃথিবীর অপর২ অংশেতে অত্যল্প খ্যাত ছিল অপর গাল্‌ দেশের সম্মুখতটে সকল তদ্দেশক প্রজাগণেরদের উদ্যোগ দ্বারা যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, তাহারি বাণিজ্যের কারণ অনেক২ সওদাগর সর্বদা সে দেশে যাইত ইহাতে অনুভব হয় যে ঐ সকল সওদাগরেরা, যে সকল সমুদ্র তীরেতে প্রথমতো বাস করিয়াছিল

কিছুকাল পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল, পরে সে দেশ অতি রমণীয় এবং বাণিজ্যোপযুক্ত দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুদ্রসন্নিধ্যবাস করিয়া প্রজারদের মধ্যে কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল কিন্তু সমুদ্রতটের দূরবাসী-লোকেরা সে ভূমি অধিকার করিয়া রাখা আপনারদিগের ধর্ম্ম ইহা বোধ করিয়া, এবং উহারা আমারদিগের অর্থের অপহারক এই বিবেচনাতে, ঐ নূতন আগত লোকেরদিগের সহিত সমুদয় ব্যবহার ত্যাগ করিল।"[১১] সংস্কৃতবহুল যে ভাষার জন্য গ্রন্থটি সমালোচিত হইয়াছিল সেই ভাষার নমুনা—"যখন চার্লস্ রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তখন ত্রিংশদ্বৎসরবয়স্ক ছিলেন, দেখিতে সুন্দর এবং আচারেতে বিচক্ষণ, তাহাতে সর্ব্বোতভাবে প্রজারদের মর্য্যাদাধার হওনোপযুক্ত পাত্র ছিলেন, এবং বন্ধন দশাতে আত্মমন্ত্রিবর্গেরদের সহিত নিত্যাহ্লাদামোদস্বভাবপ্রযুক্ত সিংহাসোপবিষ্ট হইলেও, ঐ সাদর স্বভাব ত্যাগ করিলেন না, এবং বাল্যাচরণপ্রযুক্ত তাঁহার পূর্ব্বীয় দ্বেষ জন্য অনিষ্টাচরণে কোনহ কাহারো শঙ্কা পাইবার আশঙ্কাও ছিল না।"[১২]

ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর প্রায় ৮ বৎসর পরে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের কথা প্রকাশিত হইলে 'লিটারারি গেজেট' পত্রিকায় ইহার ভাষা সম্বন্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণে ইহার উল্লেখ করিয়া একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইল—"ফিলিক্স কেরী সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং সকলের অগ্রাহ্য হইল…। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য হইতে পারে।"[১৩] সুতরাং দেখা যাইতেছে ফেলিক্সের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব সকলেই স্বীকার করিতেছেন; তদুপরি ইহার আধিক্য যে গ্রন্থের প্রচারে বাধাস্বরূপ হইয়াছিল তাহাও শ্রীরামপুর মিশনারী সংস্থা পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ' স্বীকার করিতেছেন। ফলিক্স কেরীর অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থেও এই একই দোষ দৃষ্ট হয়।

২য় গ্রন্থ। বিদ্যাহারাবলী। ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা গ্রন্থ।

ফেলিক্স যে বৈদ্যক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বিদ্যাহারাবলী'। এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম পর্বের অনুবাদ 'বিদ্যাহারাবলী'। ব্যবচ্ছেদবিদ্যা 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রারম্ভিক অধ্যায়—স্মরণীয় যে ফেলিক্স ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থটির বিজ্ঞপ্তি সমাচার দর্পণে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন প্রকাশিত হয়—"নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে যে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে। ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস মাস ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক, ঐ এক এক নম্বরের মূল্য ২ টাকা।"[১৪] ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত ১৪টি সংখ্যা 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশিত হইয়া ইহা একত্রে ঐ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থটির নামপৃষ্ঠা—"বিদ্যাহারাবলী/অর্থাৎ/বাঙ্গালাভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদ শিল্প/বিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী।/ তৎ প্রথম গ্রন্থ। / ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। / ফিলিক্স কেরী কর্তৃক/পঞ্চমবার ছাপাকৃত এনসেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে/বাঙ্গালাভাষায় কৃত।/ গরিষ্ঠ উইলিয়ম কেরী কর্তৃক তর্জমা বিবেচিত/এবং/শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক/ভাষা বিবেচিত ও শ্রীকবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি/কর্তৃক সাহায্যীকৃত।/ শ্রীরামপুর মিশিয়ণ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত।/ সন ১৮২০/"। ইংরাজী আখ্যাপত্র—"Vidyaharabulee/or/Bengalee Encyclopaedia. Vol I./Anatomy, translated into Bengalee/from the 5th editor/of Encyclopaedia Britannica/by F. Carey./ Assisted by Sreekanta Vidyalunkar and Shree Kobichundra Turkasiromoni, Pundits./The whole revised by the Rev. W. Carey, D. D./Serampore: Printed at the Mission Press. 1820."

দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থটিকে 'হাড়াবলী বিদ্যা' বলিয়াছেন। এন্সাইক্লোপিডিয়ার বাঙ্গালা 'বিদ্যাহারাবলী' না ধরিয়া যেহেতু ইহার বিষয় ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সেহেতু তিনি 'হারাবলী'কে 'হাড়াবলী' ধরিয়া ভুল করিলেন।[১৫]

গ্রন্থটি তিনভাগে বিভক্ত, ইহার প্রত্যেক ভাগকে 'কাণ্ড', কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত

এক একটি বিভাগকে 'অধ্যায়' এবং অধ্যায়ভুক্ত পরিচ্ছেদগুলিকে 'পর্ব' বলা হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডে ছয়টি অধ্যায়ে 'অস্তিবিদ্যা', দ্বিতীয় কাণ্ডে বারটি অধ্যায়ে 'তুল্যাতুল্য ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' এবং তৃতীয় খণ্ডে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিভাগ ছাড়াই 'ব্যবচ্ছেবিদ্যোৎপত্তিকারণ' বিবৃত হইয়াছে। এই অংশে তৎকালে প্রচলিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের একটি তালিকা আছে। সর্বশেষে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় ব্যবহৃত পাশ্চাত্ত্য ভাষার বিভিন্ন শব্দাবলীর বাঙ্গালা প্রতিশব্দের অভিধান আছে। এই পরিচ্ছেদের নাম "ব্যবচ্ছেদবিদ্যাসংজ্ঞার্থজ্ঞাপক এক অভিধান।" অভিধানাংশ ৪০ পৃষ্ঠা। সূচী প্রভৃতি সব মিলিয়া গ্রন্থটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৩৮।

বিদ্যাহারাবলীতে যে সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ফেলিক্স অমর রসভ জটাধর বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তর্জমাক্ষেত্রে যাহা কোষগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই তাহা যৌগিক ও সাধুশব্দ মিলিত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে লেখক বলিয়াছেন—"অপর অপর বিদ্যাগ্রন্থে সংজ্ঞা শব্দ না হইলে নির্বাহ হয় না অতএব যে স্থানে উপযুক্ত সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেই২ স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃত সংজ্ঞা গঠান গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় তাবদগ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কহি—উপযুক্ত সংজ্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কার্য্য অতএব এই বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থেতে যে২ সংজ্ঞা অনুপযুক্তা বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরিবর্তনে অন্য সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্লাদ-বিষয় হয় জানিবেন।"[১৬]

বিষয়টি দুরূহ ও দুর্বোধ্য দুই-ই। ফেলিক্স ইহাকে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বরে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। যে যে অংশ নিজে বুঝিয়া ভাবানুবাদে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র সেই অংশ দুর্বোধ্য হয় নাই। যেখানেই সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন সেখানেই সংজ্ঞা নিরূপক সংস্কৃতশব্দে ভাব-প্রকাশে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে।

ক। ভাষা যেখানে ভাববাহী সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে—

"ব্যবচ্ছেদবিদ্যাভ্যাসকরণে সুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দুই ভাগ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন প্রথমতঃ আনাতোসি অর্থাৎ শরীর কোন দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত এবং শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কি প্রকার এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত।" বিদ্যাহারাবলী—পৃঃ-১।

খ। সংস্কৃত শব্দবহুল প্রায় দুর্বোধ্য ভাষা—

"পৃষ্ঠের কণ্টাকৃতি প্রবর্ধনযুক্ত ঐ মাংসপেশী উৰ্দ্ধস্থ কট্যাবর্ত্তকের এবং অধঃস্থ পৃষ্ঠাবর্ত্তকের কণ্টাকৃতি প্রবর্ধনেতে প্রবিষ্ট হয়। পৃষ্ঠের কণ্টক প্রবর্ধন-প্রযুক্ত ঐ মাংসপেশী কশেরুকাবর্ত্তকাকে উত্তোলন করে।" বিদ্যাহারাবলী—পৃঃ-১৬১।

ফেলিক্স কেরীর 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ' পাশ্চাত্ত্য নাম উপাধি প্রভৃতির বাঙ্গালা প্রতিশব্দের জন্য জনপ্রিয় হয় নাই—ইহা যে গ্রন্থের ত্রুটি তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কথাই তাঁহার 'বিদ্যাহারাবলী' সম্বন্ধেও প্রযুক্ত। তবে বাঙ্গালা গদ্যের সেই উষালোকে সংস্কৃতকে অবলম্বন করিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ নাই। বিদ্যাহারাবলীই বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ব্যবচ্ছেদবিদ্যা গ্রন্থ। এই দিক দিয়া ফেলিক্স কেরী স্মরণীয়।

৩য় গ্রন্থ। যাত্র্যগ্রসরণ। ইহার আখ্যাপত্র—"যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ/ অর্থাৎ/ইহলোক হইতে পরলোক গমনবিবরণ।/ বিশেষতঃ/। ১। যাত্রিরা কোন বিষয় দ্বারা প্রথমে চালিত হইয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিল।/। ২। পথে তাহাদের কি২ দুঃখকষ্ট ঘটিয়াছিল। এবং/। ৩। বাঞ্ছিত দেশ কিরূপে স্বচ্ছন্দপুর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়াছিল এতদ্বিবরণ।/ মোহন্ বন্যানকর্তৃক তৎস্বপ্নলভ্য এই গ্রন্থ বিবরণ রচিত হইয়াছে।/ আমি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছি। হোশিআ বাক্য ১২।১০ পদ।।/ এতৎগ্রন্থের দুইভাগ।/ প্রথমভাগে যাত্রির স্বীয় অগ্রেসরণ বিবরণ।/ দ্বিতীয় ভাগে তাহার পরিবারের অগ্রেসরণ বিবরণ।/ এবং গ্রন্থান্তে গ্রন্থ কর্ত্তার সংক্ষেপিতো বিবরণ। ফিলিক্স কেরী কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অর্থসংগৃহীত।/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।/ ইংগ্রণ্ডীয় সন ১৮২১ শাল। বাঙ্গালা সন ১২২৮ শাল।"

ইংরাজী নামপত্র নিম্নরূপ—

The/Pilgrim's Progress/From This World/To/That which is to come./ By John Bunyan./Part I/Translated into Bengalee,/ By F. Carey./Serampore :/ Printed at the Mission Press./ 1821.

গ্রন্থটির বহুল প্রচলন ছিল। প্রথমবার ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জে. ডি. পিয়ার্সনের সম্পাদনায় নবকলেবরে ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, দ্বিতীয়বার ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে

ওয়েঙ্গার ইহার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেসের সাটন-কৃত অনুবাদ উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি—ইহার নাম "স্বর্গীয় যাত্রীর বিবরণ"। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা ট্রাষ্ট এণ্ড খ্রীশ্চান বুক সোসাইটি' হইতে এই গ্রন্থের অনুবাদ "যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ/অর্থাৎ/ইহলোক হইতে পরলোকে গমনের বিবরণ।/ প্রথমভাগ" প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষোক্ত গ্রন্থটি দ্বিভাষিক। ইহার অনুবাদ কে করিয়াছিলেন জানা যায় নাই। 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' গ্রন্থের অন্য আর একটি অনুবাদ 'যাত্রীকের গতি'। ইহাও উত্তর-পাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। অনুবাদকের নাম নাই। সুতরাং মূল গ্রন্থের অনেকগুলি অনুবাদ পাইলাম, ইহাদের প্রথমটি ফেলিক্স কেরী অনূদিত।

(১) যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ—ফেলিক্স কেরী।
(২) " —ফেলিক্স কেরী অনূদিত এবং পিয়ার্সন সম্পাদিত।
(৩) " —ফেলিক্স কেরী অনূদিত এবং ওয়েঙ্গার সম্পাদিত।
(৪) স্বর্গীয় যাত্রীর বিবরণ। সাটন।
(৫) যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ। কলিকাতা ট্রাষ্ট এণ্ড খ্রীশ্চান বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।
(৬) যাত্রীকের গতি—অজ্ঞাত।

ইংরাজীভাষায় রচিত গ্রন্থটির বহুল প্রচলনই ইহার এতগুলি অনুবাদের একমাত্র কারণ।

ফেলিক্স কেরীর অনুবাদের ভাষা এই গ্রন্থে অধিকতর সহজ ও সাবলীল। বিদ্যাহারাবলীতে সংস্কৃত শব্দের খোঁচায় প্রায় পদে পদে থামিয়া থামিয়া চলিতে হয়, ব্রিটিন দেশীয় বিবরণে বাক্যগঠনে অন্বয়ে ও ক্রিয়াপদের সংস্থানে এমন গোলমাল বাঁধিয়াছে যে অর্থগ্রহণের জন্য বাক্যের অঙ্গসংস্থান ঠিক করিয়া থামিয়া থামিয়া আগাইতে হয়, ইহারই মাঝে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ গঠনে অপ্রচলিত ও অল্পপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ইহাকে প্রায় অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। ফেলিক্স 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' গ্রন্থে অনুবাদ-ক্ষেত্রে এই সকল বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছেন। ইহার বাঙ্গালা সামান্য

বদলাইয়া লইলেই আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের রূপ লইতে পারে। নীচে ইহার ভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইল—

"কান্তাররূপ এই জগতে ভ্রমণ করতে যেখানে এক গুহা ছিল এমত একস্থানে আমি উপস্থিত হইয়া শয়ন করত নিদ্রায় পড়িলাম। পরে দেখ স্বপ্নে দর্শন করত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত আপন গৃহেরদিগে বিমুখ এক পুস্তক হস্তে এবং পৃষ্ঠে এক ভারি বোঝা এমত এক লোককে স্বপ্নে দেখিলাম। পরে দৃষ্টি করত সেই লোককে সেই পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে দেখিলাম এবং পাঠ করত সে ব্যক্তি ক্রন্দমান ও কম্পমান হইতে লাগিল। পরে অধিক ধৈর্যকরণে অসমর্থ হইয়া সে ব্যক্তি এক মহাবিলাপ শব্দ করিয়া আমি কি করিব এই কথা কহিয়া চেঁচাইতে লাগিল।" প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা—১।

উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থ ফেলিক্স কেরীর অনুবাদ—তিনটিই তাঁহার নামে প্রচলিত কিন্তু এমন কিছু কিছু রচনার সন্ধান মিলিতেছে যাহা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন শেষ করিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার রচনার কিছু অংশ অন্যে নিজের কোনো কোনো রচনার সহিত মিশাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এরূপ সম্ভাব্য রচনার তালিকা নীচে দিলাম।

১। বিদ্যাহারাবলী বলিতে ইংরাজী এনসাইক্লোপিডিয়া বুঝান হইয়াছে। ইহার প্রথম পর্বে ব্যবচ্ছেদবিদ্যার অনুবাদ হইয়া গেলে দ্বিতীয় পর্বে স্মৃতিশাস্ত্র—(Jurisprudence) বাহির করিবার কথা হইয়াছিল। ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ও 'সমাচার দর্পণ' তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি "স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা" করিতেছিলেন বলা হইয়াছে। আমরা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের বিদ্যাহারাবলী পর্যায়ের পুস্তিকায় স্মৃতিগ্রন্থের প্রথম সংখ্যা পাইতেছি। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়া ৪০, গ্রন্থটিতে একটি বিজ্ঞপ্তি আছে—"স্মৃতিশাস্ত্র সুবোধার্থে যোগ্যশব্দ গঠন অতি দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থের এই নম্বরের অনেক গৌণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার পর পূর্ব রীত্যনুসারে মাসে২ এক২ নম্বর ছাপা হইবে। এই নম্বর অবধি করিয়া এক২ পৃষ্ঠাতে পংক্তির সংখ্যা অধিক হওয়াতে কেবল চল্লিশ পৃষ্ঠা এক২ নম্বরে ছাপান যাইবে। ইতি" বিদ্যাহারাবলী, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী। স্মৃতিগ্রন্থের প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩। স্মৃতি-গ্রন্থের আর একটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়া বিদ্যাহারাবলী বন্ধ হইয়া যায়।

ফেলিক্স কেরীর নাম না থাকিলেও "স্মৃতিশাস্ত্র সুবোধার্থে যোগ্যশব্দ গঠন অতি দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থের এই নম্বরের অনেক গৌণ হইয়াছে"—পডিলেই ইহা যে ফেলিক্সের রচনা বুঝা যায়। 'যোগ্যশব্দ গঠন' তাঁহার স্বভাব, ব্রিটিন দেশীয় বিবরণে, বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের ব্যবচ্ছেদবিদ্যা অংশে এরূপ নূতন শব্দ গঠনের প্রবণতা দেখা গিয়াছে। বরং বলা যায়—এই প্রবণতাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। ইহা লক্ষ্য করিয়াই আমরা 'স্মৃতিগ্রন্থ' ফেলিক্স কেরীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। পরন্তু প্রথমাবধি তিনিই বিদ্যাহারাবলী পর্যায়ের গ্রন্থের সহিত যুক্ত ছিলেন, তিনিই তাহার অনুবাদকও ছিলেন। অকস্মাৎ এই প্রকল্প হইতে তাঁহার সরিয়া আসিবার মতও কোন ঘটনা ঘটে নাই। স্মৃতিগ্রন্থের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"এতদ্রূপে যখন স্রষ্টা সংসার সৃষ্টি করিলেন এবং অবস্তু হইতে বস্তু সৃষ্টি করিলেন তখন ঐ বস্তুতে তিনি কতকগুলি মূল নিয়ম নিরূপণ করিলেন ঐ বস্তু ঐ নিয়মবহির্ভূত হইতে পারে না হইলে লুপ্ত হয়। যখন স্রষ্টা প্রথমতো বস্তু নির্মাণ করিয়া তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিলেন তখন তিনি কতকগুলি কার্যনিয়ম নিরূপণ করিলেন তাঁহাতে গতিবিশিষ্ট তাবদ্বস্তু তন্নিয়মাধীন জানিবেন।" স্মৃতিগ্রন্থের প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা—১।

কোন কোন সমালোচক জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' গ্রন্থে ফেলিক্সের রচনা লুকাইয়া আছে মনে করেন। কারণ সমাচার দর্পণে ফেলিক্স কেরীর কথা বলিতে গিয়া তিনি "শ্রীরামপুরের কলেজের কারণ রসায়ণ বিদ্যা" রচনা করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। ফেলিক্সের যে মানস গঠন আমরা লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে এরূপ কোন গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু জন ম্যাক 'কিমিয়া বিদ্যার সার' গ্রন্থের ভূমিকায় ফেলিক্সের নিকট ঋণ স্বীকার করেন নাই, ফেলিক্সের নামোল্লেখও নাই। ইহাতেই আমাদের মনে হইয়াছে—ফেলিক্সের রচনা ম্যাকের রচনার সহিত মিশিয়া যায় নাই। হয় তিনি ইহা করিতে চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই, অথবা খানিকটা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নাই। সেকালে অনেক রচনার পাণ্ডুলিপির এরূপ দশা ঘটিয়াছিল।

ফেলিক্স কেরীর বাঙ্গালা সম্বন্ধে আমাদের যাহা মত তাহাই জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলিয়াছেন দেখিয়া আমরা এই বিষয়ে মহাজন বাক্যই উদ্ধৃত করিলাম।

"He was, unquestionably the most complete Bengalee Scholar among the Europeans of his day, but his style wanted simplicity, and the unrestrained admixture of Sanskrit words made his translations difficult of comprehension to ordinary readers."

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ॥

জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ব্রিটনের অন্তঃপাতী ব্রডমিডে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পিতার সহিত বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং বাল্যকাল পিতা-মাতা ও মিশনারী গোষ্ঠীর সহিত শ্রীরামপুরেই অতিবাহিত করেন। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে জন আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের ভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশের কৃতিত্ব তাঁহার, তিনি বহুদিন সমাচার দর্পণ ও মিশনের ইংরাজী পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক ছিলেন। কেরীর পর সরকারী অনুবাদকের পদে তিনি বহুদিন কাজ করিয়াছিলেন—সরকারী পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম জন ক্লার্ক মার্শম্যান কলেজের উপযোগী বহু গ্রন্থ রচনায়ও হাত দিয়াছিলেন। পিতা জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম কেরী ও ওয়ার্ডের স্নেহচ্ছায়াতলে শিক্ষিত হইয়া জন এই ত্রয়ীর সম্মিলিত গুণাবলী পাইয়াছিলেন। ভাষা শিক্ষায় ও নিরলস পরিশ্রমে কেরী, সাংগঠনিক প্রতিভায় জোশুয়া মার্শম্যান, পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলাবোধ ও কল্পনা-প্রসারে ওয়ার্ডের স্বগোত্র এই নবীন ধর্মযাজকটি ভাবীকালে শ্রীরামপুর মিশনের কর্মকর্তা বলিয়া কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড চিহ্নিত করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেলিক্স কেরী শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিলেও জন ক্লার্ক মার্শম্যানেরও গুরুত্ব কমে নাই। ফেলিক্স অন্তরালে থাকিতে ভালবাসিতেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর পর কিছুদিন মধ্যেই ওয়ার্ডের মৃত্যু হইল। এই সময় জন মার্শম্যান ইউরোপে ক্লাসিক সাহিত্য অধ্যয়নে রত ছিলেন। তিনি কেরীর নির্দেশে সত্বর শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিয়া ওয়ার্ডের শূন্যস্থান গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মিশনের কাজে নিরলস

পরিশ্রম করিয়া গিয়াছিলেন। ধর্মযাজকতা, কলেজ পরিচালনা, ধর্মীয় স্কুল পরিচালনা, গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ, বাঙ্গালা ও ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদনা, সরকারী অনুবাদক ও সরকারী বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদনা, মিশনের সম্পত্তি পরিদর্শন ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি সহস্রবিধ কর্মে তিনি নিমগ্ন ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার পুনরায় অনুমোদিত হইবার সময় তিনি পার্লামেণ্টের সম্মুখে সাক্ষী দিয়াছিলেন। এই সময় ভারতীয় রেল, তার ও শিক্ষাবিষয়ক যে সকল অনুসন্ধান ও কার্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল জন মার্শম্যান তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে বসিয়াও ভারতের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় ও বহুবিধ সফল কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁহাকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্মানীয় সি. এস. আই. উপাধি দান করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বহুবিধ কর্মের সহিত যুক্ত থাকিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ৮৩ বৎসর বয়সে জন ক্লার্ক মার্শম্যান পরলোক গমন করেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান যখন বাঙ্গালায় আসেন তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে যখন এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি ৫৭ বৎসরের যৌবনোত্তর প্রৌঢ়। দীর্ঘ ৫২ বৎসর কাল বাঙ্গাদেশে থাকিয়া তিনি বাঙ্গালার জনজীবনের সহিত তথা ভারতবর্ষের সহিত গভীরভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসি ও সংস্কৃত খুব ভাল জানিতেন, ইতিহাসে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। শ্রীরামপুর মিশনের প্রাচীন ও নবীন লেখকদের মধ্যে আমরা একটি আশ্চর্য পার্থক্য দেখিতেছি—প্রাচীনেরা দেশব্যাপী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের যে প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন, যে বিচিত্র কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন ফেলিক্স-মার্শম্যান-ম্যাক—ইহার গতিতে গতি সঞ্চার করেন নাই। ইঁহারা ধর্মপ্রচারক ছিলেন না,—ফেলিক্স এই পদ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়াছিলেন, জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মূল ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদরি পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন, ম্যাক ধর্মপ্রচার অপেক্ষা শিক্ষাপ্রসারে অধিক আগ্রহী ছিলেন। বাঙ্গালাদেশের ও মিশনের পরিবর্তিত অবস্থায় নবীন ত্রয়ীর কর্মপদ্ধতির এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ঐতিহাসিক ছিলেন—তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা

করিয়াছিলেন, শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস, কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনকথা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের কথা কিছু বলেন নাই। এমন কি তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার তালিকাও কোথাও রাখিয়া যান নাই। অথচ আমাদের মনে হয়, ইংরাজী বাঙ্গালা মিলিয়া তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা এক কেরী অপেক্ষা আর সকল ইউরোপীয় লেখকের একক রচনার সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইবে। মার্শম্যান নিভৃত কর্মী ছিলেন, প্রচার-বিমুখতাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও বাঙ্গালা সাহিত্য ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সর্বোত্তম অবদান সংবাদপত্র প্রকাশ। পিতা-পুত্র মার্শম্যানই শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকাগুলির পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন। সংবাদ পরিবেশন ও শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা—ইহাদের বিষয় ছিল। 'নিউজ পেপার' ও 'ম্যাগাজিনে'র পার্থক্য সমাচার দর্পণ ও দিগদর্শন হইতেই বুঝা যাইবে। সংবাদ সংগ্রহ ও সম্পাদনে পণ্ডিতরা নিযুক্ত ছিলেন—কিন্তু জন মার্শম্যান আগাগোড়া দেখিয়া তবে তাহা প্রকাশ করিতেন। কোন কোন সমালোচক কেরীকেও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের জনক[১৭] বলিয়া অভিহিত করিলে সমাচার দর্পণে তিনি প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন—সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ডাক্তার কেরী সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকৃত নহে। দর্পণের এখনকার সম্পাদক যে ব্যক্তি, কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" সমাচার দর্পণ, ১৫ই নভেম্বর ১৮৩৪।—সুতরাং সমাচার দর্পণ যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনা ও পরিচালনায় প্রকাশিত হইত ইহাতে সন্দেহ থাকে না।

বাঙ্গালায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দিগদর্শন'। ইহার প্রকাশের সহিতও জন গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। সেকালে পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকিত না—সুতরাং সম্পাদককে খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাদিগকে বিকল্প উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' আগে-পিছে একই সঙ্গে বাহির হইত, সেই সঙ্গে ইংরাজী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও প্রকাশিত

হইত। ডঃ কেরী সংবাদপত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে ছিলেন, জোশুয়া মার্শম্যান, জন মার্শম্যান ও ফেলিক্স ইহার স্বপক্ষে ছিলেন। সমাচার দর্পণ প্রথমাবধি জন মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাহির হইত—তিনি নিজেই ইহা লিখিয়াছেন, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রধান লেখক ও পরিচালক ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান। মার্শম্যানের মৃত্যুর পর ইহা পরিচালনের সমস্ত দায়িত্ব পড়ে জন মার্শম্যানের উপর। তখন তিনি সমাচার দর্পণের সম্পাদক। এই সময় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন মার্শম্যান বাঙ্গালায় সরকারী পত্রিকা 'গভর্ণমেণ্ট গেজেটে'র সম্পাদক পদে বৃত হইলে সমাচার দর্পণ প্রকাশ বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং দেখিতেছি পিতা-পুত্রে দুইটি পত্রিকার ভার লইয়াছিলেন। 'দিগদর্শন' সম্পাদক বলিয়া জন মার্শম্যানের নাম প্রচলিত। আমাদের মনে হয় ইহা ঠিক নহে। ফেলিক্স কেরী ইহার সম্পাদক ছিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর দিগদর্শন আর বাহির হয় নাই। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন বৎসর স্থায়ী দিগদর্শনের ২৬টি সংখ্যার ১০ম হইতে ২৬ পর্যন্ত সংখ্যায়—জেমস্ মিলের সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত অংশ ধারাবাহিকভাবে ফেলিক্স কেরী প্রকাশ করেন। ইতিহাসটির পরবর্তী অধ্যায় (১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) জন মার্শম্যান অনুবাদ করিয়া ১ম ও ২য় খণ্ডে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিগদর্শনে ফেলিক্স কেরীর রচনার পর্যাপ্তি দেখিয়া ও তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া আমরা তাঁহাকে ইহার সম্পাদক বলিয়া অনুমান করিতেছি। জন ক্লার্ক মার্শম্যান হয়ত ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। শ্রীরামপুর মিশনের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কর্মবিভাগ মিশনারীদের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ফেলিক্স কেরীকে দিগদর্শনের সম্পাদক বলিলে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের খ্যাতি বিন্দুমাত্রও কম হয় না—তিনি ইহার অন্যতম লেখক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই হিসাব ধরিলে তিনজনে তিনটি পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন,—জোশুয়া মার্শম্যান 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', জন মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণ' এবং ফেলিক্স 'দিগদর্শনের' সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংখ্যায় ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পরিচালক ও সম্পাদক বলিয়া কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের নাম আছে। যতদিন

জোশুয়া মার্শম্যান জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই ইহা চালাইতেন—অন্যেরা সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার পরিচালন-ভার লইয়াছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতযাত্রার সময় পর্যন্ত তিনিই ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাটিই পরবর্তী যুগে দি স্টেট্‌সম্যান নাম লইয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

ইহা স্থিরনিশ্চিত যে জন মার্শম্যান দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, ও গভর্ণমেণ্ট গেজেট—তিনটি পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন,—তিনিই ইহাদের শেষোক্ত দুইটির সম্পাদক ও প্রথমটির পরিচালনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, ইংরাজী পত্রিকা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার পরিচালনে সহায়তা করিতেন এবং জোশুয়া মার্শ-ম্যানের মৃত্যুর পর ইহার সম্পাদকও হইয়াছিলেন। পত্রিকাগুলির বিস্তৃত পরিচয় 'বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইউরোপীয় অবদান' শীর্ষক পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বাঙ্গালা রচনার সংখ্যা কিছু কম নহে—ইহাদের রচনাকাল ধরিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস নীচে প্রদত্ত হইল।

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস / অর্থাৎ / কোম্পানি বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেষ্টিংসের / রাজ্যশাসনের শেষ বৎসর পর্যন্ত / ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ। / শ্রীযুত জান মার্স্যমন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালাভাষায় সংগৃহীত। / প্রথম বালব / শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত। / সন ১৮৩১ সাল। /

ভারতবর্ষের ইতিহাস দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, উভয় খণ্ডের আখ্যাপত্র একরূপ। দুইটি খণ্ডই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্ঘণ্ট (১ হইতে ১৫+১.) ১৬ পৃষ্ঠা—৩৭৪ পৃষ্ঠার মূল গ্রন্থ, একত্রে ৩৯০। দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্ঘণ্ট (১ হইতে ২৪) ২৪ পৃষ্ঠা—৩৯১ পৃষ্ঠার মূল গ্রন্থ, একত্রে—৪১৫। প্রথম খণ্ডে ১৯টি ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭টি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং পরবর্তী ৩৬ বৎসরের ইতিহাস আছে। ইহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ১ম অধ্যায়ে লেখক বলিয়াছেন—"লিখিতব্য গ্রন্থেতে গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তা ভারতবর্ষস্থের-দের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রথম সমাগমনের বিবরণ এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজ্য নির্ধোয্যের পুর্ববৃত্তান্ত ও ভারতবর্ষসমীপবর্ত্তি অন্য২ দেশস্থেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরিচয় বিবরণ ও ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজ্যের ক্রমবৃদ্ধির বিবরণ শ্রেণীপুর্ব্বক আন্তবধি নির্ণয় করণ বাঞ্ছা জানাইতেছেন।"

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী সংখ্যার সমাচার দর্পণে "শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় বাহির হইয়াছে" বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিটারেরি গেজেট পত্রিকার ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় 'বাঙ্গালা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক' প্রবন্ধে শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের বাঙ্গালা গ্রন্থের ক্রটি আলোচনা করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধেই মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন। অথচ ইতিহাসটিও শ্রীরামপুর মিশনারীদের রচিত। কাশীপ্রসাদ ঘোষ সাহেবী বাঙ্গালার নিন্দা করিয়া ইহাকে "শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা" বলিয়া দোষোল্লেখ করিলেও কেন যে ইতিহাসটির ভাষায় প্রশংসা করিবার মত কিছু পাইয়াছিলেন তাহা বলিতে গিয়া জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছিলেন—"বাবু কাশীপ্রসাদ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত ও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা বলিয়া দোযোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গালাভাষায় যে তরজমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গালাভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গালাভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত তাহার টাইটেল পেজ অর্থাৎ ভূমিকা ব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।"[১৮] আমাদেরও ইহাই মনে হয়। সুতরাং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের সমাচার দর্পণে (১৪ জানুয়ারী সংখ্যা) বিজ্ঞাপিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উল্লেখ, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সমালোচনা ও সমাচার দর্পণে ইহার উত্তর হইতে আমাদের প্রতীতি জন্মে যে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থাকারে আখ্যা-পত্রহীন ইহার প্রথম খণ্ডের কিছু অংশ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাশীপ্রসাদ ঘোষের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত সমালোচকও যখন ইহার ভাষা সম্বন্ধে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তখন ইহার গদ্য যে সত্যই "বাঙ্গালা ভাষার

রীতি ও বিন্যাসাদিতে" সহজ ও সাবলীল হইয়া সাহিত্যের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইতিহাস গ্রন্থের গদ্যের কিছু নমুনা নীচে উদ্ধৃত হইল।

"ঐ দুর্ভাগ্য নবাব যুদ্ধের পর রাত্রিতে আপন রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তথাতে আর কোন মিত্র নাই অতএব ভবিতব্য বিষয়ে ভাবিত হইযা সমস্ত দিবস রাজগৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মুর্শেদাবাদে উপস্থিত হইলে সিরাজদ্দৌলার উপায়ান্তর চেষ্টাকরণের অবশ্যকতা হইল অতএব তিনি কদর্য পরিচ্ছেদে পরিহিত হইয়া এক প্রিয়তমা সৈলিনীকে ও এক খোজাকে সঙ্গে লইযা রাত্রি দশ দণ্ডের সময রাজগৃহের এক ক্ষুদ্র বাতায়ণ দিযা নীচে নামিলেন সুবা বেহারে গিয়া লা সাহেবের সহিত মিলনাশাতে ও সেখানকার অধ্যক্ষের সহায়তা প্রাপনাশাতে নৌকাযোগে বেহারেব অভিমুখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি দাঁডক্ষেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল অতএব সিরাজদ্দৌলা অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন।[১৯]

২। পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। / অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি খৃষ্টীয়ান শকের আরম্ভ পর্যন্ত / শ্রীরামপুর। ১৮৩৩ / or / Brief Survey of History / in Bengalee / from the Creation to the begining to the Christian era / Serampore 1833. পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+৫১৩= ৫১৯। গ্রন্থটি ইতিবৃত্তসাব নামেও প্রচলিত। গ্রন্থটির বিবরণ কেবলমাত্র রেভারেণ্ড জে লং-এর গ্রন্থ তালিকায় মিলিয়াছে। ইহাই দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা 'পুরাবৃত্ত' সংক্ষেপ নামেও প্রচলিত ছিল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫১৫। বাইবেলের আরম্ভ হইতে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত এবং ট্রয়-যুদ্ধ, গ্রীক, মিশর, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, সাইপ্রাস যুডিয়া, কার্থেজ—প্রভৃতি অঞ্চলের খ্রীষ্ট বিবরণ ইহার বিষয়বস্তু। মূল্য ৩ টাকা। পরে এই গ্রন্থটি কলিকাতায় রোজারিও এণ্ড কোম্পানী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহারই আখ্যাপত্রে 'ইতিবৃত্তসার' আছে। 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ'এর একটি মাত্র কপি আমরা দেখিয়াছি। শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরীতে ইহা আছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দিগ্‌দর্শনের তৃতীয় সংখ্যায় মার্শম্যান "খ্রীষ্টের পুর্ব্বে

পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ" প্রকাশ করেন। ইহাই 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।

ইহার ভাষা—"পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বৎসর নির্মিতা হইয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে সে কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয় প্রথমভাগ সৃষ্টি অবধি জলপ্লাবন পর্যন্ত ষোল শত ছাপান্ন বৎসর দ্বিতীয় জলপ্লাবনাবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত তেইশ শত আটচল্লিশ বৎসর। তৃতীয় খ্রীষ্টের সময়াবধি অদ্য পর্যন্ত আটার শত আটার বৎসর। এই মত ভাগে ভাগে কাল নির্দিষ্ট করণের উপকার এই যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যে কর্ম হইয়াছে সে সকল ক্রিয়া সময়ানুসারে নির্দিষ্ট হইয়া মনে থাকে।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল ঈশ্বর ছয়দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে আপন কর্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতুক তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল এই হেতুক ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের একদিবস সাংসারিক কর্ম হইতে বিশ্রাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনোনিবেশ করিবেক। তিনি দুইজনকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এক পুরুষ ও এক স্ত্রী। সে দুইজন নিষ্পাপী।" পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ ইতিহাস—পৃঃ ১-২।

৩। জ্যোতিষ গোলাধ্যায়। / অর্থাৎ / জ্যোতিষ পদার্থের ও পৃথিবীর আকৃতি ও নানাদেশ / ও নদী ও পর্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারা / ধনা ও বাণিজ্য ও লোকসংখ্যা / ইত্যাদির বিবরণ। / লোকেরদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে / বাঙালি ভাষাতে তর্জমা হইল। / শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল / সন ১৮১৯। নির্ঘণ্টসহ গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮+১৮১=১৮৯, নির্ঘণ্টে ৮ পৃষ্ঠায় ৯৪টি পরিচ্ছেদের নাম আছে। ইহার পর ১ হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'জ্যোতিষ বিষয়' এবং গোলাধ্যায় অংশ ১৫ হইতে ১৮১ পৃষ্ঠা। নির্ঘণ্ট ও মূলগ্রন্থের টাইপ ভিন্ন—নির্ঘণ্টটি উন্নত ক্ষুদ্রাকৃতি ও অধিকতর পরিচ্ছন্ন টাইপে মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ কখন মুদ্রিত হইয়াছিল জানা যায় নাই। ইহার ভাষার নমুনা—"বাঙ্গালা / ইংগ্রণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে বঙ্গভূমি অতি উর্ব্বরা জ্ঞান হয়। সে দীর্ঘ তিনশত ষাট ক্রোশ প্রস্থ তিনশত ক্রোশ এবং তাহার মধ্যে প্রায় পর্বত নাই। তাহার প্রাচীন নাম গৌড়।" জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়—পৃষ্ঠা : ১৫।

গ্রন্থটি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে রবিনসনের নামে আছে। ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন গ্রন্থ তালিকাগুলিতে কোথাও রবিনসনের নামে এই নামের কোনো গ্রন্থ নাই।

৪। সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস। / সকল লোকের হিতার্থে / বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা করা গেল। / তাহার একদিগে ইংরেজী একদিগে বাঙ্গালা। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল / ১৮২৯। ইহার ইংরাজী আখ্যাপত্র—"Anecdotes of Virtue and valour / translated into Bengalee / and / printed with the English and Bengalee Varsions on opposite pages / in two parts. / Serampore Press 1829. /

গ্রন্থটি দ্বিভাষিক। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৯, ইহাতে ইতিহাস পরিচ্ছেদ ৯৫টি। ভাষার নমুনা—"ক্ষুদ্র বালকের উত্তর। / অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্রবালক একজন পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে আমি তোমাকে একটা কমলালেবু পারিতোষিক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে নাই মহাশয় এমত স্থান আমাকে দর্শাইয়া দিলে আমি মহাশয়কে দুইটা কমলালেবু দিব।" সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস / ৬৮ সংখ্যক ইতিহাস।

এই গ্রন্থেও গ্রন্থকর্তার নাম নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত বিখ্যাত গ্রন্থতালিকাগুলিতে গ্রন্থটি জন মার্শম্যানের নামে আছে। সুশীল-কুমার দে এবং সজনীকান্ত দাস গ্রন্থ কর্তৃত্ব জন মার্শম্যানকে দিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমরা মহাজন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি।

৫। ঈশপস ফেব্‌লস। গ্রন্থটি আমরা সন্ধান করিয়াও পাই নাই। লং-এর গ্রন্থতালিকায় ইহার প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, সজনীকান্ত দাস 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' মুদ্রণকাল ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। কারণ সমাচার দর্পণ, ১৯শে জুলাই ১৮৩৪ সংখ্যায় গ্রন্থটির বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়—

"Just published at the Serampore Press : Part I of An Interlinear translation of Esop's Fables in Bengalee and English. Price 4 annas."—

সজনীকান্ত দাস "১৮১৮ সনে লিখিত ঈশপস ফেব্‌লস (মুদ্রণ ১৮৩৪)

হইতে ১৫ সংখ্যক গল্প" উদ্ধৃত করিয়াছেন। গল্পটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দিগদর্শনে পাইতেছি। আমরা বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২৮১) হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম।

"মানুষ ও তাঁহার রাজহংস। / এক ব্যক্তির এক রাজহংস ছিল, সেই রাজহংস প্রতিদিন এক স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিত কিন্তু ঐ ব্যক্তি লোভী হইয়া ঐ রাজহংসের উদরে যে ধন আছে ভাবিয়াছিল, তাহা এককালে পাইবার নিমিত্ত হংসকে হত্যা করিতে নিশ্চয় করিল। পরে তাহা করিয়া কিছু পাইল না। এবং তাহাতে যে স্বর্ণডিম্ব প্রতিদিন পাইত, তাহাও হারাইল।" বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা : ২৮১-৮২।

৬। ক্ষেত্রবাগান বিবরণ / অর্থাৎ / আগ্রিকলচরাল ও হর্টিকলচরাল সোসাইটির নিষ্পত্তি কার্যের বিবরণ পুস্তক / or / Agri-Horticultural transactions / by / J. Marshman in two volumes. / 1831. ইহা ১৮৩৬ হইবে। ১৮৩১-এরটির সম্পাদক ছিলেন উইলিয়ম কেরী।

বিজ্ঞান বিষয়ক এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ৭৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। চা, কফি, তামাক, আলু, পীচ, এরারুট, ধান, ইক্ষু প্রভৃতি চাষের বিবরণ ও কোথায় কোথায় এই ফসলগুলি কি পরিমাণ উৎপন্ন হইতে পারে তাহার বিবরণ গ্রন্থে আছে।

৭। মারিচ গ্রামার/ইহা Murrays Grammar'এর বঙ্গানুবাদ। প্রকাশকাল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার বিজ্ঞাপন সমাচার দর্পণে, ১৩ মার্চ, ১৮৩৩ সংখ্যায় বাহির হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়—"মারিচ গ্রামার।—সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারচি গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক প্রকাশ হইয়াছে/মূল্য ১॥০ টাকা।"

৮। রাজ সম্পর্কীয় আইন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

৯। দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ। অর্থাৎ যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সর্কুলর অর্ডর প্রভৃতি ইংরাজী ১৭৯৩ সন লাং ১৮৪২ সাল হইয়াছে তাহা। দুই বালম। প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

গ্রন্থটি বহুদিন দেওয়ানী আইন বিষয়ে আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"He published a series of law books, one of which the 'Guide to the Civil Law' was for many years the civil code

of India and was probably the most profitable law book ever published."—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, পৃষ্ঠা: ২৬৪।

১০। দারোগার কর্মপ্রদর্শন গ্রন্থ। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীরামপুর। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮+৩৯৫ একত্রে ৪১৩।

১১। ব্যবস্থাবিধান। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

১২। উইলিয়ম কেরীর বাঙ্গালা অভিধানের সংক্ষিপ্তসার। দুই খণ্ড। প্রথমটি বাঙ্গালা-ইংরাজী, দ্বিতীয়টি ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া তাঁহার নামে তিনটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-পুস্তিকা পাইতেছি—(i) Address to Hindoos ; (ii) The Difference, or Krishna and Christ Compared ; (iii) Jagannath। ইহাদের বাঙ্গালা নাম জানিবার উপায় নাই। পুস্তিকাগুলি পাওয়া যায় না। তবে বলা যাইতে পারে যে এই রচনাগুলিতে রীতির প্রতি আনুগত্য ছিল। ইহাদের মধ্যে মার্শম্যানের সত্যকার পরিচয় খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইংরাজী ও বাঙ্গালা—দুই ভাষাতেই সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থগুলি বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিকতর সার্থক হইয়াছে। এই রচনাগুলি (i) The Life and Times of Carey, Marshman and Ward. Embracing the History of the Serampore Mission. 2 Vols. Pages 511-527. London, 1859 ; (ii) The History of India from the Earliest Period to the close of the Eighteenth Century. Part I. 1863. London ; (iii) The History of India from the Earliest Period to the close of Lord Dalhousie's Administration. 3 Vols. London, 1867 ; (iv) Outline of the History of Bengal, 1840।

মার্শম্যানের বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থগুলি হইতে দেখিতে পাইতেছি যে তাঁহার প্রবণতা ইতিহাসে ও আইনে—তিনি ইতিহাস ও আইন ছাড়া আর যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা ধর্মীয় গ্রন্থ বা স্কুলপাঠ্য। এই শেষোক্ত রচনাগুলি অনুবাদ। জন মার্শম্যানের মৌলিক রচনা ইতিহাসে—ইহার হাতেখড়ি মিলের ইতিহাস অনুবাদে। আইন গ্রন্থগুলি সঙ্কলন গ্রন্থমাত্র—অনুবাদেই তাঁহার কৃতিত্ব।

এই সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থে সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়াছিল—পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ইহাদের বহুল প্রচলন হইয়াছিল। এখন ইহারা ইতিহাসের বিষয়বস্তু, কিন্তু ইতিহাস হিসাবে শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস অদ্যাবধি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত জন মার্শম্যানের যোগ দুই দিক দিয়া—প্রথমতঃ যে কেরীগোষ্ঠী উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে অবশ্য আলোচ্য বিষয় তিনি তাঁহাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালার জনশিক্ষার জন্য তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পিতা মার্শম্যান আজীবন শিক্ষক ছিলেন, মাতা হ্যানাও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালায় নারীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগী মহিলা। জন মার্শম্যান পিতা-মাতার এই গুণ পরিপূর্ণভাবেই পাইয়াছিলেন। তিনি ধর্মপ্রচার অপেক্ষা শিক্ষাবিস্তারকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। "Education must in India precede Christianity."—এই উদার মনোবৃত্তিই তাঁহার সর্ববিধ কর্মের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া ছিল।

জন ম্যাক ॥

ইংল্যণ্ডের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সহিত বিরোধের ফলে শ্রীরামপুর হইতে ইয়েট্‌স, লসেন, ইউস্টেস কেরী ও উইলিয়ম পীয়ার্স কলিকাতা চলিয়া যান এবং সেখানে ব্যাপটিষ্ট মিশনের নূতন শাখা খোলেন। প্রাচীন তিনজন ধর্মযাজকের সহিত ফেলিক্স ও মার্শম্যান রহিলেন। ফেলিক্স অল্পকাল মধ্যেই অকালে মারা গেলেন, নবীনদের মধ্যে কেবল জন ক্লার্ক মার্শম্যান এই বৃদ্ধদের আজীবন সাধনার উত্তরাধিকারসূত্রে ধরিয়া শ্রীরামপুরে রহিয়া গেলেন। তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ছিলেন জন ম্যাক।

স্কটল্যণ্ডের এডিনবুর্গ নগরে জন ম্যাক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা-মাতা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই মিশনারী কার্যে যোগদান করিতে উৎসাহ দিতেন এবং তদনুযায়ী শিক্ষায়ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন। শৈশবাবস্থা হইতেই চার্চ অব স্কটল্যণ্ডের পাদরি হইবার আদর্শ লইয়া শিক্ষিত ম্যাক বড় হইয়া দেখিলেন এই প্রতিষ্ঠানে এমনকিছু বিধিনিষেধ আছে যাহা তাঁহার মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় ওয়ার্ড ইংল্যণ্ডে উপস্থিত হইলেন এবং ম্যাকের সংবাদ পাইলেন। শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যাপকপদে বৃত হইতে অনুরোধ করিয়া তিনি ম্যাককে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ম্যাক আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদরি ও শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক রূপে ম্যাক ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন শ্রীরামপুরে পৌছেন ইয়েট্স প্রভৃতি তরুণেরা তখন কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন, ফেলিক্স অসুস্থ। কিছুদিন মধ্যে ওয়ার্ড ও ফেলিক্সের মৃত্যু হইলে তিনি ও জন মার্শম্যান, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম কেরীর একমাত্র অবলম্বন হইলেন।

ম্যাক জোশুয়া মার্শম্যানের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে শ্রীরামপুর কলেজের ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা শিখিয়া বাঙ্গালায় অধ্যাপনাও আরম্ভ করিলেন। রসায়নবিদ্যার প্রয়োগপদ্ধতি দেখাইতে তিনি এই কলেজে গবেষণাগার খুলিলেন। ধর্মীয় নীতি-শিক্ষা ও লিবারেল এডুকেশন—কলেজের দুইটি শাখাতেই তিনি ডঃ মার্শম্যানের সহিত থাকিয়া অধ্যাপনায় ব্রতী হইলেন। শীঘ্রই এই কার্যে এতদূর সাফল্য অর্জন করিলেন যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ কেরী এবং ডঃ মার্শম্যানের সহিত শ্রীরামপুর মিশনের তিনিও একজন পরিচালক বলিয়া স্বীকৃতি পাইলেন।

কলিকাতায় সে সময় যে সকল বৈজ্ঞানিক বাস করিতেন ম্যাকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি রসায়নবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ম্যাকের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর মিশনে প্রায় এক হাজার শহর ও নদনদী দেখাইয়া ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা হইতেই লণ্ডনের শিল্পী ওয়াকার ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ম্যাক মানচিত্র প্রস্তুত বিষয়ে শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম উদ্যোক্তা।

লেখক হিসাবে জন ম্যাকের পরিচয় সম্বন্ধে ওরিয়েণ্টাল বাওগ্রাফিতে বলা হইয়াছে—

"As a public writer, Mr. Mack had a few equals in India. His compositions bore the exact impress of his mind, and were remarkable for their purity, clearness and vigor. He

cultivated his style with no little assiduity and was remarkably happy in clothing his thoughts in the strongest and most appropriate expressions."

কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যানের মৃত্যু হইলে জন মার্শম্যান ও ম্যাকই শ্রীরামপুরের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। চারজন মিশনারীর সমুদয় কর্ম দুইজনে করিয়া যাইতেন। মার্শম্যানকে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা সম্পাদনে সাহায্য করা ম্যাকের অবশ্য করণীয় কর্তব্য ছিল। এই সময় তিনি আসাম সফরে গিয়া কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শীঘ্রই স্বদেশে গমন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামপুর কলেজের পরিচালনভার ও মিশনের অন্যান্য কর্মের সহিত যুক্ত হইলেন। এইভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর মিশনের সর্ববিধ কর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

জন ম্যাকের বাঙ্গালা রচনা॥

বাঙ্গালা রচনাক্ষেত্রে তিনি একটির অধিক কোনো গ্রন্থ লেখেন নাই তথাপি যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন সেই বিষয়ে পথপ্রদর্শক রূপে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। গ্রন্থটি "কিমিয়া বিদ্যার সার অর্থাৎ রসায়নবিদ্যার মূলকথা"। সমাচার দর্পণে জন মার্শম্যান ও ফেলিক্স কেরী ধারাবাহিকভাবে 'ইতিহাস' প্রকাশ করিতেছিলেন, ম্যাক বিজ্ঞানবিষয়ে রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'কিমিয়া বিদ্যার সার' রচনার ইহাই গোড়ার কথা। রসায়নবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থের ইহাই প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে এখনও আছে।

ইহার আখ্যাপত্র এরূপ—

Principles of Chemistry / By John Mack, of Serampore College / Vol I / কিমিয়া বিদ্যার সার। / শ্রীযুক্ত জন ম্যাক সাহেব কর্তৃক / রচিত হইয়া / গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল। / প্রথম খণ্ড / From the Serampore Press. / 1834. ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৩৭, গ্রন্থটি দ্বিভাষিক।

আমরা গ্রন্থটির প্রস্তাবনা অংশ নীচে তুলিয়া দিলাম। ইহা হইতে গ্রন্থ-বিষয়ে ও তাঁহার ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে।

"১। কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা এই২ শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু যে২ ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।

২। অদ্য পর্যন্ত যত বস্তুর তত্ত্ব জানা গিয়াছে সে অল্প অর্থাৎ ৫১ এক-পঞ্চশতের অধিক নহে। সে সকলের নাম মুলবস্তু যেহেতুক বোধ হয় যে ঐ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেবল এক পদার্থ আছে।

৩। অন্যান্য বস্তুর নাম সঙ্কর বস্তু যেহেতুক সে সকলের মধ্যে দুই কি অধিক পদার্থ আছে। তাহার সংখ্যার প্রায় সীমা নাই।

৪। যখন মুলবস্তুব পরস্পর লযেতে সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্কর বস্তুদ্বয়াদির পরস্পর লযেতে অধিক সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয তখন সে কার্য নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারেই হয়।

৫। ইহাতে বোধ হয় যে এ-বিদ্যা দুইপ্রকার অর্থাৎ বস্তু ও তাহার স্বাভাবিক গুণবিষয়ক এবং সেই২ বস্তুর পরস্পর লয় বিষয়ক।"[২০]

শ্রীরামপুর গোষ্ঠীর লেখকগণের মধ্যে ম্যাকই সর্বশেষ লেখক এবং এই গোষ্ঠীর রচযিতাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডেব সহিত রক্তসম্বন্ধে যুক্ত ছিলেন না।

শ্রীরামপুব মিশনের বাহিরে কেরীগোষ্ঠীর নবীন বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংখ্যা কম হইলেও ইঁহাদের গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। তাঁহারাই কলিকাতায় মিশনারী কর্মোদ্যোগের সহিত জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিজেদিগকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উইলিয়ম ইয়েট্‌স ও ওয়েঙ্গার প্রধান।

শ্রীরামপুরের বাহিরে কেরীগোষ্ঠীর নবীন লেখক ॥

উইলিয়ম ইয়েট্‌স।

শ্রীরামপুর কেরীগোষ্ঠীর প্রবীণদের সহিত মূল ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির বিরোধের প্রত্যক্ষ ফল কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে উইলিয়ম ইয়েট্‌স নবগঠিত সোসাইটির অন্যতম সদস্য

ছিলেন—বরং বলা যায় তাঁহার ও উইলিয়ম পীয়ার্সের যুগ্ম প্রচেষ্টাতেই কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অতি সাধারণ জীবন হইতে অসাধারণ কর্মোদ্যোগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালাদেশের মিশনারীদের মধ্যে ইহার যে উদাহরণ আছে তাহা এই কালসীমায় অন্যত্র দুর্লভ। টমাস-কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড হইতে ইহার আরম্ভ—ইঁহাদের কাহারও জীবনে বাল্যকালে কিছু অসাধারণত্ব ছিল না, অথচ প্রত্যেকেই বাঙ্গালাদেশে আসিয়া এমনকিছু করিয়াছিলেন যাহার গুরুত্ব বাঙ্গালার জীবন ও সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে। উইলিয়ম ইয়েট্‌স এরূপ আর একটি অন্যতম চরিত্র।

উইলিয়ম ইয়েট্‌স ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের লোবরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক পেশা ধরিয়া চলিয়া তিনি স্থানীয় বাজারে জুতা প্রস্তুতের কোনো কারখানার মালিক হইতে পারিতেন—কিন্তু ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হইতে বৃহত্তর কোনো কর্মযোগ তাঁহার জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি চোদ্দ বৎসর বয়সে ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চে দীক্ষিত হন এবং উচ্চ শিক্ষার্থে ব্রিষ্টলের ব্যাপটিষ্ট কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে অধ্যয়ন-কালেই তিনি প্রাচ্যভাষা—সংস্কৃত ও ফারসি—বিদেশে থাকিয়া যতদূর জানা সম্ভব শিখিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া এই ভাষাজ্ঞান আরও বিস্তৃতি পাইয়াছিল। তিনি তাঁহার সমসাময়িক-কালে প্রাচ্যভাষাবিদ্‌ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে ইয়েট্‌স যে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার মূলে কেরীর অবদান কিছু কম নহে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট ধর্মপ্রচারক পদে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃত হইয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পৌছিয়া তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারী গোষ্ঠীতে যোগ দিয়াছিলেন। লণ্ডন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠীর কর্মোদ্যোগে সাহায্য করিতেই তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে অবস্থানকালেই কেরীর তত্ত্বাবধানে তিনি ভারতীয় ভাষাগুলি আয়ত্ত করিয়া কেরীর সাহিত্যকর্মে তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে লণ্ডন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সহিত শ্রীরামপুর মিশনারীদের বিরোধ চূড়ান্ত রূপ লইল। এই সময় মূল ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

স্যামুয়েল পীয়ার্সের পুত্র উইলিয়ম পীয়ার্স শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন এবং বিরোধ ঘোরতর হইলে শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। প্রায় চারি বৎসর কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের সহিত বসবাস করিয়া শ্রীরামপুর মিশনের কার্যক্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার পর পীয়ার্সের সহিত ইয়েটস্‌ও শ্রীরামপুর ত্যাগ করিলেন।

শ্রীরামপুরে তাঁহার শিক্ষানবীশি যেভাবে চলিয়াছিল, ভবিষ্যতের জন্য যেভাবে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ একটি পত্রে রহিয়াছে। তিনি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ ডঃ রাইল্যাণ্ডকে লিখিয়াছেন—

"In the morning before breakfast I study Hebrew about an hour and a half. After worship I attend to Bengali, and all the Bengali proofs with Dr. Carey, having before compared them with the Greek. I have got through the Shanskrit roots once, have not yet got through the Grammar, but am reading the Ramayana with my pandit. My afternoons are chiefly taken up with reading or hearing Latin or Greek. I have read ten volumes of Greek since I left England but not more than three of Latin. In the evening, after worship I generally read English or look over, English proofs."

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গ্রীক, হিব্রু,—ইংরাজী ছাড়া এই চারিটি ভাষা অধ্যয়নে তিনি সময়াতিপাত করিতেন—ইহার সহিত ধর্মযাজকের নিত্যকর্ম ও মিশনের মুদ্রণ প্রভৃতি বিষয় ও ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ছিল। বুঝা যায় শ্রীরামপুরের শিক্ষানবীশিকাল তাঁহার অসার্থক হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে পীয়ার্স ও লসেনের সহিত মিলিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর এই প্রেস হইতে প্রথম মুদ্রিত পুস্তিকা বাহির হইল—ইহা বাঙ্গালায় রচিত একটি খ্রীষ্টীয় নীতি-গ্রন্থ। পীয়ার্স-লসেন ও ইয়েটসের সম্মিলিত চেষ্টায় বিশ বৎসর মধ্যেই প্রেসটি কলিকাতার একটি অন্যতম প্রধান ছাপাখানা বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিল—

"In twenty years, the two founts of type had increased to sixty-two, in eleven of the chief languages and dialects

of India ; while instead of one rickety wooden press, seven iron presses scattered through the length and breadth of the land scriptures, tracts, religious books, and elementary school works, for the illumination and salvation of the myriads of Bengali idolaters."[২৫]

প্রেসটির এই কর্মসূচীর পশ্চাতে ইয়েটসের অবদান কম ছিল না।

মিশন ও প্রেসের কাজ ছাড়াও ইয়েটস্‌কে জীবিকার্জনের জন্য অন্যতর কর্ম সংস্থানের সন্ধান করিতে হইয়াছিল। ইংরাজ অধিকৃত ভারতে বসবাসের অনুমতি ঘোষিত হইলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অনেক ইউরোপীয় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইয়েটস্ ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়দের জন্য স্কুল খুলিলেন।

ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার বাহিরে উইলিয়ম ইয়েটস্ বাঙ্গালাদেশের জনজীবনের সহিত যুক্ত যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের আলোচ্য—এই বহুজনসমাকীর্ণ কর্মমুখর অঙ্গনেই তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশ ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত দেখিতে পাই। স্কুল বুক সোসাইটির সহিত যুক্ত রহিয়া তিনি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের দুরূহ ব্রতে ব্রতী হন—এবং প্রয়োজনস্থলে নিজে গ্রন্থপ্রণেতার ভূমিকাও গ্রহণ করেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। মাঝখানে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থে বিলাত যাত্রা করেন, তখন পীয়ার্স তাঁহার হইয়া কিছুদিন এই কাজ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি স্কুল বুক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পীয়ার্স যখন ইয়েটসের সাময়িক অনুপস্থিতিতে সোসাইটির সম্পাদক হন, তখন পূর্ববর্তী সম্পাদকের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি করিয়াছিলেন—

"Your Committee beg to express their high sense of the varied services of their Secretary Mr. Yates, in this department ; and their regret that protracted indisposition, in consequence of a sedentary life, and close attention to study,

should have rendered his visiting Europe necessary to the recruiting of his constitution. They are happy, however, to report that during his voyage to and from Europe, he will be engaged in preparing works in procecution of the Society's plans ; and that thus on his return, which they expect will be at the end of the present year, they may anticipate great advantages from his labours."[২৬]

ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি, তিনি অবসরকালে ও অসুস্থ অবস্থায়ও সোসাইটির বহুবিধ কর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। বাঙ্গালায় স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইয়েটস্ এই উদ্দেশ্যের সহায়ক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

ইয়েটস্ বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন: ভাষাবিজ্ঞানে তাঁহার সমধিক অনুসন্ধিৎসা ছিল—সমসাময়িককালে ইয়েটস্ ভারতীয় ভাষাবিদ্ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গ্রীক, হিব্রু, ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবি, ফারসি, হিন্দী, হিন্দুস্থানী—ভাষাগুলি তিনি জানিতেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতিহেতু ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি স্বদেশযাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে এডেন বন্দর অতিক্রম করিবার পর জাহাজেই ৩রা জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উইলিয়ম ইয়েটস্ রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ॥

১। পদার্থবিদ্যাসার।/ অর্থাৎ/বালকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন/ গ্রন্থটির ইংরাজী নাম—

Elements / of / Natural Philosophy / and / Natural History, / in / a Series of Familiar Dialogue / Designed for the Instruction of Indian youth. / by / William Yates / 1825.

স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। কথোপকথনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বস্তুর আলোচনাই ইহার বিষয়বস্তু কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপক শব্দাবলীতে

ইহা কণ্টকিত নহে। ফেলিক্স কেরীর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় যে যৌগিক শব্দের প্রাচুর্য আছে, 'পদার্থ-বিত্থাসার' গ্রন্থে তাহা নাই। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজভাষায় রচিত। "আকাশীয় গ্রহাদি বিষয়ক, স্থির বায়ু ও সামান্য বায়ু ও বাষ্পবৃষ্টি প্রভৃতির বিশেষ কথন, পৃথিবীর ও সমুদ্রের বিষয়, মনুষ্যবিষয়ক কথা" —প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি প্রাঞ্জল গদ্যের সংলাপের উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহার ভাষার নিদর্শন নীচে উদ্ধৃত হইল।

"শিষ্য। নক্ষত্র পতনের যে দর্শন হয় সেটা কি ?

গুরু। সে নক্ষত্র-পতন নয় কিন্তু সূর্য সন্তাপদ্বারা যে কোন বস্তুর বাষ্প আকাশে উঠে তাহার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহা প্রজ্বলিত হয়। তাহাতে যে পর্যন্ত সে সকল দগ্ধ না হয় তাবৎ ঐরূপ দর্শন হয়।

শিষ্য। রাত্রিকালে যে আলেয়ার দর্শন হয় সে কি ?

গুরু। অনুমান হয় যাহাতে অগ্নির যোগ আছে এমন কোন বায়ু বিশেষ হইবে কিম্বা মৃত বৃক্ষ ও পত্র হইতে নির্গত কোন সক্লেদ বস্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গের যোগ হওয়াতে প্রজ্বলিত হয়।"—পৃষ্ঠা ১৪।

গ্রন্থটি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরাজী দ্বিভাষিক গ্রন্থ আকারে ১৮২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেড হাজার কপি মুদ্রিত হইয়াছিল,—একহাজার বাঙ্গালা ও পাঁচশত ইংরাজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক। প্রথমটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯১, দ্বিতীয়টির ১৮৩।

পদার্থ-বিত্থাসারের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। ইহাতে ভূমিকা অংশে গ্রন্থটির উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইয়েটস্ বলিয়াছেন—

"This little work, designed for the instruction of the rising generation in India, was compiled from Martinet's Catectism of Nature, William's preceptor's Assistant, and Bingley's useful knowledge. As nothing of the kind had been published in the Bengali Language when it was prepared, it was the object of the compiler and translator simply to collect some of the most interesting materials on each subject and, by deposing them by regular order, to furnish the Indian youth with an easy entrance on the path of science , and at the same time, excite his mind to

higher attainments."—Advertisement to the Second Edition, Page 3. Calcutta, July 1, 1834.

২। জ্যোতির্বিদ্যা/An Easy Introduction/ to/Astronomy / for/young persons/composed by/James Ferguson F. R. S./ And Revised by/David Brewster LL. D./Translated Into Bengalee By / William Yates./Printed at the School Book Society's Press; And Sold at its depository, Circular Road./1833.

এই গ্রন্থের প্রকাশকাল সজনীকান্ত দাস বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ এবং সুশীলকুমার দে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন। দুইটি কাল নির্দেশই ভুল। ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। আমরা উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারে গ্রন্থটি পাইয়াছি—এখনও আছে, আখ্যাপত্রে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ দেখিয়াছি। লং-এর ক্যাটালগে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ আছে—ইহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ ইয়েটস্ বাঙ্গালাদেশে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে আসেন।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ভূমিকাতে ইহার বিষয়বস্তুর কথা আছে—"ফর্গসন সাহেবের লিখিত এই পুস্তক সম্প্রতি শ্রীযুক্ত য়াতি / সাহেব কর্তৃক বঙ্গভাষাতে রচিত হইল, ইহা পাঠ করিলে যুবকেরা জ্যোতির্বিদ্যা জ্ঞাত হইতে পারিবে।—পৃথিবীর গতি, আকার পরিমাণ, বস্তুর তোলন নিক্তি ও সূর্য্যাদি গ্রহ বিবরণ, গুরুত্ব ও দীপ্তির বিষয়, ইংরাজী ১৭৬১ সনে সূর্য্যের উপরে শুক্রগ্রহের অতিক্রম এবং ঐ অতিক্রম দ্বারা প্রথমে যেরূপে সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব নিশ্চয় হয় তাহার বিবরণ, পৃথিবীর দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা নির্ণয়ার্থক নিয়ম, দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ও ঋতুগণের পরিবর্ত্ত ও চন্দ্রের ষোড়শকলার বিবরণ, চন্দ্রের গতি, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, ধ্রুবতারার বিষয়, গ্রহাদি নিরূপণ—"।

পদার্থ-বিদ্যাসারের মত ইহাও কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত। ইহার ভাষার নমুনা—"শিষ্য। শুক্রগ্রহের অতিক্রম এবং তদ্দারা সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব যেরূপে নিশ্চয় জানা যায়,—তদ্বিষয়ের কথোপকথন আমি পুনরাগমন করিলে হইবে, আমার বাটী যাওন দিবসে আপনি একথা কহিয়াছিলেন।" জ্যোতির্বিদ্যা, পৃষ্ঠা ৫৪।

৩। সার সংগ্রহ: / Vernaculır / class-Book Reader / for Colleges and Schools. / Trans'ated into Bengali/by / The Late Rev. W. Yates, D. D. / Second Edition, Revised, Calcutta:/ Printed at the Calcutta School-Book Society's press / and sold at their depository, Circular Road / 1847.

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, এই সময় ইহার একহাজার কপি ছাপান হয়, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় দু'হাজার কপি ছাপান হইয়াছিল। গ্রন্থে ৭৪টি পরিচ্ছেদ আছে। আমরা উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারে ইহার একটি কপি দেখিয়াছি।

গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ইহা পাঠ্যপুস্তক—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের জন্য রচিত। লেখক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গ্রন্থটির শেষাংশে বলিয়াছেন—"হে বঙ্গদেশীয় যুবগণ, তোমরা আপনাদের হিতার্থে এই উপায় ব্যবহার কর, তাহাতে তোমাদের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি হইবে, এবং তোমরা অন্য লোকদের জ্ঞান ও সুখ জন্মাইতে পারক হইবা, এবং তোমাদের মধ্যে লোকেরা ক্রমে২ সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানেতে নিপুণ হইয়া উঠিতে, তাহারা পুস্তক রচনা ও হিতজনক কর্ম করিবে ও তন্নিমিত্তে বঙ্গদেশীয় লোকেরা জগতের শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রশংসা করিবে। ইতি। সার সংগ্রহ সমাপ্ত।"

মানবসভ্যতায় গ্রন্থের অবদান সম্বন্ধে সার সংগ্রহে ইয়েটস্ এমন কিছু বলিয়াছেন যাহা অদ্যাবধি সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—"সে সমস্ত বহুমূল্য ও কামধেনূ হইতেও মনোভিষ্ট সিদ্ধকরী হয়, কেন না তাহা দ্বারা আমি তাবৎ যুগের ও তাবৎ স্থানের কথা শীঘ্র জানিতে পারি, এবং ঐ পুস্তকদ্বারা পুর্বকালের তাবৎ বীর ও দাতাদিগকে সম্মুখের ন্যায় দেখিতে পাই এবং তাহারা যে২ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা এখন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার করাইতে পারি।" পৃষ্ঠা ১৩।

৪। Introduction to the Bengali Language / by / W. Yates, D. D. 1847.

এই গ্রন্থটি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইলে ইয়েটস্ শেষবারের মত স্বদেশযাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্পাদনার ভার তখন ওয়েঙ্গার গ্রহণ

করেন—ইয়েটস্ তাঁহাকেই ইহা দিয়া গিয়াছিলেন। ওয়েঙ্গার ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ও পুনরায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওয়েঙ্গার সম্পাদিত ইয়েটসের বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ। প্রথম সংস্করণের আলোচনা জন ওয়েঙ্গার সম্পাদিত গ্রন্থের সহিত করা হইয়াছে।

(ক) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ :

Bengali Grammar/By/The Late Rev. W. Yates, D. D. / Reprinted, with Improvements, from his Introduction to the Bengali Language Edited By J. Wenger/Calcutta/Printed By J. Thomas, Baptist Mission Press./1849.

গ্রন্থটিতে বাঙ্গালা গদ্যের স্টাইল সম্বন্ধে একটি রচনা আছে,—সমসাময়িক-কালের সমালোচকের নিকট বাঙ্গালা গদ্যের স্বরূপ কিভাবে ধরা পড়িয়াছিল প্রবন্ধটি হইতে তাহা জানা যাইবে।

"It is much to be regretted that no standard of style exists which might serve as a pattern for imitation. This is owing to the comparatively recent origin of Bengali literature: the language, especially the written language, is not yet fixed, and although rapidly advancing towards a state of purity and elegance, is at present still in a fluctuating condition. In speaking of style, therefore, we are compelled to refer to conversation as well as to written composition.

"We may point out two kinds of style, which should be most carefully avoided, viz. the vulgar and the pedantic. The vulgar style betrays itself by the use of the inferior verb and pronoun in the first and second persons. The pedantic style may be known by its being imperfectly understood by all those who have not studied Sanscrit : its faults lie chiefly in the introduction of compound words when they are not

needed, and in the choice of such compounds as consist of words not in common use ; also in the unnecessary adoption of Sanscrit phrases and forms of speech.

"Another kind of style may be called the impure style, because it borrows too largely from the Hindi and Hindustani, and partly also from the English. This is used by almost all Muhammadans who speak Bengali ; by most persons in the employ of Europeans ; and especially by those who are engaged in commerce and in judicial matters. It would be pedantry to proscribe all foreign words from the Bengali language ; because in many cases they are the only terms which exists or which is likely to be understood. But it is highly desirable to avoid the use of those for which indigenous terms derived from the Sanscrit, are either already provided by the daily language, or may be introduced into it with every prospect of being as plain and intelligible as the exotic words now in common use.

"The familiar style is used by most of the natives of Bengal in their own houses, and in their daily intercourse among themselves. Most of its words are derived from the Sanscrit, but considerably modified, especially by absorbing the 'র' and other consonants in the preceding vowel ; as কাণ for কর্ণ, হাত for হস্ত. The endless use of expletives, as গো, টা, টুকি is its chief blemish, but for this it might become a beautiful language. It is, however, far from being rich enough, at present, to answer all the purposes of a language. In abounds in terms relating to domestic and agricultural life ; but is poor as soon as another province of thought requires to be occupied.

"The book style, which is also becoming current in conversation, is a language seeking to occupy the golden medium between the familiar and the pedantic ; by preferring to all other words those Sanscrit elements which the familiar language has retained, or altered only slightly, and by avoiding all compound words the component parts of which are not readily intelligible."—Bengali Grammar—By Rev. W. Yates, D. D.—Appendix, No 6, Page : 150 (1849 edition).

(খ) ব্যাকরণের ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ :

Introduction to the Bengali Language By the Late Rev. W. Yates, D. D. / in Two volumes / Edited By J. Wenger / Elementary Part / containing A Grammar, A Reader, And Explanatory Notes, / with an index And Vocabulary. / Second Edition England. / Calcutta / 1874.

গ্রন্থটির ব্যাকরণ অংশ ইয়েটসের এবং 'রিডার' অংশের তিন-চার পৃষ্ঠা মাত্র তাঁহার। বাকী অংশ ওয়েঙ্গার সংযোজিত। গ্রন্থশেষে 'বোকেবুলারি' অংশ সংযোজিত হইয়াছে। সম্পাদকের ভূমিকায় ওয়েঙ্গার বলিয়াছেন—

"In the Grammar, which still essentially Dr. Yates work, the editor has ventured to introduce some corrections and additions...The materials prepared for the Reader by Dr. Yates consist of the first three four pages, and most of the anecdotes in chap iii. The remainder has been supplied by the editor, from various sources," Editor's preface, Page 1. (Dr. Yates Grammar, 1874 edition).

প্রথম খণ্ডে ব্যাকরণ, বাঙ্গালা গদ্যের কিছু নমুনা, সরল বাক্যগঠন প্রণালী ও গল্পসঙ্কলন আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সংস্কৃত রচনাবলীর বাঙ্গালা অনুবাদ ও কিছু বাঙ্গালা রচনার উদ্ধৃতি রহিয়াছে। 'তোতা ইতিহাস', 'লিপিমালা', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী', 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', 'পুরুষ

পরীক্ষা', 'জ্ঞানার্ণবম্', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা', 'তথ্যপ্রকাশ', 'নলোপাখ্যান',—ইহার সংগ্রহ অংশের উৎসগ্রন্থ।

এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৪৯ ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েঙ্গার কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫। বাইবেল।

অন্যান্য মিশনারীদের মত ইয়েটস্‌ও বাইবেল অনুবাদে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ১৮২৯ হইতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পনেরো বৎসরের চেষ্টায় ইহার সমগ্র অংশই বাঙ্গালায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অনূদিত বাইবেল প্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।—

"In 1829, Dr. Yates and his brethren in Calcutta, Determined to prepare a new version of the Bengali Bible. In this plan (to translate the Old Testament from the original Hebrew) Dr. Yates co-operated Mr. Ellerton's translation of the Gospels and tract, 4000 copies of each, was now reprinted for immediate use. They were completed in 1831. In 1833, Dr. Yates and his Baptist brethren in Calcutta published the first edition of their new version of the New Testament, 800 copies of the entire volume, and extra-copies of particular portions. In 1834, Dr. Yates translation of Matthew, Mark and Luke was reprinted, 1000 copies of each. In 1838, Dr. Yates translation of the Psalms, carefully revised, was reprinted.

"From 1839 till his death, Dr. Yates devoted his whole time to the translation. In 1840, Dr. Yates version of the Old Testament was sent to press, in 1844, the entire Old Testament translated by Dr. Yates was published."[২৭]

সমগ্র ওল্ড টেস্টামেণ্টের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৪৪, এই গ্রন্থটি ওয়েঙ্গার ও সি. বি. লুইস কর্তৃক পরিমার্জিত হইয়া ১৮৬১ ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইয়েটস্ রচিত ও অনূদিত বাইবেল দুই খণ্ড ধরিয়া ছয়টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম আছে। ইয়েটসের নামে প্রচলিত অতিরিক্ত ছয়টি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। জন মারডক ও রেভাঃ লং'-এর ক্যাটালগে ইহাদের রচয়িতা বলিয়া ইয়েটসের উল্লেখ আছে—আমরা শেষোক্ত ছয়টি গ্রন্থের একটি খুঁজিয়া পাইয়াছি। এই গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও বাকী গ্রন্থগুলির যেটুকু পরিচয় মিলিয়াছে তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল।

একটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র।

৬। প্রাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয়। An Epitome of Ancient History containing a concise account of the Egyptians, Assyrians, Persians, Greciens and Romans, in English and Bengali. Calcutta. 1830.

ইয়েটস্ যখন স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক তখন ইহা তিনি সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন। ইহার অতি সামান্য অংশই তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। মূল অনুবাদক পীয়ার্সন। গ্রন্থালোচনা পীয়ার্সন-এর গ্রন্থালোচনার সহিত সন্নিবিষ্ট হইল।

অন্য পাঁচটি গ্রন্থের নাম—

(১) The Dying words of Jesus. 1818.

(২) সত্য ইতিহাস সার। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

(৩) Baxters call to the unconverted. 1836.

(৪) Translation of Dodridge's Rise and Progress of Religion. Anglo-Bengali. 1840.

(৫) হিতোপদেশ। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ।

'ডাইং ওয়ার্ডস্ অব জেসাস' একটি প্রচার পত্রিকা, 'সত্য ইতিহাস সার' দ্বিভাষিক অনুবাদ গ্রন্থ—ইহার মূল গ্রন্থের নাম 'সেলিব্রেটেড কারেকটারস ইন এনসিয়েণ্ট হিষ্ট্রি'। ডডারিজের গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা তিনশত। তৃতীয়টি 'কল টু দি আনকনভারটেড'—ইহার অনুবাদাংশ ইয়েটসের। অনুবাদটির বাঙ্গালা নাম জানা যায় নাই। হিতোপদেশের বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদটিই ইয়েটস্-এর হিতোপদেশ। সুশীলকুমার দে 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস'-এর অনুবাদক বলিয়াও ইয়েটসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থতালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে শ্রীরামপুরের কেরীগোষ্ঠীর নবীন লেখকদের মত ইয়েটস্‌ও ধর্মমণ্ডলে থাকিয়াই জনহিতকর শিক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশনের বাহিরে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা কেবল অর্থোপার্জনের জন্য নহে, তাঁহারা যেন উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই উপমহাদেশের নিরক্ষর জনসমাজে শিক্ষাবিস্তার তাঁহাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ইয়েটস্ রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ধর্মসম্বন্ধীয় বিতর্কে ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা করেন—"Essays in reply to Rammohon Roy।" তাঁহার ইংরাজী রচনার তালিকায় আরও দুইটি স্মরণীয় সংযোজন 'Memoirs of Chamberlain' ও 'Memoirs of Pearce' জীবনীগ্রন্থ দুইটি মিশনারী জীবনীকোষের মূল্যবান গ্রন্থ। প্রাচ্যভাষাবিদ ইয়েটস্ সংস্কৃত গ্রন্থাদির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। নল রাজার উপাখ্যান এই শ্রেণীর রচনা। "Review Naisadha Charita or Adventures of Nala Rajah of Nisadha, a Sanskrit Poem" —শ্রীহর্ষরচিত নৈষধচরিতের আলোচনা গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত হইতে ইংরাজীতে গদ্যানুবাদও আছে। লেখক সংস্কৃত সাহিত্য ভালই পাঠ করিয়াছিলেন— ইহার অলঙ্কার বিষয়ে তাঁহার একটি পৃথক গ্রন্থ আছে—"Essay on Sanskrit Alliteration"।

ইংরাজী বাঙ্গালা মিলিয়া ইয়েটসের অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যাই বেশী। মৌলিক গ্রন্থ ইংরাজীতে রচিত জীবনী দুইটি ও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা। বাঙ্গালা গ্রন্থের সবগুলিই সঙ্কলন বা অনুবাদগ্রন্থ। উদ্দেশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা। সঙ্কলনের কথা বাদ দিলে অনুবাদ অংশে ইয়েটস্ প্রায় সকল ইউরোপীয়কে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, তিনি অনুবাদেরও স্টাইল সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছিলেন— তাঁহার সমসাময়িক সমালোচকেরা এরূপ মনে করিতেন। ইয়েটস্ নিজে বাঙ্গালা গদ্যের স্টাইল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, ইহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন—পূর্বোদ্ধৃত 'অন বেঙ্গলি স্টাইল' রচনায় ইহা দেখা গিয়াছে। সুতরাং গদ্য রচনায় তিনি সাবধানতা অবলম্বন করিবেন এবং সচেতন শিল্পী বলিয়া ভাল লিখিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। ওয়েঙ্গার ইয়েটসের রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Often I have admired the beautiful simplicity, transparent clearness of the rich brevity of his renderings. He also

aimed at a style uniformly dignified. He allowed no vulgar expressions, and excluded with equal farmness of determinations all high-flown Sanskrit terms.

"If however, a finely balanced mind, endowed with splendid talents and enriched by solid and extensive erudition, rooted in an ardent love of truth, and chastened by humanity unfeigned ; if these qualities, accompanied by untiring industry, a tender conscience, fervent prayer, constitute a biblical translator, then such a translator was William Yates."[২৮]

ওয়েঙ্গার ইয়েটসের সহকারী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার উক্তিতে কিছু অত্যুক্তি থাকিতে পারে কিন্তু ইহা সত্য যে সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালা গদ্যের 'অবস্-কিউরিটি' ও কথ্য বাঙ্গালার 'ভালগারিটি'—এই দুই তুঙ্গ শীর্ষ সযত্নে পরিহার করিয়া ইয়েটস্ মধ্যভূমির সমতলে বিচরণ করিয়াছিলেন। ফেলিক্স কেরীর বিদ্যাহারাবলীর ভাষা ও ডঃ কেরী সঙ্কলিত কথোপকথনের ভাষা—উভয়কেই তিনি পরিহার করিয়াছিলেন।

ইয়েটসের কৃতিত্ব-বিষয়ে ওয়েঙ্গার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বিতর্কের অবকাশ নাই।

জন ওয়েঙ্গার।

কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্মভার ইয়েটস্-পীয়ার্সের পর ওয়েঙ্গারের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালায় যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহার একটি ছাড়া সমস্তই ধর্ম-পুস্তিকা। ধর্মসম্পর্কহীন রচনাটি ব্যাকরণ। ইহাও তাঁহার রচনা নহে—তিনি ইহার সম্পাদকমাত্র। তবে তিনি ইহাতে বহু অংশ সংযোজন করিয়াছিলেন, মূল গ্রন্থের রচয়িতা ইয়েটস্। তথাপি বর্তমান আলোচনায় তাঁহার স্থান নগণ্য নহে। কেরীগোষ্ঠীর নবীন লেখকদের মধ্যে ইয়েটসের পরই ওয়েঙ্গারের স্থান।

সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণের সন্নিকটস্থ একটি গ্রামে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েঙ্গারের জন্ম হয়। স্থানীয় স্কুলেই বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্যাপটিষ্ট

মিশনারী সোসাইটির সংস্পর্শে থাকিয়া যাজকতায় শিক্ষানবীশি করেন। এই সময় প্রাচ্যভাষা বিশেষ করিয়া সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির যাজক হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং রেভাঃ ইয়েটসের সহকারীরূপে কিছুদিন কাজ করেন। ক্রমে তিনি ইয়েটসের সহৃদয় বন্ধু ও বাঙ্গালা রচনাক্ষেত্রে তাঁহার অন্যতম সাহায্যকারী হইয়া উঠেন। ওয়েঙ্গার ইয়েটসের সহিত বাইবেল অনুবাদে হাত দেন এবং মূল হিব্রু হইতে সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ আরম্ভ করেন ও বাইবেলের সঙ্গীতগুলিকে ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত পদে অনূদিত করেন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালেই তিনি বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ছাড়া ওড়িয়া, হিন্দী ও ফারসি ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

ইয়েটসের পর কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির অন্যতম স্তম্ভ জন ওয়েঙ্গার দীর্ঘদিন বাঙ্গালাদেশে মিশনের কাজ করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

ওয়েঙ্গারের বাঙ্গালা রচনা ॥

১। On Being in Debt. 1842। গ্রন্থটির বাঙ্গালা নাম জানা যায় নাই। ইহা মূল ওড়িয়া হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত। ইহাতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে ঋণের অপকারিতা বলা হইয়াছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, প্রচার পুস্তিকা হিসাবে বিতরিত হইত। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। উপদেশক। ১৮৪৭—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'উপদেশক' মাসিক পত্রিকা হইতে বিভিন্ন অংশ সঙ্কলিত হইয়া ওয়েঙ্গারের নামে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬৩। 'উপদেশক' প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দুই আনা। ব্যাপটিষ্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত, ওয়েঙ্গারের সম্পাদনা ও রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটিতে খ্রীষ্টীয় নীতিনিবন্ধ, মিশনারীদের জীবনী, বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সংস্থার কার্যবিবরণী ও সংবাদাদি থাকিত।

৩। Outline of Christian Theology. 1848। এই রচনাটিই ওয়েঙ্গারের মৌলিক রচনা। গ্রন্থটির বিবরণে বলা হইয়াছে যে ইহাতে দেশীয় ধর্মযাজকদের জন্য লিখিত খ্রীষ্টীয় নীতিনিবন্ধ আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৫।

৪। The True Pilgrimage বা সত্যযাত্রা, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহা অনুবাদগ্রন্থ, মূল গ্রন্থটি জে. আলেকজাণ্ডার রচিত।

৫। সুসমাচার সহচর। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ। The Preachers Companion। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫২, ইহাতে ৭০টি উপদেশাবলী সঙ্কলন, বাইবেলের ১২টি কাহিনী ও প্রার্থনার ব্যাখ্যা আছে। দেশীয় ধর্মযাজকগণের সুবিধা হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল।

৬। The Evidences of Bible। ধর্মপুস্তকের সংক্ষেপ, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

৭। বাঙ্গালা ব্যাকরণ—Introduction to the Bengali Language। ইয়েটস্ এই ব্যাকরণটির রচয়িতা কিন্তু ইহার সম্পাদক ওয়েঙ্গার। ইয়েটস্ ইহার কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ওয়েঙ্গার ইহাকে পূর্ণাবয়ব দান করিয়াছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য ইয়েটস্ যখন শেষবার স্বদেশযাত্রা করেন তখন গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ওয়েঙ্গারকে সমর্পণ করেন, এবং একটি চিঠিতে লিখেন—

"Here I have collected the materials for an Introduction to the Bengali Language, but the whole is in so imperfect a state that I fear it would entail too much labour upon you to publish it during my absence ; I shall therefore only request you to keep all papers untill my return."[২৯]

গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ওয়েঙ্গারের সম্পাদনায় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েটসের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপত্র নিম্নরূপ—

Introduction / To / The Bengali Language / By The Late Rev. W. Yates, D. D. / In two Volumes / Edited By J. Wenger / Vol I / containing a Grammar, a reader, and explanatory notes, / with an index and vocabulary / Calcutta: / Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road / 1847.

দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রে গ্রন্থ নাম একরূপ, পার্থক্য আছে খণ্ডের উল্লেখে। এই অংশ নিম্নরূপ—

Vol II / Containing selections from Bengali Literature. / ...To be had also at Messrs. Thaker and Co., Messrs.

Ostel / and Lepage, and Messrs. De Rozario and Co. / 1847.

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার যে সংস্করণ বাহির হয় তাহা অধিকতর পুর্ণতর। বিষয়বিন্যাস এইরূপ—

Chapter I Orthography / Chapter II Nouns / Chapter III Adjectives / Chapter IV Pronouns / Chapter V Verbs / Chapter VI Indeclinable words / Chapter VII Derivative words/Chapter VIII Compound words/Chapter IX Syntax / Chapter X Prosody। ইহার পর Appendix, Bengali Reader, Explanatory Notes, Index এবং Vocabulary।

ব্যাকরণটি হলহেড ও কেরীর ব্যাকরণের পর তৃতীয় বিখ্যাত ব্যাকরণ। রচনা ইংরাজীতে তবে বাঙ্গালা রিডার অংশে বিভিন্ন বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি আছে। এই গ্রন্থ দুইটির ব্যবহার হলহেড ও কেরীর ব্যাকরণ অপেক্ষাও অধিকতর ব্যাপক ছিল। ওয়েঙ্গার তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের সম্পাদনায় হলহেড, কেরী ও ইয়েটস্—তিনজন বিখ্যাত পণ্ডিতের রচনার সাহায্য পাইয়াছিলেন, পরন্তু ইয়েটস্ ইহার কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই ইহা একটি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের রচিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে ওয়েঙ্গারের ব্যাকরণটিই সর্বোৎকৃষ্ট।

৮। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইংরাজীতে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র সেন "বাঙ্গালার ইতিহাস" নাম দিয়া ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন ওয়েঙ্গার মূল গ্রন্থের নূতন একটি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ —বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত / শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেব রচিত / গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত / Marshman's History of Bengal / in Bengali. / Printed in the Calcutta School Book Society Press. / 1853.

৯। জন বুনিয়ন রচিত পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস-এর অনুবাদ। গ্রন্থটির অনেকগুলি অনুবাদ হইয়াছিল—ইহার বিবরণ আমরা ফেলিক্স কেরীর গ্রন্থালোচনাকালে করিয়াছি। ওয়েঙ্গারও ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ফেলিক্স কেরীর অনুবাদটির নাম 'যাত্র্যগ্রসরণ'। সাটনকৃত অনুবাদটি 'স্বর্গীয় যাত্রীর বৃত্তান্ত' নামে প্রচলিত। কলিকাতা খ্রীশ্চান ট্রাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে 'যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ' ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। একই প্রতিষ্ঠান ও ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত আর একটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে—নাম 'যাত্রীকের গতি'। প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত গ্রন্থ দুইটিতে অনুবাদকের নাম নাই। গ্রন্থ চারিটি উত্তরপাড়া ও শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরীতে আছে। অনুবাদকের নাম-হীন গ্রন্থ দুইটির প্রথমটিতে ফেলিক্স কেরীর উপর পীয়ার্সনের সম্পাদনা ঘটিয়াছে, দ্বিতীয়টির সম্পাদক ওয়েঙ্গার। এই বিষয়ে একটি প্রমাণপঞ্জী উদ্ধৃত হইল—

"The Pilgrims Progress was, we believe, first translated into Bengali by late Mr. Felix Carey, and was published at Serampore—the First Part in 1821 and the Second Part in 1822. This translation was regarded as not sufficiently simple, and the late Mr. Pearson of Chinsurah revised and altered the First, which has since been twice printed by the Calcutta Christian Tract and Book Society. The volume now published by the same society contains the entire work. Mr. F. Carey's translation of the Second Part having been rewritten by Mr. G. Pearce, and both parts have been collected with the original and revised with considerable care by Mr. Wenger, who owing to Mr. Pearce's absence from India, carried the book through the press. It is embellished with several very beautiful wood engravings."[৩০]

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা খ্রীশ্চান ট্রাক্ট ও বুক সোসাইটি 'যাত্রীকের গতি' প্রকাশ করেন, তাহাদের ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম 'যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ'। ওয়েঙ্গার 'যাত্রীকের গতি'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সম্পাদনা করেন। মূল অনুবাদ ফেলিক্স কেরীর—তাঁহার অনুবাদের উপর ১ম ভাগে

পীয়ার্সন ও ২য় ভাগে পীয়ার্স হাত চালাইয়াছিলেন। তৃতীয় দফায় ওয়েঙ্গার ইহাকে পরিমার্জিত করিয়া একত্রে বাহির করিলেন। সুশীলকুমার দে 'বেঙ্গলী লিটারেচার ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী' (পৃষ্ঠা : ২৩৮ পাদটীকা) গ্রন্থে বলিয়াছেন ইয়েটস্ পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসের অনুবাদ করিয়াছিলেন,—ইহা সত্য নহে। ওয়েঙ্গার ইয়েটসের বন্ধু ও সহকর্মী। ইয়েটসের অসমাপ্ত গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করিয়াছেন এবং ইহাতে ইয়েটসের নাম দিয়াছেন, নিজেকে সম্পাদক বলিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতাংশটির শেষে ওয়েঙ্গারের স্বাক্ষর আছে। তিনি সদ্যোদ্ধৃত রচনাটিতে 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসে'র অনুবাদধারার কথা বলিয়াছেন। যদি ইয়েটস্ কিছু অনুবাদ করিতেন, তিনি অবশ্যই তাহা বলিতেন। আমাদের মনে হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীশ্চান ট্রাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদকের নামহীন 'যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ' গ্রন্থটি ইয়েটসের বলিয়া সুশীলকুমার দে ভুল করিয়াছেন। কারণ উক্ত সোসাইটির সহিত সেই সময় ইয়েটসের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং তিনি গ্রন্থটির অনুবাদক বা সম্পাদক হইলে অবশ্যই তাঁহার নাম থাকিত।

গ্রন্থ প্রকাশ এবং গ্রন্থ ও পত্রিকা সম্পাদনায় ওয়েঙ্গার শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠীর জন মার্শম্যানের মতই অভিজ্ঞ ছিলেন—জন মার্শম্যানের পর ওয়েঙ্গার সরকারী অনুবাদকের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওয়েঙ্গার যখন বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রকাশ ও রচনায় নামিলেন (১৮৪২—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ) তখন বাঙ্গালা গদ্য আপনার পায়ে ভর দিয়া চলিতে শিখিয়াছে, বাহিরের কোনো সাহায্যের আর প্রয়োজন ছিল না। ওয়েঙ্গার যাহা করিয়াছেন কেরীমার্শম্যান-ওয়ার্ডের যুগে তাহাই করিলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার স্থান ভিন্নরূপ হইত।

উইলিয়ম পীয়ার্স, ইউস্টেস কেরী ও জন লসেন।

আর তিনজন ইউরোপীয় লেখকের কথা আলোচনা করিলেই কেরী প্রভাবিত নবীন লেখকদের অধ্যায় শেষ হইবে। শ্রীরামপুর মিশনারীদের সহিত লণ্ডনস্থ ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির বিরোধ চূড়ান্ত রূপ লইলে তিনজন নবীন মিশনারী শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় চলিয়া যান। ইঁহারা লণ্ডনস্থ মিশনের পক্ষে ছিলেন এবং শ্রীরামপুর মিশনারীদের অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের অভিমতে সায় দিতে পারেন নাই।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং লণ্ডনস্থ ব্যাপটিষ্ট মিশনের একটি শাখা কলিকাতায় স্থাপন করেন ও সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রেসও প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বর্তমানের ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস। এই তিনজন নবীন ধর্মযাজকের নাম উইলিয়ম হপকিন্স পীয়ার্স, ইউস্টেস কেরী এবং জন লসেন। রেভাঃ উইলিয়ম ইয়েটস্‌ও ইঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চারজনের অক্লান্ত চেষ্টায় কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি ও ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস অল্পকাল মধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইয়েটসের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, বাকী তিনজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাঙ্গালা রচনার পরিচয় এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

উইলিয়ম হপকিন্স পীয়ার্স।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বার্মিংহাম নগরে উইলিয়ম পীয়ার্সের জন্ম হয়। পিতা স্যামুয়েল পীয়ার্স ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে উইলিয়ম পিতৃহীন হন। নটিংহামের একজন সহৃদয় ব্যক্তি—মিঃ নিকলস্‌—তাঁহাকে মানুষ করিবার ভার গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে বালক উইলিয়ম মাকেও হারান। ইহার পর অন্যের উপর সম্পূর্ণ ভর করিয়া তাঁহার ছাত্রাবস্থা কাটিয়াছিল। রেভাঃ রাইল্যাণ্ড বন্ধুপুত্রের যাজকবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিলে পীয়ার্সের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেকটা নির্ধারিত হইয়া গেল। ব্রিষ্টল কলেজে তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হইলে তিনি অক্সফোর্ড ক্লেরেনডন প্রেসে চাকুরী লন। এই সময় হইতেই তাঁহার মন যাজকবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে রেভাঃ ওয়ার্ডের আমন্ত্রণ পাইয়া সস্ত্রীক শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বেশীদিন এই স্থানে থাকিতে পারিলেন না, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং লণ্ডনস্থ ব্যাপটিষ্ট মিশনের অধীনে শাখা স্থাপন করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে একটি মিশনারী প্রেসও প্রতিষ্ঠিত হয়, এই প্রেসটি কয়েক বৎসর মধ্যেই কলিকাতার একটি বিখ্যাত ছাপাখানা বলিয়া খ্যাতি অর্জন করে। কলিকাতায় অবস্থানকালে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মোদ্যোগের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। ইয়েটস্‌ প্রথমবার স্বদেশযাত্রা করিলে পীয়ার্স স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক হন। তিনি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন গ্রামে যে সকল

মিশনারী কাজ করিতেছিলেন তাঁহাদের সুখ-সুবিধা বিবেচনা করিতে ও সাহায্যার্থে একটি সোসাইটি স্থাপন করেন। নারীশিক্ষা আন্দোলনের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। এই সকল কাজের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা ও প্রেসের কাজও ছিল। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত কর্মভার পুনরায় গ্রহণ করেন এবং ফারসিভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। তিনি মূল হিব্রু হইতে বাঙ্গালাতেও একটি বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অনুবাদ-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উইলিয়ম হপকিন্স পীয়ার্সের গ্রন্থাবলী।

১। কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনী। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ। The Life of Krishna Prasad। অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—ইহাতে কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনকথা আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ কাল্পনিক চরিত্র—খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে প্রভাববিস্তার করিয়া তাঁহার জীবন মধুর করিয়াছিল—ইহাই প্রচার পুস্তিকাটির বিষয়।

২। সত্য আশ্রয়। গ্রন্থটির ইংরাজী নাম—The True Refuge। প্রচার পুস্তিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমান্বয়ে ইহার এগারটি সংস্করণ হইয়াছিল। ইহার বিষয়—হিন্দুধর্ম মানুষের পাপ দূর করিতে পারে না, খ্রীষ্টধর্মই পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায়। যীশু ভজনাই মানুষের পাপ-স্খালনের একমাত্র পথ।

৩। ভূগোল বৃত্তান্ত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ। লং-এর ক্যাটালগে ইহার উল্লেখ আছে এবং ওরিয়েণ্টাল খ্রীশ্চান বাওগ্রাফি দ্বিতীয় খণ্ডে পীয়ার্সের জীবনী আলোচনাকালে গ্রন্থটির নাম করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে—

"His Geography in Bengalee and Hindee has been extensively used in the native schools, and contains a vast quantity of useful information, communicated in a manner best suited to impress it on the native mind." Oriental Christian Biography. Vol II.

ইহার পঞ্চম ভাগ পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম—এই চারিটি ভাগ উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে।

ইউস্টেস কেরী।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ পলাশপিউরী গ্রামে ইউস্টেস কেরীর জন্ম হয়। পিতার নাম টমাস কেরী, ইউস্টেস রেভাঃ উইলিয়ম কেরীর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

("I was the only surviving son of his only brother."—Preface, page 5, Memoir of W. Carey—By E. Carey)

ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির জন্য কাজ করিতে হইলে যে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন রেভাঃ সাটক্লিফের তত্ত্বাবধানে ইউস্টেস তাহা শেষ করিয়া ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। প্রায় চার বৎসর কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিস থাকিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পীয়ার্সের সহিত কলিকাতা চলিয়া আসেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির কর্মের সহিত নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি বেশীদিন বাঙ্গালায় থাকিতে পারেন নাই, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে যাজকবৃত্তিতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইউস্টেস কেরীর বাঙ্গালা রচনা মাত্র একটি এবং ইহা উল্লেখযোগ্য কোনো রচনা নহে। লং-এর ক্যাটালগে বা অন্যত্র কোথাও তাঁহার বাঙ্গালা রচনার উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র মারডকের ক্যাটালগে এই রচনাটির উল্লেখ আছে। ইহা একটি প্রচার পুস্তিকা—নাম 'সত্যদর্শন'। প্রথম ভাগ। প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইউস্টেসের একটি ইংরাজী রচনা ভারতীয় মিশনারী মহলে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—ইহা উইলিয়ম কেরীর জীবনী। গ্রন্থটিতে লেখক নিজে কিছু বলেন নাই,—কেরীর জীবন কথা কেরী সম্পৃক্ত চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত জার্নাল হইতে সঙ্কলিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেরী কর্তৃক ডাঃ রাইল্যাণ্ড প্রভৃতিকে লিখিত পত্রের সংখ্যাই অধিক। এই পত্রগুলিই কেরী-জীবনী আলোচনার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণ। গ্রন্থটির নাম Memoir of William Carey, D. D., প্রকাশকাল ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

জন লসেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই লসেনের জন্ম হয়, জন্মস্থান ইংল্যণ্ডের 'ট্রবীজ' সহর। বাল্যকালে ধর্ম অপেক্ষা চিত্রশিল্পে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। পিতা পুত্রের প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনের একটি কাষ্ঠ খোদাই কারখানায় শিক্ষানবিসের কাজে লসেনকে নিযুক্ত করিলেন। লসেন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন যান। এখানে কাষ্ঠখোদাই ও বিভিন্ন ভাষায় ধাতুনির্মিত অক্ষর গঠনের যাবতীয় কাজ হাতেকলমে শিখিয়া লন, এবং ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির প্রবীণ পরিচালক সাটক্লিফের নিকট খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধ বিষয়ক যাবতীয় উপদেশ গ্রহণ শেষ করিয়া প্রচারক পদে নিযুক্ত হন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। এখানে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অগাষ্ট কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া সাময়িকভাবে সরকারী ছাড়পত্র লইয়াই তিনি শ্রীরামপুরে উপনীত হইলেন। চীনা অক্ষর নির্মাণে লসেন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কর্মীগণকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সরকার তাঁহাকে কালক্ষেপ না করিয়া ইংল্যণ্ড গমনোদ্যত একটি জাহাজে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। তিনি চলিয়া গেলে চীনা অক্ষর নির্মাণ আর কখনও শেষ হইবে না, তিনি এবিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন—এই মর্মে গভর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করিলে লসেন ভারতে থাকিবার অনুমতি লাভ করিলেন। শ্রীরামপুর প্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি এই বিষয় শিক্ষার একটি স্কুলও খুলিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গালাদেশের মুদ্রণবিষয়ক প্রথম বিদ্যালয়, ভারতেও ইহা প্রথম। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা চলিয়া আসেন। এখানে একটি চার্চের অধ্যক্ষ হন।

লসেনের শিক্ষার পরিধি-বহুব্যাপ্ত ছিল। তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, চিত্রলিপিতে অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। ভূগোল, জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় লসেনের সমান জ্ঞান ছিল। গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ বিষয়ের জ্ঞানে সে সময়ে লসেনের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তিনি কিছু কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিয়া বহুবিধ জনহিতকর কার্যে ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকিয়া এই মনীষী ১৮২৫ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর ইহলোক ত্যাগ করেন।

লসেনের বাঙ্গালা গ্রন্থ।

'পশ্বাবলী' নামক একটি গ্রন্থ রচনার সহিত লসেনের নাম যুক্ত রহিয়াছে,—ইহা ছাড়া দুইটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তিকা দুইটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পশ্বাবলীর রচনাকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থাকারে ইহার প্রথম প্রকাশ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত লসেনের যোগ গ্রন্থরচনার মাধ্যমে তত বেশী নহে যত বেশী বাঙ্গালা মুদ্রণবিষয়ে। কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ইহার মুদ্রণবিভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তিনি স্বহস্তে বাঙ্গালা প্রভৃতি অক্ষর প্রস্তুত করিতেন, সচিত্র গ্রন্থের চিত্রাবলীর জন্য ধাতুনির্মিত ব্লক নির্মাণ করিতেন। বাঙ্গালা মুদ্রণে ধাতুনির্মিত 'ব্লকে'র ব্যবহারে লসেনই পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন গ্রন্থতালিকা হইতে তাঁহার নিম্নলিখিত রচনাগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১। সিংহের ইতিহাস। History of Lion. 1819। পরবর্তীকালে রচিত 'পশ্বাবলী' পর্যায়ের রচনা হইতে বুঝিতে পারি যে ইহা পুস্তিকাজাতীয় ক্ষুদ্র পত্রিকা ছিল। লসেনের এই রচনাটি হইতেই ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক 'পশ্বাবলী' বাহির করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়, এবং লসেন পীয়ার্সের সহিত পত্রিকাকারে প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' পর্যায়ের রচনা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। আলোচ্য পুস্তিকাটির বিবরণ কেবলমাত্র লং-এর ক্যাটালগে পাওয়া গিয়াছে, অন্য কোনো গ্রন্থ তালিকায় পৃথক করিয়া 'সিংহের ইতিহাস' তালিকাবদ্ধ হয় নাই, 'পশ্বাবলী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'সিংহের ইতিহাস' ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে ইহার একটি কপি আছে। লং-এর ক্যাটালগে এই পুস্তিকাটি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'The Calcutta School Book Society at an early period directed its attaintion to zoology. In 1819 they published Lawson's 'History of the Lion' with a picture which excited such alarm, that one school, where it was placed, was at once emptied of its scholars—The Hindoos believe there is one lion in the world; to this book succeeded in 1822-23 separate pamphlets on the bear, elephant, rhinoceros, tiger and

cat, by Mr. Lawson, who was well skilled in engravings." Descriptive Catalogue of Bengali works—By Rev. J. L'ong. 1855.

'History of Lion'-কে অনুসরণ করিয়া 'পশ্বাবলী' পর্যায়ের আরও পাঁচটি পুস্তিকা বাহির হইয়াছিল বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে লং-কথিত 'বিড়াল' সম্বন্ধে লসেনের কোনো রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহা যে বাহির হইয়াছিল—তেমন কোনো বিবরণ অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

২। 'ফটিক চাঁদের জীবনী' ও 'দুঃখী জোসেফ'—দুইটিই প্রচার পুস্তিকা, অ-খ্রীষ্ট জনমণ্ডলীতে বিতরণের জন্য 'কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশনারী ট্রাক্ট' সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'ফটিক চাঁদের জীবনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তিকা দুইটির ইংরাজী নাম ছিল—The Life of Fatik Chand, Poor Joseph।

৩। পশ্বাবলী। স্কুল ও কলেজ পাঠ্য হিসাবে 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার উপযোগিতা দেখিয়া এই শ্রেণীর আরও চারিটি পত্রিকা মিশনারীগণ বাহির করিয়াছিলেন। 'পশ্বাবলী' ইহাদের অন্যতম। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দুইটি পত্রিকা—'বিজ্ঞান সেবধি', ও 'বিজ্ঞান সারসংগ্রহঃ' ইহার পর বাহির হইয়াছিল। পশু বিষয়ক 'পশ্বাবলী' অনুকরণে 'পক্ষির বিবরণ' বাহির হইয়াছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সিংহের বিবরণ' বাহির হইবার পর তিন বৎসর পরে স্কুল বুক সোসাইটি মাসিক পত্রিকারূপে 'পশ্বাবলী' বাহির করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। লসেন ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম সংখ্যা 'পশ্বাবলী' বাহির হয়—এবং ছয়টি সংখ্যা বাহির হইবার পর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই ছয়টি সংখ্যাও একটানা বাহির হয় নাই। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহের বিবরণসহ ছয় সংখ্যা 'পশ্বাবলী' একত্রে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাই লসেনের 'পশ্বাবলী' নামে খ্যাত। গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে ইহার চাহিদা ও উপযোগিতা দেখিয়া স্কুল বুক সোসাইটি রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ইহার দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার ষোলটি সংখ্যা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইউরোপীয় পরিচালনা' অধ্যায়ে ইহার অন্যান্য বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কতিপয় অপ্রধান লেখক ॥

কেরীগোষ্ঠীর বাহিরে কতিপয় ইউরোপীয় লেখক একক বা প্রতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ মূল ধারার সহিত একই স্রোতে বহিয়া চলিয়াছিল, ইহাদের পৃথক কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু রচনামাত্রই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে বলিয়া অপ্রধান লেখকদের রচনায়ও কোথাও কোথাও তাহাদের পরিচয় ফুটিয়া উঠে এবং অজস্র রচনার মধ্যে ম্লান হইলেও দু-একটি অন্ততঃ চোখে পড়িবার মত দীপ্তি লইয়া উপস্থিত হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে অনেক ইউরোপীয় বাঙ্গালাদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা নানাভাবে বঙ্গজীবনের সহিত যুক্ত হইয়া কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এমন একটি চক্র রচনা করিয়াছিলেন যাহার কর্মপ্রচেষ্টার প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কেরীগোষ্ঠীকে বাদ দিলে অন্যান্য মিশনারী সম্প্রদায় এবং মিশনারী সম্প্রদায়গুলির পৃষ্ঠপোষকতা অথবা অন্যান্য বহু ইউরোপীয়—যাঁহাদের সহিত মিশনারীগোষ্ঠীর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না—সকলেই কোনো না কোনো ভাবে বাঙ্গালাভাষার সহিত যুক্ত ছিলেন। নিজেরা বাঙ্গালা পড়িতেন বা বাঙ্গালাশিক্ষার জন্য গ্রন্থরচনা করিতেন। ঠিক এই সময় প্রাচ্যবিদ্যার মূল্য পশ্চিমজগতে বাড়িয়া গেলে সংস্কৃত অধ্যয়নও শুরু হইয়াছিল। কোম্পানীর ইউরোপীয় চাকুরেদিগকে সর্বভারতীয় কর্মক্ষেত্রে কাজ করিবার দক্ষতা অর্জন করিতে হইত বলিয়া নবীন ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অধ্যয়ন কর্তব্য বলিয়া উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ মনে করিতেন। ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে বাঙ্গালার চর্চাও বাড়িয়াছিল। আর একদিকে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল—শিক্ষাক্ষেত্রে কোম্পানী যখন দেশীয় ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইলেন তখন কতিপয় মিশনারী-গোষ্ঠীর বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার দলগত প্রচেষ্টা জাতীয় গুরুত্ব লাভ করিল। দেশী বিদেশী অনেক লেখক তখন স্কুল-কলেজের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। কতিপয় ইউরোপীয় উপার্জনের একটি পথ বলিয়া শিক্ষকতা অবলম্বন করিলেন—তাঁহারাও নিজেদের প্রয়োজনবশেই পাঠ্যপুস্তক রচনা আরম্ভ করিলেন। কেরীগোষ্ঠীর বাহিরে এইজন্যই একদল ইউরোপীয় লেখকের আবির্ভাব হইল। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীগোষ্ঠী ছাড়া অন্য কোনো মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন, কেহ কেহ আবার

কোনো মিশনারীগোষ্ঠীর সহিতই যুক্ত ছিলেন না। এই সকল রচয়িতার পরিচয় এই অধ্যায়ে সংযোজিত হইল।

জেমস ষ্টুয়ার্ট ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত জেমস ষ্টুয়ার্টের যোগ আকস্মিক। তিনি বর্ধমানস্থিত প্রভিনসিয়াল ব্যাটেলিয়নের এডজুটাণ্ট ছিলেন—অকস্মাৎ বাঙ্গালার শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িলে সহৃদয় ধর্মপ্রাণ এই মিলিটারি অফিসার বর্ধমানে কয়েকটি স্কুল খুলিয়া শিক্ষাপ্রসার কর্মে উদ্যোগী হন। এই সূত্রেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালায় কিছু লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই শিক্ষকতা বা শিক্ষাপ্রসারের বিবিধ উদ্যোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরোক্ষ সংযোগের কথা বাদ দিলে যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাপ্রসারের জন্য প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত—হয় স্কুল খুলিয়া বা শিক্ষকতা করিয়া—তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। মালদহের জন এলার্টন, চুঁচুড়ার রেভারেণ্ড মে, কালনার জন পীয়ার্সন, চন্দননগরের মিঃ হার্লি, বর্ধমানের ক্যাপ্টান ষ্টুয়ার্টের কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। রেভারেণ্ড মে শিক্ষাপদ্ধতির যে কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন এখনও তাহা শিশু-শিক্ষায় ব্যবহৃত হয়। ষ্টুয়ার্ট বর্ধমানে স্বীয় নামে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া একজন মিশনারীর থাকিবার মত বাসভবন নির্মাণ করেন এবং কলিকাতাস্থ চার্চ মিশনকে বর্ধমানে শিক্ষাপ্রসারের স্বীয় প্রকল্প কার্যকরী করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কার্য আরম্ভ হয়, দুই বৎসর মধ্যে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক হাজার। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি যখন বাঙ্গালাদেশের অনেক স্কুল পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তখন শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। চুঁচুড়ার মে সাহেব শিশুপাঠ্য বিষয়কে মুখস্থের মাধ্যমে আনিয়া বর্ণ পরিচয় ও সংখ্যা গণনা শিখাইতেন। ইহারই পরিমার্জিত রীতি ষ্টুয়ার্ট অনুসরণ করিতেন। শ্রীরামপুরে মার্শম্যান যে রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে প্রচলিত ইংলণ্ডের রীতি। 'থ্রি-আর' নিয়মে মে ও ষ্টুয়ার্টের স্কুল চলিত। ইহাই কম-বেশী অদ্যাবধি বাঙ্গাদেশের পাঠশালাগুলিতে চালু আছে। স্কুল বুক সোসাইটির কর্ম-

কর্তাগণ ষ্টুয়ার্টের শিক্ষণপদ্ধতি আদর্শ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের স্কুলগুলিতে শিক্ষানবীশি করিতে নিকোলাস উইলার্ড নামক একজন মিশনারীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৩১] বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, স্বল্প বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ, ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা—উভয়কে পৃথক করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন—এই চতুর্বিধ কারণে তাঁহার স্কুলের জনপ্রিয়তা বাড়িয়াছিল। তাঁহার স্কুলগুলিতে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কোম্পানীর আইন অবশ্য পাঠ্য ছিল—ইহাতে একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ ব্যবহারে শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়াছিল অন্যদিকে তেমনি জনকল্যাণকর আইনগুলি পড়িয়া বৈদেশিক শাসনের প্রতি ছাত্রদের আনুগত্য জন্মিতেছিল। সাহেবের স্কুলে পড়িলে ধর্মরক্ষা সম্ভব হইবে না—এরূপ ধারণা, স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ ও খ্রীষ্টধর্মপ্রচার বিষয়কে স্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট না করায় প্রশমিত হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট কোম্পানী অনুমোদিত বাঙ্গালা স্কুলগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

জেমস ষ্টুয়ার্ট পেশায় সামরিক অফিসার, মনোবৃত্তিতে শিক্ষক এবং অবসর সময়ের কর্মে মিশনারী ছিলেন। জীবিকা-কর্মে ছুটি পাইলে স্কুল পরিচালনার কর্তব্যকর্ম শেষ করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে বাহির হইতেন। বাঙ্গালা ভালই জানিতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে ভাল বক্তৃতা করিতেন। পেশাদার ধর্মযাজক বা প্রতিষ্ঠানভুক্ত যাজকশ্রেণীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের কোনো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানিবার বা এই দুই ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার যুগ অতিক্রান্ত হইতে চলিতেছিল। পরিবর্তিত অবস্থায় যে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ইয়েটস-ওয়েঙ্গার প্রভৃতি করিয়াছিলেন, তাহারও পূর্ব হইতে কেরী-মার্শম্যান নূতন অবস্থায় ধর্মপ্রচারের পদ্ধতি পরিবর্তিত করিয়াছিলেন—সামরিক অফিসারটি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। "সুবিধা পাইলে ষ্টিওয়ার্ট সাহেব দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন করিতেন। খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে তিনি কোনদিন ভয় পাইতেন না। হিন্দুধর্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপাইয়া তিনি গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে।"[৩২]

বাঙ্গালায় কয়েকটি গ্রন্থরচনা অপেক্ষা আদর্শ স্কুল স্থাপনা—যাহাকে অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল—জেমস ষ্টুয়ার্টের অন্যতম কীর্তি।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫ বৎসর বয়সে এই কীর্তিমান ইউরোপীয়ের জীবনাবসান ঘটে।

ষ্টুয়ার্টের রচিত গ্রন্থাবলী ॥

১। ইতিহাস কথা ও উপদেশ কথা। স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে—

"About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the title of Oopodes kotha, a selection from Stretch's Beauties of History,. with other matter, the whole translated into Bengalee under the Superintendence of Captain Stewart. That gentleman presenting it to the society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the pleasing Tales."[৩৩]

'উপদেশ কথা' প্রকাশের দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ উদ্ধৃত রিপোর্ট হইতে পাওয়া যাইতেছে—পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। প্রথমে ইহা স্কুল বুক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই—অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্কুল বুক সোসাইটি ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 'সমাচার',—ইহাতে গ্রন্থবিবরণ এরূপ—"সমাচার—এই কেতাবের মধ্যে স্বতন্ত্র ২ দুই অংশ পাওয়া যায়, প্রথম ভাগ ষ্ট্রেচ সাহেবের ইতিহাসছটা নামে গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে কতক২ স্থূলার্থ সংগ্রহ করিয়া এদেশীয় মতে কিঞ্চিৎ সাজাইয়া তর্জমা করা গিয়াছে দ্বিতীয় ভাগে তিন প্রকরণ এক ইংলণ্ডীয়েরদিগের অজ্ঞানতা ও বিধর্ম্মাচারণ বিনাশ পূর্বক জ্ঞানশীল পশ্চিম দেশস্থদিগের মধ্যে মাননীয় হইবার সংক্ষেপ বিবরণ, দ্বিতীয় এদেশেতে সাহেব লোকেরদের প্রথম আগমনের কিঞ্চিৎ বিবরণ, তৃতীয় সরকারের রাজস্বের নিয়ম বন্ধনার্থে অন্যোন্য কারণের নিমিত্তে এই বঙ্গদেশের জন্যে কোন২ প্রধান আইন।

....

"দেখ, পূর্বে এই গ্রন্থ কোন২ সাহেব লোকির নিজ ব্যয়ের দ্বারা দুইবার

ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম ইহার নামকরণ ইতিহাস কথা ছিল, অনন্তর যখন এই গ্রন্থকে শুদ্ধ করিয়া কিছু বাহুল্য করা গেল, তৎকালে উপদেশ কথা খ্যাত হইল।"

তাহা হইলে ইতিহাস কথা ও উপদেশ কথা একই গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণ ষ্টেচ সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থের কোনো কোনো অংশের অনুবাদ—ইহা ইতিহাস কথা। দ্বিতীয় সংস্করণে অন্যান্য গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু অনুবাদও সংযোজিত হইল এবং নাম হইল 'উপদেশ কথা'। তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের পরিবর্ধিত ও মার্জিত রূপান্তর। পুস্তকের 'নির্ঘণ্ট' অংশ হইতে ইহার বিষয়বস্তু জানা যাইবে—সদুপদেশ, দয়াপ্রকাশ, গুণের পুরস্কার, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, যৌবনকালে বিদ্যাভ্যাসের কথা, সৎকর্মে কাল কাটান, বন্ধুতার কথা, মিথ্যাকথন, কৃতঘ্নতা, উদ্যম, সদ্‌গুণের কথা, ভ্রাতৃস্নেহ, মাৎসর্য্য, রাগ, ইতিহাস, এদেশেতে সাহেবেরদের আগমন, ইংলণ্ডের রাজশাসন, ইংলণ্ডের রাজকর, ইংলণ্ডের সৈন্য, ইংলণ্ডের জাহাজ, ইংলণ্ডের খণ্ড এবং প্রধান নগর ইত্যাদি, ইংলণ্ডের বিদ্যালয়, শাবৎ দিন, বারজনের দ্বারা মোকদ্দমা, ইংরাজী সন ১৭৯৩ শালের প্রথম আইন, ইংরাজী সন ১৭৯৩ শালের দ্বিতীয় আইন, ইংরাজী সন ১৭৯৩ শালের তৃতীয় আইন, তৃতীয় ধারা ও অভিধান। অভিধান অংশ ৬৮ হইতে ৭২ পৃষ্ঠা। সমগ্র গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ইংরাজী ৬৮ ও বাঙ্গালা ৬৮, খোলা বই-এর বামপৃষ্ঠায় ইংরাজী, দক্ষিণের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা।

গ্রন্থটি ইংরাজীতে 'মরেল টেলস্ অব হিষ্ট্রি, প্লিজিং টেলস'—নামেও পরিচিত ছিল। তবে সর্বত্রই বাঙ্গালায় 'উপদেশকথা' লিখিত হইত।

তৃতীয় সংস্কণের আখ্যাপত্র—উপদেশকথা / (ইতিহাসের সুবচন) / পরন্তু / ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক, / এবং ঈণ্ডিয়ার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় স্বল্প ব্যবস্থা. / / ষ্টেওয়ার্ট সাহেব কর্ত্তৃক রচিত. / Stwart's / Oopadesh-Cothe, / (or, Moral Tales of History) : / With an Historical Sketch of England, And Her Connection / With India. / Bengalee—3rd Edition. / Calcutta : / Printed for the Calcutta School Book Society' / At the School—Press, Dhurumtala. / 1820.

1st & 2nd Edit. Private charge, 3rd Edit. C. S. B. S.

ইহার ভাষার নমুনা নীচে দেওয়া হইল—

"কোন সময় একব্যক্তি য়িরুশালম নগর হইতে য়িরুখ্ নগরে যাইতে২

দস্যুমধ্যে পড়িলেন. তাহাতে সেই দস্যুরা আত্যন্তিক প্রহারে তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া তাহার বস্ত্রাদি লুটিয়া পালাইল. তৎপরে একজন অধ্যাপক ঐ পথে যাইতেছিলেন, তিনি ঐ আধমারা লোককে পথিমধ্যে দেখিয়া অন্য পথ দিয়া গেলেন, ক্ষণেককাল বিলম্বে আর এক জনও ঐরূপ দেখিয়া অন্য পথ দিয়া গেল, কিন্তু একজন অতি দয়ালু পরদুঃখে দুঃখীলোক সেই পথ দিয়া যাইতে২ ঐ মৃত্যুতুল্যলোকের দুর্দশা দেখিয়া অল্পে২ নিকটে গিয়া অতি খেদিতান্তঃকরণে কহিলেন, যে হায় কোন দুরাত্মা এমত প্রহার করিয়াছে, আহা সকল শরীরেই রক্তপাত করিয়াছে, পরে তাহাকে উঠাইয়া যেখানে বেদনা ও রক্তপাত হইয়াছিল, সেই স্থানে ওষধি দিলেন. পরে তাহাকে সওয়ারি করিয়া সরাইতে আনিয়া যত্নপূর্বক রাখিলেন. পরদিনে সেই সজ্জন পরদুঃখে কাতর দয়াশীল ব্যক্তি দুইটি সিকি ভাটিয়ারাকে দিয়া কহিলেন; যে ইহাকে ভালরূপে রাখ, ইনি কোন অংশে ব্যামোহ না পান; বরং তন্নিমিত্তে অধিক ব্যায় হয় তাহাও কর, আমি পুনরাবৃত্তিকালে শুধিব. অতএব এই দৃষ্টান্তে তোমরাও পরের প্রতি দয়া করিয়া পরদুঃখে দুঃখ বোধ কর." উপদেশ কথা—পৃষ্ঠা : ৩।

২। বর্ণমালা। প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ, ইহার ইংরাজী নাম "এলিমেণ্টারি টেবলস, স্পেলিং"—স্কুল বুক সোসাইটি হইতে প্রথম প্রকাশের সময় মূল্য ছিল ছয় আনা। প্রথমে বর্ণমালা—তাহার পর বানান শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শব্দ—তিন অক্ষরের যুক্ত ব্যঞ্জন পর্যন্ত ইহাতে আছে। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো উপদেশ কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণবোধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মিলাইলে যেরূপ হইবে—অনেকটা সেই রকম—আমাদের অনুসন্ধানে ইহাকেই প্রথম বর্ণমালা শিক্ষার বই বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার পুর্বে কেবলমাত্র বর্ণমালা ও বানান শিক্ষার কোনো বই—দেশীয় বা বিদেশীয় কাহারও রচনা—পাওয়া যায় নাই। স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে যে গ্রন্থতালিকা আছে তাহাতে এই বইটি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lieut. J. Stewert. Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge."[৩৯]

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। "মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানায় ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিন্ট হইয়াছিল।" সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৩।

৩। Short Reading Lessons—বাঙ্গালা নাম পাওয়া যায় নাই। লং তাঁহার গ্রন্থ তালিকায় বলিয়াছেন—"In 1818 Captain Steward published Short reading lessons, the same year J. Pearson published a similar work."—লং-এর তালিকা ব্যতীত অন্যত্র ইহার নাম নাই।

৪। তমোনাশক। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। হিন্দু দেবদেবীগণের বিবরণ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। এই বিষয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা মিশনারীগণ বহুদিবসাবধিই করিয়া আসিতেছিলেন। মনোএল হইতে কেরী-মার্শম্যান—কেহই হিন্দু দেবদেবীকে স্পর্শ না করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে পারেন নাই। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর, রামমোহনের আবির্ভাবের পর ইহাতে বাধা পড়িতেছিল। ক্রমে তাহা অপসৃত হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহার নাম পৃষ্ঠায় আছে—

"Tomonasuck or the Destroyer of Darkness. By James Stewart. তমোনাশক অর্থাৎ দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। বর্ধমানের জেমস ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কৃত / কলিকাতায় ছাপা হইল ১২৩৪ শাল। Printed at Calcutta, 1828"

পুস্তিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, বিষয়বস্তু—"ব্রাহ্মণেরদের গায়ত্রী, ব্রহ্মার বিবরণ, বিষ্ণুর সংক্ষেপ বিবরণ, দ্বিতীয় অবতার, তৃতীয় অবতার, চতুর্থ অবতার, পঞ্চম অবতার, ষষ্ঠ অবতার, সপ্তম অবতার, অষ্টম অবতার, নবম অবতার, কল্কী অবতার, শিব, গণেশ, ইন্দ্র, কালীর বিবরণ, দুর্গা, বিবেচিত কথা।"

তমোনাশকের ভাষার উদাহরণ—"বাঙ্গালিদের বিবাহের বিষয় দেখদেখি বড়২ কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেক২ বিবাহ করেন পরে তাহারা যে স্ত্রীর নিকট লাভের বিষয় অতিশয় বুঝেন তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন অন্য২ দুঃখিনী স্ত্রী সকল মনঃপীড়াতে দগ্ধ হইয়া কালযাপন করে আর তাহার মধ্যে কেহ২ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মবিপর্যয় কর্ম্ম করে এবং ঐ কুলীনেরা ব্যয়কুণ্ঠ প্রযুক্ত খরচ করিতে না পারিয়া আপন কন্যা কিম্বা ভগিনীরদের বিবাহ

দেন না বলেন যে বর মেলে না আর কোন২ ধনলোভি অনেক ধন পাইবার আশাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে অধিক বয়স্কা অর্থাৎ যুবতীপ্রায় করিয়া রাখে, পরে জাত্যাদি বিবেচনা না করিয়া এমত বরের চেষ্টা করে যে তাহাতে বরের এক চিহ্ন পাওয়া যায় না, তাহাতে ঐ পরাধীনা কন্যার বৃদ্ধাদি পতিতে মনঃসন্তোষ না হওয়াতে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবাহ হওযাতে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ কন্যা না পাইয়া অব্রাহ্মণ জাতি ভ্রষ্টাদির কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করেন, পরে অন্য২ প্রধান ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বেরদিগকে বউভাতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বধূর হস্তে সপাত্র অন্ন দিয়া বধূর পরিবেশন দ্বারা ভোজন করান, তাহাতে গৃহস্থ নির্দোষী হয়, হিন্দুদিগের প্রধান যে ব্রাহ্মণ তাহারদিগের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অন্য২ জাতির কথা কি কহিব কেন না গুরুর ব্যবহার জানিলে শিষ্যের বিষয় আপনি জানা যায়, ইহাতে বোধ হয় যে বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্মানুসন্ধান প্রায় নাই।" তমোনাশক, পৃষ্ঠা: ১৯।

ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ আলোচ্যবিষয় হইবার মত সামাজিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। ইহা যে নারীসমাজের নিদারুণ দুঃখ এবং সামাজিক অপঘাতের কারণ—তাহা বাহির হইতে যে কোনো বিদেশীও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। ষ্টুয়ার্ট খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে উৎসাহী ছিলেন, তিনি নিজে ধর্মযাজক ছিলেন না কিন্তু যাজকবৃত্তি তাহার মনে বাসা বাঁধিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের দেবদেবীগণের সহিত বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার কথা এই পুস্তিকাটিতে প্রচার করিয়াছিলেন।

এই বইটিকে বাদ দিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বর্ণমালা এবং উপদেশকথা বেশ কিছুদিন স্কুলপাঠ্য হিসাবে চলিয়াছিল। অনেকের রচিত বহু স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে তাহার এই দুইটি রচনা বিশেষ সংযোজন বলিয়া মনে করা হয়।

জন রবিনসন ॥

পাদরি জন রবিনসন কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, স্কুল বুক সোসাইটির সহিতও তাঁহার যোগাযোগ ছিল। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির পরিচালনা ও এই বিষয়ে তত্ত্বাবধানে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী

সোসাইটির সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রবিনসন অনূদিত একটি গ্রন্থের ব্যয়ভার জন ক্লার্ক মার্শম্যান বহন করিয়াছিলেন।

রবিনসন রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে। ইহার মধ্যে খ্রীষ্টীয় নীতিনিবন্ধ, স্কুলপাঠ্য, আইনের অনুবাদ ও রিপোর্ট আছে। তাঁহার সমুদয় রচনা প্রকাশ-কালের ক্রম হিসাবে সাজাইয়া দিলাম।

১। ইতিহাস সার সংগ্রহ। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ—Rabinson's Grammar / of History / অর্থাৎ / রবিনসন কর্তৃক ইতিহাস সার সংগ্রহ / কলিকাতা ইণ্ডিজিনস লিটরারি সভা / কর্তৃক / গৌড় সাধু ভাষায় / কমিটি অব পবলিক ইনস্ট্রাকশনের আদেশে / প্রকাশিত হইল / কলিকাতা / লেবেণ্ডয়র সাহেবের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত / ১৮৩২.

এই গ্রন্থটি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে। কলিকাতা ইণ্ডিজিনস লিটরারি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত আর কোন গ্রন্থ পাই নাই—এই সোসাইটির সমস্ত সভ্যই বাঙ্গালী ছিলেন। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় "কলিকাতা ইণ্ডিজিনস লিটরারি ক্লাবের অধ্যক্ষের দিগের নাম" আছে। সুতরাং মনে হইতে পারে রবিনসনের ইংরাজীতে রচিত কোনো ইতিহাস গ্রন্থের ইহা অনুবাদ মাত্র, এবং অনুবাদক কোনো বাঙ্গালী। কিন্তু গ্রন্থের ভূমিকায় রবিনসনের নাম আছে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত সমস্ত ক্যাটালগেই রবিনসনকে গ্রন্থটির রচনাকার বলা হইয়াছে। আমরাও এই মত পোষণ করি।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইতিহাস—ইহার মধ্যে 'ধর্মপুস্তক'ও গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসে কোনো কালানুক্রম রক্ষিত হয় নাই, পাঠ্যপুস্তকে যেরূপ বিভিন্ন পাঠ থাকে সেইরূপ ছাড়া ছাড়া ভাবে এক-একটি বিষয়ের যৎসামান্য বিবরণ আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস 'ইণ্ডিয়ার বৃত্তান্ত' পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট। অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ আছে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০৩। পুস্তকের শেষে "বৃহৎ২ ঘটনাসম্বন্ধীয় কালের সংক্ষেপ বিবরণ" আছে। এই ইতিহাস গ্রন্থ হইতে বোধ করি আমাদেরও জানিবার মত একটি বিষয় আছে। হিব্রু হইতে কখন ইংরাজী ভাষায় বাইবেল প্রথম অনূদিত হয়। এ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ইংরাজী ভাষায় বাইবেল যাহা এইক্ষণে প্রচলিত আছে তাহা ১৬১১ শকের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়।" ইতিহাস সার সংগ্রহ, পৃষ্ঠা: ১০।

২। উইলিয়ম কেরীর ইংরাজীতে রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের বাঙ্গালা

অনুবাদ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৯। বাঙ্গালী ছাত্রদের জন্য এই অনুবাদ প্রয়োজন হইয়াছিল। কেরীর ব্যাকরণের ইহা ঠিক ঠিক অনুবাদ নহে—ইহাতে রবিনসন কিছু পরিবর্জন ও সংযোজন করিয়াছিলেন। গ্রন্থশেষে প্রায় পাঁচশত সংস্কৃত ধাতুর অর্থ ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদের উদাহরণ দেখান হইয়াছে।

৩। ধর্ম্ম যুদ্ধের বৃত্তান্ত। গ্রন্থটি পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসের অনুবাদ, ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ—ধর্ম্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত / অর্থাৎ / আন্তরিক রিপু ও সয়তান প্রভৃতির সঙ্গে / খ্রীষ্টীয় লোকেরদের যেরূপ যুদ্ধ হয় / তাহার বিবরণ।/ জান ব্যনন সাহেবের রচিত / ও রবিনসন সাহেবের কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া / শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল / ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয় জন ক্লার্ক মার্শম্যান বহন করিয়াছিলেন। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থ শ্রীরামপুরে দেখিয়াছি। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১৬ এবং কিছুসংখ্যক ছবি আছে। ছবিগুলি কাঠ-খোদাই ছবি।

রবিনসন ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি খ্রীষ্টীয় নীতি বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা ও একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ট্রাক্টগুলির সন্ধান মারডকের ক্যাটালগে পাইয়াছি।

৪। মথির সুসমাচার। ইহা অনুবাদ পুস্তিকা—মূল ট্রাক্টটির নাম 'Barne's Notes on Matthew', শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫। দুঃখেতে পূর্ণ পৃথিবীর সুখের পথ। ইহাও অনুবাদ পুস্তিকা, মূলের নাম 'A Happy Path through a Sorrowful World', ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৭।

৬। Discourse on the Thirty-Second Psalm. 1845, শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২।

৭। হিন্দুরদের মত খণ্ডন। Wilson's Exposure of Hinduism। রবিনসন ইংরাজীতে রচিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থটিকে বাঙ্গালা প্রচার-পুস্তিকার রূপ দেন। রবিনসনকৃত পুস্তিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছিল।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত রবিনসনের তিনটি ট্রাক্ট ও তিনটি গ্রন্থের বিবরণ নীচে দিলাম।

৮। সামান্যলোকের স্বর্গপথ। প্রকাশকাল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। লং সঙ্কলিত—Selections from the Records of the Bengal Government published by the authority, No. XXXII-শীর্ষক পুস্তকতালিকা ব্যতীত অন্যত্র এই ট্রাক্টটির উল্লেখ নাই।

৯। On the suffering of Christ, 1862, page 28।

১০। On the Marriage Contract., 1862, page 38।

উপরোক্ত দুইটি পুস্তিকাই ব্যাপটিষ্ট মিশনারী ট্রাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। মারডকের ক্যাটালগ হইতে ৯ম ও ১০ম পুস্তিকার কথা জানিতে পারি।

১১। রবিনসন ক্রুশের জীবনচরিত। প্রকাশকাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। আখ্যাপত্র—রবিনসন ক্রুশের জীবনচরিত/Or,/ Adventures of Robinson Crusoe./Translated by/J. R./Serampore. 1862। ইহাতে কয়েকটি কাঠ-খোদাই চিত্র আছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থ শ্রীরামপুর কেরী গ্রন্থাগারে আছে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬১।

১২। গঙ্গার খালের বিবরণ। গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে জলসেচনের ও নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য গঙ্গার খাল কাটা হইতেছিল, ইহা তাহারই বিবরণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪। ১৪ নং সাউথ রোড, ইণ্টালি কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। পুস্তিকাটি পড়িয়া মনে হয়, যেন খালের বিবরণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্যই ইহা রচিত হইয়াছিল। নীচে সামান্য উদ্ধৃত হইল—

"খালের প্রথম ভাগেতে অর্থাৎ গোড়া অবধি রুরকীর উচ্চভূমিপাত, তৎ-সম্পর্কীয় যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহার সাধারণ বিবরণ এই পর্যন্ত লেখা গেল। তাহাতে যত পরিশ্রম হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা প্রায় অধ্যার্য কেন না চতুরশ্র যত ফুট খনন হইয়াছে কি যত ফুট গাঁথা গিয়াছে তদ্বিষয়ের দীর্ঘ ত্যকশ্রেণী দেখিলে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা কিছু বুঝিবেন না।" গঙ্গার খালের বিবরণ।

'অধ্যার্য' অর্থে 'অসম্ভব' বুঝিতে হইবে কিন্তু 'ত্যকশ্রেণী' কি বুঝা গেল না। শব্দটি মুদ্রণ প্রমাদও হইতে পারে, মোটামুটি এস্থলে 'তালিকাশ্রেণী' বা 'বিবরণ'—ধরিলে অর্থসঙ্গতি থাকে। গ্রন্থটি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে।

১৩। রবিনসন অনূদিত শেষ গ্রন্থ একটি আইনের অনুবাদ। ইহার আখ্যা-পত্র এরূপ—ফৌজদারী মোকদ্দমার / কার্যবিধান / অর্থাৎ / নির্ঘণ্টসহ, ১৮৬১ সালের ২৫ আইন। / গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক / শ্রীজান রবিনসন সাহেব কর্তৃক / কলিকাতা / বাপ্তিস্ত মিশন যন্ত্রে তৃতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৮৬৩.

উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে গ্রন্থটি আছে। ইহা তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হয়। সুতরাং এই আইন অনুবাদটির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে বিলম্ব হয় না—কারণ তিন বৎসরে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সুন্দর, আইন অনুবাদে যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্য থাকিত তাহা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। ইহার গদ্যের নমুনা নীচে উদ্ধৃত হইল—

"২৬১ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত কারণ জানিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়া তাহার পক্ষে কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত মোখতারের দ্বারা তাহাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু মোকদ্দমার বিচার হইবার দিন কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।" ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যবিধান, পৃষ্ঠা : ৮১।

রবিনসন দীর্ঘদিন বাঙ্গালাদেশে ছিলেন। প্রথমে শ্রীরামপুর, পরে কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনের সহিত যুক্ত থাকিয়া ধর্মপ্রচারে ও গ্রন্থরচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লার্ক ম্যার্শম্যান স্বদেশে গমন করিলে সরকারী অনুবাদকের পদে, এবং সরকারী গেজেটের সম্পাদকরূপেও কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। আইনের অনুবাদে আরবি-ফারসির বহুল ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাভাষাকে স্বয়ংসিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টাই রবিনসনের বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাঙ্গালা, উর্দু, হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষা জানিতেন—বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য ভাষাগুলিতেও তাঁহার রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সরকারী 'বাঙ্গাল গেজেটি'র সম্পাদক রবিনসন পূর্বে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'মঙ্গলোপাখ্যান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাটির বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান গবেষণাপত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইউরোপীয় পরিচালনা) প্রদত্ত হইয়াছে।

জন রবিনসনের সমসাময়িক আরও দুইজন রবিনসনের রচনা একই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল, একজন ডব্লিউ. রবিনসন, অন্যজন আর. রবিনসন। প্রথমজন ডিরেক্টারস অব পাবলিক ইন্স্‌ট্রাকশনের অধীনে স্কুল পরিদর্শনের কাজ করিতেন। তাঁহার 'ভূমি-পরিমাণ' পুস্তিকাটি বাঙ্গালা ও আসামের স্কুলগুলিতে চলিত, তিনি নিজে শিবসাগর শহরে বাস করিতেন। পুস্তিকাটি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। নাম—'ভূমি-পরিমাণ'—or, Mensuration। ইহাতে দশটি পরিচ্ছেদে ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র ও বৃত্তের কালি, বাহুর দৈর্ঘ্য, পরিধির চাপ নির্ণয় প্রভৃতির সূত্র ছিল। তিনি পাটীগণিতের আর একটি ক্ষুদ্র বই প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

রেভাঃ আর. রবিনসন 'ট্রাক্ট ফর চিলড্রেন সিরিজে' একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ মারডকের ক্যাটালগে আছে। পুস্তিকাটির নাম 'The Negro Servant', প্রকাশকাল ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

জে. ডি. পীয়ার্সন ॥

জন পীয়ার্সন ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কুড়ি বৎসর বয়সে ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে যাজকতা আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লণ্ডন হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং এই বৎসর ৬ই মার্চ মাদ্রাজে অবতরণ করেন। পরে এই বৎসরই কলিকাতা আসেন। কলিকাতায় মিঃ মে'র সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার সহিত চুঁচুড়া গমন করেন। মে যে স্কুল পরিচালনা করিতেন পীয়ার্সন সেই সকল স্কুল পরিচালনায় মে'কে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার প্রাথমিক কাজ হইল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মে'র মৃত্যু হইলে পীয়ার্সন মে-পরিচালিত পঁচিশটি স্কুলের যাবতীয় কর্মভার গ্রহণ করিলেন, এবং ইহাদের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময় এই স্কুলগুলিতে দুই হাজার চারশত ছাত্র পড়িত। মে'র পদ্ধতি সংস্কার করিয়া পীয়ার্সন উন্নত ধরণের ব্যবস্থা স্কুলগুলিতে চালু করেন। পীয়ার্সন বেল' পদ্ধতির সামান্য অদল-বদল করিয়া বাঙ্গালাদেশের উপযোগী করিয়া ইহাকে মে সাহেব প্রবর্তিত রীতির সহিত মিলাইয়া

দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি 'ডঃ বেল'স ইনস্ট্রাকশন' নামক একটি পুস্তিকা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা স্কুল চালু হইবার পর এবং বিভিন্ন সোসাইটি কর্তৃক স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হইলে বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার ধারা বেগবতী হইয়াছিল, গ্রন্থ প্রকাশেও নূতন উদ্যম আরম্ভ হইয়াছিল। বহু লেখক—সার্থক এবং অসার্থক—সুবিধা পাইলেই বই লিখিয়া ফেলিতেন। গ্রন্থ প্রকাশের এই উজ্জ্বল যুগটিতে পীয়ার্সন স্কুলপাঠ্য প্রয়োজনীয় যতগুলি বই লিখিয়াছিলেন, তত আর কেহ লিখেন নাই। মিশনারী সাহেবের বাঙ্গালাদেশে শিক্ষাপ্রসারের প্রয়াস কতদূর সার্থক হইতে পারে পীয়ার্সন তাহার উদাহরণ। তিনি সব্যসাচী—স্কুলপাঠ্য পুস্তক যত রচনা করিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধও তেমনিই রচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"He (Mr. Pearson) wrote and published several very useful tracts ; and probably one half of the school books in use at the time of his death, in the Bengalee language, were the product of his pen." Oriental Christian Biography, Vol I, page : 369.

কয়েক বৎসরের একটানা বিশ্রামহীন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায় এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সমস্ত আয়োজন শেষ করেন কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশের মাটিতে বিশ্রামের নির্দেশ দিয়াছিলেন, যাহাদের শিক্ষার জন্য এত পরিশ্রম, মৃত্যুকালেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। যে জাহাজে তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল, কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যুর (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর) পর দিবস তাহা লণ্ডন অভিমুখে পাড়ি জমায়। (Oriental Christian Biography, Vol I, page : 368-371.)

পীয়ার্সনের গ্রন্থাবলী ॥

১। নীতিকথা, or, Moral Tales. 1818। স্কুল বুক সোসাইটি হইতে প্রথম প্রকাশিত। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। বইটির রচনায় তাহারও হাত ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বশেষ সংস্করণ বাহির

হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই স্কুলপাঠ্য বইটি এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে ইহার অসংখ্য সংস্করণ বিভিন্ন প্রেস হইতে বাহির হইয়াছিল। উদাহরণ দিয়া গল্পচ্ছলে শিশুশিক্ষাই ইহা রচনার উদ্দেশ্য। ইহাতে গর্ব, বন্ধুত্ব, দরিদ্র ও বোকা মানুষ, লোভ, জ্ঞান, অলস লোক—প্রভৃতি বিষয়ে রচনা ছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৮। মূল্য এক আনা।

বইটির প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ, সমস্ত প্রাচীন ক্যাটালগেই ইহা দেখিতেছি। সুশীলকুমার দে ইহার রচনাকাল "Before 1821", (Bengali Literature in the 19th Century, page 240.) বলিয়াছেন। আমরা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দই ধরিলাম।

২। পত্র-কৌমুদী, or, Letter Writing. 1819। স্কুল বুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। ২৮৬টি পত্র ছিল—পত্রগুলি জমিদারী, খাজনা, দেনা-পাওনা প্রভৃতি বিষয়ক। ইহার শেষাংশে পত্রে ব্যবহৃত ইংরাজী ও ফারসি শব্দাবলীর অর্থ আছে। স্কুলপাঠ্য হিসাবে ও নিত্য প্রয়োজনে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ ও ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছিল।

৩। পাঠশালার বিবরণ, or, School Master's manual. 1819। স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। যে পদ্ধতিতে মে সাহেব পড়াইতেন, বেল'স পদ্ধতি তাহার উপর একটি সংস্কার ঘটাইয়াছিল। শিক্ষকদিগকে ছাত্র পড়াইবার পদ্ধতি শিখাইবার নিমিত্ত গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। Oriental Christian Biography গ্রন্থে এই বইটি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"Mr. Pearson's efforts in the first instance were directed to the introduction of an appropriate system, together with the symplification and arrangement of elementary matter. And with this object, taking for his model that of the National Society in England, Mr. Pearson made an abridged translation of Dr. Bell's "Instructions", of which an edition was printed by the School book society; and the system itself, as accomodated to Bengal, began to be in use in the generality of schools." O. C. Biography, Vol I, page : 370.

৪। বাক্যাবলী। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। লং'এর ক্যাটালগে ইহার প্রথম প্রকাশকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ ধরা হইয়াছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার প্রথম সংস্করণের গ্রন্থটি আছে, আমরা ইহা সংবাদ লইয়া জানিয়াছি। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮০, লং'এর ক্যাটালগে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৯৪ বলা হইয়াছে—ইহা অন্য কোনো সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা হইবে। গ্রন্থটির নাম—"Bakyabolee or Idiomatical exercises, English and Bengalee ; with dialogues on various subjects."

ইহার পর বাঙ্গালায় 'বাক্যাবলী' রহিয়াছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের একটি কপি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে। ইহার পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭৮। পরিচ্ছেদ—"১। বিশেষ্য ২। বিশেষণ ৩। ক্রিয়া ৪। অনিয়মিত ক্রিয়া ৫। ক্রিয়া বিশেষণ ৬। পাঠশালার ভাষা ও ভাষা শিখিবার দৃষ্টান্ত ৭। যাহা বিশেষ বিশেষ চলিয়াছে এমত কথার দৃষ্টান্ত ৮। সংখ্যার বিষয়ের দৃষ্টান্ত ৯। সময়ের বিষয় ১০। বণিজ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত ১১। একজন সাহেবের সহিত পণ্ডিতের আলাপ ১২। যাতায়াত ও শহর ইত্যাদির বিষয় ১৩। বাজারের বিষয় ১৪। ঘরভাড়ার বিষয় ১৫। শারীরিক সম্বাদ ইত্যাদি ১৬। পরামর্শ জিজ্ঞাসার বিষয়। ১৭। আদালতের বিষয় ১৮। দরখাস্ত ও পত্র রসীদ প্রভৃতি লিখিবার ধারা।"—বাক্যাবলী, সূচীপত্র।

বইটি দ্বিভাষিক—প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে ইংরাজী, দ্বিতীয় স্তম্ভে বাঙ্গালা আছে। ইহাও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। পাঠ্য পুস্তক হিসাবে (বাঙ্গালীর জন্য ইংরাজী এবং ইংরাজের জন্য বাঙ্গালা) ইহা অতি উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বাক্য বিন্যাসে (৭ম পরিচ্ছেদ) বাক্যের মূল শব্দ সজ্জায় অভিধানের রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। এরূপভাবে বাক্যের অভ্যন্তরস্থ শব্দ-সজ্জা-রীতি অন্য গ্রন্থে দেখি নাই।

৫। Translation of Murry's English Grammar, 1820। মারী সাহেবের ইংরাজী ব্যাকরণের বাঙ্গালা অনুবাদ—দ্বিভাষিক। একদিকে মূল, অন্যদিকে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ।

৬। ভূগোল ও জ্যোতিষ। ইহার বিষয়ে যেটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিতে হয়। আমরা বৃটিশ মিউজিয়ামে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপির সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। অন্য কোনো লাইব্রেরীতে ইহার কোনো কপি পাই নাই। ইহাতে পৃথিবীর সাধারণ বিবরণ,

বাঙ্গালাদেশের জেলা বিভাগ, হিন্দুস্থানের সাধারণ ইতিবৃত্ত, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের কথা, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ভূগোল বৃত্তান্ত, সৌর-মণ্ডল, ধূমকেতু, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার-ভাটা, বিদ্যুৎ, রামধনু, কম্পাস, উল্কা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা কথোপকথনের সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থটির নাম এরূপ—"Dialogues on geography, astronomy etc. for the use of schools", ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন। 2nd edition. Calcutta 1827.

ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ভূমিকাসহ ৩১৯ (৮+৩১১)। পীয়ার্সনের অন্যান্য গ্রন্থগুলির মত এই গ্রন্থটিও দ্বিভাষিক স্কুলপাঠ্য বই। লং'এর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায় প্রকাশকাল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরা হইয়াছে।

৭। স্কুল ডিক্সনারী। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ। একমাত্র লং'এর ক্যাটালগ ব্যতীত অন্যত্র ইহার উল্লেখ নাই। লং'এর ক্যাটালগে গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"It was a mere vocabulary"। পীয়ার্সনের রচনা বলিয়া কোনো অভিধান বা বোকেবুলারির সন্ধান কোনো গ্রন্থাগারেও পাওয়া যায় নাই। সুশীলকুমার দে গ্রন্থটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "In the catalogue of E. I. Company's Library (1845), Page 267, mention is made of 'A School Dictionary, English and Bengali, 12 mo. Calcutta 1829'." (Bengali Literature in the 19th Century, Page 241.)

৮। প্রাচীন ইতিহাস / সমুচ্চয় / An Epitome / of / Ancient History / containing / An Account / of the Egyptians, Assyrians, Persians, Grecians, / and Romans / Calcutta 1830. প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অনুবাদ, বাকী সমস্তটা পীয়ার্সনের। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬২৩। গ্রন্থটি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে।

পীয়ার্সন উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও কতিপয় ট্রাক্ট রচনা করিয়াছিলেন—এই ট্রাক্টগুলিও সেই সময় খুব প্রচলিত ছিল। আমরা নীচে ইহাদের নামোল্লেখ করিলাম।

1. Dialogue between a Mother and a Daughter. 1823.
2. First Catachism. 1824.

3. Conversation of the Earl of Rochester. 1827.
4. The Great Atonement. 1827.
5. Jesus the Saviour. 1827.
6. The Last Judgement. 1827.
7. Twelve Select Discourses. 1828.
8. History of Joseph. 1830.
9. Manuel of Prayers. 1830.
10. The Life of Christ. 1831.
11. God is a spirit. 1831.

এই ট্রাক্টগুলি ছাড়া পীয়ার্সনের আর একটি ট্রাক্ট ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে, ইহার বিবরণ এরূপ—দুই মহা-আজ্ঞা। "The two Great commendments, An exposition of St. Matthew XXXii, 37, page Calcutta. 1836."

উইলিয়ম মর্টন ॥

উইলিয়ম মর্টন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির যাজক ছিলেন এবং কলিকাতার বাহিরে উত্তর বিহারে (মুঙ্গের) থাকিয়া বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে দিনাজপুরের মিশনে কাজ করিয়াছিলেন। শেষে কলিকাতায় আসেন। শ্রীরামপুর মিশনের সহিত দুই বৎসর যুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালা অধ্যয়ন করেন এবং বাঙ্গালাভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বাঙ্গালা অভিধান ও 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। 'অভিধান', 'প্রবাদ সংগ্রহ', 'থিওলজিক্যাল বোকেবিলরি'—তাঁহার সঙ্কলন গ্রন্থ, 'প্রার্থনাপুস্তক' ও 'দানিএল মুনির চরিত্র'—অনুবাদ। ইহা ছাড়া কয়েকটি ক্যাটাকিজম রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'তথ্য প্রকাশ' ও 'বজ্রসূচী' অন্যতম।

গ্রন্থ বিবরণ—

১। দ্বিভাষার্থক অভিধান, or, Dictionary of the Bengali Language with Bengali Synonyms and English interpretation. Calcutta. 1828.

ইহাতে সংস্কৃত শব্দানুসরণ করিয়া বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহের প্রয়াস নাই, বা ইংরাজী ভাষার কথা ভাবিয়া তদনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনের প্রচেষ্টা নাই। বাঙ্গালায় নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলীকে অবলম্বন করিয়া এই অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের নিমিত্ত সেকালে মর্টনের অভিধান ইংরাজ মিশনারী ও কর্মচারীগণ ব্যবহার করিতেন। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০০, শব্দসংখ্যা ১০,৭০০, মূল্য ছিল ছয় টাকা।

২। দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ, or, A collection of Proverbs, Bengali and Sanskrit, with their translation and application in English. Calcutta. 1832.

বাঙ্গালা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ইহাই প্রথম প্রবাদ সংগ্রহ।

'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্', 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্', 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' প্রভৃতি সংস্কৃত প্রবচনের বাঙ্গালায় প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা প্রবাদ 'মচ্ছি মূলায় পাঁচ বেন্নন', 'ওল কচু মান তিন সমান', 'ভাত দেয় না ভাতার কান কাটার গোঁসাঞি'—প্রভৃতির ব্যবহার ও ইহাদের ইংরাজীতে প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। সঙ্কলিত প্রবাদের সংখ্যা ৮৭৩। গ্রন্থটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। একটি শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি।

৩। প্রার্থনা পুস্তক, Or, Proverbs of Solomon। ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাই পরে স্মিমিড সাহেব কর্তৃক 'Prayer Book' নামে পরিবর্ধিত আকারে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। স্মিমিডের 'Prayer Book' চন্দননগর গ্রন্থাগারে আছে। বিশপস্ কলেজ সিণ্ডিকেট কর্তৃক মর্টনের বইটির আর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯৪)। গ্রন্থটি শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীতে আছে।

৪। The Life of Daniel, / the Prophet of God ; / with / A Bengali translation, / by Rev. W. Morton, / of the London Missionary Society / দানিএল মুনির চরিত্র / শ্রীমার্টিন সাহেব কর্তৃক / গৌড়ীয় ভাষায় ভাষান্তরীকৃত হইল। / Calcutta : / Printed for the American Sunday School Union, at the / Baptist Mission Press. / Circular Road, 1837.

এই আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় বাঙ্গালা আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ বলা হইয়াছে। এই খ্রীষ্টাব্দটি আমরা মুদ্রণারম্ভের কাল এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দকে গ্রন্থের প্রকাশকাল ধরিতেছি। কারণ ভূমিকার (Advertisement) নীচে অনুবাদকের যে স্বাক্ষর আছে তাহার পাশে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ দেখিতেছি। গ্রন্থটির একটি কপি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে।

গ্রন্থটি দ্বিভাষিক, একপৃষ্ঠায় ইংরাজী মূল,—অন্য পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অনুবাদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪৫। অনুবাদক ভূমিকাতে বলিয়াছেন—"প্রায়ই দেখা যায় অনুবাদ গ্রন্থগুলি মূল হইতে কঠিন হয়—ভাষান্তরিত হইলেই এই দোষ ঘটে। আমি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া পণ্ডিতি ভাষা ও কথ্যভাষার মাঝামাঝি একটি পন্থা অনুসরণ করিয়াছি।"—

"The style adopted will be found of a medium character, between the higher and more difficult language of many native compositions, and the looser and lower specimen's that border upon colloquial inelegances". Advertisement, (Preface). The life of Daniel.

তাঁহার অনুবাদধর্ম সম্বন্ধে তিনি এই ভূমিকাতেই বলিয়াছেন—

"The translation now presented is neither a strictly literal, nor a very free one, of the original work, which has been modified, in very many places, to render it more applicable to the natives of India". Advertisement (preface), The Life of Daniel.

মর্টন সাহেবের হাতে বাঙ্গালা কি রূপ পাইয়াছিল বুঝাইতে 'দানিএল মুনির চরিত্র' হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।

ইংরাজী অংশ—"Chapter III./Nebuchandnezzar's dream of the Great Image,/In the second year of Nebuchandnezzar's reign, and the fourth year after Danie lwas brought to Babylon, the king retired one night to rest to his palace. But his sleep was soon disturbed by distressing dreams. Again he sought repose, but again a frightful vision was before him,

and he awoke alarmed and agitated, but without being able to recollect the particulars of his dream". The Life of Daniel, page 44.

বাঙ্গালা অনুবাদ। "৩ অধ্যায়। নবুখদনজ্জরের স্বপ্নদর্শন তদ্বৃত্তান্ত। নবুখদনজ্জরের রাজ্যাভিষেক হওন পর দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ দানিএল যে সময় বাবুলনেতে আসিয়াছিলেন তৎপর চতুর্থ বৎসরে এক অদ্ভুত ঘটনা হইল সে এ প্রকার। রাজা কোনদিন রাত্রিযোগে রাজবাটীর শয়নাগারে নিদ্রা গেলেন কিন্তু দুঃস্বপ্ন জন্য তিনি কাতর হইলে তাহার হঠাৎ নিদ্রা ভগ্ন হইল। কিয়ৎকাল পরে তিনি আরবার নিদ্রা গেলেন কিন্তু দ্বিতীয়বার পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নদর্শন হইলে রাজা অতিশয় ত্রস্ত ও ব্যাকুল হইয়া জাগরিয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বপ্নেতে যাহাং দেখিয়াছিলেন তদ্বৃত্তান্ত সকল বিস্মৃত হইলেন।" —দানিএল মুনির চরিত্র, পৃষ্ঠা ৪৫।

৫। "তথ্যপ্রকাশ ও বজ্রসূচী, or, a Treatise on Idol worship and other Hindoo observances by Brajamohan Deb followed by translation from Vajrasuchi of Asvagosa, pp. 60, 14. (Calcutta 1842) by William Morton."

এই গ্রন্থটির নাম সুশীলকুমার দে'র Bengali Literature in the 19th Century (page 244)—গ্রন্থে আছে।

৬। Theological Vocabulary. 1845। ক্ষুদ্রপুস্তিকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১। ইহা ৮০০ শব্দের সংগ্রহকোষ।

মর্টন সাহেব কয়েকটি খ্রীষ্টিয় নীতি-নিবন্ধ জাতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে Short Questions 1835 এবং Account of Madhu (1836) মারডকের গ্রন্থতালিকায় স্থান পাইয়াছে।

রবার্ট মে। রেভাঃ জন হারলে। জেমস কীথ॥

বাঙ্গালাদেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির মত আরও যে কতিপয় মিশনারী সংস্থা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি তাহাদের অন্যতম। এই সোসাইটির রবার্ট মে, জি. ডি. পীয়ার্সন, কীথ ও হারলে অন্যতম যাজক

ছিলেন। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহাদের যোগ অত্যল্প কিন্তু স্কুলপাঠ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সঙ্কলন ও রচনা, এবং স্কুল পরিচালনায়, তাঁহারা অগ্রগণ্য ছিলেন। পীয়ার্সনের আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে বাঙ্গলা-দেশের স্কুলগুলিতে যে সকল পাঠ্যপুস্তক সেই সময় ব্যবহৃত হইত তাহার প্রায় অর্ধেকই তাঁহার রচনা। রবার্ট মে'র কৃতিত্ব স্কুল পরিচালনায়। পীয়ার্সন তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় রবার্ট মে একটি স্কুল খুলেন। তখন তাঁহার আয় অত্যল্প ছিল কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রণী হইয়া তিনি নিজের স্বল্প আয়ের কথা চিন্তা করেন নাই। তাঁহার স্কুলটি জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং একবৎসর মধ্যেই তিনি পনেরোটি স্কুল স্থাপন করিয়া ৯৫১ জন ছাত্রের পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মিঃ মে স্থানীয় শিক্ষকদিগকে দিয়া স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত কার্যকরী হইয়াছিল বলিয়া পরবর্তী-কালে সরকারী স্কুলগুলির শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারেও এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছিল। রবার্ট মে বেশীদিন বাঁচেন নাই, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন। রবার্ট মে'র কবরে যে স্মৃতিফলক রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"In his life he was especially engaged in promoting the best interests of the rising generation, by whom his name will long be held in endearing recollection." Bengal obituary, page 298.

রবার্ট মে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার পদ্ধতি অনুসরণেই বাঙ্গলা স্কুলগুলি পরিচালিত হইত। তাহার সহিত একই মিশনারী সোসাইটির রেভাঃ হারলে এবং জেমস কীথের নাম উল্লেখ করিতে পারি—তাঁহারাও ধর্মপ্রচারের সহিত জনসাধারণের শিক্ষাপ্রসারকল্পে যথেষ্ট যত্ন লইয়াছিলেন। মে এবং হারলে গণিত গ্রন্থ, এবং কীথ একটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলির গুরুত্ব সাহিত্য বিচারে নহে অথবা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গুরুত্বেও নহে, ইহাদের গুরুত্ব প্রচলনের ব্যাপকত্বে ও প্রয়োজনের সিদ্ধিতে। মে ও হারলের গণিত গ্রন্থ বহুদিন স্কুলে ব্যবহৃত অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ ছিল। তাঁহারা

প্রত্যেকেই দুই-একটি করিয়া খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধ জাতীয় প্রচার পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন।

রেভাঃ মে'র গ্রন্থ ॥

১। গণিত—(Gonito) or, A collection of Arithmetical Tables / by / Rev. May / in Bengali. Calcutta 1818. গ্রন্থটি 'মে গণিত' নামে সুপরিচিত ছিল। আর্যার ছন্দে ও রীতিতে মুখে মুখে অঙ্ক শিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণটির মূল্য ছিল দুই আনা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০।

রেভাঃ হারলের গ্রন্থ ॥

১। গণিতাঙ্ক। হারলের গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ। মে'র গ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থরূপে ইহা পঠিত হইত।

মে এবং হারলের গ্রন্থদ্বয়ের নাম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থতালিকায় আছে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রন্থ তালিকা (ক্যালকাটা রিভিয়্যু, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ, জানুয়ারী-জুন সংখ্যা) হইতে আমরা ইহা পাইয়াছি। এই গ্রন্থ তালিকাটিতেই ইহাদের নাম সর্বপ্রথম পাওয়া গেল।

রেভাঃ মে ও রেভাঃ হারলে সম্বন্ধে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

জেমস কীথের গ্রন্থ ॥

মে ও হারলের মত কীথও একটি মাত্র স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি ব্যাকরণ। তাঁহার চারিটি রচনা খ্রীষ্টীয় প্রচার পুস্তিকা।

১। "বালকদিগের শিক্ষার্থে স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, or, a grammar of the Bengalee language adopted to the young in easy questions and answers. Calcutta 1825."—পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৮। ইহা দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র। প্রথম সংস্করণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে হয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। লং তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ

করিয়াছেন, সুশীলকুমার দে দ্বিতীয় সংস্করণের। (Bengali Literature in the 19th century. page 241.)

প্রথম সংস্করণের উল্লেখ আমরা স্কুল বুক সোসাইটির গ্রন্থতালিকা হইতে পাইয়াছি।

কীথের খ্রীষ্টীয় প্রচার পুস্তিকা ॥

1. একজন দারোয়ন ও মালী এই উভয়ের কথোপকথন, Dialogue between a Porter and a Gardener। তৃতীয় সংস্করণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯।

2. A Dialogue between Ramhari and Sadhu. 1818.

3. Second Catechism 1823, 7th edition.

4. Good counsel. 1828. 4th edition.

সব কয়টি প্রচার পুস্তিকাই লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। প্রচার পুস্তিকাগুলির তালিকা মারডক ও লং'এর ক্যাটালগে আছে।

সব কয়টি প্রচার পুস্তিকাই লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। প্রচার পুস্তিকাগুলির তালিকা মারডক ও লঃ'এর ক্যাটালগে আছে।

হটন, স্যার গ্রেভস চেমনি ॥

ডাবলিনে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেভস হটন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডাক্তার ছিলেন। লণ্ডনে পড়াশুনা শেষ করিয়া বাঙ্গালার সৈন্য বিভাগে চাকুরী লইয়া ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অপরিসীম কৌতূহল ছিল, ফলে শীঘ্রই সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি শিখিয়া লন। পরে বারাসতে পণ্ডিতের নিকট এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং শীঘ্রই প্রাচ্যভাষাবিদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন প্রত্যাবর্তন করিলে কোম্পানীর হাইলেবেরীর কলেজে প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সর্ববিধ আয়োজনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন—এবং আজীবন রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

হটন মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালায় চারিটি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন।

হটনকে বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতা না বলিয়া সঙ্কলয়িতা বলা ভাল, তিনি বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন, চণ্ডীচরণের তোতা ইতিহাস, মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন এবং হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষার কিছু কিছু অংশ লইয়া একটি পাঠসঙ্কলন করিয়া ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং এই পাঠসঙ্কলন গ্রন্থটির বাঙ্গালা শব্দ ও ইহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ দিয়া একটি শব্দকোষও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইগুলি ছাড়া আর একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—ইহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

গ্রন্থগুলির নাম

১। Rudiments of Bengali Grammar. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের আদেশে ইহা রচিত হইয়াছিল। রচনাকাল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থটি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৮। ইহার দুইটি কপি কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি।

২। Bengali Selection. চণ্ডীচরণের হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন, হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থের কিছু কিছু লইয়া পাঠসঙ্কলনটি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা দ্বিভাষিক গ্রন্থ—বাঙ্গালা এক পৃষ্ঠায়, অন্য পৃষ্ঠায় ইংরাজী। ইংরাজী অনুবাদ-অংশ হটনের। ইহার প্রকাশকাল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৮, ইহাও লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। Glossary. বাঙ্গালা পাঠসঙ্কলন গ্রন্থটিতে যে সকল পাঠ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাদের দুরূহ শব্দাবলী ও ইহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ লইয়া এই ক্ষুদ্র কোষগ্রন্থটি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাও লণ্ডন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। A Bengali-English Dictionary. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টারসদের আদেশে রচিত এই গ্রন্থটিও লণ্ডন হইতে প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

হটনের অবদান বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু নাই, যতটা বাঙ্গালা

ভাষার ক্ষেত্রে। এই সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে তাঁহার ইংরাজীতে রচিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৪৬) বলিয়াছেন—

"These useful works, once held in esteem, are still valuable, but it is rather the Bengali language then Bengali literature which owes its debt of gratitude to Haughton."

এই উক্তিটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা হটনের গ্রন্থগুলি দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলে এই একই কথা বলিবেন।

অপ্রধান ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে আরও অনেক লেখক আছেন—এলারটন, এলিস, ফস্টার, হেবারলিন, লাসিংটন, রেভাঃ লং, উইলিয়ম লিপ, রেকার্ড, পেটারসন, মেণ্ডিস প্রভৃতির নাম এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। যাঁহারা কেবল খ্রীষ্টীয়-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনা পৃথক অধ্যায়ে করিয়াছি বলিয়া এই ধারার অপ্রধান সঙ্গীত রচয়িতার উল্লেখ এখানে করিলাম না। যে সকল অপ্রধান লেখকদের পৃথক আলোচনা করিলাম না তাঁহাদের গ্রন্থের পরিচয় পরিশিষ্টে 'গ্রন্থতালিকা' অংশে সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল লেখকের কেহ একটি বা ততোধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কেহ বা কেবল গ্রন্থ সঙ্কলন কর্তা, রচয়িতা নহেন, কেহ বা শুদ্ধমাত্র খ্রীষ্টীয় প্রচার পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। এই সকল রচনার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নাই এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখকদের সামগ্রিক রচনার পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলির এমন কোনো বৈশিষ্ট্যও নাই যাহাতে পৃথক করিয়া ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন হইতে পারে। যেখানে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সামান্যও বৈশিষ্ট্য আছে, সেখানেই গ্রন্থতালিকায় তাহা- বিবৃত হইয়াছে। আলোচ্যযুগে খ্রীষ্টীয়-নীতি-নিবন্ধ ও প্রচার পুস্তিকা হাজারে হাজারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। বিখ্যাত মিশনারীদের যে প্রচার-পুস্তিকাগুলির দুই-এর অধিক সংস্করণ হইয়াছিল, আমরা কেবল সেইগুলি তালিকাবদ্ধ করিয়াছি। বিভিন্ন মিশনারী সংস্থার প্রাচীন রিপোর্ট ও মারডকের ক্যাটালগ হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কি পরিমাণ প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বুঝাইতে প্রচার-পুস্তিকার সমীক্ষা বিষয়ক একটি মিশনারী রিপোর্টের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

"The number of publications printed by three oldest and

most important Tract-Societies in India during the last three decades have been as follows :—

	1838-48	1848-58	1858-68.
"Calcutta Tract Society.	2,463,638	900,431.	800,171."

Catalogue of the Christian Vernacular Literature, Introduction—by John Murdoch—page I., Agent of the Christian Vernacular Education Society for India. 1870.

আমরা কেবলমাত্র ক্যালকাটা ট্রাক্ট সোসাইটির ১৮৩৮-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তিকার হিসাব দেখিতেছি, ইহাই আলোচ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতায় এই সোসাইটি ছাড়া আরও বহু ট্রাক্ট সোসাইটি ছিল—তাহাদের প্রকাশিত পুস্তিকার সংখ্যা ইহাতে যোগ করিলে মোট সংখ্যা দ্বিগুণিতেরও বেশী হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইউরোপীয় লেখক সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিবার সময় বারম্বার একটি কথা মনে পড়ে। তাঁহারা বহুদূর সাগর পার হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, কেহ বাণিজ্য করিতে, কেহ সরকারী চাকুরী লইয়া, কেহ বা ধর্মপ্রচার করিতে। কেহ আসিয়াছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, কেহ বা কেবল পর্যটক—পর্যটনের আনন্দেই আমাদের দেশ দেখিয়া গেলেন। বহুবিধ উদ্দেশ্য লইয়া আগত অসংখ্য ইউরোপীয়গণের অনেকেই বাঙ্গালার জলবায়ুতে বহুকাল বাস করিয়া এই দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পশ্চিমের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বঙ্গভাষায় বঙ্গভারতীর পাদপীঠতলে উপহার প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অর্ঘ্য যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন বঙ্গবীণাপাণি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তাঁহাদের সেদিনের সদ্য চয়িত কুসুম আজ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার গন্ধ আজ বাতাসকে আকুল করে না। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে সেইদিন প্রাণের যে আকুলতা কারণে অকারণে অজস্র রচনায় বিদেশীকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া ক্ষণিকের জীবন লইয়া প্রকাশের আনন্দেই দেখা দিয়াছিল তাহাকে তো কিছুতেই নিরর্থক বলিতে পারি না। এই জাতীয় সমস্ত রচনার মধ্যে ইউরোপীয়দের রচনাগুলি, যাহা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাহাকে অতিক্রম করিয়া যদি বাঙ্গালা সাহিত্যে নিজেদের সামান্য পরিচয়ও রাখিয়া থাকে তবে তাহাকে স্বীকার করিবার দিন আসিয়াছে। ইহাতে লজ্জার

কিছু নাই, বরং বিদেশীর রচিত বঙ্গভারতীর অর্ঘ্য বলিয়া ইহাকে অধিকতর আগ্রহে গ্রহণ করিব। ইংরাজ বণিক হইয়া আমাদের দেশে আসিয়াছে, রাজা হইয়া দীর্ঘকাল আমাদিগকে শাসন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার 'পণ্যবাহীসেনা' ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহার 'দেশজোড়া সাম্রাজ্যের জাল' ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে ও ভাঙ্গিয়া যায়, মৃত সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়। কিন্তু সৃষ্টি-ক্ষেত্রে একবার প্রবেশ করিলে কাহারও মৃত্যু ঘটে না, সকল বস্তুই সৃষ্টির অমৃত পরশে অমরত্ব লাভ করে। ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালায় যাহা রচনা করিলেন, বাঙ্গালা রচনার ক্ষেত্রে যে আগ্রহ দেখাইলেন, বাঙ্গালীকে দিয়া বাঙ্গালা গদ্যের মন্দাকিনী স্রোতধারার যে প্রবাহ বহাইলেন তাহা বাঙ্গালীর সাহিত্য-ইতিহাসে অমর হইয়া রহিবে। আমাদের দেশে ইংরাজ শাসনের কথা মনে পড়িলে এখনও পরাধীন জাতির গ্লানি আসিয়া আমাদিগকে পীড়িত করে কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখকের কথা স্মরণারূঢ় হইলে সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের প্রতি আমাদের কৃত্য এখনও করি নাই বলিয়া সঙ্কোচ অনুভব করি। এইজন্যই যে ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনা একদিন আমাদের গৃহাঙ্গনে অবাধ প্রবেশের অধিকার অর্জন করিয়া আত্মীয়তা পাতাইয়াছিল সেই ইউরোপীয়দের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমাদের জাতীয় ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আকরগ্রন্থ

১। William Carey—By S. Pearse, Page 311.

২। The Men Whom India has known—By J. J. Higginbotham, সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৮ম খণ্ড—ফেলিক্স কেরী, পৃষ্ঠা: ২০।

৩। Mary Carey's letter to Mr. Dyer. Memoir of William Carey—By E. Carey, Page 22-38.

৪। Ward's Journal, 20th July, 1800.

৫। History of Serampore Mission—By J. C. Marshman. Vol. 1, Page 298.

৬। Carey's Journal, 18th November, 1807.

৭। History of Serampore Mission, Vol. I—By J. C. Marshman, Page 412-413.

৮। History of Serampore Mission, Vol. II, Page 54-55.

৯। Carey's letter to Dr. Ryland, Dated 30th January, 1824—Memoir of William Carey—By E. Carey, Page 556.

১০। সমাচার দর্পণ, ১৮২২, ১৬ই নভেম্বর।

১১। সাহিত্য সাধকচরিতমালা, ফেলিক্স কেরী—৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭।

১২। ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ—ফেলিক্স কেরী অনুদিত, পৃষ্ঠা: ১।

১৩। ঐ — ঐ — " ২২৯।

১৪। সমাচার দর্পণ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০।

১৫। ঐ, ১২ই জুন, ১৮১৯।

১৬। History of Bengali Literature—D. C. Sen, Page 872.

১৭। বিদ্যাহারাবলী। বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থ পাঠকেরদের প্রতি মেং ফিলিক্স সাহেবের পত্রমিদং। ৪র্থ স্তবক।

১৮। History of Serampore Mission, Vol. II—By J. C. Marshman, Page 266.

১৯। সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮৩৪ খ্রীঃ, নভেম্বর।

২০। সমাচার দর্পণ, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই ফেব্রুয়ারী।

২১। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম বাল্ম, পৃষ্ঠা: ১৩১-৩২।

২২। Oriental Christian Biography—Compiled by W. H. Carey, Page 282.

২৩। কিমিয়াবিদ্যার সার—জন ম্যাক—পরিভাষা, পৃষ্ঠা: ১।

২৪। Letter—Yates to Dr. Ryland, Date 14th March, 1816.

২৫। 53rd Report of the Religious Tract Society, Appendix, Page 55.

২৬। Seventh Report of the School Book Society, 1826, Page 12.

২৭। The Bengali Scripturers. Tract V. 6.—(7) 1854. উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী।

২৮। The Calcutta Christian Observer, Sept. 1845. Page 594, 596.

২৯। Introduction to the Bengali Language—By Late W. Yates—Edited by Wenger, 1847—Preface, Page 3.

৩০। The Oriental Baptist—Vol. viii—1854—Page 148.

৩১। সাহিত্যসাধক চরিতমালা। ৮ম খণ্ড, ৮৮ সংখ্যক চরিত, পৃঃ ৭।

৩২। ঐ

৩৩। Second Report of the Calcutta School Book Society. Second year, 1818-19, Page 4.

৩৪। First Report of the Calcutta School Book Society—1817-18.

চতুর্দশ অধ্যায়

বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইউরোপীয় পরিচালনা

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের প্রচলন বহুকালাবধি। বস্তুতঃ সভ্যজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা অনিবার্যকারণেই গড়িয়া ওঠে। সীমান্ত রক্ষা, বিভিন্ন রাজ্যের সংবাদ, দেশাভ্যন্তরের বিবিধ সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি অবশ্য প্রতিপাল্য রাজকার্যে শৈথিল্য রাজ্যের উত্থান-পতনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া রাজসভামাত্রেই দূতমুখে সংবাদ শ্রবণের রীতি ছিল। সংবাদ সংগ্রাহকেরা দূত, চর, গুপ্তচর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকিয়া দেশ-বিদেশের সংবাদ রাজসমীপে নিবেদন করিত। লিপিবদ্ধ সংবাদগুলিকে 'সংবাদপত্রিকা' বলা চলে, তবে এই অভিধায় বর্তমানে যাহা বোঝায় প্রাচীন ভারতে ঠিক ঠিক তাহাই বোঝাইত না। সংবাদ সংগ্রহ মানবজাতির স্বাভাবিক একটি প্রবণতা। সেকালে ঘোষক লিখিত রাজাদেশ গ্রামে গ্রামে পাঠ করিয়া বেড়াইত। এখনকার মত সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল না।

মধ্যযুগের ইতিহাসে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের যে প্রচলন ছিল, তাহাও মোঘলদের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যাইতেছে। এই সংবাদপত্রগুলি 'আখবার' বা 'আবারাত্' নামে অভিহিত হইত। সম্রাটের সভায় সংবাদ লেখকের একটি বিশিষ্ট পদ ছিল, তাহাকে 'ওয়াকেয়া-নবিস' বলা হইত। বাদশাহ প্রতি সুবার বড় বড় শহরে চর রাখিতেন, তাহারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিতেন। বাদশাহের অনুকরণে সেনাপতি, দেওয়ান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, এমন কি করদরাজ্যের রাজারাও সংবাদ-সংগ্রাহক ও পরিবেশক নিয়োগ করিতেন। এইভাবে মোঘলযুগে সমাজের উচ্চস্তরে সংবাদ সংবাহনের ব্যবস্থা ছিল। এই পত্রগুলি ফারসিতে লিখিত হইত। দরবারে পঠিত হইত।

উপরোক্ত সংবাদপত্রগুলিকে ঠিকঠিক সমাচার পত্রিকা বলা চলে না। এগুলি কেবল প্রয়োজনীয় তথ্যের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিত। জনসাধারণের ইহাতে কোনো ভূমিকা ছিল না। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক, সমাজব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা বা ঐরূপ কোনো বিষয়ের উপর কোনো মন্তব্য বা ইহাতে

জনসাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের কোনো অভিমত ব্যক্ত হইত না। এইজন্য আমরা এই জাতীয় সংবাদ পরিবেশক পত্রিকাগুলিকে 'বিশেষ উদ্দেশ্যে বেতনভুক চর কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ-লিপি' বলিয়া আখ্যা দিতেছি। বর্তমানে যে অর্থে 'সংবাদপত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ইহারা সেই অর্থে সংবাদপত্র নহে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজকর্মচারীগণ বাণিজ্য, শুল্ক ও কর ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে তেমন হস্তক্ষেপ করিতেন না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার অবসান হইল এবং কোম্পানী বাঙ্গালার সামগ্রিক শাসন-ভার গ্রহণ করিলে একটি নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। ইতিমধ্যে বাঙ্গালাদেশে কোম্পানীর কর্মচারী ব্যতীত ভাগ্যান্বেষী অনেক বৈদেশিক ও মিশনারীগণ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আসিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল, দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্রের আমদানী হইল। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নব-জাগরণের সাড়া পড়িল, সংবাদপত্র ইহার আশু ফল।

বাঙ্গালাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'। ইহা ভারতবর্ষেরও প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। বেঙ্গল গেজেট পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন জেমস্ অগাষ্টস হিকি। বেঙ্গল গেজেট ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাঙ্গালাদেশের ইংরাজী সংবাদপত্রের বিবরণ ঃ

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আলোচনায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমাচার দর্পণের প্রকাশকাল পর্যন্ত যে সকল ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশের পটভূমি। বিষয়টি আলোচনা করিবার পূর্বে এই আটত্রিশ বৎসরে বাঙ্গালাদেশে প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদপত্র-গুলির একটি তালিকা দিলাম :

পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকাশকাল
1. Bengal Gazette	J. A. Hickey	29th January 1780
2. Oriental Magazine or Calcutta Amusements	Messers Gordon and Hay	6th April 1785
3. Calcutta Magazine	Mr. White	3rd October 1791

পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকাশকাল
4. Oriental Museum	Mr. White	3rd October 1791
5. The Bengal Hircarrah	—	25th January 1795
6. Asiatic Mirror	Mr. Bruce	Before 1797
7. Indian Apollo Weekly	—	4th October 1795
8. Relator	John Howel	4th April 1799
9. Friend of India	From Serampore	1st May 1817
10. Asiatic Magazine and Review and Literary and Medical Misecllany	—	July, 1818
11. Calcutta Journal (amulgamation of two papers— Calcutta Gazette and Morning Post)	J. S. Buckingham	September 1818

বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র হিকির বেঙ্গল গেজেট। ইহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ও ছাপাখানা বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আতঙ্কিত হইলেন। স্বদেশবাসীর নিকট হইতেই এই সময় কোম্পানীর ভীতি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক পাদ্রীগণের ক্রিয়াকলাপ এবং হিকি, ব্রুস, বাকিংহাম প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের সাংবাদিকজনোচিত সত্যভাষণে এবং সমালোচনায় বিব্রত বোধ করিয়া মিশনারীদের কলিকাতায় পদার্পণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদককে সরকারী রোষে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। হিকির সহিত গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁহার বন্ধু এলিজা ইম্পের সম্বন্ধ ভাল ছিল না। তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সংবাদপত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিকি "হেষ্টিংসের স্ত্রী ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ লোকের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ"[১] করায় আদালতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হন। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কারণেই যে হিকি রাজরোষে পতিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, ইহার অন্য একটি কারণ ছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণের বিধিবিগর্হিত কার্যকলাপ হিকি প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেন না, হেষ্টিংসের অনেক নীতিও বেঙ্গল গেজেটে সমালোচিত হইত। ফলে অচিরেই

তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন হিকির কাগজ যে গভর্ণর জেনারেলের সমালোচনা করিত তাহার পশ্চাতে হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের হাত ছিল। সে যাহাই হোক হিকিকে ইহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। এই নির্ভীক সাংবাদিক ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের সভাপতি স্যার এলিজা ইম্পের আদেশে প্রথমবার বন্দী হইয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই দণ্ড তাঁহাকে কোম্পানীর বশংবদ করে নাই, ইহার পরই তিনি অধিকতর তীব্র ভাষায় সরকারী কার্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ফলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বন্দী হইলেন, এইবার তিনি উনিশ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং তাঁহার কাগজ ও ছাপাখানা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইল। বাঙ্গালাদেশের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত জনসাধারণ সজাগ হইয়া উঠিলেন। ইহার পরও পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। 'এশিয়াটিক মিরর' পত্রিকার সম্পাদক মিং ব্রুস ওয়েলেসলির সমালোচক ছিলেন। তিনি নির্ভীকতার সহিত ওয়েলেসলির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করিতেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ওয়েলেসলি মিঃ ব্রুসের উপর আদেশ জারি করিলেন, সর্বপ্রথম যে জাহাজ ইংল্যাণ্ড যাইবে তাহাতেই তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।[২] প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনোরূপ সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত না হয় এবং সরকারী কর্মচারী ও নীতির সমালোচনা জনসাধারণের মনে ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে কোনোরূপ বিরূপতার সৃষ্টি করিতে না পারে বলিয়া লর্ড ওয়েলেসলি এদেশে সর্বপ্রথম ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচ বিধান করিয়া আইন জারী করিলেন। স্থির হইল যে, সেক্রেটারী কর্তৃক পরীক্ষিত না হইয়া কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারিবে না এবং নিয়মভঙ্গকারী সম্পাদককে স্বদেশে (ইউরোপে) নির্বাসিত হইতে হইবে। সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, কোনোপ্রকার বিজ্ঞাপন—কিছুই পরীক্ষিত না হইয়া প্রকাশিত হইবে না—এইরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উন্মেষকালেই বাঙ্গালাদেশের সংবাদপত্রে নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রতি চরম আঘাত হানা হইল। সরকার কর্তৃক সংবাদ-প্রকাশন কিরূপ কঠিনভাবে চলিয়াছিল শ্রীরামপুর মিশনের জে. সি. মার্শম্যানের

একখানি পত্র হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত, কেন না, সে সকল অংশে 'সেনসর' তাঁহার সাজ্ঘাতিক কলম চালাইতেন, শেষ মুহূর্তে শূন্য অংশগুলি পুরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।"[৩] তথাপি একবার যাহা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রশমিত হইল না—সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করা গেল না। 'হিটলি' নামে ভারতবর্ষীয় এক সাহেব 'মর্ণিং পোষ্ট' প্রকাশ করিতেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংবাদপরীক্ষক উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলি মর্ণিং পোষ্টের কিয়দংশ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেও আদেশ অমান্য করিয়া 'হিটলি' তাহা প্রকাশ করেন। ফলে তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হয়। কিন্তু হিটলি বলেন, যে আইন বলে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে সেই আইন তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য নহে, ইউরোপীয় সম্পাদকগণের প্রতি প্রযোজ্য। তিনি ভারতবর্ষীয়, বাঙ্গালা তাঁহার মাতৃভূমি, মাতা বঙ্গললনা। হেষ্টিংস আইনটির অসারতা বুঝিয়া সংবাদপরীক্ষকের পদ তুলিয়া দিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এতসব ঘটনা ঘটিয়া গেল। সংবাদপত্রে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আন্দোলন থামিল না। ক্যালকাটা গেজেট এবং মর্ণিং পোষ্ট একত্রিত হইয়া একটি নূতন পত্রিকা 'ক্যালকাটা জার্নাল' নামে জেমস মিল বাকিংহামের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করিল। এই পত্রিকায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি সরকারী পদে রেভাঃ ডঃ ব্রাইসের নিয়োগ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইলে বাকিংহামকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা হইল। মিঃ আরনট নামে এক ভারতবর্ষীয় সাহেব বাকিংহামের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য চালাইতে লাগিলেন। সরকার তাঁহাকে পূর্বের আইনবলে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করিলেন। আরনট কোর্ট অব ডিরেক্টারসের নিকট ভারতবর্ষের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারস তাঁহার অনুকূলে রায় দিলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে আরনট পনেরো হাজার পাউণ্ডের ক্ষতিপুরণ ডিক্রি পাইলেন। এই ঘটনাটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সচকিত করিল। সপারিষদ বড়লাট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিলেন। বেলি স্পষ্টই বলিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতবর্ষে ইংরাজশাসনের অনুকূল নহে,—

"The liberty of the press, however essential to the nature

of a free state, is not in my judgement, consistent with the character of out institutions in this country, or with the extraordinary nature of our dominion in India."[8] (W. B. Balley's minute, dated 10th October 1822, reprinted in Modern Review, November 1928, page : 553-60).

"১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর সকৌন্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্র-গুলিকে কঠিন শৃঙ্খলায় বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর বৎসরের ৯ই জানুয়ারী তারিখে লর্ড হেষ্টিংস বিলাত যাত্রা করেন। এডম অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ৪ঠা মার্চ ১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস-আইন লিপিবদ্ধ করেন।" পরবর্তী এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে[৫] সুপ্রীম কোর্টে অনুমোদিত হইয়া ইহা দেশে বলবৎ হইল। এই দিনই রাজা রামমোহন রায়ের 'মীরাৎ-উল-আখবার' পত্রিকাটির একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহার প্রতিবাদ বাহির হইল। রামমোহন রায় এই আইনটি সম্পাদক এবং সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের প্রতি অপমানজনক মনে করিয়া ইহার প্রতিবাদেই 'মীরাৎ-উল-আখবার' প্রকাশ বন্ধ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, সকৌন্সিল মহামান্য গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারির নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকনটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্যসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিলাম।"[৬] প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে ইহাই বাঙ্গালীর প্রথম প্রতিবাদ। রাজা রামমোহন রায় এই বিষয়ে নিজেকে "মনুষ্যসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য" বলিলেও তিনিই সর্বাগ্রগণ্য স্মরণীয় ব্যক্তি।

উপরোক্ত পটভূমিতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল।

ইহা প্রকাশের পুর্বেই বাঙ্গালায় প্রেস-আইন প্রবর্তিত হইয়াছে, সরকারী বাধা-নিষেধের দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হইয়াছে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে একাধিকবার সম্পাদক ও সরকারের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে এবং সম্পাদকগণকে অর্থদণ্ড, কারাবাস, নির্বাসন প্রভৃতি শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। কোনো কোনো সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সরকার এই কারণেই বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার কালে ইহার প্রকাশভূমি অনুকূল অবস্থায় ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারিগণ সজাগ ছিলেন এবং সর্ববিষয়ে সংবাদপত্রের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ আশ্চর্যজনক ঘটনা। তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদ-পত্র প্রকাশ হইল, শ্রীরামপুর হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রথম বাঙ্গালা সাময়িকপত্র মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আত্ম-প্রকাশ করিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্যার চার্লস মেটকাফ সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন করিলে অধিকতর তৎপরতায় বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমাদের হিসাবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৮ বৎসরে ২৯টি এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র ১৪ বৎসরের মধ্যে ৬৯টি সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

আলোচ্য যুগের প্রায় একশত পত্রিকার মধ্যে ইউরোপীয়দের পরিচালনায় বা সম্পাদনায় প্রকাশিত বারোটি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের হিসাব মিলিতেছে। প্রকাশের কালানুক্রম অনুসরণ করিয়া ইহাদিগকে নিম্নরূপে সাজান যায়।

১। দিগ্‌দর্শন। মাসিক। এপ্রিল ১৮১৮, সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

২। সামাচার দর্পণ। সাপ্তাহিক, মে ১৮১৮, সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

৩। গসপেল মাগাজিন। মাসিক। ডিসেম্বর ১৮১৯, প্রকাশক ব্যাপটিষ্ট অক্সিলিয়ারী মিশনারী সোসাইটি।

৪। পশ্বাবলী। মাসিক। ফেব্রুয়ারী ১৮২২, সঙ্কলক ও অনুবাদক যথাক্রমে পাদ্রী লসন ও ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স।

৫। খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি। মাসিক। মে ১৮২২, শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

৬। বিজ্ঞান সেবধি। মাসিক। এপ্রিল ১৮৩২, এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের পোষকতায় অমলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও কালিপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তরিত।

৭। বিজ্ঞান সার সংগ্রহঃ। পাক্ষিক। সেপ্টেম্বর ১৮৩৩, ডবলিউ. এম. উইলস্টন, গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত ও নবকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত।

৮। গভর্ণমেণ্ট গেজেট। সাপ্তাহিক। জুলাই, ১৮৪০, সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

৯। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র। মাসিক। জানুয়ারী ১৮৪৩, সম্পাদক জে. রবিনসন।

১০। পক্ষির বিবরণ। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সাহায্যে রামচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

১১। উপদেশক। মাসিক। জানুয়ারী ১৮৪৭, সম্পাদক পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গার।

১২। সত্যার্ণব। মাসিক। জুলাই ১৮৫০, সম্পাদক পাদ্রী লং।

উদ্ধৃত পত্রিকাগুলির তিনটির সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'বিজ্ঞান সেবধি' সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক দুইজনই বাঙ্গালী। তবে ইহা উইলসনের পোষকতা ও সাহায্যে প্রকাশিত। 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহঃ' পত্রিকার তিনজন সম্পাদকের দুইজনই ছিলেন বাঙ্গালী। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির অর্থানুকূল্যে ও সাহায্যে প্রকাশিত 'পক্ষির বিবরণ' সাময়িকীটির সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র। পশ্বাবলীর প্রথম ছয় সংখ্যা লসন ও পিয়ার্স কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবার পর সাময়িকভাবে ইহা বন্ধ হইয়া যায়, কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে রামচন্দ্র মিত্রই পত্রিকাটির পরবর্তী ইংরাজী-বাংলা দ্বিভাষিক ষোলটি সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমনি ঘটনা ঘটিয়াছিল সমাচার দর্পণের। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন ক্লার্ক মার্শম্যান গভর্ণমেণ্ট গেজেটের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলে সমাচার দর্পণ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার জনপ্রিয়তা অত্যধিক ছিল। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বাঙ্গালীর চেষ্টায় ইহা কিছুদিন পরিচালিত হইয়াছিল; সম্পাদক ছিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এই দ্বাদশটি পত্রিকাকে বিষয় বিন্যাসের বিচারে আমরা চারভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

১। খ্রীষ্টীয় উপদেশাবলী সম্বলিত পত্রিকা

২। শিক্ষাবিস্তারকল্পে পশুপক্ষী ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

৩। সমাচার পত্রিকা

৪। সরকারী সংবাদপত্র।

(ক) খ্রীষ্টীয় উপদেশাবলী সম্বলিত পত্রিকা ঃ

১। গসপেল ম্যাগাজিন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ইহা প্রকাশিত হইতে থাকে। ব্যাপটিষ্ট অক্সিলিয়ারী মিশনারী কর্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দুই দিক দিয়া গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা[৭] ও বাঙ্গালায় খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিষয়ক প্রথম পত্রিকা। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক, খোলা পৃষ্ঠার বাম স্তম্ভে ইংরাজী ও দক্ষিণ স্তম্ভে বাঙ্গালা থাকিত। ইংরাজী-বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ দেশীয় খ্রীষ্টীয় জনসাধারণের জন্য ইহার একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বাঙ্গালা সংস্করণও প্রকাশিত হইত। মূল পত্রিকা অপেক্ষা ইহার বিষয়বস্তু কিছু কম ও কোনো কোনো বিষয়ের সংক্ষেপিত রূপ থাকিত। খ্রীষ্টীয় তত্ত্বপ্রকাশ ও খ্রীষ্টীয় জগতের সংবাদ পরিবেশন ইহার বিষয়বস্তু ছিল।

২। খ্রীষ্টীয় রাজ্যবৃদ্ধি। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামপুর মিশন হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাও মাসিক পত্রিকা। বাঙ্গালা দেশে খ্রীষ্টীয়-ধর্মপ্রচার বিষয়ে সেযুগে শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায় নানা দিক দিয়া অগ্রগণ্য বিবেচিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারাই বাঙ্গালায় প্রথম সংবাদপত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিষয়ক পত্রিকায় তাঁহারা কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট অক্সিলিয়ারী সোসাইটির পরে আসেন। বহু প্রচার-পুস্তিকা ও হ্যাণ্ডবিল বাদ দিলে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারে এই মিশনারীগোষ্ঠীর মুখপত্র ছিল 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকাটি। ইহাতে সম্পাদকের নাম ছিল না। পত্রিকাটি বেশীদিন টিঁকে নাই। সমাচার দর্পণের ন্যায় ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল 'আট', মূল্য ছিল এক আনা। পত্রিকাটি প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় বলা হইয়াছে—

"অন্য২ দেশে খ্রীষ্টীয় লোকেরা কিরূপ পাপিদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে২

এইমত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরসা করি যে তোমরা এ-বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাস২ কিছু২ করিয়া দিবা ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করনার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর।"[৮]

পত্রিকাটির উদ্দেশ্যপত্র হইতে ইহা প্রকাশের তিনটি কারণ চোখে পড়ে— (১) বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব প্রচার, (২) হিন্দুদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম জনপ্রিয় করা ও (৩) বাঙ্গালাদেশের দেশীয় খ্রীষ্টানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। প্রথম দুইটি উদ্দেশ্যে বহুকালাবধি খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু তৃতীয় উদ্দেশ্যটি এই পত্রিকাতেই প্রথম ব্যক্ত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টানমণ্ডলীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ও তাহাদের আর্থিক সাহায্যে বঙ্গীয় জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়াস এই প্রথম দেখা গেল। এ-দিক দিয়া পত্রিকাটির গুরুত্ব অত্যধিক, ইহা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মিশনারী প্রয়াসের একটি নূতন দিকের সন্ধান দেয়।

মে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জানুয়ারী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার সংখ্যাগুলি পাওয়া গিয়াছে।[৯] মাঝখানে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যাগুলি নাই—হয়তো বা ইহা প্রকাশিত হয় নাই। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যাতে অবশ্য এই সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায় নাই।

৩। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র।[১০] ইহার ইংরাজী নাম 'দি ইভানজেলিস্ট'। জে. রবিনসনের সম্পাদকত্বে শ্রীরামপুর হইতে দি ব্যাপটিষ্ট এসোসিয়েশনের পক্ষে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা মাসিক পত্রিকা, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল, এই খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যাদ্বয় একত্রে প্রকাশ করিয়া সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

"সম্পাদকের উক্তি।—অনবকাশপ্রযুক্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের পত্র উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইতে পারিল না। এইক্ষণে দুই মাসের একত্র প্রকাশ হওনের অভিপ্রায় যে ১৮৪৫ সালের পুস্তক সাঙ্গ করি। সেই অনবকাশ প্রযুক্ত আমারদের এই পত্রের সম্পাদকতা কর্ম ত্যাগ করিতে হইল।"[১১]

ইহার পর মঙ্গলোপাখ্যান আর বাহির হয় নাই। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক, এবং ইহার পৃষ্ঠার দুইটি স্তম্ভের বামদিকে ইংরাজী ও দক্ষিণদিকে ইহার বাঙ্গালা

অনুবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকা প্রচারের নিম্নরূপ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। "এইক্ষণে আমরা যে পত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অর্পণ করি তাহা বর্ত্তমান বৎসরের আরম্ভে শ্রীরামপুরের বঙ্গদেশস্থ ডুবক মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ দেশপূজকদের পারমার্থিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্ম্মোপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুবর্গের সভাতে তাঁহারদের নানা স্থান হইতে আগমনের দ্বারা আমারদের পরমানন্দ জন্মিল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনারদের পরিত্রাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে এই যে সম্বাদ তাঁহারা প্রকাশ করিলেন তদ্দ্বারা আমারদের অন্তঃকরণ আরো আনন্দিত হইল। তাহাতে সুতরাং আমারদের এতদ্দেশীয় ভ্রাতারা যাহাতে অনুগ্রহ এবং আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশুখ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানেতে বৃদ্ধি পান এই নিমিত্ত আরো উপায় স্থির করিতে উদ্যুক্ত ছিলাম যেহেতুক এইক্ষণে আপন২ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও শিক্ষক ব্যতিরেকে তাহারদের জ্ঞান প্রাপণের অন্য কোন উপায় নাই।

এই অভিপ্রায়েতে অনেক প্রকার গুরুতর প্রস্তাব করা গিয়াছিল তন্মধ্যে আমরা বোধ করিলাম যে বাঙ্গালা ভাষাতে এক সম্বাদপত্র প্রকাশ করা সদুপায় বটে। ঐ সম্বাদপত্রের দ্বারা এই দেশীয় আমারদের ভ্রাতারা মঙ্গল সমাচারের বৃদ্ধি এবং ভারতবর্ষ ও জগতের অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর বিষয়ে সকল গুরুতর সম্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"[১২]

পত্রিকাটির উদ্দেশ্য বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টানমণ্ডলীতে খ্রীষ্টীয় জগতের সম্বাদ পরিবেশন এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব প্রচার। আপাতদৃষ্টিতে ইহা নির্দোষ মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পত্রিকাটিতে কয়েকবারই ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের তুলনামূলক বিচার করিয়া খ্রীষ্টধর্মের মহত্ত্ব দেখান হইয়াছে। পত্রিকাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবন্ধ, উপদেশাদি, মণ্ডলীর ইতিহাস, ধর্মবিষয়ক সম্বাদ, সাধারণ সম্বাদ, খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধির বিবরণ, মৃত্যুর বিবরণ প্রভৃতি স্থান পাইত। ইংরাজীতে রচিত খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা অনুবাদ কে করিতেন বা বাঙ্গালার বিবরণাদি কে লিখিতেন তাহার নাম অধিকাংশ স্থলেই থাকিত না। মঙ্গলোপাখ্যান হইতে একটি নামহীন অনুবাদকের একটি খ্রীষ্টীয় গীতের একটি স্তবক উদ্ধৃত হইল। অনুবাদকের বাঙ্গালা পয়ারে হাত ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরাজী ॥

"Heaven And Hell
There is beyond the sky,
A heaven of joy and love,
And holy children when they die,
Go to that world above."

বাঙ্গালা ॥

"স্বর্গ এবং নরক।
গগণ উপরিভাগে দৃশ্য মনোহর।
স্বর্গপুর নাম সুখ প্রেমের আকর।
ধর্মের তনয় সব মরণের পর।
গমন করেন সেই ভুবন উপর।"[১৩]

মঙ্গলোপাখ্যানের গদ্য অনুবাদে আড়ষ্টতা নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ইংরাজী শব্দের যে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা ভাষার সহিত ঠিক ঠিক মিলে নাই। 'Baptist Churches in England'—অনুবাদে ইহা "ইঙ্গলণ্ডে ডুবক মণ্ডলী" হইয়াছে, "Notice of a Musslman controversial" বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে "ধর্মবিষয়ে মহম্মদীয় ত্রাটক।" "ডুবক মণ্ডলী", "ত্রাটক"—প্রভৃতি উদ্ভট বাঙ্গালা প্রতিশব্দ অন্য কোন খ্রীষ্টীয় ধর্মপত্রিকায় ব্যবহৃত হয় নাই।

৪। উপদেশক। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির পক্ষে কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। প্রকৃতপক্ষে 'মঙ্গলোপাখ্যান' পত্রিকা বন্ধ হইলে একটি খ্রীষ্টীয়-পত্রের অভাব বোধ হইতেছিল, সেই অভাব দূর করিতেই 'মঙ্গলোপাখ্যানের' স্থলাভিষিক্ত হইয়া 'উপদেশক' প্রকাশিত হইল। সম্পাদক ছিলেন পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গার। 'উপদেশক' মাসিক পত্রটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময় ওয়েঙ্গার দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে ইহার প্রকাশ বন্ধ হয় এবং পুনরায় তিনি বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আসিলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয়বারের প্রকাশকাল বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

ওয়েঙ্গার 'উপদেশক' পত্রিকার প্রচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'মঙ্গলোপাখ্যান নামে যে পত্রিকা কএক বৎসর পর্যন্ত মাসে মাসে ছাপা হইত, তদ্দারা বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পারমার্থিক জ্ঞানপ্রদানাদি অধিক উপকার লাভ করিত। সম্প্রতি সেই পত্রিকা সম্পাদকের অবকাশাভাব হেতুক স্থগিত হইল, ইহাতে অনেকে মনে দুঃখিত হইয়াছে, এই কারণে পুনরায় ঐ প্রকার এক পত্রিকা মাসে মাসে ছাপাইতে স্থির করা গেল।'[১৪]

প্রথম পর্যায় উপদেশক প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা হইতে সাতচল্লিশটি অংশ সংগ্রহ করিয়া 'উপদেশ পাঠ সংগ্রহ'[১৫] 'Extracts from the Upadeshak' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংগ্রহ গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের বিবরণ, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, নৈতিক গুণাবলী প্রভৃতি বিষয় স্থান পাইয়াছিল। ইহার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬৩, বোধকরি স্কুলপাঠ্য করিবার মানসেই ইহার এরূপ বিষয়-বিন্যাস। লক্ষণীয় যে 'উপদেশক' পত্রিকায় হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় নাই।

'উপদেশক' পত্রিকাটির ইংরাজী নাম "The Instructor Christian Periodical in Bengali"। ওয়েঙ্গার ইহাতে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সবকয়টি সংখ্যাতেই খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক বিবরণাদি ও উপদেশাবলী প্রচারিত হইত। 'ধর্মজ্ঞান সংগ্রহ', 'ধর্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ', 'ধর্মোপদেশের পাণ্ডুলেখা', 'ধর্মোপদেশ', ইহার মূল বিষয়বস্তু। ইহা ছাড়া 'এতদ্দেশীয় সমাচারাদি', 'পরদেশীয় সমাচারাদি', 'ইতিহাস', 'নানাবিধ', 'কবিতা ও গীত' প্রভৃতি ইহাতে প্রকাশিত হইত।

এতদ্দেশীয় ও পরদেশীয় সমাচারে বাঙ্গালায় ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুসমাচার ও প্রচারের সংবাদ থাকিত। প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিভিন্ন দেশের বিষয়ও কখনো কখনো পত্রিকায় স্থান পাইত। নিয়মিত রচনা বাদে খ্রীষ্টীয় অবগাহিত মণ্ডলীর পত্র, খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত প্রভৃতি অতিরিক্ত কিছু লেখা প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইত।[১৬] পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দুই আনা।

৫। সত্যার্ণব। আমাদের আলোচ্যযুগে প্রকাশিত ইহাই খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক সর্বশেষ পত্রিকা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইহার প্রথম প্রকাশ। ইহার সম্পাদক ছিলেন পাদ্রী লং। এই সম্বন্ধে সমাচার চন্দ্রিকায় বলা হইয়াছে

"এই পুস্তক শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে. লাং সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কয়েকজন বাঙ্গালি ভদ্র মনুষ্য তাঁহার সাহায্য করে।"[১৭] অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সমাচার চন্দ্রিকায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় নাই, বরং উপক্রমণিকায় দেখা যাইতেছে একটি ইউরোপীয় সংস্থাই পাদ্রী লংকে এবিষয়ে সাহায্য করিতেছে। আমরা সত্যার্ণব পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত ইহার উপক্রমণিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই পত্রিকাটি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

উপক্রমণিকা।

১। "এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় নানা প্রকার সমাচার পত্র মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক এবম্প্রকার বিবিধ পত্রে বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা এবং বিবিধ মতে পোষকতা হইতেছে। "পূর্ণচন্দ্রোদয়" এবং "প্রভাকর" প্রত্যহ স্ব ২ শীতাংশু এবং তীব্রাংশু পাত করিয়া পাঠকবর্গের চিত্ত কখন ২ স্নিগ্ধ কখন বা উগ্র করিয়া থাকেন। "ভাস্কর" এবং "চন্দ্রিকাও" আপন ২ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছেন। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বৈদিক তত্ত্বের প্রতিপাদনপূর্ব্বক মাসে ২ দিবাকরের সংক্রমণ দিবসে বিরাজমান হয়েন। "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা" স্বধর্ম্ম গৌরবে প্রফুল্ল হইয়া বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক সর্ব্বপ্রকার মতের পোষকতা করেন। "সাধু রঞ্জনের" কথা কি কহিব? সে পত্রিকা কর্ণ তোষক সুললিত ভাষায় রচিতা এবং সুচারু ছন্দোবদ্ধ শ্লোকেতে অলঙ্কৃতা হইয়া সকলের কর্ণ উৎসুক করেন।

২। "গৌড়ীয় ভাষায় গুণগ্রাহী পাঠকেরা ঐ সকল পত্র পাঠে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব পত্রান্তরের অপেক্ষা নাই এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপক্ষ, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপ কালে মনের মধ্যে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, শত্রু ক্ষয় করিলেই হয় এই ভাবিয়া তর্ক-বিতর্ক ছল বিতণ্ডা কিছুতেই ত্রুটি করেন না, যাহা যার আইসে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। যদিও অন্যান্য বিষয়ে উক্ত সম্পাদকেরা অতিশয় চিত্তরঞ্জক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন তথাপি ধর্ম্মের প্রসঙ্গে তাঁহারদের মাৎসর্য্য দর্শনে খ্রীষ্টীয় লোকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। অমৃতে যদি যৎকিঞ্চিৎ বিষ যোগ হয় তবে তাহাও সকলের হেয় হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সুচারু পত্রিক

সকলের মধ্যে ২ খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমারদের চিত্ত তৃপ্তি হইতে পারে না।

৩। "একারণ আমরা এই সঙ্কল্প করিলাম যে অস্তাবধি মাসে ২ "সত্যার্ণব" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডীয় ধর্ম সভার কএকজন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন, তাঁহারদের অভিমতানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক, তবে কার্য্যের সুগমর্থ একজনের প্রতি সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইবেক।

৪। "এই পত্রের প্রত্যেক সংখ্যায় ক্ষুদ্র ২ অক্ষরে মুদ্রিত ১৬ পৃষ্ঠা থাকিবে, মাসিক মূল্য /১০ দেড আনা মাত্র।

৫। "এ পত্রের মধ্যে বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইবে। যথা ১। ধর্ম্ম পুস্তকের ব্যাখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ২। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় সংবাদ। ৩। জীবন বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য ইতিহাস। ৪। গৌড়ীয় সমাচার পত্র হইতে উদ্ধৃত প্রস্তাব। ৫। ধম্ম সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত। ৬। গৌড়ীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের প্রসঙ্গ। ৭। বৈদান্তিক পৌরাণিক এবং মোসলমান ধর্ম্মের প্রসঙ্গ। ৮। বিদ্যা বিতরণের প্রসঙ্গ। ৯। প্রার্থনা পুস্তকের ব্যাখ্যা। ১০। পূর্ব্বতন বিষয়ের এবং বিবিধ স্থলের বর্ণনা। ১১। আয়ূর্বেদ প্রকরণ। ১২। স্বাভাবিক পদার্থতত্ত্ব। ১৩। মাসিক সংবাদ।

৬। "সম্প্রতি আমারদের প্রার্থনা এই যে জগদীশ্বর আমারদিগেকে সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপন করিতে সক্ষম করেন, মহাসাগর যেমত মণিমাণিক্য রত্ন প্রবালাদিতে সম্পূর্ণ তদ্রূপ আমারদের সত্যার্ণব যেন সর্ব্বদা সত্য রূপ রত্নেতে পরিপূর্ণ হয়।

৭। "অবশেষে পাঠকবর্গের প্রতি এই নিবেদন যে তাহারা আমারদের দোষ বা ত্রুটি দেখিলে তাহা মার্জ্জনা করিয়া এই সত্যার্ণবের আলোচনায় যদি কথন সুধা উৎপন্ন হইতে দেখেন তবে তাহাই গ্রহণ করিবেন।"[১৮]

উপক্রমণিকাটি হইতে আমরা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু সংবাদ পাইতেছি। প্রথমতঃ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'সত্যার্ণব' প্রকাশের সময় কলিকাতায় সে সকল বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিল, তাহার নির্ভরযোগ্য সঠিক তালিকা এবং দ্বিতীয়তঃ এই সকল "পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টধর্মের বিপক্ষ, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপকালে মনের মধ্যে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যা-

সত্যের প্রভেদ করেন না, .. উক্ত সম্পাদকেরা অতিশয় চিত্তরঞ্জক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন তথাপি ধর্মের প্রসঙ্গে তাঁহাদের মাৎসর্য্য দর্শনে খ্রীষ্টীয় লোকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন।" ইহাতে সামান্য অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বিষয়টি সত্য এবং বাঙ্গালীর পক্ষে ধর্মচেতনার পরিচায়ক। বহুকালাবধি সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থা হারাইয়া বাঙ্গালার জনসাধারণ নানাকারণে বিভিন্ন সময়ে রাজধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এমনি করিয়াই বাঙ্গালী মুসলমানের সৃষ্টি। ইংরাজ শাসনকালে খ্রীষ্টীয়ধর্ম বাঙ্গালায় অনুপ্রবেশ করিলে প্রথমদিকে স্বাভাবিক সামাজিক প্রবণতা ইহাকে বাধা দিতেছিল, পরে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয় ধর্মান্তরের বিপক্ষে প্রচার চালাইয়াছিল। নব জাগরণের ইহা একটি বাহ্য প্রকাশ। সম্পাদক লং উপক্রমণিকার প্রথম স্তবকে যে সকল সাময়িকপত্রের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার উল্লেখ আছে। সে যুগে এই দুইটি পত্রিকা বাঙ্গালীর জাতীয় চিন্তাপ্রকাশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাহন ছিল। সে যুগে বাঙ্গালার চিন্তানায়কগণ ইহাদের লেখক ছিলেন। সুতরাং বোঝা যাইতেছে, এই সময় খ্রীষ্টধর্মপ্রচার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায় (৩১শে আষাঢ, ১২৫৮ সাল) যে বলা হইয়াছিল পাদ্রী লং 'কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রমনুষ্যের' সাহায্যে ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ঠিক নহে। এ-বিষয়ে উপক্রমণিকার তৃতীয় অনুচ্ছেদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে "ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সভার কএকজন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন, তাঁহারদের অভিমতানুসারে সকল কার্য নির্বাহ হইবেক, তবে কার্য্যের সুগমার্থ একজনের প্রতি সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইবেক।" পাদ্রী লং'এর সহিত উচ্চপদস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালীর গভীর পরিচয় ছিল এবং তিনি বাঙ্গালীর হিত চাহিতেন বলিয়াই বোধ করি সমাচার চন্দ্রিকা অনুমানে ভর করিয়া এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সত্যার্ণবে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রবন্ধাদি থাকিত, অন্যান্য বিষয়েও বিবিধ রচনা প্রকাশিত হইত, কিন্তু 'মূর্তিপূজক' হিন্দু বা বাঙ্গালার ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্মবোধ আহত হইতে পারে ধর্মসম্বন্ধীয় রচনায় এইরূপ ভাষা প্রয়োগ হইত না। পূর্ববর্তী খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলির সহিত এইখানে ইহার পার্থক্য। এই পত্রিকাটিতে "বৈদান্তিক, পৌরাণিক এবং মোসলমান ধর্মের

প্রসঙ্গ" উত্থাপিত হইয়াছে কিন্তু আলোচনাকালে খ্রীষ্টধর্মের সহিত তুলনায় এইগুলিকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া ইহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হয় নাই। অর্থাৎ আক্রমণ অনেকটা 'ভদ্র' হইয়া আসিয়াছিল।

এই মাসিক পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার পত্রসংখ্যা ষোল এবং মূল্য ছিল ছয় পয়সা। উপক্রমণিকায় পঞ্চম অনুচ্ছেদে ইহার বিষয়-বিন্যাসের উল্লেখ আছে। ইহাতে কতিপয় নূতন বিষয়ের অবতারণা রহিয়াছে, যেমন—বিদ্যাবিতরণের প্রসঙ্গ, আয়ুর্বেদ প্রকরণ, গৌড়ীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের প্রসঙ্গ। ধর্ম-সম্পর্ক বিরহিত এই বইগুলিতে আমাদের আকর্ষণ বেশী। বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা ইংরাজীতে প্রকাশিত ট্র্যাক্টগুলিতে ও অন্যান্য পত্রিকায় আছে, কিন্তু ধর্মীয় পত্রিকায় ধর্ম-সম্বন্ধরহিত বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি থাকিলেও, ইহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক আলোচনা সত্যার্ণব ব্যতীত অন্য খ্রীষ্টীয় পত্রিকাগুলিতে নাই। সত্যার্ণবের বিদ্যাবিতরণের প্রসঙ্গ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত 'লীলাবতী' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে 'লীলাবতী'র উল্লেখ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সুফল বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই রচনাটির মুখ্য বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষ জনকল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গীতে সত্যার্ণব ইহার পূর্ববর্তী সকল খ্রীষ্টীয় পত্রিকাগুলিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে পত্রিকাটির উৎকর্ষ প্রমাণ করিতে আমরা 'লীলাবতী' প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

লীলাবতী। "হে পাঠকবর্গ এস্থলে যে সুরূপা বালিকার প্রতিমা দেখিতেছ তাঁহার নাম লীলাবতী। ইনি ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। আচার্য্যেরও ছবি ঐ পটে আছে, আচার্য্য কন্যাকে রেখা গণিত উপদেশ করিতেছেন।...লীলাবতীর পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া তাঁহার নামে এক গণিত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন সে পুস্তক অদ্যাবধি চলিত আছে।

অন্য কএকজন এতদ্দেশীয় নারীও লীলাবতীর ন্যায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে শিখিয়াছিল। যথা বেদে লিখিত আছে যাজ্ঞবল্ক্য নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ করিয়াছিলেন। বিদর্ভ রাজার কন্যা রুক্মিণীর বর্ণজ্ঞান এবং রচনা শক্তি ছিল, তাহার সাক্ষি তিনি বিবাহের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। লীলাবতী নামে আর এক নারী ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিল। ন্যায় লীলাবতী নামে এক গ্রন্থ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ শকুন্তলা,

আত্রেয়ী, বাহ্বট কন্যা, (কালিদাসের স্ত্রী) বিদ্যোত্তমা, বল্লালসেনের পুত্রবধূ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক নারীও কৃতবিদ্যা হইয়াছিলেন।

পুর্বোক্ত বিদুষীগণ সত্বেও স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা দেশীয় ব্যবহারের বিরুদ্ধ বোধ হয়। লোকে মনে করে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে অনুমতি দিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটনা হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম ফল এই যে তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের আচার শোধন হইতে পারে। গৃহকর্ম হইতে অবসর পাইলে যদি পুস্তক পাঠ অথবা সূচিকা ভিন্ন চিত্র বিচিত্র কার্য্য করিতে পারে তবে হিংসা কলহের সময় পাইবে না।···বিশেষতঃ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা তাহারদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ দৃঢ়তর হইবে······।

স্ত্রীশিক্ষার দ্বিতীয় ফল এই যে তাহাতে শিশু শিক্ষার উত্তম উপায় হয়। অত্যল্প বয়স্ক শিশুরদের শিক্ষা কেবল মাতৃ উপদেশে সাধ্য হয়। পিতার পক্ষে তাহা সুসাধ্য নহে এবং তাহাতে তাঁহার অবকাশের সম্ভাবনাভাব। কিন্তু মাতা স্বয়ং অশিক্ষিতা হইলে শিশু শিক্ষায় কি প্রকারে উদ্যোগী হইবেন?

সুশিক্ষিতা মাতার উপদেশে শিশুরদের যে উপকার দর্শে তাহা বর্ণনাতীত············।

স্ত্রীশিক্ষার তৃতীয় ফল এই যে তদ্দ্বারা এ মনুষ্যসমাজে লজ্জা ও সুশীলতার বৃদ্ধি হয়। কেহই সুশিক্ষিতা নারীর সম্মুখে দুর্ম্মুখ হইতে অথবা অসভ্যতা প্রকাশ করিতে সাহস করে না।······

কিন্তু এস্থলে আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় জনগণের মধ্যে অতি অল্প লোক স্ত্রীশিক্ষার উপায় করিতে যত্ন প্রকাশ করে, অধিকাংশ লোকের এ-বিষয়ে যত্ন মাত্র নাই। পরমেশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে তিনি সকল লোককে সদ্বিষয়ে উদ্যত করিয়া ভারতবর্ষীয় নারীগণের দুঃখ মোচন করুন।"[১৯]

সত্যার্ণবের তৃতীয় বর্ষ সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে ইহা দ্বিমাসিক পত্রিকায় পরিবর্তিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় একটি করিয়া এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে দুই বা ততোধিক চিত্র থাকিত। 'পশ্বাবলী'তেও চিত্রের সন্ধান পাইতেছি। তথাপি 'পশ্বাবলী' বা 'সত্যার্ণব'কে সচিত্র পত্রিকা বলা চলে না। "বিবিধার্থ সংগ্রহই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সত্য বটে, 'পশ্বাবলী'র প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি জন্তুর কাটখোদাই চিত্র, এবং 'সত্যার্ণব' পত্রের প্রথম বর্ষের প্রত্যেক

সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় দুইখানি করিয়া চিত্র থাকিত, কিন্তু সচিত্র পত্রিকা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'পশ্বাবলী' ও 'সত্যার্ণব' সে-পর্যায়ে পড়ে না।"[২০]

(খ) শিক্ষাবিস্তারকল্পে পশুপক্ষী ও বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা॥

শিক্ষাবিস্তার কল্পে ইউরোপীয়দের দ্বারা 'দিগদর্শন', 'পশ্বাবলী', 'পক্ষির বিবরণ', 'বিজ্ঞান সেবধি' ও 'বিজ্ঞান সারসংগ্রহ' নামে পাঁচটি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশের কালানুক্রম ধরিয়া ইহাদিগকে নিম্নরূপে সাজান যায়।

১। দিগ্‌দর্শন। এপ্রিল, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

২। পশ্বাবলী। ফেব্রুয়ারী, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। বিজ্ঞান সেবধি। এপ্রিল, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। বিজ্ঞান সার সংগ্রহঃ। সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। পক্ষির বিবরণ। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ।

১। দিগ্‌দর্শন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী প্রেস হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম সাময়িক ও মাসিক পত্র। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার পূর্বে কোনো সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দিগদর্শনের আখ্যাপত্র মুদ্রিত হইত—'Dig-Durshun/or, the/ Indian Youth's Magazine" এবং "দিগদর্শন। / অর্থাৎ/যুবলোকের কারণ নানা উপদেশ।" বাঙ্গালাদেশের যুবলোকের কারণ উপদেশাত্মক রচনা ইহার কলেবর পূর্ণ করিত। উপদেশ খ্রীষ্টীয় উপদেশ নহে, ইহা সম্পূর্ণই ধর্মনিরপেক্ষ পত্রিকা এবং শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনাই ইহার উপজীব্য ছিল। প্রতিটি সংখ্যায় ১৬টি পৃষ্ঠা থাকিত এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা পরবর্তী পত্রিকাগুলিতেও অনুসৃত হইত যেমন প্রথম সংখ্যা এক হইতে যোল এবং দ্বিতীয় সংখ্যা সতেরো হইতে বত্রিশ ইত্যাদি। প্রথম দুই সংখ্যার বিষয়-বিন্যাস নিম্নরূপ।

প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১-১৬

আমেরিকার দর্শন বিষয়। হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ। হিন্দুস্থানের বাণিজ্য। বলূন দ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশগমণ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ। শঙ্কর তরঙ্গের কথা।

দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৭-৩২

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা। ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংগ্লণ্ডে না জন্মে যে ২ বৃক্ষ তাহারদের বিবরণ। ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ। বাষ্পের দ্বারা নৌকা চলানের বিষয়। কোমিল্লার পাঠশালার বিষয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কথা।"[২১]

উপরোক্ত সূচীপত্র হইতে ইহার শিরোদেশে লিখিত উদ্দেশ্যের সার্থকতা প্রমাণ পায়। যুবালোকের শিক্ষার জন্য সংগৃহীত উপদেশই ইহার আলোচ্য বিষয় ছিল। এখানে 'উপদেশ' বলিতে ইংরাজী 'সারমনস' না ধরিয়া 'লেসেন্স' ধরিতে হইবে। 'দিগদর্শন' পত্রিকার বিষয়াবলী স্কুলপাঠ্য হইবার উপযুক্ত বিবেচনায় স্কুল বুক সোসাইটি বিভিন্ন সংখ্যা হইতে দিগদর্শন গ্রন্থের বহু খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রকাশের আট মাসের মধ্যেই ইহা স্কুলপাঠ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এ-বিষয়ে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি পত্রিকা হইতে কিছু অংশ তুলিয়া দিলাম।

Friend of India : December, 1818.

"The Dig-durshuna. It has been suggested that certain articles in the Monthly Dig-durshuna, might not be wholly uninteresting to our youth in general. As it appears reasonable, therefore, that nothing should be withheld from our Indian youth from which they can derive the slightest information; it is proposed in future to publish separately an English translation of each Number, and for the use of such youth as may wish to read it in both languages, a few copies in both, so as to make the English agree page for page with the Bengalee and English Translation of the Numbers already published having been requested, the publishing of the original work will in consequence be suspended for a short season till this can be completed."[২২]

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য দিগ্‌দর্শন পত্রিকা বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

১। বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র।

২। মিশনারী কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও ধর্মনিরপেক্ষ পত্রিকা।

৩। শিক্ষা উদ্দেশ্যে প্রচারিত প্রথম পত্রিকা।

৪। ইহাতে আলোচিত বিষয়গুলির স্কুলপাঠ্য হইবার যোগ্যতা ছিল।

৫। বাঙ্গালাভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস ইহাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

দিগ্‌দর্শনের মে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যায় ভারতবর্ষে ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঠান-মোগলদের রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শীর্ষ নাম "হিন্দুস্থানের ইতিহাস"। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডটি এই ইতিহাসগ্রন্থ। আমরা কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যে গ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহাতে ৯৭ হইতে ৩৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রহিয়াছে, ইহার পর নয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি "দিগ্‌দর্শনের শেষ অভিধান"। প্রথম খণ্ডের শেষে এইরূপ এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী একটি "দিগ্‌-দর্শনের অভিধান" আছে। দুইটিতেই অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দ ও ইহার বাঙ্গালা অর্থ রহিয়াছে। প্রত্যেকটি অভিধানই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দিগ্‌দর্শন পত্রিকা প্রথমে বাঙ্গালা, পরে ইংরাজী ও ইংরাজী-বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রের তিনটি বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশিত সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—বাংলা সংস্করণ···১—২৬ সংখ্যা। ইংরাজী-বাঙ্গালা সংস্করণ···১—১৬ সংখ্যা। ইংরাজী সংস্করণ···১—১৬ সংখ্যা।"[২৩] সব মিলিয়ে ৫৮টি সংখ্যা। আমরা ইহার ইংরাজী সংস্করণ খুঁজিয়া পাই নাই। এই জন্য ইহা বাঙ্গালা সংস্করণের অনুবাদ কি-না বুঝিতে পারি নাই। দিগ্‌দর্শন ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবার কোনো কারণ ছিল না বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয় ইংরাজী সংস্করণের ষোলটি সংখ্যা বাঙ্গালা সংস্করণের প্রথম ষোলটি সংখ্যার অনুবাদ। ইংরাজী সংস্করণ খুঁজিয়া পাইলে বিষয়টির মীমাংসা হইবে।

২। পশ্বাবলী। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক এই মাসিক পত্রিকাটি পাদ্রী লসন ও ডবলিউ এইচ. পিয়ার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম হইতে ইহার বিষয়বস্তু ধরা যায়। প্রতি সংখ্যায় প্রথমে একটি জন্তুর ছবি দিয়া সেই জন্তুর বিষয় আলোচিত হইত। 'শৃগাল' ও 'হিপ্পপটমস'—দুইটি ছবি নাই। লসন ইহার সংগ্রাহক ও চিত্রগুলির

ব্লক নির্মাতা, পিয়ার্স বাঙ্গালা অনুবাদক। ইহার প্রথম পর্যায়ে ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম তিনটি পর পর তিন মাসে প্রকাশিত হইয়া বন্ধ থাকে, পরে ঐ বৎসরেই অগাষ্ট মাসে চতুর্থ সংখ্যা এবং কয়েক মাস পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা বাহির হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্বাবলী হিন্দুকলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পশ্বাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। লসন ও পিয়ার্সের পশ্বাবলীর প্রথম সঙ্কলন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং রামচন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের পশ্বাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ কখন প্রকাশিত হইয়াছিল জানা যায় না।

পশ্বাবলী প্রথম সংস্করণের মুদ্রণকাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ, কিন্তু এই খ্রীষ্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায়[২৪] ইহার উল্লেখ নাই। আমাদের মনে হয় গ্রন্থতালিকাটি প্রণয়নের সময় ইহা মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পশ্বাবলীর প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি।[২৫]

প্রথম খণ্ডের নামপত্র নিম্নরূপ—

পশ্বাবলি।

Animal Biography ; / or / Historical Accounts / Instructive and entertaining, / Respecting / The Brute Creation. / Part I / Compiled By J. Lawson.—Translated by W. H. Pearce. / Calcutta : / Printed at the School Book Society's Press, Circular Road ; /And sold at the Depository./Sold also by J. J. Fleury, Cossitollah. / 1828. 1st edition 2,000 copies.

গ্রন্থাকারে পশ্বাবলীর প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা একশত। গ্রন্থে সূচীপত্র নাই, ভূমিকাও নাই। বিষয়বস্তু সিংহ, শৃগাল, ভালুক (নীল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ ভালুকের বিষয়), শুক্ল ভালুক, হস্তী, গণ্ডার (এক শৃঙ্গ ও দুই শৃঙ্গ গণ্ডার), হিপ্পপটমস অর্থাৎ নদ্যশ্ব। প্রথমে ছবি দিয়া সেই পশুর বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে। সিংহ ও শৃগালের ছবির নীচে দুই দুই পংক্তির কবিতা আছে। প্রতিটি জন্তুর বিবরণের শেষে সেই জন্তু হইতে কি সদগুণ আমরা

গ্রহণ করিতে পারি তাহা লিখিত আছে। যেমন "সপ্তম অধ্যায়। হস্তির বৃত্তান্ত জাত নীতিকথা।" "হস্তী যদি অতি শিশুর প্রতিপালন করে, তবে বালকদেরও কর্ত্তব্য হয় যে আপনারা পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রেম করে ও উপকার করে।"[২৬] উদ্ধৃত বাক্যটি হইতেই লসনের স্টাইল বুঝা যাইবে। শব্দ-গ্রন্থনায় মিশনারী ঢং লক্ষণীয়। ইহাই এই জাতীয় রচনার গদ্য-বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্বাবলীর ইংরাজী-বাঙ্গালায় ষোলটি সংখ্যা রামচন্দ্র মিত্র প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার প্রথম সংখ্যা 'কুক্কুরের বৃত্তান্ত' ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কোনো সময় প্রকাশিত হয়। কারণ ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের স্কুলবুক সোসাইটির দশম রিপোর্টে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

"The Natural History in Bengalee, of which one volume was completed by Messrs. Lawson and Pearce, is now taken up by RAM CHUNDER MITR, who was formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College ; and who appears likely to carry it forward with vigour and success. He has furnished the History of the Dog, enlivened with a great number of interesting anecdotes, each arranged under the species of the animal of which he is treating. The first seven (six ?) numbers of the work were printed only in Bengalee, but it was proposed that all succeeding numbers shall be in Bengalee and English ; and under existing circumstances, it did not appear wise to reject this proposal. —'The Tenth Report of the Calcutta School-Book Society'. Proceedings. Fifteenth and Sixteenth Years, 1832-1833. Read the 21st March, 1834. pp. 10-11." (বাংলা সাময়িকপত্র, পৃষ্ঠা : ২০-২১)।

এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বলিতে পারি দ্বিতীয় খণ্ড পশ্বাবলীর প্রথম সংস্করণ বাহির হইতে ষোল মাস সময় লাগিলে ইহা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পশ্বাবলীর চিত্রকর লসন। এই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,[২৭] "কাঠখোদাই চিত্রগুলি লসনের, তিনি কাঠখোদাই কার্যে সুপটু ছিলেন। লসন কাঠখোদাই

করিয়া ছবির ব্লক তৈরী করিতে পারেন কিন্তু চিত্রগুলি যে 'কাঠখোদাই' অথবা লসন যে এ-বিষয়ে 'সুপটু ছিলেন' তাহার কোনো প্রমাণ নাই। বরং কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে এই ছাপাখানার জন্য

"The excellent and gifted Lawson cut the matrices and cast the letters. In twenty years, the two founts of type had increased to sixty-two, in eleven of the chief languages and dialects of India."[২৮]

লসন সুদক্ষ অক্ষর নির্মাতা ছিলেন, আমাদের মনে হয় চিত্রগুলি ধাতুনির্মিত ব্লকে মুদ্রিত।

৩। বিজ্ঞান সেবধি। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। পত্রিকাটির মাত্র বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। মাসিক পত্রিকা হইলেও ইহার প্রকাশে বিলম্ব হইত। নবম ও দশম সংখ্যা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। পত্রিকার রচনায় কোনো ইউরোপীয়ের হাত ছিল না তবে "ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি"[২৯] নামক সমিতি কর্তৃক ও "ডাক্তার উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে" ইহা প্রকাশিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান সেবধি প্রকাশিত হইলে ৫ই মে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ সংখ্যায় ইহার বিবরণ প্রকাশিত হয়। আমরা ইহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান সেবধি নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং ঐ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত লার্ড ব্রুম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও উপকার ও আহ্লাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া ঐ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশতেহার দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। ঐ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণ পূর্বক প্রকাশ

করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত ডাক্তার উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তাদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে……।"

"প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে 'বিজ্ঞান সেবধি'র এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—

বিজ্ঞান সেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি—লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুত এইচ. এইচ. উইলসন্ সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তরিত হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।"[৩০]

৪। বিজ্ঞান সার সংগ্রহঃ। প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশের প্রতিশ্রুতি লইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পত্রিকাটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহা দ্বিভাষিক পত্রিকা। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ইহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। পত্রিকাটির ইংরাজী নাম "The Hindoo Manual of Literature." ইংরাজী ও বাংলা নাম দুইটি পত্রিকাটির উদ্দেশ্য বুঝাইতেছে কিন্তু পরস্পরের ঠিক অনুবাদ হয় নাই। 'বিজ্ঞান' ইংরাজীতে অনূদিত হইলে 'লিটারেচার' হইত না।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হইলে সমাচার দর্পণে একটি সংবাদ বাহির হয়। "ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা ভাষিত বিজ্ঞান সার সংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার প্রথম সংখ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ শ্রীযুত উলষ্টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অক্‌টেবো ষষ্টাদশ পৃষ্ঠাতমক হইবে। ইহার মূল্য মাসে ৵০ অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্ধার্য্য হইয়াছে।"[৩১]

পত্রিকাটির অনুষ্ঠানপত্রে উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে। অনুষ্ঠানলিপিটি এইরূপ—

"অনুষ্ঠানপত্র। নীচেস্বাক্ষরকারি সম্পাদকেরা শিল্পশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গভাষায় যে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছেন তাহার নাম বিজ্ঞানসারসংগ্রহ।

"উক্ত সম্পাদকদিগের মনঃস্থ এই যে এরূপ ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র ও

অন্যান্য নীতি শাস্ত্র সকলের সারোদ্ধার করিয়া বঙ্গদেশীয় পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা যাইবে যে যদ্দ্বারা উক্ত পাঠকদিগের জ্ঞানসীমার প্রশস্ততা অর্থাৎ অসীমজ্ঞান ও উত্তমরূপে নির্ম্মল নীতিজ্ঞতা হইতে পারে। আর এক প্রকার বিষয়ের অনুশীলনে উৎসাহ জন্মাইতে পারিবে যে যাহাতে মনুষ্যেরা সুখ ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারেন। সম্পাদকেরা এরূপ অনুমান করেন যে, যেরূপ চেষ্টা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি এরূপ চেষ্টা বুঝি, ইহার পুর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তি করেন নাই, কারণ এপ্রদেশে ইংরেজি ও বাঙ্গালায় যে দুই সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা কেবল রাজকীয় বিষয় এবং অন্যান্য অচিরস্থায়ী লাভজনক বিষয় প্রকাশ হইয়াই তাহার শেষ হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের এই পুস্তক দ্বারা এরূপ কর্ম্মণ্য ও আহ্লাদজনক জ্ঞানপুঞ্জ প্রকাশ হইবে, যে তাহার অভ্যাসে যেরূপ মনোযোগ ও সময়ক্ষেপ করিবেন তদনুসারে যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।…আমরা এই তিন প্রধান বিদ্যার সারোদ্ধার করিয়া সংগ্রহ করিব।

"প্রথম ভূগোল বৃত্তান্ত ও মনুষ্যোপাখ্যান সংশ্লিষ্ট ইতিহাস।

"দ্বিতীয় সদুপদেশক ও সন্তোষক নানা প্রকার উপাখ্যান সম্বলিত নীতিশাস্ত্র।

"তৃতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র যাহাতে এপ্রদেশীয় লোকের মধ্যে প্রায় অনেকেই অনভিজ্ঞ আছেন। এই পুস্তক রায়েল আক্টেবো সাইজে ১৬ পৃষ্ঠাতে এক ২ খণ্ড প্রস্তুত হইয়া প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশিত হইবে।…মাসিক মূল্য ৵০ আনা …কখন কখন ইহার সহিত পত্রাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তিও দেওয়া যাইবে। শ্রী ডবলিউ এম উলেষ্টন। শ্রীনবকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীগঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত।

"এই তিনজনের একজনের নিকটে সংস্কৃত পাঠশালায় জানাইলেই সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারিবেন ইতি। সন ১৮ / ৩৩ শাল জুলাই।"[৩২]

ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা বাঙ্গালাদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইলেও ইংরাজ ভাষাভাষী জনগণের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও কোনো কোনো বিষয় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এই পত্রিকা দুইটি হইতে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে। ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ক্রমে ইহা সংক্রমিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রসর ইউরোপের জ্ঞান বাঙ্গালায় প্রকাশ করিবার

আগ্রহ ও এই জ্ঞানের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর মধ্যেও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুইটি পত্রিকার সহিত চারিজন বাঙ্গালীর নাম যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান সেবধির সমগ্র রচনার ভার ছিল অমলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও কাশীপ্রসাদ ঘোষের উপর এবং বিজ্ঞান সার সংগ্রহের পরিচালকত্রয়ের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালী—সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত ও নবকুমার চক্রবর্ত্তী।

৫। পক্ষির বিবরণ। পত্রিকাটির একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রকাশক ও রচয়িতা রামচন্দ্র মিত্র। সম্পাদক 'পশ্বাবলী' পত্রিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পাদক ও রচয়িতা ছিলেন। পশু বিবরণের অনুকরণে পক্ষী বিবরণ রচনা করিবার প্রয়াস স্বাভাবিক। স্কুলবুক সোসাইটির সাহায্যে ও আনুকূল্যে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই পত্রিকাটি আমরা বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করিয়াছি। ইহার প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাই শেষ প্রকাশ। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "ভারতবর্ষীয় পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব"—কিন্তু আর লেখা হইয়া উঠে নাই।

শিক্ষা-বিস্তারকল্পে পশু-পক্ষী ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে দিগ্‌দর্শন শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। ইহার যতগুলি সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, এই গোষ্ঠীর অন্য কোন পত্রিকার তত সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। পশ্বাবলীর ভাষায় অনুবাদের জড়তা আছে, বানানে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার নাই।[৩৩] বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পত্রিকাদ্বয় প্রায় সমস্তই বাঙ্গালীর রচনা। পক্ষির বিবরণ ও পশ্বাবলী ২য় খণ্ডও বাঙ্গালীর রচিত। ইউরোপীয়ের পরিচালনাধীনে, অর্থানুকূল্যে বা সহযোগিতায় এই পত্রিকাগুলি বাঙ্গালী কর্তৃক প্রকাশিত। কেবলমাত্র ইউরোপীয়ের রচনাসম্ভারে 'দিগ্‌দর্শন' ও 'পশ্বাবলী'র প্রথম পর্যায়ের সংখ্যাগুলি পূর্ণ। দিগ্‌দর্শনের ভাষা ঝরঝরে, বিষয়-বৈচিত্র্যেও ইহার গর্ব। সংবাদ সাহিত্যে ইউরোপীয়গণ যে বাঙ্গালা গদ্যের চর্চা করিতেন তাহার নমুনা হিসাবে 'দিগদর্শন' হইতে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিলাম।

"পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা পরস্পর বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। তিনশত ছাব্বিশ বৎসর

হইল এক হাজার চারিশত বিরানব্বই ইংলণ্ডীয় সনে ও আটশত আটানব্বই বাঙ্গালা সালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল প্রথম দর্শনের অল্প বিবরণ এখন লিখি যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যে২ অদ্ভূত কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এই এক।"[৩৪]

শিক্ষাবিষয়ক সর্বশেষ পত্রিকা সাপ্তাহিক 'সত্যপ্রদীপ'। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে ইহার প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক ছিলেন মেরেডিথ টৌনসেণ্ড। পত্রিকাটি শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইত। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

অন্যান্য পত্রিকাগুলির ন্যায় 'সত্য প্রদীপ' প্রকাশের উদ্দেশ্য ইহার প্রথম সংখ্যায় প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিয়াছেন—"এইক্ষণে অন্যূন সপ্তদশ পত্র বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে ইহার মধ্যে কএক পত্রের তিন চারিশত পর্যন্ত গ্রাহক সত্তাই সম্বাদপত্র পাঠ করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত লালসার প্রমাণ।...এ দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ক্রমে২ সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে তথাপি যে২ পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তিন চারি পত্র ভিন্ন অন্যান্য পত্র বিষয়ে সভ্যজনগণ নানা দোষার্পণ করেন।"[৩৫] ইহার পর লেখক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের দুইটি ক্রটির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ 'অনুপযুক্ত শব্দাদি' সংবাদের সত্যতা পরীক্ষা না করিয়াই তাহা মুদ্রিত হয়, দ্বিতীয়তঃ 'অনুপযুক্ত শব্দাদি' ব্যবহারের ফলে ইহার ভাষা এমন হয় যে "সভ্যলোকেরা তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না।" "ইহাতে নীতিবৃদ্ধি না হইয়া অসভ্যতা বর্ধন হয়।" এই সকল কারণে সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, "আমরা দেশী-বিদেশীয় সত্যসম্বাদ অনুসন্ধানপুর্বক প্রকাশ করিয়া যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া পাঠক মহাশয়ের মনঃসন্তোষ" করিব এবং "কোন অন্যায়াচরণের বিশ্বাস্য সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তদাচারের দোষপ্রকাশ করণে কোন রূপ শৈথিল্য করিব না, পরন্তু ব্যক্তি বিশেষের গ্লানিও করিব না। ফলতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের সৎ জ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।"[৩৬]

পত্রিকাটিতে বিধিবদ্ধ আইনের সংবাদ, কৃষিবিষয়ক নিবন্ধ, পদার্থ ও শিল্প-বিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাব, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, সভ্যগণের বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি সংবাদ স্থান পাইত।

'সত্যপ্রদীপ' বেশীদিন চলে নাই, শ্রীরামপুর হইতে সমাচার দর্পণের তৃতীয়

পর্যায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বন্ধ হয়। ইহার শেষ সংখ্যা ২৬শে এপ্রিল ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'সত্যপ্রদীপে'র ভূমিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষায় অন্যূন সতেরোটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। আমাদের হিসাবে আলোচ্য-যুগে সর্বশুদ্ধ ৯৮টি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যদি 'সত্যপ্রদীপ'কে লইয়া ১৮টি পত্রিকা জীবিত থাকে, তবে বুঝিতে হইবে বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। বিষয়টি নবজাগ্রত বাঙ্গালীর জীবনচেতনার স্বাক্ষর বহন করে।

৩। সমাচার দর্পণ ॥

ইউরোপীয় সম্পাদনায় প্রকাশিত নিছক সংবাদ সংবাহিকা বলিয়া কেবলমাত্র 'সমাচার দর্পণ'কেই চিহ্নিত করা যায়। ইহার প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে, শনিবার।

সমাচার দর্পণ এক নাগাড়ে সাড়ে তেইশ বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আদি যুগে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়িত্ব ৯৮টি পত্রিকার মধ্যে কেবল 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র ছিল। তেইশ-চব্বিশ বৎসর জীবনে সমাচার দর্পণের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। নানাভাবে পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ইহার যাত্রা। পত্রিকাটির পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ।

১। ২৩শে মে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের শনিবার ইহা প্রকাশিত হইত।

২। ১১ই জানুয়ারী ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫ই নভেম্বর বুধবার ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে দুইবার, বুধ ও শনিবারে, ইহা প্রকাশিত হইত।

৩। ৮ই নভেম্বর শনিবার ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইত।

৪। ১১ই জুলাই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমাচার দর্পণ ইংরাজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা দ্বিভাষিক ছিল। এই সময়ের আগে ও পরে সমাচার দর্পণ কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পর্যায়ে সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর হইতে ইংরাজী-বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটির এই পরিবর্তনগুলি প্রয়োজনের সহিত মিলাইয়া সাধিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালা-ইংরাজী দ্বিভাষিক পত্রিকায় পরিণত হইলে সমাচার দর্পণেই ইহার বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়। "সমাচার দর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কালাবধি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশ করণান্তর বর্তমান তারিখ অবধি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজের মূল্য মাসিক এক টাকা করিয়া যেরূপ পুর্বে স্থির হইয়াছিল তদতিরিক্ত কিছু না লইতে স্থির করা গিয়াছে।"[৩৭] দ্বিভাষিক পত্রিকায় রূপান্তর করিবার একমাত্র কারণ এই যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী পঠন-পাঠনের প্রতি বাঙ্গালীর অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। পত্রিকাটি ইংরাজী-বাঙ্গালা অনুবাদমূলক হইলে ইহার সাহায্যে ইংরাজী শিক্ষাও চলিবে, সংবাদপত্রের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে। দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধনে সক্ষম হইলে ইহার জনপ্রিয়তা ও বিক্রয় বাড়িবে বলিয়াই মিশনারীগণ ইহার রূপান্তর করিয়াছিলেন।

সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইবার এবং পুনরায় সাপ্তাহিকে পরিণত হইবার বিজ্ঞপ্তিও সমাচার দর্পণেই প্রকাশিত হয়।

"প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশ করণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল। অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামী বুধবার প্রকাশ পাইবে।"[৩৮]

"পাঠক মহাশয়দিগকে অতি খেদপুর্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পুর্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাসুল নির্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পর অবধিই আমাদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।"[৩৯]

সমাচার দর্পণের সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি ইংরাজী পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'রও (সাপ্তাহিক) সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সরকারী মুখপত্র বাঙ্গালা-ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গভর্ণমেণ্ট গেজেট' প্রকাশের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইলে তিনি 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ স্থগিত করেন।[৪০]

ইহার পর সমাচার দর্পণের দ্বিতীয় পর্যায় বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু বেশীদিন টিঁকে নাই। ১৮৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ইহার

কোন সংখ্যার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই পর্যায়ের সমাচার দর্পণের সম্পাদক ছিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। সমাচার দর্পণ প্রকাশ রহিত হইলে রামগোপাল ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার আলোচনা চলিয়াছিল।[৪১] ইঁহারা সকলেই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত, মনে হয় ইঁহাদের প্রতিনিধিরূপেই ভগবতীচরণ 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদনা করিতেন।

তৃতীয় পর্যায় সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস হইতেই ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে শনিবার আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম পর্যায়ের কিয়দংশের ন্যায় ইহা ইংরাজী-বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয়। সত্যপ্রদীপের সম্পাদক টৌনসেণ্ড সাহেব ইহা সম্পাদনা করিতেন। নূতন করিয়া সমাচার দর্পণ প্রকাশের সিদ্ধান্তের ফলেই টৌনসেণ্ড সাহেবের সত্যপ্রদীপ বন্ধ হইল। দর্পণে প্রদীপের বিম্বপাত ঘটিল। এ-বিষয়ে সত্যপ্রদীপের শেষ সংখ্যায় (২৬ এপ্রিল, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) আছে : "আগামী সপ্তাহে সমাচার দর্পণ সুবেশে মহামহিম পাঠকগণের সুচারু করকমলগত হইবেক। তাহাতে প্রদীপের প্রতিবিম্বও দর্পণে সংলগ্ন হইয়া দ্বিগুণ দীপ্তিপ্রদর্শক হইবেক।"

সমাচার দর্পণের বিষয়বস্তু ॥

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এবং ইহাতে আলোচ্য বিষয়বস্তু পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রথম পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

"সমাচার দর্পণ। কএক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস মাস ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই২ সমাচার দেওয়া যাইবে।"[৪২] ইহার পর আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। বিচারপতি ও কালেক্টরগণের নিয়োগ, সরকারী আইন, ইংল্যণ্ড ও ইউরোপ হইতে আগত সংবাদ, বাঙ্গালা দেশের সংবাদ, বাণিজ্যের সংবাদ, লোকেরদের

জন্ম ও বিবাহ ও মৃত্যু প্রভৃতির খবর, বিদেশ হইতে আনিত নূতন গ্রন্থ সকলের বিবরণ এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও গ্রন্থাদির বিষয়ে বিবিধ রচনা সমাচার দর্পণের আলোচ্য বিষয় ছিল।

সমাচার দর্পণের সম্পাদক ॥

জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে সমাচার দর্পণের সম্পাদক বলা হইতেছে। এই বিষয়ে সামান্য বিতর্ক আছে।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সংখ্যা সমাচার দর্পণে সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি মন্তব্যের উপর নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে। দর্পণে লিখিত হইয়াছে যে "চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডক্টর কেরী সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডক্টর কেরী সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনাপূর্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে। অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং এক প্রকার প্রতিকূলই ছিলেন।" সুতরাং অনেকে যে মনে করেন সমাচার দর্পণ প্রকাশের পশ্চাতে উইলিয়ম কেরীর অবদান রহিয়াছে, তাহা ঠিক নহে। সম্পাদক হওয়া তো দূরের কথা কেরী ইহার প্রকাশককে শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে শুভ বলিয়া ভাবিতেন না। মিশনারী কার্যে ইংরাজ সরকারের বিরূপতা সম্বন্ধে কেরী অবহিত ছিলেন, তদুপরি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির স্বাধীনতা খর্ব করিতে সরকারী প্রচেষ্টার বিষয়ও তাঁহার জানা ছিল। পত্রিকা প্রকাশের কড়াকড়ি, বিধি-নিষেধের বেড়াজাল, সেন্সারের শ্যেনদৃষ্টি বিচক্ষণ সাবধানতায় পাশ কাটাইয়া চলা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহেই তিনি কোনো পত্রিকা প্রকাশের অনুকূলে মত দেন নাই। সরকারী অভিমত অনুমান করিতে 'দিগদর্শন' প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। যখন কোন বাধা আসিল না তখন সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ বিষয়ে আলোচনা হইল। ডঃ কেরী বাধা দিলেন, কিন্তু—"he was over ruled by his two colleagues, Dr. Marshman and Dr. Ward, when the pros-

pectus was brought for final examination......he renewed his objection. Dr. Marshman then offered to proceed to Calcutta the next morning and submit the first number of the new Gazette to Mr. Edmonstone, then Vice President and to the Chief Secretary John Adam and he promised that it should be discontinued if they raised any objection."[৪৩] সমাচার দর্পণ প্রকাশে কোন প্রকার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ঘটে নাই। হেষ্টিংস তখন কলিকাতায় ছিলেন না, তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে ইহার প্রকাশককে স্বাগত জানাইয়া শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠীকে একটি পত্র দিলেন এবং ডাকযোগে প্রেরণ করিলে নির্দিষ্ট মাশুলের মাত্র এক-চতুর্থাংশ দিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইরূপ অযাচিত অনুগ্রহে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশের পথ উন্মুক্ত হইল, মিশনারীগণ আহ্লাদিত হইলেন। সুতরাং দেখিতেছি সমাচার দর্পণের মূলে ডাক্তার মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের অবদান ডাক্তার কেরী অপেক্ষা অনেক বেশী।

সমাচার দর্পণে বলা হইয়াছে যে "আমাদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবার পর্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না। অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ক্রটি মার্জনা করিবেন।"[৪৪] পুনরায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, "পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন।'[৪৫] ইহা হইতে অনেকে মনে করেন ক্লার্ক মার্শম্যান নামেমাত্র সম্পাদক ছিলেন, প্রকৃত সম্পাদনভার ছিল দেশীয় পণ্ডিতগণের উপর।[৪৬] এই পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইজনের নাম পাওয়া যাইতেছে—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এবং পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি। আমাদের মতে ইহার সম্পাদক জন মার্শম্যান, তিনি দেশীয় পণ্ডিতগণের সহায়তায় কার্য পরিচালনা করিতেন। ইউরোপীয়দের সকল বাঙ্গালা রচনার মধ্যেই কোনো না কোনোভাবে দেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্য ছিল, এই ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জন্যই মার্শম্যানের হইয়া বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা সমাচার দর্পণ প্রকাশ করিতেন বলা যায় না। বরং বলিতে হয় পণ্ডিতদের সহায়তায় মার্শম্যানই ইহার সম্পাদন কার্য পরিচালনা করিতেন। 'গভর্ণমেণ্ট গেজেটে'র সম্পাদক পদে তাঁহার নিয়োগ প্রমাণ করে যে তিনি সংবাদপত্র

সম্পাদনে এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় আইন, বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার প্রভৃতি অনুবাদে অভিজ্ঞ ছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ॥

'সমাচার দর্পণ' অথবা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'—কোন্‌টি প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র—এই বিষয়ে একটি বিতর্ক আছে। বিতর্কের মূল প্রথমতঃ সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্র, দ্বিতীয়তঃ রেভাঃ লং-এর একটি ক্যাটালগ।[৫৭] ক্যাটালগটিতে 'বেঙ্গল গেজেটি'র প্রকাশকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ ধরা হইয়াছে, স্থায়িত্ব এক বৎসর। লং-এর এই ক্যাটালগে ১৮১৮ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত যে সংবাদপত্রগুলির বিবরণ আছে তাহার অনেক তথ্য ভ্রান্তিপূর্ণ। তিনি সমাচার দর্পণের স্থায়িত্বকাল ২১ বৎসর ধরিয়াছেন, ইহা সাড়ে তেইশ বৎসর হইবে; সংবাদ প্রভাকরের প্রথম প্রকাশকাল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, ইহা ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইবে; সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম প্রকাশকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, হইবে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২১। বেঙ্গল গেজেটির সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য না করিয়া গঙ্গাধর ভট্টাচার্য করিয়াছেন। সুতরাং লং-এর এই তালিকাটি বিশ্বাসযোগ্য নহে। বাকী রহিল সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি মন্তব্য। এই বিষয়ে সমাচার চন্দ্রিকায় একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

"দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট। চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পুর্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেট নামে সম্বাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথমসংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পুর্ব্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্রপ্রেরক মহাশয় যগুপি অনুগ্রহপুর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যগুপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের

যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রে তৎপত্রের ইস্তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদপত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।"[৪৮]

সমাচার দর্পণের উক্তিটির কোনো প্রতিবাদ বাহির হয় নাই। আমরা বেঙ্গল গেজেটির কোনো সংখ্যা সন্ধান করিয়াও পাই নাই। এইজন্য বিষয়টি এখনও বিতর্কমূলক। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে 'বেঙ্গল গেজেটি' সমাচার দর্পণের পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ১২ই তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি আছে, ঐ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই একই পত্রিকায় ইহার আর একটি বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়, ইহাতে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে যে—'in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced.'[৪৯]

ওরিয়েণ্টাল স্টার পত্রিকায় যেভাবে সংবাদটি পরিবেশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ১৬ই মে বাঙ্গালা গেজেটি প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ঠিক নহে। ১২ই মে তারিখ চিহ্নিত ১৪ই মে প্রকাশিত বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে 'intend to publish'—১৬ই মে ইহা বাহির হইয়া যাইবে, এতখানি তৎপরতা সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ওরিয়েণ্টাল স্টারের সংবাদটির অর্থ হইবে "বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।"[৫০] এই বিষয়ে আমরাও তাঁহার মতটিই গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলিয়াছে—"within a fortnight after the publication from the Serampore Press of the Samachar Durpun, the first native weekly Journal printed in India, he (Gunga-Kishore) published another, which we hear and since failed."[৫১]

গঙ্গাকিশোর তখন জীবিত ছিলেন, এই উক্তি মিথ্যা হইলে তিনি প্রতিবাদ করিতেন, আমরা সেই সময় প্রকাশিত কোনো সংবাদপত্রে এইরূপ প্রতিবাদ পাই নাই। এই সকল কারণে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার উক্তিটিকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

৪। সরকারী সংবাদপত্র ॥

বাঙ্গালায় সরকারী সংবাদপত্র 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' ইউরোপীয় পরিচালিত ও সম্পাদিত একমাত্র পত্রিকা। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ইহার ইংরাজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক সংস্করণ প্রকাশিত হইল, সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ইংরাজীর বাঙ্গালা অনুবাদকও তিনি। পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠার বাম স্তম্ভে ইংরাজী ও দক্ষিণ স্তম্ভে বাঙ্গালা থাকিত। বাঙ্গালা অনুবাদের নীচে 'জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনূদিত' লেখা আছে। আইন ও ইহার বিভিন্ন ধারা, সরকারী নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি সরকারী কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি, আদালতের হুকুম, ইস্তাহার, বকেয়া খাজনা নিষ্পত্তি, জমি বিক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি, ইংরাজীতে রচিত আইনের বঙ্গানুবাদে বা ফারসিতে ভুল থাকিলে আদালতের সে সম্বন্ধে নির্দেশ, সরকারী আদালতে আবেদন, নালিশ প্রভৃতি যাবতীয় সরকারী বিষয়, যাহা জনসাধারণের জানা উচিত—ইহাতে সবই থাকিত।

মার্শম্যান দক্ষতার সহিত ইহা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় সরকারী কার্য পরিচালিত হইতে পারে, বহুদিনকার আরবি-ফারসির অভ্যাস ছাড়িয়া বাঙ্গালী রাজদরবারে নিজের মাতৃভাষায় সকল বিষয়ের বিচার পাইবে—বাঙ্গালা ভাষাকে এই মর্যাদা এতদিন পরে দেওয়া হইল। আইনের বঙ্গানুবাদ বহুকালাবধি হইতেছে, কিন্তু ইহাকে বাঙ্গালাদেশের সরকারী ভাষা বলিয়া অভিনন্দিত করিবার পক্ষে যে জড়তা ছিল দ্বিভাষিক 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' প্রকাশে তাহা দূর হইল। পাঠান-মোগল আমলে ও পর্তুগীজ প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষা স্বদেশেই রাজদরবারে ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বিদেশীর মত সঙ্কুচিত হইয়া ছিল, এতদিন পরে বিদেশী রাজার দরবারে স্বীকৃতি লাভ করিয়া আপন স্বরূপ খুঁজিয়া পাইল। সরকারী পত্রে বাঙ্গালার স্বীকৃতিতে দেশীয় ভাষার গুরুত্ব, কার্যকারিতা ও শক্তি সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ রহিল না।

ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা-সংবাদপত্রগুলির গুরুত্ব ॥

বাঙ্গালায় সংবাদপত্র প্রকাশে কেরীর সম্মতি ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এমনিতেই মিশনারীদের উপর সরকারের দৃষ্টি প্রসন্ন নহে, তাহার উপর যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করিতে সরকার আইনের পর আইন করিতেছেন সেই সরকারী মতের নিষিদ্ধ-ফল হাতে লইলে ইংরাজ সরকার খেপিয়া যাইবেন এবং বহু প্রচেষ্টায় মিশনারী-সরকারী সম্বন্ধের যে সামান্য উন্নতি হইয়াছে তাহা ধূলিসাৎ হইবে। জশুয়া মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের একান্ত আগ্রহেই প্রথমে 'দিগদর্শন' ও পরে সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইল। এই প্রকাশ লইয়া কেরী ও মার্শম্যান-ওয়ার্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিতর্ক হইয়াছিল। অবশেষে সমচার দর্পণ প্রকাশ যখন একান্তই বন্ধ করা গেল না তখন পত্রিকা প্রকাশে কোনো প্রকার নিষেধ সরকারীপক্ষ হইতে আসিলে পত্রিকা বন্ধ করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি পাইলে কেরী ইহার প্রকাশে সম্মতি দিলেন। ফলে দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ অত্যন্ত সতর্কতায় রচিত হইত। ইহারা সংবাদে, বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায়, রাজনৈতিক খবরে ও সরকারী কার্যের উপর কোনো প্রকার মন্তব্য পরিহার করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিত। এই কারণে পত্রিকাদ্বয়ের রচনার একটি বিশেষ আদর্শ গড়িয়া উঠে। সংবাদগুলি যথার্থ বলিয়া জানিলেই বিনা মন্তব্যে ইহা প্রকাশিত হইত এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হইত। সংবাদ পরিবেশনে সত্যের প্রতি আগ্রহ এবং শিক্ষণীয় বস্তুর আলোচনায় অপার নিষ্ঠা বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আদি যুগেই ইহার গতি নির্দেশ করিয়াছিল। এই পথে অগ্রসর হইয়া কিছুদিন মধ্যেই বাঙ্গালা সাময়িক পত্র আপনার স্বরূপ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'তত্ত্বকৌমুদী'র বিষয়বস্তু রাজনৈতিক সমস্ত বিতর্ক হইতে দূরে থাকিয়া হয় সাহিত্য অথবা ধর্ম কিংবা জাতীয় জীবনের এমন বিষয় লইয়া আলোচনা করিত যাহা কখনই সরকারী মতবাদের বিপক্ষে যায় নাই। এমনি করিয়াই বাঙ্গালা সংবাদপত্রকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজনৈতিক সমালোচনা ও বিভিন্ন সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গোষ্ঠীর মতামত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় নাই, ফলে সংবাদপত্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সিসৃক্ষা বিকশিত হইয়াছিল। দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রথম পত্রিকাই নহে, ইউরোপীয় মিশনারীদের এই দুইটি পত্রিকাই সাংবাদিকতা ও গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক।

চতুর্দশ অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। বাঙ্গালা সাময়িকপত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ২

২। Mr. Bruce, editor of the Asiatic Mirror of Calcutta is known for his outspoken criticism of Lord Wellesley, who became the Governor General in 1797. Wellesley ordered him home by first available ship so that "public security might not be exposed to constant hazard".—Printing Press in India—By A K. Priolkar—Chapter : Opposition to the Press.

৩। বাঙ্গালা সাময়িকপত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ২

৪। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য— " — " ১৩

৫। " — " — " ১৩

৬। মীরাত-উল-আখবার। শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ১৮২৩, অতিরিক্ত সংখ্যা। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ২৭

৭। বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা দিগদর্শন

৮। খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি—প্রথম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১

৯। শ্রীরামপুর কলেজ—কেরী লাইব্রেরী

১০। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র। The Evangelist. কলিকাতা ন্যাশনেল লাইব্রেরীতে গ্রন্থটি আছে।

১১। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ৮২

১২। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র—প্রথম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১

১৩। " —জুন, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ—পৃষ্ঠা ৯৯

১৪। উপদেশক—প্রথম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১

১৫। Returns Relating to Publication in the Bengali Language in 1857—J. Long—Page 9

১৬। উপদেশকের বিষয়বস্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি হইতে সংগৃহীত। ইহা গ্রন্থাকারে কলিকাতা ন্যাশনেল লাইব্রেরীতে রহিয়াছে।

১৭। সমাচার চন্দ্রিকা, ৩১শে আষাঢ়, ১২৫৮ সাল। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ১১৩

১৮। উপক্রমণিকা, সত্যার্ণব, ১ম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১—৩। অনুচ্ছেদের সংখ্যা চিহ্ন আমাদের। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পত্রিকাটি আছে। দ্বিতীয় খণ্ড—উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে রহিয়াছে।

১৯। সত্যার্ণব, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৫০,—পৃষ্ঠা ১—৩

২০। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ৫০
২১। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ৪, (প্রথম খণ্ড)
২২। " — " — " ৪
২৩। " — " — " ৪
২৪। History, Design and Present State etc—C. Lushington, Appendix No. 9
২৫। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে পশ্বাবলীর দুইটি খণ্ডই আছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি দ্বিতীয় সংস্করণের।
২৬। পশ্বাবলী, প্রথম খণ্ড—পৃষ্ঠা ১৬
২৭। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ৪
২৮। Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India—J. Murdoch—Chapter : Bengali Typography—Page 2
২৯। Society for Translating European Sciences—সমাচার দর্পণ—৫ই মে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ
৩০। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ৪৫
৩১। সমাচার দর্পণ, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ
৩২। বিজ্ঞান সার সংগ্রহঃ —১ম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১
৩৩। পশ্বাবলী, ১ম খণ্ড—যেমন, স্থুল, স্থূল ; হস্তি, হস্তী—পৃষ্ঠা ১৫—১৬
৩৪। দিগ্‌দর্শন—১ম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১
৩৫। সত্যপ্রদীপ—১৮৫০, ৪ঠা মে, প্রথম সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১—২
৩৬। সত্যপ্রদীপ— " " " — " ১—২
৩৭। সমাচার দর্পণ, ১১ই জুলাই ১৮২৯
৩৮। " , ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৩১
৩৯। " , ৫ই নভেম্বর ১৮৩৪
৪০। "The Editor of the Sumachar Durpan finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With other two journals, the Friend of India and the Bengalee Government Gazette, to attend to, it is not possible to do that justice to the Durpun,.........which a due regard for the interests of his subscribers and his reputation, require." Friend of India, 30th December, 1841—Page 817.
৪১। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ৯, পাদটীকা

৪২। সমাচার দর্পণ—১৮১৮, ২৩শে মে—পৃষ্ঠা ১
৪৩। Twelve Indian Statesmen—By Dr. George Smith, 1898—Page 232
৪৪। সমাচার দর্পণ—২৬শে অক্টোবর, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ
৪৫। „ — ২রা জুলাই, ১৮৩৬ „
৪৬। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ৬
৪৭। Returns of Names and Writings etc—Rev. J. Long—Page 145
৪৮। সমাচার দর্পণ—১১ই জুন, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ
৪৯। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ১৩—১৪
৫০। „ — „ — „ ১৫
৫১। Friend of India Quarterly Series, 1820—Page 135

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙ্গালার প্রয়োগ ও বিভিন্ন ইউরোপীয় সোসাইটির প্রচেষ্টা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতায় বিভিন্ন ইউরোপীয় সোসাইটি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে সচেষ্ট হইলেন। ইহার পশ্চাতে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আছে। মিশনারীদের সঙ্ঘবদ্ধ বা একক প্রচেষ্টা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে পৃথক পৃথক ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালা গ্রন্থ-প্রকাশে উৎসাহী হইলেন—ইহা একদিনের কথা নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যের নবজাগরণের সামগ্রিক ইতিহাস হইতে স্বতন্ত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাহাও নহে। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যে প্রাণস্পন্দন নবজীবনে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, ইহা তাহারই একটি বাহ্য লক্ষণ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কোম্পানী ও নবাবের দ্বৈত শাসনে বাঙ্গালার জন-সাধারণের অবস্থা চরমে উপনীত হয়, দেশের বাণিজ্যশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ব্যবসায়-বুদ্ধি, সঙ্ঘশক্তি, বাণিজ্যপরিচালন পদ্ধতি এমন এক পর্যায়ের ছিল যাহার সহিত দেশীয় বণিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে কিছুতেই তাল রক্ষা করিতে পারিলেন না। বাণিজ্যক্ষেত্রে এই চাপ ক্রমে দেশীয় শিল্পকে খর্ব করিল। কোম্পানীর আয় বৃদ্ধির হিসাবে কর্মচারীর যোগ্যতা নির্ধারিত হইত। জনসাধারণের সুবিধা অপেক্ষা কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অধিকাংশ আইন ও নিয়মাবলী প্রবর্তিত হইল।[১] রাজস্ব আদায় ও বিচার-শৃঙ্খলা বিধান দুই ভিন্ন শক্তির হাতে থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। তদুপরি কোম্পানীর নবাগত কর্মচারীদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে এমন ভীতি ও দুর্নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনো শ্বেতাঙ্গ গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র দোকানপাট বন্ধ হইয়া যাইত, লোকে নিরাপদ স্থানে পলাইতে আরম্ভ করিত। লর্ড ক্লাইভ বোর্ড অব ডিরেকটারস্‌দিগকে একটি পত্রে লিখেন—"আমাদের অধীনস্থ কর্মচারীগণ তাহাদের সংখ্যাতীত অনুচর ও সাঙ্গো-পাঙ্গো এমন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে যে এই অবস্থা অধিকদিন স্থায়ী হইলে ইংরাজ নামের সহিত

অনপনোদনীয় কলঙ্ক যুক্ত হইবে।[২] জনজীবনের এই ভীতি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণেরা সমাজ-জীবনের নিয়ামক, শিক্ষক ও আইন-বিধায়ক ছিলেন। নূতন শাসন ব্যবস্থায় তাঁহারা পূর্বের সকলপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেন, পোষ্টা জমিদারবর্গ আর বৃত্তি দিয়া তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন না, রাজানুগ্রহ হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। তাঁহারা একদিন আবিষ্কার করিলেন, তাঁহাদের প্রাচীন ঐতিহ্য গর্ব, স্থাবর ভূসম্পত্তি—সবই চলিয়া গিয়াছে, লাখেরাজ সত্ত্বে যে জমি ভোগ করিতেন তাহাও সরকার বাজেয়াপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণেরা হৃতগৌরব ও দরিদ্র হইয়া পড়িলে দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও নিপাতিত হইল। সংস্কৃত পঠন-পাঠনের মান এমন নিম্ন-পর্যায়ে উপনীত হইল যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে উইলিয়ম জোন্স ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু জানিতে চাহিলে কেহ ইহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতেরা সমস্ত জীবনে চারটির অধিক গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেন না।[৩] প্রকৃতপক্ষে সেই সময় পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পণ্ডিতম্মন্যতা, নিষ্ঠা অপেক্ষা জ্ঞানের মিথ্যা অহমিকা সমাজে প্রবল ছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার শাসন ব্যবস্থার সমুদয় ভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই (এবং ইহার কিছুকাল পরেও) বাঙ্গালার সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা খর্ব হইলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত দেশে ঔদাসীন্য জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিদেশীর হাতে চলিয়া গেলে জীবিকানির্বাহের জন্য কৃষি ব্যতীত প্রায় সমস্ত শিল্পকলার চর্চাই অর্থনীতির চাপে বন্ধ হইবার জোগাড় হইল। সামাজিক জীবনের এই অন্ধতামস অবস্থায় একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। যে শ্রেণীবিন্যাস হিন্দুধর্মের সামাজিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল কালপ্রবাহে তাহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া আসিয়াছিল—মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা সকলের চোখে পড়িল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের হাতে জাতীয় সংস্কৃতির বিশ্বস্তর পতাকা অনড় হইয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া ভারতীয় ধর্মগুরুগণ এই কথাটি প্রচার করিয়া গেলেন, সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ লোকভাষায় বারম্বার উচ্চারিত হইল তথাপি সামাজিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটিল না। ইসলামধর্মের সর্বজনসাম্যবোধ হিন্দু-

ধর্মের শ্রেণীবিন্যাসে ছিল না, নিম্নকোটির হিন্দুদের লাঞ্ছনা সমগ্র জাতিকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিয়াছিল। ধর্মগুরুগণের অনুশাসনে ধর্মব্যাখ্যায় এতদিন যাহা সম্ভব হয় নাই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আলোড়নে তাহার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিল। জাতি ও কোটি নির্বিশেষে বাঙ্গালাদেশের সকল মানুষ একই সমতলে আসিয়া দাঁড়াইল। সামগ্রিক আত্ম-অবমাননা হইতে এই সময় জাতীয়মানস আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। এমন সময় বহিরাগত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সর্বহারা জাতি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের মোহবন্ধ হইতে বাহিরে আসিতে হইবে এবং বুদ্ধি উপজীব্য করিয়া আত্মার মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে, জীবিকা নির্ধারিত করিতে হইবে। ফলে, এমন একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হইল যাহা জীবন ও জীবিকার অনুসন্ধানে শহরাঞ্চলে উপস্থিত হইয়া বাঁচিবার স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই জোটবদ্ধ হইল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকেই কলিকাতা ও তদ্‌সন্নিহিত ভাগীরথী-তীরবর্তী শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সৃষ্টি হইল। শিক্ষা এখন আর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা রাজদরবারের বিষয় রহিল না, সাধারণ ভূমিতে নামিয়া ইহা সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রাকৃত ভাষায় শিক্ষাদান ভারতবর্ষে নূতন নহে। প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বহুকালাবধি চলিতেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহার মোড় ঘুরিল।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার ত্রিকোণ বিতর্কের সৃষ্টি করিল। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে শিক্ষাদানের কথা চলিতেছিল কিন্তু প্রাদেশিক ভাষা না জানিলে সরকারী কর্মচারীগণের পক্ষে দোভাষী ছাড়া শাসনকার্যও অসম্ভব। সর্বক্ষেত্রে দোভাষীর সহায়তা শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করিয়া উভয়কে পরস্পর হইতে দূরে সরাইয়া তাহাদের পার্থক্য আরও গভীর করিবে। এইজন্য নিজেদের স্বার্থের দিকে চাহিয়াই কোম্পানী ইংরাজ কর্মচারীদের জন্য প্রাদেশিক ভাষার অপরিহার্যতা স্বীকার করিলেন।[৪] কিন্তু সর্বসাধারণের কোনরূপ শিক্ষার প্রতিই কোম্পানী সদয় ছিলেন না। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই মনোবৃত্তির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে।—

"After the British Government had been established in India, there was great opposition to any system of instruc-

tion for the natives. The feeling of the public authorities in this country were first tested upon the subject in the year 1792, when Mr. Wilberforce proposed to add two classes to the charter Act of that year, for sending out school masters to India ; this encountered the greatest opposition in the Court of Proprietors, and it was found necessary to withdraw the classes. On that occasion, one of the Directors stated that we had just lost America* from our folly, in having allowed the establishment of schools and colleges, and that it would not do for us to repeat the same act of folly regard to India and that if the Natives required anything in the way of education, they must come to England for it."[৫]

ইহাই ছিল ডিরেক্টারগণের অভিমত। মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত অভিমতের প্রভাব হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারে নাই।[৬] ফলে বাধ্য হইয়া উইলবার-ফোর্সকে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে হয়। এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পরে কোম্পানীকে এই বিষয়ে খানিকটা উদার মত পোষণ করিতে দেখা যায়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার'এ উদ্বৃত্ত আয়ের ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা ভারতীয় সাহিত্যের প্রসার ও শিক্ষিত ভারতীয়দের উৎসাহদান প্রকল্পে ব্যয়ের নির্দেশ দেন।[৭] কিন্তু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চায় উৎসাহদান কোম্পানী কর্তব্য বলিয়া তখনও বিবেচনা করেন নাই। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেও এই বিষয়ে বিতর্ক চলিতেছিল। 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু' পত্রিকায় একজন লিখেন যে, 'বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশন' স্থাপিত হওয়ার পর ষোল বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু কাউন্সিলে প্রস্তাবিত দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রসারের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা হয় নাই। এই কাউন্সিল মনে করেন যে, প্রাদেশিক ভাষায় কোনো ছাত্রের ভাল দখল থাকিলে সহজেই এই ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে সে যাহা জানে তাহা অবশ্যই বলিতে পারিবে।[৮] এই আন্দোলন কত গভীর ছিল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ক্যালকাটা রিভিয়্যু পত্রিকার মন্তব্য হইতে জানা যাইবে।—

"History tells us, that no nation has ever yet been civi-

lised or educated, save through its own vernacular, and that the uprooting of a vernacular is the extermination of the race, or at least of all its peculiar characteristics. Speech, thought and Existance are so closely bound together, that it is impossible to separate them. They are the great trinity in unity of the race."[৯]

উদ্ধৃতাংশটিতে প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে চরম কথা বলা হইয়াছে। জাতির অস্তিত্বের মূলে তাহার ভাষা বিদ্যমান। মাতৃভাষা বিস্মৃত হইলে জাতি তাহার ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়। এইজন্যই একদিকে দেখা গিয়াছে বিজয়ীর ভাষা বিজিতের মধ্যে প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে নিঃস্ব হইয়াও মাতৃভাষাকে আশ্রয় করিয়াই বিজিতের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রসার ও বাঙ্গালা পঠন-পাঠনের পটভূমিতে উদ্ধৃতাংশটি হইতে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। প্রথম পর্যায়ে সকলপ্রকার শিক্ষা সম্বন্ধেই বীতরাগ, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা-বিষয়ে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের অনীহা বাঙ্গালায় শিক্ষাপ্রসারের সর্বপ্রকার প্রকল্প ও নীতি নির্ধারিত করিতেছিল। এই বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-সমীক্ষা কমিটিতে মেকলের নিয়োগ। তখন ভারতীয় ভাষায় অথবা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হইবে—এই লইয়া বিতর্ক চলিতেছিল। উভয়পক্ষেরই সমান শক্তি, এমন সময় মেকলে ভারতবর্ষে আসিলেন, বেন্টিং তাঁহাকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দি এডুকেশন কমিটি'র বিতর্কের অবসান করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দিলেন। মেকলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্য, ভারতীয় চিন্তাধারা—এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনবহিত থাকিয়াও তিনি এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের মীমাংসার ভার পাইলেন। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল।

"Lord William Bentinck Selected Mr. Macaulay as his mouthpiece. The latter not only abused and insulted Indians—for no Indian or for the matter of that no Asiatic can read Macaulay's Minute without feeling deep humiliation—but did

all that lay in his power to suppress 'deep' thought among Indians by making them learn everything through the medium of a foreign language like English".[১০]

স্মরণীয় যে মেকলের রিপোর্টটি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা হইতেই বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের অসার্থকতা প্রমাণিত হইবে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইবে, ইহা এক কথা, আর মেকলের যাহা অভিসন্ধি তাহা ভিন্ন বস্তু। তিনি বলিয়াছিলেন"...it was my firm belief, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence."[১১]

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে মেকলে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রসারের যে নীতি সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা দেশীয় জনসাধারণের জ্ঞানার্জনের পথ সুপরিসর করিয়া তোলা অপেক্ষা অন্যতর একটি গুরুতর ভূমিকা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়াছিল। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্য হইতে পৌত্তলিকতা দূর করিবার ধর্মীয় বাসনা মেকলের শিক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। অন্য পক্ষে উইলিয়ম এডম যে প্রতিবেদন[১২] দাখিল করিলেন তাহাতে স্পষ্টই বলিলেন বাঙ্গালাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের ভাষাই বাঙ্গালা; হিন্দুস্থানী বা উর্দু কেবল শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। উর্দু ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সম্পূর্ণ অপরিচিত, ফারসি ও আরবি বোঝাইবারকালেও শিক্ষকগণ বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য কখনও স্কুলগুলিতে পঠিত হয় না।[১৩] এডমের রিপোর্টে বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে যে ওকালতি ও দেশীয় স্কুলগুলির সংস্কার ও বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের সুচিন্তিত অভিমতটি সর্বসাধারণ্যে দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করিল। দেশীয় জনমানস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় ইহা যেন চলচ্চিত্রের মত স্বীয় অস্তিত্বের ছবি কখনও ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, কখনও বা সম্পূর্ণ করিয়া খানিকটা দেখিয়া লইতেছে, অতীত গৌরব, কিংবদন্তীর বিচিত্র সব উপকথা, গাথা ও কাহিনীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাঁচিতে চাহিতেছে। পণ্ডিতেরা আদিহীন অন্তহীন অতিন্দ্রিয় ভাববিলাসে অথবা নিরর্থক অনুপ্রাস-কণ্টকিত কথার ফুলঝুরি রচনায় মগ্ন। ইহারই অন্তরালে থাকিয়া গোপনে গোপনে বাঙ্গালা ভাষার ফল্গুস্রোত একটি শক্তিশালী

সাহিত্য সৃষ্টির সকল আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিল—ইহা বুঝিয়াছিলেন[১৪] বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা পঠন-পাঠনের ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষাকে মাধ্যম করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তাঁহার প্রতিবেদন যথাস্থানে উপস্থাপিত করিলেন। বিষয়টিকে কোম্পানী নীতিগতভাবে বহুদিন হইতেই স্বীকার করিলেও ইহাকে কার্যকরী করিবার কোনো প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, ভাষার মাধ্যমে যে জাতীয়-সংহতি গড়িয়া উঠিবে তাহা ইংরেজকে বাঙ্গালাদেশ তথা ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছিন্ন করিতে পারে এরূপ আশঙ্কায় তাঁহারা আতঙ্কিত ছিলেন। ফলে দেশীয় ভাষা চর্চাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখিয়া ইংরাজী ভাষা প্রসারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মেকলের মত অন্যান্য ইউরোপীয়গণ, যাঁহারা ইংরাজী সুপারিশ করিয়াছিলেন তাঁহারা বাঙ্গালার জাতীয় জাগরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভাবিয়াই এই বিদেশী ভাষার প্রসার চাহিয়াছিলেন তাহা নহে, নিজেদের স্বার্থরক্ষায় এই ভাষা সহায়তা করিবে বলিয়াই ইহার স্বপক্ষে এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যটি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে।—

"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, words, and intellect."[১৫]

ইহারা সমস্ত জাতিটাকেই একটি 'দোভাষী' শ্রেণীতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইংরাজী শিখাইয়া-পড়াইয়া কৃষ্ণচর্মাবৃত ছদ্মবেশী ইংরাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। মেকলের মতাবলম্বী ইংরাজ কর্মচারীগণ এই নবগঠিত কৃষ্ণবর্ণ ইংরাজদিগকে সম্মুখে রাখিয়া চিরকাল নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবেন—এরূপ আশা পোষণ করিতেন। বাঙ্গালা ভাষা পঠন-পাঠনের ক্রম প্রসার ও ইংরাজী ভাষায় রচিত সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস হইতেই প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিয়া নিজের অস্তিত্ব, জাতি, দেশ ও ইতিহাসকে বুঝিবার প্রয়াস তাঁহাদের হীন উদ্দেশ্য ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজী শিখাইয়া যাঁহাদিগকে 'দোভাষী' করিতে চাহিয়াছিলেন, জন্ম ও বর্ণসূত্রে যাঁহারা বাঙ্গালী হইয়াও ভাষা, রুচি, চিন্তা ও বুদ্ধিতে ইংরাজ হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া নবজাগ্রত বাঙ্গালীর প্রাণস্পন্দনটিকে বিশ্বে মাতৃভাষায়

সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিলেন, আমরা মৃত নহি, আমাদের পৃথক অস্তিত্ব রহিয়াছে, আমরা বাঙ্গালী, আমরা ভারতবর্ষীয়। উদাহরণে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের আলোচ্য যুগের পরিমণ্ডলই ইঁহাদের সাধন ও সিদ্ধিক্ষেত্র।

হলহেডের ব্যাকরণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা হইতেই বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব। ইহার পর বাঙ্গালা ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার চর্চা যতই ব্যাপক হইতে লাগিল ততই এই ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতেই বিবর্তনপথে বর্তমানের রূপ লাভ করিয়াছে। একদল ইউরোপীয় পণ্ডিত এইজন্য প্রাচীন পন্থানুসরণে ব্যাপক সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়াসী ছিলেন, ফলে সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ইংরাজী—এই তিনটি ভাষার কোন্‌টির অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় কোম্পানী অধিকতর মনোযোগী হইবেন, এ-বিষয়ে ত্রিকোণ বিতর্কেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষার প্রসার ও পঠন-পাঠনে কোম্পানী কোনো দিন প্রত্যক্ষ বাধার সৃষ্টি করেন নাই। বরং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা বিভাগ খোলা হইলে এবং সরকারীভাবে সিভিলিয়ান সাহেবদের বাঙ্গালা শিখাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় সংস্থাগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল।

তথাপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা পঠন-পাঠনের অবস্থা লক্ষ্য করিলে সহজেই বোঝা যাইবে ইহার প্রাণশক্তি কত ক্ষীণ ছিল। গ্রাম্য পাঠশালাগুলিতে অত্যল্প ছাত্র ছিল, বালিকা বিদ্যালয় ছিল না বলাই শ্রেয়ঃ—শিক্ষকও পাওয়া যাইত না। মুসলমান আমলের ধারা বজায় রাখিয়া ফারসি-আরবি শিক্ষাই রেওয়াজ ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের চর্চাটিকে কোনোক্রমে টানিয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কোনো প্রয়াসও ছিল না। ফলে সরকারী কাজে বা মিশনারী প্রচারের জন্য বিদেশীরা যখন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন তখন প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ, অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার নিজেদিগকেই গ্রহণ করিতে হইল। এই প্রচেষ্টা প্রথমে মিশনারীদের একার ছিল, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মিশনারী-গণ্ডী অতিক্রম করিল এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যক্ষভাবে সরকারী সহযোগিতা লাভ করিল। কিন্তু

তখনও বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা সমাদর লাভ করে নাই। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে :

"If they can write at all, each character, to say nothing of orthography, is made in so irregular and indistinct a manner, that comparatively few of them could read what is written by another, and some of them can scarcely wade through what has been written by themselves, after any lapse of time. If they have learnt to read, they can seldom read five words together, without stopping to make out the syllables."[১৬]

ইহাতে অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বাঙ্গালা পঠন-পাঠনের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তথাপি বহুদিন ধরিয়া মিশনারীদের চর্চার ফলে পথ সুগম হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় কোম্পানীও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা সরকারী বিদেশী কর্মচারী, যাঁহারা বাঙ্গালায় রহিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া অনুভব করিলেন। হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইল, কোম্পানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের বিধিগুলি বাঙ্গালায় অনূদিত হইল, বাঙ্গালা ভাষার প্রেস বসিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা বিভাগ খোলা হইল। যে মিশনারীদের প্রচারকায কোম্পানী ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন স্থায়িত্বের বিপজ্জনক বাধা বলিয়া মনে করিতেন, সেই মিশনারীদেরই কেন্দ্র-চরিত্র উইলিয়ম কেরীকে বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল। এই বিভাগে ছয়জন পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষা চর্চায় কেরীর সাহায্যকারী নিযুক্ত হইলেন। অবশেষে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টারে যখন ভারতীয় ভাষা ও শিক্ষায় লভ্যাংশের অন্যূন এক-লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হইল তখন বিভিন্ন ইউরোপীয় সমিতি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়ন ও প্রকাশে নামিলেন। কোম্পানীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের নীতিগত বাধা দূর হইল। একই সঙ্গে কোম্পানী, মিশনারীগণ ও কতিপয় ইউরোপীয় সমিতি নিজেদের সামর্থ্য নিয়োগ করিলে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের শিথিল গতি ক্রমে দ্রুততর হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতায় দেশীয় ও বিদেশীয়দের পরিচালনাধীনে অনেকগুলি বাঙ্গালা ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ায় ইহাতে অধিকতর বেগ সঞ্চারিত হইল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি

তালিকা হইতে জানিতে পারি যে, সেই সময় কেবলমাত্র কলিকাতায়ই ছেচল্লিশটি[১৭] ছাপাখানায় বাঙ্গালা মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল ছাপাখানার কয়েটি ছাড়া সবগুলিই ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বে প্রতিষ্ঠিত। এই তালিকায় ঢাকা, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া ও হুগলি প্রভৃতির ছাপাখানাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার-এ্যাক্ট প্রকাশিত হইবার পর বাঙ্গালা পঠন-পাঠনের পথ সুগম হইল। ইতিমধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা বিভাগ খোলা হইলে এবং সেখানে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ছয়জন মুন্সীর বাঙ্গালা গদ্য রচনা প্রকাশিত হইলে দেশীয় জনগণের মধ্যেও সাড়া জাগিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাপান হইল। ইংরাজ-মিশনারী পরিচালিত ও ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে কতিপয় দেশীয় পাঠশালা খোলা হইল ও তাহাতে বাঙ্গালা পড়ান হইতে লাগিল। কলিকাতায় বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ ও মুদ্রণে সচেষ্ট হইল। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান দেশীয় পাঠশালা স্থাপন করিয়া দেশীয় বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্যও সচেষ্ট হইলেন।

কেরী-মার্শম্যান ও ওয়ার্ড একটি প্রতিবেদনে এদেশের বিদ্যালয়গুলির কথা বলিয়াছেন: বাঙ্গালার সর্বসাধারণের দুঃখ যে কত গভীর তাহা মাতৃভাষায় তাহাদের অনভিজ্ঞতা হইতেই অনুমান করা যায়। তাহাদের কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ নাই, পুরাতন পুঁথি হইতে হাতে লিখিয়া তাহার কপি প্রস্তুত করিতে হয়। কোনো গ্রন্থ গদ্যে রচিত নহে। তাহার ভাষার জননী সংস্কৃত কিন্তু প্রতি দশ হাজারে একজনও ভাল করিয়া সংস্কৃত জানে না। দেশীয় ভাষায় স্কুল করিলে সত্তরটি বালকের বিদ্যালয়ে মাসিক সাড়ে এগারো টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আমাদের অনুমান।[১৮] বাঙ্গালার শিশুগুলি মিশনারীদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"There is perhaps scarcely a more interesting object than a sensible Hindoo boy. They are often lovely, ingenuous and amiable in a peculiar degree and in quickness of perception and activity yield to scarcely any nation on earth."[১৯]

বাঙ্গালাদেশের ভরসার কিছু থাকিলে সে তাহার শিশুর দল, মিশনারীরা ইহা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। ফলে তাহাদের যে সামান্য প্রচেষ্টা মিশন-কর্ম ছাড়া

জনহিতকর কর্মে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালার শিশুদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্য একটি প্রতিবেদনে মার্শম্যান লিখিয়াছেন—বড় হরফে বাঙ্গালা অ-আ-ক-খ'-এর বইয়ের জন্য টাইপ প্রস্তুত হইয়াছে।[২০] এই সকল বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাঙ্গালা ভাষা যে শিখিবার মত বিষয়, ইহাতে যে পঠন-পাঠন চলিতে পারে, এই ভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হইবার উপযুক্ত, ইহার শক্তি কাব্যক্ষেত্রেই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, ইহাতে সার্থক গদ্য রচিত হইবার যথেষ্ট প্রাণ-প্রাচুর্য রহিয়াছে, বৈষয়িক কার্য-নির্বাহে যেমন তেমনই দৈনন্দিনতার উর্ধ্বে সৃষ্টিক্ষেত্রেও বাঙ্গালী বঙ্গবাণীকে আশ্রয় করিয়া কথা-সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ধারা উৎসারিত করিতে পারে—ইউরোপীয়দের প্রচেষ্টা ও যত্নে, ইউরোপীয় শাসনকর্তার আনুকূল্যে বাঙ্গালী ক্রমে তাহা বুঝিয়া বিষয়টিকে নিজের অনুকূল পথে চালনা করিয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ ইউরোপীয়দের নির্দেশে তাঁহাদের রচনার গতিপথ নির্ধারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে সাহিত্য সাধনার, বিশেষ করিয়া গদ্যসাহিত্যের ধারা প্রাণের আবেগে আপনি নিজের পথ কাটিয়া চলিল, যাঁহারা এত উদ্যোগ আয়োজন করিলেন, প্রচার করিলেন, উৎসমুখেই তাঁহারা খনিত্র লইয়া বিস্ফারিত নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন—বঙ্গসাহিত্যধারা আপনার পথে ছুটিয়া চলিল। উৎসমুখে ইউরোপীয়দের প্রচেষ্টার স্বরূপ আলোচনাই আমাদের আলোচ্য যুগের বিষয়বস্তু।

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত সকল ইউরোপীয়ই কোনো না কোনো ইউরোপীয় সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন। এই সকল সমিতিগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য, বাঙ্গালীর শিক্ষার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট রহিয়া ভিন্ন মুখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষারও চেষ্টা করিতেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা ও ইউরোপীয় নরনারীর যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাহাতে নগরে ইউরোপীয়গণের বিভিন্ন সোসাইটি গঠিত হইবার অবকাশ মিলিল। শাসনচক্রের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্মচক্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সুস্মিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে সময় লাগিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে এ-বিষয়ে কোম্পানী অধিকতর উদারমত অবলম্বন করিলে কলিকাতায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিভিন্ন কেন্দ্র, দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রসারের জন্য বিভিন্ন সমিতি ও জনকল্যাণ সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠা সহজ হইল। ইতিমধ্যে

বাঙ্গালা দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় সরিয়া আসিয়াছিল।

এই সময় ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য, দেশ-শাসন, পর্যটন, জনকল্যাণ প্রভৃতি বহুমুখী উদ্দেশ্যে সমাগত ইউরোপীয় সোসাইটিগুলিকে তিনটি মূল বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যে সংস্থাগুলি ধর্মপ্রচার, জনকল্যাণ ও শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচী লইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত যুক্ত ছিল আমরা সেগুলির তালিকা দিতেছি, চিত্তবিনোদন বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমিতিগুলি আমাদের আলোচ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহাদের সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের কোনো যোগ ছিল না।

বিভিন্ন ইউরোপীয় সোসাইটি

১ম বিভাগ ॥ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ॥

১। ক্যালকাটা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটি।
২। ক্যালকাটা বাইবেল এসোসিয়েশন।
৩। ক্যালকাটা কমিটি অব দি চার্চ মিশনারী সোসাইটি।
৪। ক্যালকাটা চার্চ মিশনারী এসোসিযেশন।
৫। ক্যালকাটা ডিওসেশন কমিটি অব দি সোসাইটি ফর্ প্রমোটিং খ্রীষ্টীয়ান নলেজ।
৬। বেঙ্গল অক্সিলিয়ারী মিশনারী সোসাইটি।
৭। ক্যালকাটা ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি।
৮। বিশপস্ কলেজ।
৯। ক্যালকাটা বেথেল ইউনিয়ন এবং সিমেন ফ্রেণ্ড সোসাইটি।

২য় বিভাগ ॥ জনকল্যাণ সমিতি ॥

১। গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ।
২। মাদ্রাসা অথবা গবর্ণমেণ্ট মহামেডান কলেজ।
৩। কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন।
৪। গবর্ণমেণ্ট চুঁচুড়া স্কুল।
৫। ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি।
৬। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি।

৭। ক্যালকাটা ফিমেইল জুভেনাইল সোসাইটি।

৮। লেডিস্ সোসাইটি ফর্ নেটিভ ফিমেইল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা এণ্ড ইটস্ ভিসিনিটি।

৯। বেনিভলেণ্ট ইনষ্টিটিউশন ফর্ দি ইনষ্ট্রাকশন অব ইণ্ডিজেণ্ট চিলড্রেন।

১০। বেঙ্গল মিলিটারী অরফেন সোসাইটি।

১১। বেঙ্গল মিলিটারী উইডোজ ফাণ্ড।

১২। লর্ড ক্লাইভ ফাণ্ড।

১৩। কিংক্স্ মিলিটারী ফাণ্ড।

১৪। মেরিন পেনসন্ ফাণ্ড।

১৫। সিভিল ফাণ্ড।

১৬। বেঙ্গল মেরিনারস্ এণ্ড জেনারেল উইডোস্ ফাণ্ড।

৩য় বিভাগ ॥ দাতব্য-সংস্থা ॥

১। প্রেসিডেন্সি জেনারেল হস্পিটাল।

২। নেটিভ হস্পিটাল।

৩। হস্পিটাল ফর্ নেটিভ ইনসেইন্স।

৪। গবর্ণমেণ্ট এস্টাবলিসমেণ্ট ফর্ ভেক্সিনেশন।

৫। স্কুল ফর্ নেটিভ ডক্টরস্।

৬। ইউনাইটেড চেরিটি এণ্ড ফ্রি স্কুল।

৭। চ্যারিটিবল্ ফাণ্ড ফর্ দি রিলিফ অব ডিস্ট্রেস্ড ইউরোপীয়ান এণ্ড আদারস্।

৮। ইউরোপীয়ান ফিমেইল অরফেন এসাইলাম।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডে ভারতবর্ষ ও ইহার জনসাধারণ সম্বন্ধে ইংরাজ নাগরিকগণের মনোভাব অনেকটা নিষ্ক্রিয় ও হতাশাব্যঞ্জক ছিল। ভারতবর্ষের কোন ঘটনা, কোন বিবরণ সেখানে আন্দোলন সৃষ্টি করিত না,[২১] তথাপি ইহা সত্য যে, সেই সাগরপারেই ভারতের শাসন ব্যবস্থাদি নির্ধারিত হইত। ক্রমে এই অবস্থার উন্নতি হইলে দেশে ও বিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা তীব্র হইল, ভারতের জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় সোসাইটি গঠিত হইল। বিদেশের সাহায্যপ্রাপ্ত এরূপ অনেক শাখা-সমিতিও কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছিল। উল্লিখিত সংস্থাগুলির মধ্যে এরূপ শাখা-সমিতিও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটি ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্থাপিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে লণ্ডনে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই ইহার সূত্রপাত হয়। এই দিন লণ্ডনের অক্সিলিয়ারী বাইবেল সোসাইটি কলিকাতা শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সাত বৎসর পর ইহা কার্য্যকরী হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সকল দেশীয় পর্তুগীজ রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ বিতরণ ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বাঙ্গালাদেশে এই সমিতি বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ ও প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করিতেন। এলার্টন নামে কোম্পানীর একজন কর্মচারী বাঙ্গালায় নিউ টেষ্টামেন্টের অনুবাদ করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি এই সোসাইটি দ্বারা মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলি দ্বিভাষিক—খোলা পুস্তকের বাম দিকে ইংরাজী ও ডান দিকে বাঙ্গালা থাকিত। দেশীয় খ্রীষ্টান স্কুলগুলিতে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ছাত্রদের বিতরিত হইত। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিখা হইত, উপরন্তু ধর্মচেতনাটিও শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত হইত। কলিকাতা বাইবেল এসোসিয়েশন, কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটির কলিকাতা শাখা, কলিকাতা চার্চ মিশনারী এসোসিয়েশন, কলিকাতা ডিওসেশন কমিটি, বেঙ্গল অক্সিলিয়ারী সোসাইটি, ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতি সমিতিগুলি বাঙ্গালা ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে উৎসাহ দিত তাহার মূল কারণ ধর্মপ্রচার। গ্রন্থ ও পুস্তিকাগুলিও বাইবেল ও বাইবেলের অংশবিশেষ। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সমিতিগুলিতে যাহারা বাঙ্গালায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বা প্রচার-পুস্তিকা রচনা করিতেন তাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সমিতিগুলিকে আশ্রয় করিয়াই ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালা চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালায় কিছু রচনা করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে, তাহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম দল খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বাইবেল, খ্রীষ্টীয় গীত রচনা করিলেন—ইঁহারা কোন না কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রসার ও প্রচার সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় দল কোম্পানীর কর্মচারী—সরকারী নির্দেশে বিভিন্ন আইনের ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদে ইঁহাদের হাত ছিল। এই কর্মচারীদলও প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষভাবে ব্যাপটিষ্ট মিশন অথবা আমেরিকান মিশন বা অন্য কোন না কোন মিশনারী সংস্থার সহিত যুক্ত

ছিলেন। সোসাইটিগুলি পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের কেন্দ্রস্থল, ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সম্মিলনক্ষেত্র ছিল। ফলে ইউরোপীয় সোসাইটিগুলির পরস্পর কার্য্যক্রমের মধ্যে একটি সাম্য ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল এবং একই লক্ষ্যে তাহারা কাজ করিত বলিয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই সমস্ত মিশনগুলি ও যাজকগণ কি পরিমাণ পুস্তিকা রচনা ও প্রচার করিতেন, তাহার সামান্য পরিচয় একটি হিসাব হইতে পাওয়া যাইবে। কলিকাতা ট্র্যাক্ট সোসাইটি ১৮৩৮-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় পঁচিশ লক্ষ্য ক্ষুদ্রায়তন বাইবেল বা তৎসংক্রান্ত কাহিনী প্রকাশ ও বিতরণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ জন মিশনারী নীতি-নিবন্ধ রচনা করেন।[২২] কলিকাতা অক্সিলিয়ারী ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সমিতি কেবল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দেই উনষাট হাজার কপি বাইবেল ছাপাইয়াছিলেন। অনুরূপে অন্যান্য মিশনারী সংস্থারও কাজ চলিয়াছিল।[২৩] বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় পত্র-পত্রিকার একটি সমীক্ষায় একটি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা গেল। যতই দিন যাইতে লাগিল খ্রীষ্টীয় সাহিত্য ততই সংখ্যায় কম প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং বঙ্গীয় উদ্যোগে বাঙ্গালা ছাপাখানাগুলি অধিকতর দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করিতে লাগিল।[২৪] দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়েও বাঙ্গালী সচেতন হইয়া নিত্য নূতন সৃষ্টি সম্পদে বঙ্গবাণীর অর্ঘ্য রচনা আরম্ভ করিল। ইউরোপীয় মিশনারীদের সম্মিলিত ও সমিতিবদ্ধভাবে বাঙ্গালা প্রকাশনের ইহাই পরোক্ষ ফল। বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের হাতে পড়িয়া যে বৈদেশিক ভাবধারা ও ধর্ম প্রচারের বাহন হইয়াছিল তাহাই দেশীয় জনগণের পরিচর্যায় সার্থক সাহিত্য কর্মে নিযুক্ত হইল। বৈদেশিক মিশনারীদের বিপরীত কার্যক্রম বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যকে এমনিভাবে তাহার যথার্থ পথে চলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

বাঙ্গালায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে ইংরাজ পরিচালিত যে সকল সংস্থাগুলি উদ্যোগী হইয়াছিল তাহাদিগকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থা, দ্বিতীয়তঃ বেসরকারী জনকল্যাণ সমিতি। সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা, কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন, সরকার পরিচালিত চুঁচুড়া স্কুল অন্যতম। ইহাদের মধ্যে মাদ্রাসা বা সরকারী ইস্‌লামিয়া কলেজে আরবির চর্চা হইত, বাকীগুলিতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটির উদ্যোগেই ইউরোপীয়দের কিছু না কিছু বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রগণ্য ছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ মুদ্রণ ও সুলভ মূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ। বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে এই সমিতি যাহা করিয়াছিল, অন্য কোন সমিতি তাহা করিতে পারে নাই। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এক বৎসরের একটি সমীক্ষা হইতে সে যুগে ইহার কার্যকারিতা বোঝা যাইবে। নিম্নে সমীক্ষাটি প্রকাশিত হইল। এই জাতীয় সমিতিগুলি কি পরিমাণ উৎসাহে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাও ইহা হইতে অনেকটা অনুমান করা যাইবে।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি পরিবেশিত পুস্তকসমূহের তালিকা :

সংস্কৃত ৩৪০

বাঙ্গালা

১।	কীথের ব্যাকরণ		...	৫০০
২।	স্টুয়ার্টের টেবল	১ম সংখ্যা	...	৩০০
		২য় „	...	১০০০
		৩য় „	...	৪০০০
		৪র্থ „	...	৫০০
৩।	পিয়ার্সের টেবল	১ম সংখ্যা	...	৩০০০
		২য় „	...	২০৫০
৪।	অভিধান		...	২৫০০
৫।	নীতিকথা ১ম ভাগ	১ম সংখ্যা	...	৫০০
		২য় „	...	১০০০
		৩য় „	...	৪০০০
		৪র্থ „	...	২০০০
		৫ম „	...	২০৫০
৬।	নীতিকথা ২য় ভাগ		...	৩০২৫
৭।	নীতিকথা ৩য় ভাগ		...	৭০০
৮।	মনোরঞ্জন ইতিহাস		...	২০০০
৯।	স্টুয়ার্টের উপদেশ কথা		...	১২৪৫

১০।	দিগদর্শন ২৬ সংখ্যা		…	১০৬৭৩
১১।	হারলের এরিথমেটিক		…	১২৭২
১২।	মে'র গণিত		…	২০১০
১৩।	পত্রকৌমুদী, পিয়ার্সের লেটার		…	২৭৪৮
১৪।	পাঠশালার বিবরণ, পিয়ার্সনের			
১৫।	স্কুল ইন্‌স্ট্রাকশন		…	১৫০০
১৬।	ভূগোল বৃত্তান্ত	নং ১	…	১৮১৯
১৭।	কপি বুক	নং ২	…	১০৬০
		নং ৩	…	১৯৮৪
		নং ৪	…	৭৬৬
		নং ৫	…	৫৭৭
		নং ৬	…	৫০৬
১৮।	ভূগোল বৃত্তান্ত, পিয়ার্সের		…	৬১২
১৯।	জিওগ্রাফি			
২০।	গোলাধ্যায়		…	৩১২
২১।	ফিমেল এডুকেশন		…	১৭১১
২২।	জমিদারী হিসাব ১ম পর্ব		…	১৪১
	„ „ ২য় „		…	৫৪
	„ „ ৩য় „		…	৫১
২৩।	সিংহীর বিবরণ		…	১২০০
২৪।	নেচারেল হিষ্ট্রি	১ম	…	৬৯৪
		২য়	…	৯৩৫
		৩য়	…	১০০০
		৪র্থ	…	৯৯৮
২৫।	ইংল্যণ্ড দেশের ইতিহাস (গোল্ড স্মিথ ও ফেলিক্স কেরী)		…	২১৭
২৬।	বিদ্যাহারাবলী		…	১২০
			মোট	৬৩,৩৪৭

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে, যখন মুদ্রণশিল্প শৈশব অবস্থাও অতিক্রম করে নাই, বাঙ্গালায় পঠন-পাঠন তেমন প্রচলিত হয় নাই, গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের প্রায় ছিল না, এই অভ্যাসও গড়িয়া উঠে নাই তখন একটি ইউরোপীয় সোসাইটি বাঙ্গালা ভাষায় যে পরিমাণ গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন, তাহা দেশীয় কোন প্রকাশক করেন নাই। সমীক্ষাটিতে দেখা যাইতেছে, সমিতি কোন ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশিত ছাব্বিশটি গ্রন্থই স্কুলপাঠ্য এবং ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনে রচিত ও মুদ্রিত। সমিতিটি গঠিত হইবার সময় ইহার যে লক্ষ্য[২৬] স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সমীক্ষাটি হইতে বোঝা যাইতেছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে সোসাইটির সভ্যগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। কেবল গ্রন্থ প্রকাশ নহে, কোন কোন সংস্থা নিজেদের বিদ্যালয়ে দেশীয় ছাত্রগণের বিনা ব্যয়ে অধ্যয়নের সমস্ত ব্যবস্থা করিতেন, উচ্চতর বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে প্রেরণ করিতেন।[২৭] বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকের মূল্যাধিক্য হেতু গ্রন্থগুলি সকলের ব্যয়সাধ্য ছিল না বলিয়া কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচার করিতেন। এইভাবে ইউরোপীয় সংস্থাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা বিস্তার ও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে উদ্‌যোগী হইয়া বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্প ও গ্রন্থ প্রচারের পথ বিস্তৃত করিয়া দিল।

কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় সোসাইটিগুলির কার্যক্রম হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে চারিটি নির্দেশ মিলিতেছে :

প্রথমতঃ সোসাইটিগুলি খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা গ্রন্থের বহুল প্রচার করেন।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা ভাষায় পঠন-পাঠনের স্কুল খুলিয়া বাঙ্গালা ভাষা চর্চাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

তৃতীয়তঃ বাঙ্গালা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া যেমন বাঙ্গালা মুদ্রণশিল্পের বিস্তৃত-ক্ষেত্রে প্রয়োগের পথ প্রস্তুত করিলেন, তেমনি বাঙ্গালা গদ্যকে চর্চার বহুব্যাপ্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ইহার সাহিত্য উপযোগী আদর্শরূপ বিধানের পথটিকে সুগম করিয়া দিলেন।

চতুর্থতঃ অনুবাদ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন শব্দ গঠন শুরু হইল। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী বাঙ্গালায় আসিবার পূর্বেই অনুবাদ সাহিত্যে বাঙ্গালী কবি পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

কখনও ভাবানুবাদ, কখনও মূলানুগ ভাষান্তর ঘটিয়াছে। অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই সাহিত্যিক সার্থকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় ভাষা হইতে অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদকালে শব্দান্তবাদের প্রয়োজন হয় নাই। পর্তুগীজ মিশনারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে রোমান হরফে বাঙ্গালার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। মানোএল এইভাবেই 'মার্তিব', 'কনফেসার', 'সাক্রামেন্তোস', 'ইঙ্গিল', 'বাপ্তিস্মো'[২৮] প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় যখন অজস্র খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক নিবন্ধাদি প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত হইতে লাগিল তখন বৈদেশিক শব্দাবলীর অনুবাদ ইউরোপীয় লেখকের হাতে বাঙ্গালায় নূতন রূপ লাভ করিল। মানোএল ইহা আরম্ভ করিলেও[২৯] সার্থকতা অর্জন করেন নাই। এই বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনারী লেখকদের দক্ষতা ছিল। তাঁহারা 'দীক্ষাস্নান' 'সুসমাচার' প্রভৃতি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করিলেন। এই বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি[৩০] রচিত হইল। 'বিবলিক্যাল এণ্ড থিওলজিকেল ভোকেবুলারি' গ্রন্থে ৬৬২টি ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে। ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে এরূপ বিষয়ের শব্দাবলীও অনূদিত হইয়াছিল। উদাহরণ ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী'। ইহার ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :

"গ্রন্থে নির্ণীতমত্রামররসতজটাবিশ্বকোষেষু দৃষ্টৈঃ।
শিষ্টৈঃ প্রাচীনশব্দৈঃ সকলজনমুদেহস্থ্যাদি-শারীরতত্ত্বং॥
যৎকোষানাপ্তনামা পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্যৌগিকৈস্তৎ।
যুষ্মাভির্ব্বেদ্যমুদ্যৎসুবিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্ব্বং॥"

অর্থ : "অমর, রসত, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়, সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি শারীরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দকোষসমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দ সকলের মিলন দ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান সুবিমলবুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন।"[৩১] পথ প্রস্তুত হইলে এইভাবে ইউরোপীয় ভাষার অনেক শব্দ অনূদিত হইয়া বাঙ্গালা শব্দ-ভাণ্ডারে সংযোজিত হইতে লাগিল।

ইউরোপীয়গণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপক আয়োজনে যে কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছিল তাহারই পথ অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে অনেক দেশীয় প্রতিষ্ঠান

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগমন পথটি পরিসর করিয়া দিয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশে ইউরোপীয় সংস্থাগুলি এই কার্যক্রম হইতে সরিয়া গেল এবং বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠান দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারের গুরুভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া বিষয়টিকে অধিকতর যত্নে বেগবান করিয়া তুলিল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যাহা সম্ভব নহে, সমবেতভাবে তাহা সহজে সাধন করা সম্ভব। বৈদেশিক ধর্মযাজক ও কর্মচারীবৃন্দ সহৃদয়তা বশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চার যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পথ ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস দেখা দিল। ইহার ফল সুদূরপ্রসারী। ইহারই মধ্যে বর্তমান যুগের গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্যচর্চার বীজ নিহিত ছিল।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ে উল্লেখ করিতে হয়। ইউরোপীয় মিশনারীদের খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচার ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ নবজাগ্রত বাঙ্গালীকে একটি নূতন দিকের সন্ধান দিয়াছিল। সনাতন ধর্মের রক্ষায় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান যাজকদের প্রতিরোধ গঠন করিতে সচেষ্ট হইয়া নূতন করিয়া নিজের ধর্মগ্রন্থগুলি আর একবার অধ্যয়ন করিলেন ও গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া দেশীয় ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির প্রচার শুরু করিলেন। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির হিন্দুধর্মচেতনা ইউরোপীয়দের সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচার কার্যেরই প্রত্যক্ষ ফল। তাঁহারা বাঙ্গালায় খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধ প্রচার করিলেন, নবজাগ্রত বাঙ্গালী উপনিষদাদির অনুবাদ করিলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কারে ও মিথ্যা ধর্ম-বোধে যে কুসংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই দিক দিয়া বাঙ্গালার নবজাগরণের আন্তর স্পৃহা যে ধর্ম সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল বিপরীতপক্ষে থাকিয়া খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সঙ্ঘবদ্ধ কার্যক্রম তাহার ইন্ধন জোগাইয়া ইহাকে স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল বলা চলে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। Bengali Literature in the 19th Century—S K. Dey—page 14.

২। "The source of tyranny and oppression, which have been opened by the European agents acting under the authority of the Company's Servants and the numberless black agents and Sub-agents, acting also under them, will, I fear, be a lasting reproach

to the English name in this country" Clive's letter to the Directors, dated Sept. 30th, 1765—Bengali Literature in the 19th Century—S K Dey—page 10

৩। Bengali Literature in the 19th Century—S. K. Dey—page 27

৪। A Grammar of the Bengal Language—Halhed—Preface.

৫। History of Education in India under the rule of the East India Company—B D Basu—page 5

* ব্রীটিশ শাসন হইতে আমেরিকা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল স্বাধীনতা লাভ করে।

৬। "The administration of India is determined by the current of opinions in England, that progress in India is stimulated by English progress and that the history of India under British rule is shaped by those great influences which make for reforms in Europe" Rise of the Christian Power in India—B D Basu —page 794

৭। "Our Governor General in Council is empowered to direct that a sum of not less than one lac of rupees out of any surplus revenues that may remain shall be annually applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement of the learned natives of India"—History of Education in India under the rule of the East India Company—By B D Basu—page 7.

৮। Calcutta Review, 1854 No XLIV—page 324.

৯। Calcutta Review, 1854 No XLIV—page 324

১০। History of Education in India under the rule of the East India Company—B D Basu—page 87

১১। Do —page 111

১২। Reports on the State of Education in Bengal 1835 and 1838—By William Adam

১৩। History of Education in India under the rule of the East India Company—B. D. Basu—pages 101-102

১৪। Do —page 103

১৫। Do —page 87.

১৬। Friend of India, Vol ii—page 392.

১৭। Returns Relating to the Publication in the Bengali Language in 1857 by Rev. J. Long.—pages VIII-IX.

* কৃত্তিবাসের রামায়ণ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

War of American Independence—ended on :

১৮। Hints Relative to Native Schools, published from Serampore, Signed by W. Carey, J. Marshman, W. Ward, dated 20th November, 1816.

১৯। Do

২০। Second Report, signed by Marshman, printed at the Mission Press, Serampore, dated November, 1816.

২১। "Unfortunately, as has been frequently observed, so great and unnatural is the appathy evinced in England with regard to Indian affairs, though almost every family at home, is, in some degree connected with those sent forth from her bossom that the attempt to excite some interest beyond the executive authorities, relative to the most important Foreign profession of Great Britain, and the most singular dominion that was ever experienced by any nation, is nearly hopeless. A momentary and partial attention is indeed occasionally roused by discussions respecting the conduct of conspicuous individuals, but this soon subsides."—History, Design and present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta—By Charles Lushington, 1828 ; Preface—page 6.

২২। Catalogue of the Christian Vernacular Literature.—John Murdoch —Introduction—page 1.

২৩। The Oriental Baptist—Vol III, 1849.

২৪। "But it is undeniable that while Christian Literature has been advancing at a slow rate, the issues of the native presses have rapidly increased."—Catalogue of the Christian vernacular Literature—Jonh Murdoch—Introduction—page 1.

২৫। Appendix, No .9. XXXIX—The History, Design and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta—By Charles Lushington.

২৬। "That the objects of this society be the preparation, publication and cheap or gratiutous supply of works useful in schools and seminaries of learning." Calcutta School Book Society: The History, Design etc.—By Charles Lushington.

২৭। "Calcutta School Society sent 30 boys considered to be of promising abilities to the English School of the native Hindoo College, to be educated in English and Bengalee at the Society's Cost."—The History, Design etc—By Charles Lushingtion—page 178.

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাইতেছি। বড় চণ্ডীদাস জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হইতে 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' প্রভৃতি গানের অতি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

২৮। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১০, ১২, ১৩২, ১৪৪ ও ২৭২।

২৯। Trinity = Tiner Bhed—page 116; Santa Cruz = Xidhi Crux—page 2. Crepar Xaxtrer Orth' Bhed.

৩০। Biblical and Theological Vocabulary—By W. Morton—1845—pages 1-36; Bengali Version of New Testament, Tract 1843; Remarks upon the Book Psalms—By J. Wenger. Tract, 1858.

৩১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ফেলিক্স কেরী—পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বাঙ্গালা কাব্যচর্চায় ইউরোপীয় লেখক

বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয়দের রচনাক্ষেত্র সীমিত। কেরীর উৎসাহে যে পণ্ডিতগোষ্ঠী বাঙ্গালা গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ইতিহাস হইতেই প্রধানতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া এই আলোচনা। ইহা সত্য যে, বাঙ্গালায় ইউরোপীয়দের প্রায় সমুদয় রচনাই গদ্যে। কিন্তু কাব্যক্ষেত্রেও যে তাঁহারা বিচরণ করিতে প্রয়াসী ছিলেন তাহাও সত্য। কবিতা ও পদ্য—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সমধিক। ইউরোপীয়দের গদ্য রচনা প্রয়াস সাপেক্ষ চেষ্টাকৃত রচনা; প্রয়াস ও চেষ্টার ফলে গদ্য রচনায় চর্চাজনিত একটি সাবলীল ভঙ্গী কখনও কখনও আসিতে পারে, কিন্তু কবিতার জাতি পৃথক, চেষ্টা করিয়া কবিতা রচনা হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, মিশনারীরা বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন ভাষার কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে নয়, কাব্যসাহিত্যের সাধনা করিতেও নয়, এই ভাষায় ধর্মপ্রচার করিবার জন্য অথবা এই ভাষাঞ্চলে শাসনকর্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে বলিয়া। একান্ত প্রয়োজনের জন্যই তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ও এই ভাষায় গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। ভাষার মর্মোদ্ঘাটিত হইলে ইহার দ্যুতি অন্তরকে যে আলোয় বিভাসিত করে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে ঘটে নাই। যেটুকু না জানিলে চলে না, তাঁহারা সেইটুকুই জানিতেন। যেটুকু না-লিখিলে নয়, তাঁহারা সেইটুকুই লিখিয়াছিলেন—ইহার অধিক কেহ এক পাও অগ্রসর হন নাই। ফলে গদ্যক্ষেত্রে বারংবার প্রয়াসজনিত যে ঔজ্জ্বল্য সময় সময় লক্ষ্য করা যায়, ইউরোপীয়দের কবিতায় তাহা নাই।

ইউরোপীয়দের ছন্দোবদ্ধ রচনাকে 'কবিতা' আখ্যা দেওয়া যায় না। ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতা নয়। রসাত্মক কাব্যের ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ না হইলে, সেই বাক্য আনন্দলোকে পাঠকচিত্তকে উত্তোরিত না করিলে কবিতা ব্যর্থ হয়। এই অর্থে তাঁহাদের সমস্ত কবিতাই ব্যর্থ। 'পদ্য' বলিতে পদের মিল সমন্বিত বাক্যসমূহ বুঝাইলে, ইউরোপীয়দের এই জাতীয় রচনাকে পদ্য বলিতে পারি। তাঁহারা কেহ কবি ছিলেন না, দেবদুর্লভ কবিখ্যাতি তাঁহাদের প্রাপ্য

নহে, সার্থক পদ্যকার বলিয়াও বোধ করি কেহ আখ্যাত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ছন্দোবদ্ধ রচনা ভাবের ক্ষেত্রে শুষ্ক, প্রকাশভঙ্গীতে খঞ্জ—সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে, তথাপি বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। ছন্দোবদ্ধ রচনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সাফল্য-অসাফল্য এতদিন কেহ বিচার করেন নাই, এ-বিষয়ে কোনো আলোচনাও নাই, এইজন্য ইউরোপীয়দের এই জাতীয় রচনা আমরা প্রয়োজনমত উদ্ধৃত করিলাম।

ইউরোপীয়দের ছন্দোবদ্ধ সকল রচনাই প্রার্থনাসঙ্গীত। ইহার বাহিরে ছন্দ রচনা আর কিছু নাই। বাঙ্গালাদেশে ধর্মীয় সাহিত্য ছন্দোবদ্ধ এবং এই ছন্দোবদ্ধ রচনার কাব্যত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের কোন অবকাশ নাই। কাব্যাস্বাদন ও ধর্মতত্ত্বালোচনা—এই সাহিত্যের মধ্য হইতে দুইটি ধারাই একসঙ্গে নিরবধি প্রবাহিত। ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"। বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীতে ঈশ্বরের প্রতি সেবকের প্রেম ও প্রীতির যে ধারা নিঃসৃত হইয়াছে তাহা সাধককে সাধনক্ষেত্রে ও কাব্যরসিককে কাব্যাস্বাদন ক্ষেত্রে আনন্দের যে আলোকবন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহাই তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরম কাম্য বিষয়। ইউরোপীয়েরা প্রথম যখন বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ধারা তাঁহাদের সম্মুখে আদর্শ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই, ইহার সন্ধানও তাঁহারা পান নাই। তৎকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অচর্চিত যে গদ্য, লোকভাষা বলিয়া ইহাকেই তাঁহারা গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালীর কাব্যভাষার সন্ধান করিলেন না। ফলে তাঁহাদের রচিত ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনা-গীতগুলিও গদ্যাশ্রয়ী হইল। চেম্বারলেনের সময়[১] হইতে ইহার মোড় ঘুরিয়াছে।

জাতীয় জীবনধারার সহিত ভাষা ও সাহিত্যের যোগ অনবচ্ছিন্ন। বাঙ্গালা সাহিত্যধারার ঐতিহ্যাশ্রয়ী হইয়া কখনও ইউরোপীয়দের কোন রচনা আত্ম-প্রকাশ করে নাই—না গদ্যে না পদ্যে। ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহাদের রচনা কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, সাহিত্যের আসরে কোন স্থানও পায় নাই। "জীবনে জীবন যোগ করা না হলে ব্যর্থ হয় গানের পশরা"—একথা ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে সত্য, কারণ জীবনে জীবন যুক্ত করিবার সাহিত্য সাধনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ইউরোপীয়দের সমস্ত বাঙ্গালা রচনাকে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলে ইহাই মনে হইবে, যেখানে তাঁহাদের

প্রয়াসে কোনো কুণ্ঠা নাই দ্বিধা নাই, যেখানে বাঙ্গালার জনসাধারণের দ্বারে নূতন জ্ঞানের ভাণ্ডার বঙ্গবাণীকে আশ্রয় করিয়া দান করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে, সেখানেও দাতার ঐশ্বর্য-গর্ব গ্রহীতাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, দাতার বঙ্গভাষায় দৈন্য গ্রহীতাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। ফলে ইউরোপীয়দের অনেক রচনাই কাজের জিনিষ হইলেও আদৃত হয় নাই। কাব্যক্ষেত্রে বিষয়টি অধিকতব সত্য।

বাঙ্গালায় ধর্মীয় সাহিত্যে প্রার্থনা-পর্যায়ের গানের অভাব নাই। সাকার-ঈশ্বব-তত্ত্ব বাঙ্গালাব ধর্মচেতনার বিশেষ একটি দর্শন, খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীতে সাকার ঈশ্বর চেতনাই ক্রিয়াশীল। ঈশ্বরপ্রীতি ও ঈশ্বরের নাম জীবের সাধ্য, বৈষ্ণব পদাবলীতে ইহা বারংবার বলা হইয়াছে, খ্রীষ্টীয় ধর্মে জীবের এই দীনতাই ধর্মপথেব আশ্রয় বলা হইতেছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ধারায় খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীত প্রথম হইতেই রচিত হইতে পারিত, কিন্তু ইউরোপীয়দের প্রার্থনা-গীত ইহাব ধার দিয়াও গেল না। ইহার দুইটি কারণ—প্রথমতঃ কবিত্বের অভাব, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালার কাব্য-ঐতিহ্যের সহিত অপরিচিত। যে সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালায় খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহ যদি যথার্থ কবি হইতেন তবে বাঙ্গালার কাব্য-ঐতিহ্যের সহিত অপরিচিত হইলেও যে প্রার্থনা-গীত রচনা করিতেন, কবিপ্রতিভার অমোঘ স্পর্শে কাব্যদ্যুতিতে তাহা উজ্জ্বল হইত। কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া এরূপ বড় একটা হয় নাই; কারণ তাঁহাদের কেহ যথার্থ কবি ছিলেন না, প্রয়োজনের জন্য যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা সুরসংযোগে গীত হইবাব যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল, কারণ সুর গদ্যোবদ্ধ রচনাকেও ছন্দোলোকে অনেক দূর টানিয়া লইয়া যাইতে পারে,—কিন্তু কাব্যত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। পবে বাঙ্গালার পদাবলী ধারার সহিত পরিচিত হইয়া ঐ পথে যখন হইতে খ্রীষ্টীয় পদ রচনার গতি নির্দেশিত হইল তখন হইতেই ইহার সার্থকতার অভিমুখে যাত্রা শুরু। সঙ্গীত খ্রীষ্টধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ, আচবণীয় অনুষ্ঠান। বাঙ্গালী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যতদিন না বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এই প্রার্থনাসঙ্গীত রচনায় অগ্রসর হইয়াছে ততদিন ইউরোপীয় যাজকগণকেই বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হইয়াছে। যদিও এই জাতীয় সঙ্গীত রচনার একটি দীর্ঘ ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালায় খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীতের ইতিহাস ॥

ইউরোপীয় কর্তৃক বাঙ্গালায় রচিত খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীতের প্রাচীনতম উল্লেখ ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারীর একটি চিঠিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে ফাদার মার্কস আন্তোনিও সানটুচ্চি অন্য দুইজন পাদ্রীর সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শব্দকোষ ও প্রার্থনাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন বলা হইয়াছে।[২] এই প্রার্থনাসঙ্গীত কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহার উল্লেখ ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় নাই। প্রশ্নোত্তরমালা জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা এই সময় হইতে রচিত হইতে থাকে। আমরা অনুমান করি এই সকল রচনার সহিত বাঙ্গালায় কিছু কিছু প্রার্থনাসঙ্গীতও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব আজ আর সন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অনুমানের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ খ্রীষ্টধর্মে প্রার্থনাসঙ্গীতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থেই প্রার্থনাসঙ্গীত সম্বন্ধে নির্দেশ রহিযাছে। বলা হইয়াছে: "আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করা উত্তম এবং তাঁহার প্রশংসা করা মনোহর ও উপযুক্ত।"[৩] প্রার্থনা এই ধর্মের নিত্য আচরণীয় একটি বিশেষ অঙ্গ। বাঙ্গালায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকালে এই বিধি কখনও অবহেলিত হইবে না এবং বাঙ্গালায় ধর্ম-প্রচার করিতে গিয়া প্রয়োজনে পড়িয়া খ্রীষ্টীয় যাজকগণই খ্রীষ্ট-গীত রচনা করিয়া থাকিবেন। সুতরাং ইউরোপীয় যাজকগণ যখন খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন তখনই প্রার্থনা-গান রচনাও আরম্ভ করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রার্থনা সকল ধর্মেরই অঙ্গ, হিন্দুধর্মেও ইহার একটি বিশেষ স্থান আছে। সকল দেব-দেবীর অর্চনার শেষে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়, সনাতন হিন্দু-ধর্মে ইহাকে আমরা মন্ত্রের পর্যায়েই তুলিয়া দিয়াছি। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যাহাই হোক শ্রীশ্রীচণ্ডীর "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" শ্লোকে আমরা দেবীর নিকট রূপ, জয়, যশ প্রভৃতিই প্রার্থনা করি। মিশনারীরা বাঙ্গালাদেশে প্রথম ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের ধর্মবোধ ও আচার-অনুষ্ঠান খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহারা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেন, সন্ন্যাসীদের মতই আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতেন।[৪] স্বভাবতই ইহা মনে হয় যে হিন্দুদের প্রার্থনা-ধারা তাঁহারা অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী বাঙ্গালায় তাহাদের অভীষ্ট খ্রীষ্টীয় পদ হয় নিজেদের ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, নয় রচনা করিয়াছিলেন। এই

সময়কার কোন রচনা আমরা পাই নাই, তবে খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা এরূপ অনুমান করিতেছি।

বাঙ্গালায় অনূদিত প্রচীনতম খ্রীষ্টীয় পদের সন্ধান 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' মিলিতেছে। এই সঙ্গীতগুলি আমরা পুর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাদের একটি, যাহার প্রথম পংক্তি "হে বাবা যেশুস, বালক নির্মল" কিছুদিন পুর্বেও গীত হইত সে উল্লেখও আমরা করিয়াছি। অন্য একটি বিখ্যাত প্রার্থনা "প্রণাম মারিয়া কৃপাএ পুর্ণিত।" ইহাকে 'বিখ্যাত' বলিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রার্থনাটি সুপ্রচলিত ও খ্রীষ্টানের পক্ষে তখনকার দিনে এবং এখনও অবশ্য শিক্ষণীয় একটি খ্রীষ্টপদ। গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "জান নি প্রণাম মারিয়া", শিষ্য উত্তরে বলিয়াছে "হয়, জানি"।[৫] ইহার পর শিষ্য গুরুর নিকট সমস্ত গানটি আবৃত্তি করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, সে ইহা জানে। গানটি মানোএলের পুর্ব হইতেই প্রচলিত ও অবশ্য শিক্ষণীয় না হইলে প্রথম পংক্তি ধরিয়া এরূপ প্রশ্ন ও ইহার এরূপ উত্তর হইত না। "প্রণাম মারিয়া কৃপাএ পুর্ণিত" পংক্তিটি মানোএলের ব্যাকরণে একটি সূত্রের উদাহরণরূপেও উদ্ধৃত হইয়াছে। "O Exemplo de 'purnit' está na Ave Marıa em Bengalla : V. G. 'Pronam Maria Crepae Purnit.'" আভেমারিযার বাঙ্গালাতে পুর্ণিত-এর দৃষ্টান্ত আছে, যথা—"প্রণাম মারিয়া কৃপাএ পুর্ণিত।'[৬] প্রার্থনাটি মানোএলের অনুবাদ হইলে এইভাবে তিনি ইহা লিখিতেন না। ইহা পুর্বাবধিই প্রচলিত ছিল। ইহার মূল প্রায় দুই হাজার বছরের পুরাতন লাতিন 'Ave Maria' প্রার্থনা।

মানোএলের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বলিয়া এই গানগুলিকে আমরা মানোএলের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ইহাদের সবগুলিই গ্রন্থকর্তার রচনা। এমনও হইতে পারে, পুর্বাবধি কোন খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত তিনি গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছেন মাত্র, রচনা করেন নাই। 'প্রণাম মারিয়া কৃপাএ পুর্ণিত' পদটি এই শ্রেণীর। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ইহারা ইউরোপীয়ের রচিত, বাঙ্গালী-খ্রীষ্টানের নয়। প্রমাণ ইহাদের রচনাভঙ্গী। 'পড়ন শাস্ত্র নিরালা' কৃপার শাস্ত্রের একটি বিশেষ অধ্যায়।[৭] ইহাতে গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত গানগুলিই পৃথক করিয়া আর একবার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে গানগুলির গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কুপার শাস্ত্রের সহিত মুদ্রিত খ্রীষ্টীয় পদগুলির পর বেন্তো দে সিভেস্ত্রের প্রার্থনামালার উল্লেখ পাইতেছি। মুদ্রণকাল ১৭৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। নামোল্লেখ ছাড়া এই প্রার্থনামালার কোন প্রার্থনা-গান আবিষ্কৃত হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতের এই প্রাচীন যুগটি অতিক্রান্ত হইলে ইহার নূতন অধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উন্মোচিত হইল। ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছেন।

টমাস বাঙ্গালাদেশে আসিয়া রামরাম বসুকে তাঁহার মুন্সী নিযুক্ত করেন এবং বাঙ্গালা লিখিতে থাকেন। এই সময় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে টমাসের মুন্সী থাকা কালে রামরাম বসু একটি খ্রীষ্টীয় পদ[৮] রচনা করিয়াছিলেন। এই গানটি টমাস ইংল্যণ্ড প্রত্যাবর্তনের সময় লইয়া যান এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে কেরী যখন মদনাবাটীতে তখন রামরাম বসুর নিকট তিনি ও জন ফাউণ্টেন ইহার সুর শুনিয়া স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রকাশের জন্য ইংল্যণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। এইভাবে বাঙ্গালীর রচিত প্রথম খ্রীষ্টীয় পদ ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া স্বরলিপিসহ বিদেশে মুদ্রিত হইয়াছিল। গানটির সহিত তিনজন মিশনারী—টমাস, কেরী ও ফাউণ্টেনের নাম জড়িত, ইহাই ব্যাপটিষ্ট মিশনারীর* প্রকাশিত প্রথম খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত। অখ্রীষ্টান বাঙ্গালী কর্তৃক রচিত ইহাই প্রথম খ্রীষ্টীয় পদ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সঙ্কলিত প্রায় সমস্ত পদসংগ্রহ গ্রন্থে এই গানটি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। আমরা নীচে গানটির[৯] প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করিলাম:

ভজনের সুর—ঠুংরী

"কে আর তারিতে পারে
লউ জিজহ ক্রাইষ্ট বিনা গো?
কে আর তারিতে পারে গো
হেদে আর কে তারিতে পারে গো
—পাতক সাগর ঘোরে—
প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বিনা গো?
হেদে সেই মহাশয় ঈশ্বর তনয়
পাপীর ত্রাণের হেতু।

ওমন তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন
পার হবে (হেদে মন পার হবে)
ভব সেতু গো।"

রামরাম বসু, ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

আব একজন বাঙ্গালীর নাম এই অনুসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতি প্রাচীন-কালের খ্রীষ্টগীতের "অন্ততঃ একটি আমাদের সময় পযন্ত পঁহুছিয়াছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বা তৃতীয় শতাব্দীর আরম্ভে মিশর দেশের আলেকসান্দ্রীয় মণ্ডলীর পাষ্টর ক্লীমেন্ত গ্রীক ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক লিখেন। তন্মধ্যে 'পেডাগোগ্স' অর্থাৎ 'শিক্ষক' নামক পুস্তকের শেষে একটি গীত পাওয়া যায়। গীতটি ১৭০০ বৎসর পূর্বে বিরচিত হইযাছিল।"[১০] এই গানটির ভাবানুবাদ মথুরানাথ নাথ নামে একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। গানটির প্রথম স্তবক তুলিয়া দিলাম।

"কিশোর গনের পালক।
প্রেম ও সত্যের চালক।
জীবন বান্ধব।
খ্রীষ্ট জয়ী রাজন। করি তব কীর্ত্তন,
আনি এ শিশুগণ, করিতে স্তব।"[১১]

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা একটি প্রেস সংগ্রহ করেন কিন্তু তখনই ইহাতে কোনো কাজ আরম্ভ হয় নাই। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ বাঙ্গালায় কয়েকটি খ্রীষ্টসঙ্গীত ছাপাইয়া ছাপাখানার কাজ আরম্ভ হয়। কোন্ গানগুলি শ্রীরামপুরের ছাপাখানার বাঙ্গালা মুদ্রণের প্রথম স্বাক্ষর বহন করিতেছে তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই। ইহার পর ১৮০০, ১৮০২ ও ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি গীতসঙ্কলন শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্কলনটির সঙ্কলয়িতা ছিলেন ওয়ার্ড। "ওয়ার্ড সাহেব সেই বৎসরের যে কার্যবিবরণী লিখেন, তাহাতে ৫ই মার্চ তারিখে লিখিত এই কথা পাওয়া যায় 'আমরা বাঙ্গালায় ক্ষুদ্র পুস্তক্যাকারে তেইশটি গীত প্রকাশ করিলাম'।"[১২] গানগুলি কিভাবে গীত হইত তাহার একটি কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনা টমাস দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'ঐদিন প্রাতঃকালে, সহরের যেস্থানে চারিটি রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে সেখানে আমি, মার্শম্যান ও কেরী নিজেদের স্থান বাছিয়া লইয়া আমাদের প্রার্থনাগীত শুরু

করিলাম। সহরের লোকেরা ঘর হইতে দেখিতে লাগিল তিনজন সাহেব হঠাৎ রাস্তায় গান আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কৌতূহল জাগিল। আমাদের গীতগুলি সংগ্রহ করিতে তাহারা অধীর হইল, আমরা অনেক গান বিতরণ করিলাম।'[১৩] তেইশটি সঙ্গীতের এই পুস্তিকা এখন পাওয়া যায় না। তবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত 'যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' গ্রন্থের প্রথম অংশে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ডের কুড়িটি গান আছে। আমরা মনে করি, ইহারা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের গীতসঙ্কলনের তেইশটি গানের কুড়িটি। অনুমানের কারণ এই যে, আমরা যতগুলি গীতসঙ্কলন পাইয়াছি, তাহার সর্বত্রই নূতন কিছুসংখ্যক গানের সহিত পূর্বে প্রকাশিত গীতসংগ্রহের সঙ্গীত সঙ্কলিত হইতে দেখিতেছি। এই জাতীয় সঙ্কলনগ্রন্থের ইহাই ধর্ম-বৈশিষ্ট্য।

যে সকল খ্রীষ্টীয়-গীত-সঙ্কলন এখন পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের প্রাচীনতমটি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত। ইহার রচয়িতা পাদ্রী জন চেম্বারলেন। 'পরমেশ্বরের স্তুতি সর্বস্থানে করা যাউক'[১৪]—এই উদ্দেশ্যে ইহার রচনা। খ্রীষ্টীয় গীত-সংহিতা হইতে ইহার আঠারোটি সঙ্গীত বাঙ্গালায় অনূদিত, বাকীগুলি রচয়িতার নিজের রচনা বা ইংরাজী সঙ্গীতের চেম্বারলেনকৃত বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থের গীত সংখ্যা ১৫৫। গানগুলি ইংরাজী স্বরে গেয়।

ইহার প্রায় ছয়-সাত বৎসর মধ্যে খ্রীষ্টসঙ্গীতের কোনো সংস্করণ পাওয়া যাইতেছে না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস হইতে বিখ্যাত 'যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' নামক সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের গুরুত্ব দ্বিবিধ। ইহাতে কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের কুড়িটি গান পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এবং সর্বপ্রথম এই গ্রন্থটিতেই বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের রচিত ভারতবর্ষীয় স্বরে গেয় গান সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে একজন ইংরাজ পাদ্রী লিখিয়াছেন: "এই পুস্তক তিন ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ বাস্তবিক নূতন পুস্তক নয়, চেম্বারলেন সাহেবের গীতপুস্তকের নূতন মুদ্রাঙ্কন মাত্র। প্রথম ভাগে ২০টি গীত, এই গীতগুলি টমাস, কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড—এই চারি মহাত্মার রচিত। তৃতীয় ভাগ এদেশীয় খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতমালার উৎসস্বরূপ। এই ভাগে ভারতবর্ষীয় স্বরে দেশীয় গীত রচয়িতাদের ১২৭টি গীত পাওয়া যায়। এই সকল গীতের কতকগুলি শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনো কোনোটি চিরস্থায়ী।"[১৫]

পাদ্রী জন থিওফিলস্ রেকার্ড ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'গীতপুস্তক' প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের বাহিরে প্রকাশিত ইহাই প্রথম খ্রীষ্টীয় গীতসঙ্কলন গ্রন্থ। কলিকাতা চার্চ মিশন প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে সঙ্কলন ও পূর্ববর্তী গীত রচয়িতাগণের ২১৩টি গান আছে, তাহার মধ্যে ১৪১টি ইংরাজী স্বরে, ৭২টি বাঙ্গালা স্বরে গেয়। ইতিমধ্যে 'খ্রীষ্টান ট্রাক্ট সোসাইটি' স্থাপিত হইলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সোসাইটি কর্তৃক 'ধর্মনীতি' নামে একটি পৃথক সঙ্কলন প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের সব গানগুলিই বাঙ্গালা স্বরে গেয়। সঙ্গীত সংখ্যা ১৫৭, রচয়িতা সকলেই বাঙ্গালী খ্রীষ্টান। ইহার অনেকগুলি গানই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের 'যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ হইতে উদ্ধৃত।

ইহার পর জর্জ পিয়ার্স একটি 'ধর্মগীত' প্রকাশ করিলেন। আমাদের আলোচ্য যুগের ইহাই সর্বশেষ খ্রীষ্টীয়পদসংগ্রহ। উইলিয়ম কেরী তাঁহার 'ধর্মগীত' গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন "১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ দেশস্থ সম্মিলিত বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী সমূহের অনুরোধে পাদ্রি জর্জ পিয়ার্স সাহেব 'ধর্মগীত' নামে আর একখানি গীতি-পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে ন্যূনধিক তিন শত গান, এবং ইংরেজি ও বাঙ্গালায় প্রত্যেক গীতের উপরে বিষয়ানুযায়ী নাম ছিল। এই পুস্তকের একখানিও আর পাওয়া যায় না। ১৮৬০ সালে পিয়ার্স সাহেবের যত্নে এই গীতের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে ৪০টি নূতন গীত সন্নিবেশিত ও কয়েকটি পুরাতন গীত নিষ্কাশিত হয়। এই পুস্তকে সংগ্রহ কর্তার নিজের ৭২টি গীত পাওয়া যায়।"[১৬] লেখকের এই উক্তি সর্বাংশে ঠিক নহে। জর্জ পিয়ার্সের 'ধর্মগীত' ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া লেখকের অভিমত। তিনি গ্রন্থটি দেখেন নাই এবং কোথায় এই তারিখটি পাইয়াছেন তাহাও বলেন নাই। তবে আমরা ইহার একটি প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'এই পুস্তকের একখানিও আর পাওয়া যায় না' আমরা কিন্তু ইহার একখানি আবিষ্কার করিয়াছি। গ্রন্থটির নামপৃষ্ঠায় "Printed for the Associated Baptist Churches in Bengal,/at the Baptist Mission Press./1846" রহিয়াছে।[১৭] কিন্তু এই পৃষ্ঠার পূর্বে একটি সাদা পৃষ্ঠায় কালিতে "J. Wenger,/a token of affection/from the/Rev. G. Pearce/Dec' 23rd 1845" লেখা রহিয়াছে। গ্রন্থকর্তার স্বাক্ষরিত এই গ্রন্থটি ১৮৪৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তবে ছাপাতে ১৮৪৬

খ্রীষ্টাব্দ আছে। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত আরও দুই একটি গ্রন্থে এরূপ প্রকাশকাল-বিভ্রাট দেখা যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নিউ টেষ্টামেণ্ট বা ধর্মপুস্তকটিই মূল গ্রীক হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত প্রথম বাইবেল গ্রন্থ। গ্রন্থটির ইংরাজীতে ছাপা আখ্যাপত্রে মুদ্রণকাল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।[১৮] আমরা জর্জ পিয়ার্সের গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরই ধরিতেছি, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ নয়। পিয়ার্সের গ্রন্থটিতে সব মিলিয়া ৩০৬টি গীত আছে। ইউরোপীয় পাদ্রীদের মধ্যে এ. মস. সাটনের পাঁচটি, চেম্বারলেনের ষোলটি, ডঃ কেরীর চারটি, মার্শম্যানের একটি, সিল-ভেসটার বেরিইরো'র একটি এবং পিয়ার্সের পয়তাল্লিসটি গান আছে। বাকী গানগুলি রামকৃষ্ণ, কালাচাঁদ, তারাচাঁদ, বাঙ্গালী, হরি, প্রাণকৃষ্ণ, পতিত, য়াকুব মণ্ডল, চাটিগাঁর বৈরাগী, ইন্দ্রনারায়ণ, রামনারায়ণ, গঙ্গারাম মণ্ডল, রাধামোহন, জয়নারায়ণ ও যোহান নামক বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের রচিত। প্রতিটি গানের শেষে রচয়িতার সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক নাম আছে। গ্রন্থশেষে এই সাঙ্কেতিক অক্ষর-গুলিতে যে যে নাম বোঝায় তাহাও বিবৃত হইয়াছে।[১৯]

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির নূতন একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার ওয়েঙ্গার 'ধর্মগীতে'র নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। ইহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার ৪৪৮টি গানের মধ্যে ৬০টি ইংরাজী সুরে গেয়। প্রত্যেক গানের শীর্ষদেশে পুর্ব পুর্ব সঙ্কলন গ্রন্থে বিষয় অনুযায়ী সঙ্গীত শ্রেণীর নাম লেখার রীতি এই গ্রন্থে পালিত হয় নাই। কয়েকটি গানের মাথায় রাগিনী ও তালের নির্দেশ আছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দেই একজন মুসলমান খ্রীষ্টধর্মান্তরিত সঙ্গীতজ্ঞের "সামপুস্তক ও পরমেশতত্ত্বগীতা" নামক সঙ্গীতসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। সঙ্কলয়িতার নাম মুন্সী আজিজ বারি। ইহার পর এই শতাব্দীতে আরও অনেকগুলি খ্রীষ্টীয় গীতসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পাদ্রী নৃপালচন্দ্র বিশ্বাসের 'গীতসংগ্রহ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বেই 'পুরাতন ও নূতন ধর্মগীত' নামক আর একটি খ্রীষ্টীয় পদসংগ্রহ "আঙ্গলিকান মণ্ডলী"র জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থটির মূল নৃপালচন্দ্রের 'গীতসংগ্রহ'। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেই বরদাচরণ ঘোষের সম্পাদনায় ৫৪৫টি গীতসম্বলিত একটি নূতন ধর্মগীত প্রকাশ পাইল, ইহাতে পাদ্রী আর. পি.

গ্রীভসে'র প্রায় আশীটি গান সঙ্কলিত হইয়াছিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পুর্বেই ছোটো-বড় সব মিলিয়া প্রায় কুড়িটি 'ধর্মগীত' প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় আটটি গ্রন্থ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাঙ্গালা খ্রীষ্টসঙ্গীতসংগ্রহ গ্রন্থের ইহাই বিস্তৃত ইতিহাস। আমরা গ্রন্থ বিবরণীর পর প্রয়োজনানুসারে ইউরোপীয় রচিত গান ও কবিতা উদ্ধৃত করিব। উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্মণসমাজে সংস্কৃতভাষায় খ্রীষ্টীয় সংবাদ পরিবেশনকার্যেও মিশনারীগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হিব্রু হইতে সরাসরি সংস্কৃতে অনেক গান অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।[২০]

ইউরোপীয় রচিত সঙ্গীত গ্রন্থের বিবরণ ॥

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ ॥

১। পাদ্রী ইগনাতিয়াস গোমেস, মানোএল সারয়ভা এবং মার্কস সানটুচ্চি 'প্রার্থনা গীত' রচনা করিয়াছিলেন।

'Father Marcos Antonio Santucci, S. J., the Superior of the Mission among these Bengali converts between 1679 and 1684, wrote from Nolua Cot to the Provincial of Goa on January 3, 1683 : 'The Fathers Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself have not failed in their duty : they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers ; they have translated the Christian Doctrine [Doutrina Christa or Catechism] etc, nothing of which exists until now !'[২১]

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ॥

২। কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ, মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও রচিত। গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ পুর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার সঙ্গীতগুলিও উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থটির "পড়ন শাস্ত্র নিরালা" অধ্যায়ে গানগুলি সন্নিবিষ্ট।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ॥

৩। প্রার্থনামালা। বেস্তো দে সিভেস্ত্রে। ইহার কোনো গীত কোনো সঙ্কলনগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই বা পুস্তিকাটি এখন আর পাওয়া যায় না।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ॥

৪। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রেস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়টি বাঙ্গালা খ্রীষ্টগীত মুদ্রিত হইয়াছিল, সেই গানগুলি পাওয়া যায় না। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে যে তেইশটি গীত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের কোনো কোনোটি বা রামরাম বসুর "কে আর তারিতে পারে লর্ড জিজজ ক্রাইষ্ট বিনা গো" গীতটি সম্ভবতঃ এই সময় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ ॥

৫। ওয়ার্ডের বিবরণী হইতে প্রাপ্ত তেইশটি খ্রীষ্টপদ সম্বলিত গীতসংগ্রহ। গ্রন্থাকারে ইহা পাওয়া যায় নাই। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও টমাসের যে কুড়িটি গান ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গীতসংগ্রহের প্রথমাংশে আছে, অনুমান এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি হইতেই সেগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ ॥

৬। "গীত / যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে / গান করিবার কারণ / যোহন চাম্বরলাইন কর্ত্তৃক রচিত। / পরমেশ্বরের স্তুতি সর্ব্বস্থানে করা যাউক / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮১০"—গ্রন্থের নামপৃষ্ঠা।

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র গানগুলি বাদ দিলে গ্রন্থাকারে প্রাপ্ত ইউরোপীয়ের ছন্দোবদ্ধ রচনার ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন। গীতসংখ্যা ১৫৫, এই গানগুলিই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের 'যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' গ্রন্থে দ্বিতীয় ভাগে পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে থিওফিলস রেকার্ড ও ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ পিয়ার্স সঙ্কলিত খ্রীষ্টগীত-সঙ্কলনদ্বয়ে চেম্বারলেনের অনেক গান এই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। রেকার্ড-সঙ্কলনে সংগৃহীত গানে রচয়িতার নাম নাই, পিয়ার্সের 'ধর্মগীত' গ্রন্থে চেম্বারলেনের ১৬টি গান আছে, এবং ইহাদের প্রত্যেকটির নীচে চেম্বারলেনের নাম আছে। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের পর যে কয়টি গীতসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সব কয়টিতেই চেম্বারলেনের 'গীত' গ্রন্থ হইতে কিছু না কিছু গান সংগৃহীত হইয়াছিল। কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধর্মগীত' নামক বহুল প্রচলিত গ্রন্থটিতেও শত বৎসরের প্রাচীন চেম্বারলেন-গীত হইতে একটি গান (সংখ্যা ২২) উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ ॥

এই খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গীতসংগ্রহের নামপৃষ্ঠা: "যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয়। গীত। / তাহার তিনভাগ। / প্রথম ইংগ্রণ্ডীয় স্বর। / দ্বিতীয় চাম্বর্লিন সাহেবের গীত। / তৃতীয় বাঙ্গালি স্বর। /

আমি মনের সহিত আত্মাতে গীত গাইব। /

প্রথম করিন্তী ১৪ পর্ব্ব, ১৫ পদ। /

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮১৮। /"

এতদিন পর্যন্ত যে সকল গীত ব্যাপটিষ্ট মিশন, শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়াছিল তাহার প্রায় সবগুলিই ইহাতে আছে বলিয়া এই সংগ্রহ-গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। প্রথমভাগে কেরীর ও মার্শম্যানের প্রত্যেকের যথাক্রমে ৯টি ও ৯টি এবং ওয়ার্ড ও টমাসের প্রত্যেকের একটি করিয়া সর্বশুদ্ধ কুড়িটি[২২] গান আছে। দ্বিতীয়ভাগে চেম্বারলেনের ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থটির ১৫৫টি গীত এবং তৃতীয়ভাগে খ্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙ্গালী কবিগণের ১২৭টি গীত সংযোজিত হইয়াছে। একত্রে সঙ্গীতসংখ্যা ৩০২টি। তৃতীয়ভাগ ভারতবর্ষীয় সুরে এবং প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ 'ইংগ্রণ্ডীয় স্বরে' গেয়।

বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে কৃষ্ণপাল, কাঙ্গালী, তারাচাঁদ দত্ত, শ্যামপ্রিয় ও রামপ্রিয় প্রধান। এই গ্রন্থের তৃতীয়ভাগের প্রথম গীতটি রামরাম বসু রচিত। ইহাই টমাস কর্তৃক ইংল্যাণ্ডে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহারই স্বরলিপি কেরী ও ফাউনটেন কর্তৃক রচয়িতার মুখ হইতে শুনিয়া লিপিকৃত এবং ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তদবধি এই গানটি সকল খ্রীষ্টীয়-গীত-সঙ্কলন গ্রন্থেই স্থান পাইয়া আসিতেছে। গানটির কিয়দংশ আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই গ্রন্থেই বাঙ্গালী-খ্রীষ্টান গানের প্রথম খ্রীষ্টীয়-গীত সংগ্রহ প্রকাশিত ও কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড-টমাসের সম্মিলিত গীতগুলি একত্রে পৃথক করিয়া প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল—এইরূপভাবে এই গানগুলি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

এই গ্রন্থ হইতে ইউরোপীয়দের প্রতিনিধিস্থানীয় কতকগুলি রচনা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করিলাম।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ ॥

কলিকাতা চার্চমিশন প্রেস হইতে থিওফিলস্ রেকার্ডের গ্রন্থটি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নামপত্র নিম্নরূপ—

"গীতপুস্তক / বঙ্গদেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর নিমিত্তে / ইংরেজী স্বরে ও বাঙ্গালস্বরে রচিত / কলিকাতায় / চাচমিশন ছাপাখানায ছাপা গেল / ইং শন ১৮২৬ শাল / Hymns / for the use of / Native Christians / In English and Bengali Metres / Calcutta / Printed at the Church Mission Press / 1826"—পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১৬।

গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহার প্রস্তাবনা অংশটি 'আভাষ' নাম দিয়া প্রকাশিত। ইহার শেষে সঙ্কলয়িতার নামের দুটি অক্ষর টি. আর. মুদ্রিত রহিযাছে, সম্পূর্ণ নাম জন থিওফিলস্ রেকার্ড।

ইহা একটি সংগ্রহ গ্রন্থ, ইহাতে ইংরাজী সুরের ১৪১টি ও বাঙ্গালা সুরের ৭২টি গান আছে। কোন্ গান কাহার রচনা—ইহার নির্দেশ নাই। তবে পুর্ববর্তী সঙ্কলন গ্রন্থগুলির সহিত মিলাইয়া দেখা গিযাছে যে পূর্ববর্তী সকল রচযিতার সঙ্গীতই ইহাতে কিছু কিছু আছে। সঙ্গীতগুলিতে রচযিতার নামোল্লেখ না থাকায সঙ্কলকের রচনা বলিযা কোনো গানকে চিহ্নিত করা যাইতেছে না।

প্রস্তাবনা 'আভাষ' অংশটিতে রেকার্ড খ্রীষ্টীয গীত সম্বন্ধে গদ্যে কিছু লিখিয়াছেন। লেখকের গদ্য রচনার নমুনা হিসাবে ইহার কিযদংশ উদ্ধৃত হইল।

"পরমেশ্বরের স্তব গান করা সমস্ত লোকের অত্যাবশ্যক কর্ম যেহেতু তিনি সকলেরি স্থষ্টির ও প্রতিপালনের ও পবিত্রাণের কর্ত্তা আছেন, যাঁহার দয়াতে আমরা সকলেই প্রতিদিন বিস্তর২ মঙ্গলপ্রাপ্ত হই।...আমার প্রার্থনা এই যে, পরমেশ্বর যেন এই গীতে আপন আশীর্ব্বাদ দিয়া সকললোকের গ্রাহ্য করান ও তাতে অনেকের যেন উপকার ও সন্তোষ হয। পরন্তু সকলকে ঈশ্বরের এই কথা স্মরণ করাইতেছি, যে, মনের সহিত গান করিতে হয়, নতুবা অন্তঃকরণের প্রবোধ ও সান্ত্বনা জন্মে না, অতএব খ্রীষ্ট বিষয় গান করাতে কৌতুক বিষয়ে কিম্বা মিষ্ট স্বরে কেবল মনোযোগ করিলে দোষ হয় এবং আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় না। T. R."[২৩]

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থটির অন্য কোনো সংস্করণ হয় নাই, ইহার পরেও ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল এরূপ কোনো সংবাদ মিলে নাই।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ ॥

জর্জ পিয়ার্সের 'ধর্মগীত' এই খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠা হইতে জানা যাইতেছে। নামপৃষ্ঠা নিম্নরূপ—

"ঈশ্বরের আরাধনার্থে নূতন সংগৃহীত / ধর্ম্মগীত / ঈশ্বরের তাবৎ পৃথিবীর রাজা, / তাঁহার উদ্দেশে বিবেচনা করিয়া গান কর / গীত ৪৭.৭ / আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে গান করা উত্তম / এবং তাঁহার প্রশংসা করা মনোহর ও উপযুক্ত / গীত ১৪৭.১ /

A / New Selection of Hymns / for Divine woıship / Calcutta. 1846 /"

এই গ্রন্থটিতে ইউরোপীয় ও বাঙ্গালী খ্রীষ্টান—উভয়ের রচনাই আছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে সংগ্রাহকের গীতই সর্বাধিক। প্রতিটি গানের শেষে নামের আত্মক্ষর দিয়া রচয়িতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। গীত সংখ্যা ৩০৬, তন্মধ্যে ইউরোপীয় পাদ্রীদের রচনা ৭১টি,[২৪] বাকীগুলি রামকৃষ্ণ, কালাচাঁদ মণ্ডল, তারাচাঁদ দত্ত, কাঙ্গালী, হরি, প্রাণকৃষ্ণ, পতিত, য়াকুব মণ্ডল, চাটিগাঁর বৈরাগী, ইন্দ্রনারায়ণ, রামনারায়ণ, গঙ্গারাম মণ্ডল, রাধামোহন, জয়নারায়ণ ও যোহান—এই ষোলজন দেশীয় খ্রীষ্টান কবির রচনা। ইউরোপীয় ও দেশীয় খ্রীষ্টানদের রচনাগুলি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রন্থটির মত পৃথক পৃথক অধ্যায়ে মুদ্রিত না হইয়া বিষয় অনুযায়ী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থশেষে "গীত-রচকদিগের সাঙ্কেতিক ও স্পষ্ট নাম" নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই পদসংগ্রহে ইউরোপীয়দের রচনা বলিয়া নির্দেশিত দুইটি গানে পিয়ার্স রচয়িতার যে নাম নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ভুল। ১০৬ সংখ্যক গানটিকে কেরীর রচনা বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা রামরাম বসু রচিত সেই বিখ্যাত খ্রীষ্টভজনটির, যাহা টমাস কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই আঠারোটি পংক্তি। মূল রচনার প্রথম দুইটি পংক্তি এবং প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক ইহাতে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া গৃহীত হইয়াছে। ১৪৮ সংখ্যক গীতটিকে পিয়ার্স চেম্বারলেনের রচনা বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা কেরীর রচনা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গীতসঙ্কলনে কেরীর নামে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। "যিশু-খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত", প্রথম ভাগ, পঞ্চম সংখ্যক গীত। এই গানটি

মূলে চল্লিশ পংক্তির, চেম্বারলেনের নামে ইহার চল্লিশটি পংক্তি কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দটি গ্রন্থ মুদ্রণকালে প্রকাশিত হইবার আনুমানিক কাল ধরিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পরে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরেই ইহা প্রকাশিত হয়। সংগ্রাহকের লিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভূমিকায় নামের আদ্যক্ষর জি. পি. মুদ্রিত হইয়াছে, কোনো তারিখ নাই। নামপৃষ্ঠার আগে একটি সাদা পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ইহা ওয়েঙ্গারকে উপহার দিতেছেন—কালিতে স্বাক্ষর ও তারিখযুক্ত, এরূপ একটি লেখা আছে। তারিখ ১৮৪৫, ২৩শে ডিসেম্বর। ইহা দেখিয়াই আমরা গ্রন্থ প্রকাশকাল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরিতেছি। উপহার-পত্রটি আমরা পুর্বে তুলিয়া দিয়াছি।

ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ইহার দুইটি ভূমিকায় সংগ্রাহক গীতগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভূমিকাটি ইংরাজী ভূমিকারই অনুবাদ। ইহাতে লেখকের বাঙ্গালা গদ্যে কিরূপ দখল ও অনুবাদে কেমন হাত ছিল জানা যাইবে। আমরা ভূমিকা দুইটির কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"The present collection of hymns has been prepared at the request of the Associated Baptist Churches in Bengal; a new Hymn Book having been long felt to be much needed. In carrying out this design, all the hymns which were procurable, whether in print or in manuscript amounting to several hundreds, have much labour and care been examined and the best of them according to the compiler's judgement, selected for this work. To these have been added a number of hymns from his own pen, chiefly translations of English hymns or paraphrases of passages of Scripture."[২৫]

"অনেক দিনাবধি নানা কারণে নূতন ধর্ম্মগীত পুস্তকের আবশ্যক হওয়াতে বঙ্গদেশস্থ অবগাহিত মণ্ডলীর বার্ষিক সভার ইচ্ছাক্রমে এই পুস্তকের সংগ্রহকর্ত্তার প্রতি তৎকর্ম নির্বাহের ভারার্পন হইলে সংগ্রহকর্ত্তার অনেক মনোযোগ ও পরিশ্রম পুরঃসর পুর্বকালীন বহুসংখ্যক মুদ্রাঙ্কিত ও হস্তলিখিত গীত পরীক্ষাপুর্বক তন্মধ্যে আত্মবিবেচনানুসারে উত্তম২ গীত মনোনীত করিয়া এবং ইংরাজী গীত অনুবাদ

করিয়া ও ধর্ম্মপুস্তকের কোন২ স্থানের বিশেষ২ ভাব লইয়া স্বয়ং গীত রচনা করিয়া উভয় গীত সংগ্রহপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করাইলে এই পুস্তক প্রস্তুত হইল।"[২৬]

পিয়ার্স সাহেব স্বয়ং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের নূতন একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে নিজের ৭২টি গান আছে। প্রথম সংস্করণ হইতে ইহাতে পিয়ার্সের অতিরিক্ত ২৭টি ও অন্যান্য বাঙ্গালী-খ্রীষ্টানের ১৩টি গান যুক্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের বাঙ্গালী-রচিত কিছু গান ইহাতে বাদ পড়িয়াছে।

আমাদের আলোচ্য-যুগে জর্জ পিয়ার্সের এই গীত-সংগ্রহটির পর আর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

ইউরোপীয়দের রচিত ছন্দোবদ্ধ পদাবলী ॥

১। মানোএলের পূর্ববর্তী রচনা। প্রণাম মারিয়া কৃপাএ পূর্ণিত। গানটি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, পৃষ্ঠা : ৫০-৫১

২। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ : মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও, ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ; গানগুলি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, পৃষ্ঠা : ৫০-৫৫

৩। ডঃ উইলিয়ম কেরী। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত পদ, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' ইহাতে উদ্ধৃত।

১। তারণ আনন্দ দায়ক রব।
মোর কর্ণে বাজল রে।
সমস্ত পীড়ার প্রতিকার।
ও ত্রাশের নাশক সে।
পাপ অন্ধকারে ডুবিয়া।
পড়িলাম নর্কে প্রায়।
অনুগ্রহেতে উত্থিত হই।
দেখিতে সুখ অক্ষয়।
ত্রাণ জীবন দায়ক শব্দ যাউক।
সর্ব্ব পৃথিবীতে।
স্বর্গীয় লোকও যেন সব।
তন্মত গান করে।
হালিলুয়া স্তব ঈশ্বরে। গীতসংখ্যা ১।

২। দয়া কর আমার উপর।
ওহে য়িশু দয়াবান।
তুমি নরের নিস্তার কর্ত্তা।
শুন আমার নিবেদন।
আমি বড় অপরাধী।
আমার পাপের বড় ভার।
মর্ত্তে কারো শক্তি নহে।
আমার নিস্তার করিবার।
য়িশু ছাড়া কারো নহে।
শক্তি নিস্তার করিবার। গীতসংখ্যা ৫।

৩। আইস তোমরা সর্ব্ব পাপী।
য়িশু খ্রীষ্টকে কর সার।
তিনি ইচ্ছা করেন তোরদের।
সত্য ভক্তি জন্মাইবার।
য়িশু বিনা পাপির রক্ষক নাহি আর।
য়িশু দিলেন আপন রক্ত।
এবং পাইলেন মহাদুঃখ।
যেন মানুষ পূর্ণ মুক্ত।
স্বর্গে পাইবে অক্ষয় সুখ
য়িশুখ্রীষ্ট।
পাপি লোককে তরাইলেন।
যদি তোমরা মান লহ।
যদি খ্রীষ্ট না কর সার।
তবে হইতে পারে নহে
তোরদের পাপেতে উদ্ধার।
য়িশু বিনা।
আর নাই তরাইবার। গীতসংখ্যা ৯।

৪। অন্ধকারের পর্ব্বত দিয়া।
দৃষ্টি কর হে মোর মন।
সর্ব প্রতিজ্ঞা গাবিল আছে
প্রসবিতে কালের ধন।
মহাসময়
কখন হইবে ত্বদুদয়।
হিন্দু কাফর ম্লেচ্ছ সকল।
দেখুক তাহার মহাজয়।
মহাযুদ্ধ সাঙ্গ হইয়া।
কাম্বরিতে পূর্ণ হয়।
মঙ্গলাখ্যান
সংসার দিয়া জানা যাউক।
যারা অন্ধকারে বসে।
দেখুক তাহার মহাভোর।
ইস্তক পূর্ব্ব লাগাদ পশ্চিম।
প্রাতঃ দেখুক অন্ধকার।
ক্রীত উদ্ধার
হউক একালে তোমার জয়।
মহাকালের দেখা শীঘ্র।
আইস্থক ছাড়ি অনাদি ঘোর।
মঙ্গলাখ্যান সত্য বাক্য।
চলুক তোমার সমাচার।
যতদূর
খ্রীষ্টের রাজ্যের সীমা হয়।
মঙ্গলাখ্যান চল।
জীন ২ ত্যাগ না।
সবার পর কর্তৃত্ব কর।
রাজ্য বাড়ুক ছাড়ুক না।
সর্ব্ব জগৎ স্বেচ্ছাতে হউক তোমার বশ। গীতসংখ্যা ১২

৪। জোশুয়া মার্শম্যান। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত পদ, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' হইতে উদ্ধৃত।

১। ও তারক রক্ত পাতিলেন।
মোর রাজা দিলেন প্রাণ।
শত্রুরদের ত্রাণের জন্যেতে।
আঃ আপনি বলিদান।
স্রষ্টা কি আপনি তোগিলেন।
স্পৃষ্ট মনুষ্যের পাপ।
তা সুর্যের স্পৃষ্টিসাধ্য নয়।
লুকাইল নিজ প্রতাপ।
মোর সুখের অতি বড় লাজ।
তাঁর ক্রুসের দর্শনে।
মোর অন্তর স্তবে গলিত হউক
মোর নেত্র জলেতে।
হা নেত্রজল না শুধিরে।
মোর প্রেমের দেনার তার।
প্রাণ সুদ্ধ য়িশু তোমায় দেই।
আমি নাহি পারি আর। গীতসংখ্যা ২।

২। যে মরিতেছে পাপেতে।
ত্রাণার্থে সে কি করিবে।
পাপজাত অতি তাপন যার।
সে কোথা পাইবে প্রতিকার।

পাপ সত্য মোচন কিসে হয়।
কীদৃশ হৃদয় ধর্ম্ম পায়।
যার মন সব সুদ্ধ পাপময়।
পাপধ্বংসন সাধ্য শক্তে হয়।

হে য়িশু তারক তোমা বই।
পাপ মোচন কর্ম কারু নাই
তোমার পরাক্রম পুণ্যেতে।
পাপিষ্ঠ আমি নিস্তার পাই।

পাপিরা গর্বে যদি কয়।
য়িশুতে তারণ কিসে হয়।
তত্রাপি করিব বিশ্বাস।
ও হর্ষে তাকি তাহার দাস। গীতসংখ্যা ৪।

৩। ওহে য়িশু ক্ষমাবান
শুন আমার নিবেদন।
আমার নিত্য চেঁচান এই।
খ্রীষ্ট না পাইলে মরে যাই।

ধন ও মান বিরক্ত হই।
দৌলৎ সম্ভ্রম করে কি
ইহার ভোগে সন্তোষ নয়।
খ্রীষ্ট না পাইলে বিনাশ হয়।

অসীম বৈভব যদি পাই।
তবু পাপের মোচন যাই।
তোমার পদতলে রই।
খ্রীষ্ট না পাইলে মরে যাই।

প্রতি প্রাণের কর মন।
যাতে এই ভার নিবেদন।
যাতে নিত্য চেঁচান এই।
খ্রীষ্ট না পাইলে নষ্ট হয়। গীতসংখ্যা ৭।

৪। ধর্ম্ম প্রভু য়িশু হে
পাপি লোককে তারিতে।

আপন রক্ত কৈলা পাত।
উদ্ধারিতে নর অনাথ।
হিন্দুর দিগে দয়ালু হও।
শীঘ্র তাদের মন ফিরাও।
তোমার ক্ষমার সীমা নাই।
সত্যর মান তোমার ঠাঁই।
এখন পাপের সাগরে।
ডুবিতেছে সমস্তে।
তোমার ক্ষমায় হবে পার।
বিনা তারক নাহি আর।
তোমার রাজ্যের বৃদ্ধি হউক।
যেন দেবের বাংসন হয়।
সভার হৃদয়ে করাও।
তোমার কথাতে আশ্রয়। গীতসংখ্যা ১৯।

৫। উইলিয়ম ওয়ার্ডের রচিত একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। রচনাকাল ১৮০১-১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করা হয়। আমরা পদটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"হে ধর্ম্মস্থাপক তোমার ঠাই
পাপিষ্ঠ কেমন আসিবে
যার ধর্ম্ম পুণ্য মাত্র নাই।
নিজ অগ্রে কি সে দাঁড়াইবে।
মনুষ্যের দোষ অগণিত হয়।
সমুদ্র তীরের বালির ন্যায়।
তার মন ও আয়ু পাপময়।
তার শক্তি গেল অপব্যয়।
ভয়ানক ঝড়রূপ তোমার ক্রোধ
তার প্রাণের উপর পড়িবে

অশোধনীয় পাপের ভোগ
অনন্ত কাল লাগিবে।

হে নানা আশ্রিত কোথায় যাই
কে লইবে আমার পাপের ভার
পাপী কোন আশ্রয় রক্ষা পাই।
ও ঝড়ের দিন কে করে পার,।
হে ধর্ম্মনির্দোষিরদের গড।
পাপিষ্ঠের আশ্রয় কোথায় হয়।
যার পাপ অসীম এমন নর।
অরক্ষ সময় কোথায় যাই।
হে য়িশু তোমার মরণ বই
পাপ ভোগ ছাড়াইবার উপায় নাই।
সে কারণ আশ্রয় তোমার লই
জগত আশ্রয় ছাড়িয়া দিই।" গীতসংখ্যা ৮।

৬। জন টমাসের রচিত মাত্র একটি গীত মিলিতেছে। রচনাকাল ১৮০১-১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' গ্রন্থ হইতে আমরা ইহা উদ্ধৃত করিলাম।

"লাচার মোর অনেক অপরাধ
ও একেক পাপ বড়
নিতান্ত পুণ্য করি নাই
লাচার কি করিব।
য়িশুর সুসংবাদ শুনিয়া
চিন্তা কম জোর পড়ে
এ কারণ দীনহীন পাপীলোক
য়িশু নিস্তার করে।
মাফ কর আমার পাপ ঈশ্বর।
খেদযুক্ত লোক বাঁচাও।

ও মহাজন ও মহাজন।
ত্রাণকর্ত্তা আমার হও।" গীতসংখ্যা ৬।

৭। জন চেম্বারলেনের গান। চেম্বারলেনের এমন তিনটি গান আমরা উদ্ধৃত করিলাম যেগুলি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'গীত' পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর বারম্বার বিভিন্ন গীত সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

১। "ভবার্ণবের মাঝে ঘোর পাপময় কাজে
আমি পড়িয়া আছি দুরাচার জন।
হে জগৎ স্বামী কি করিব আমি
মোর কিসেতে হবে উদ্ধার
মোর পাপ অতিবাদ, মোর বাড়ে বিষাদ
হে প্রভু মোর করিও পার
বান উঠিলে বড় অনাথকে না ছাড়
না ভাসিতে দিও মোর প্রাণ।
তরঙ্গেতে তার না পারিবে আর
হে প্রভু মোর করিও ত্রাণ।
এই দেখিলে পাঁথার কি করিবে সাঁতার
মোর অন্তরে ভরিল ভয়।
মোর যত্ন যত তায় ডুবিলাম তত
হে য়িশু মোর দিও আশ্রয়।"
য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত—পৃষ্ঠা ১১৬।

২। "জগৎ মাঝে যত লোক
ছোট কিম্বা বড় হউক
আইস সর্ব্ব করি গান
য়িশু খ্রীষ্টে পরিত্রাণ।
ধন্য বল য়িশু নাম।
স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্ব ধাম।
অতি উত্তম তাহার স্তব।
য়িশু জয় জয় কারী রব।"
য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত—পৃষ্ঠা ১৫৭।

৩। "ধর্ম্মাত্মা ও পিতা ও সুত
এতিন কেবল একি অদ্ভুত।
তিনে এক একে তিন এ প্রকার
পরমেশ্বর তত্ত্ব অপার।
এ নাম সর্ব্ব জগতে হউক।
তাঁহার কীর্ত্তন গান করিতে লোক
এ সত্যতা ব্যাপিবে ধাম
সর্ব্বত্র য়িহুহা এক নাম।"

য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত—পৃষ্ঠা ১৬২।

৮। জর্জ পিয়ার্সের রচনা আমরা ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বে পাইতেছি না। তাঁহার 'ধর্ম্মগীত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই (প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার রচনার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। 'ধর্ম্মগীত' হইতে আমরা দুইটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

১। দোষে ভারগ্রস্থ আর পায়্যা নানা ভয়,
লইতেছি ওহে প্রভো তোমাতে আশ্রয়।
তব শাস্ত্র বিনা অন্য স্থানে নাহি প্রাণ,
প্রত্যাশাতে পূর্ণ হয়্যা করি দৃঢ় জ্ঞান॥

পিতৃদত্ত দয়াগ্রস্থ অতুল্য উপায়
তাহা বিনা মম দুঃখ কে আর ঘুচায়।
তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা সদৃশ দর্পণ।
তাহাতে সর্বদা দেখি তারক বদন।

ধর্মগ্রস্থে আছে বহু আশ্চর্য বিধান
বহুমূল্য রত্নাকর ক্ষেত্রের সমান।
সেই রতন লাভে যতন করে যেই জন
জ্ঞানিরূপে গণ্য হয়, পায় ত্রাণ ধন।

পাপে কুপিপাসা যত জন্মে অনুক্ষণ,
ধর্মগ্রস্থ নদীর জলে হয় নিবারণ

তাহা উত্তম বৃক্ষ যুক্ত স্বরূপ উদ্যান
তার ফল যেই খায় পায় অমর প্রাণ ॥

মানব বুদ্ধিতে যাহা স্থির নাহি হয়
ধর্মপুস্তক ব্যক্ত করে তাহা সমুদয়
তিমিরে অমৃতভবে কথিত পুস্তক,
অনন্তায়ু দাতা আর পথ প্রদর্শক ॥

মহান ঈশ্বর তুমি নিজ বিধিমতে
বিচলিত মম পদ রাখ সত্য পথে।
ইতে সুখকর তব পথেতে প্রস্থান
করিয়া পাইব আমি সুদুর্লভ প্রাণ।

ধর্ম্মগীত—গীতসংখ্যা ২।

২। ওহে যীশু বাক্য কর সম্পূরণ,
তিমির নাশি দীপ্তি দিয়া তার জগজ্জন।

ভাবি বাক্য শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর গৃহ শেষকালে
সর্বাপেক্ষা উচ্চাচলে হইবে স্থাপন।

সর্বজাতি বহু নরে, ধর্মবিধি পাইবারে,
করিবেক বেগ ভরে তারে আরোহন।

অন্যের প্রতি সবিনয়ে করে তারা সে সময়ে
সঙ্গে চল প্রভুর গৃহে পাইবে তারণ।

সেথা গেলে ধর্মনাথ, শিক্ষা দিবেন নিজপথ,
তাহার বশে থাকি মোরা পাব বিমোচন।

দেখ কিবা সুবিচার, বিস্তার হৈলে বাক্য তার
হিংসা ত্যজি পরস্পর করে সম্মিলন।

কেহ তখন কার প্রতি, না করে অপকৃতি
যুদ্ধ অস্ত্র ভাঙ্গি হাল করয় গঠন ॥

ধর্ম্মগীত—গীতসংখ্যা ৪৭।

৯। এ. মস সাটন 'নামক' এক পাদ্রীর রচিত একটিমাত্র গান পাওয়া গিয়াছে। গানটি পিয়ার্সের 'ধর্ম্মগীত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ হইতে আমরা উদ্ধৃত করিলাম। রচনাকাল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যায়।

মহাপ্রভু মহাশ্চর্য্য তোমার সকলি কার্য্য
দেখি মনে জন্মায় সন্তোষ।
কিন্তু তব দয়া জ্ঞান বল বুদ্ধি যত গুণ
ধর্ম্মপুস্তকেতে সুপ্রকাশ।

সূর্য-চন্দ্রাদি নক্ষত্র সদাভ্রমে সর্বক্ষেত্র
দেয় নিত্য নানা উপদেশ।
তোমায় ধর্মের বাক্য সুশিক্ষা দেয় প্রত্যক্ষ
কিসে মম স্বর্গেতে প্রবেশ।

ক্ষেত্র দিতেছে ভোজন কিন্তু তব ধর্মজ্ঞান
আত্মার ভোজনাদি জন্মায়।
তাহাতে সন্তোষমন ধনগৌরব জীবন
অমর তব ফল উপজায়।

ইহাতে ধর্মজ্ঞা শিখি, 	ইসে মম দোষ দেখি
মিলয়ে অপূর্ব উপদেশ
খ্রীষ্ট কিবা কর্ম কৈলেন 	মম হেতু প্রাণ দিলেন,
অতি প্রেম করিলেন প্রকাশ।

তেঁই এই ধর্মবাণী 	আমি ভাল মনে জানি
শিরে হুয়্যা করিব আদর
দিবসেতে করি গান 	রাত্রিতে শয়নে ধ্যান
মোর মন সদা তুষ্টি কর।

পিয়ার্সের 'ধর্ম্মগীত'—গীতসংখ্যা ৪।

১০। সিলভেস্টার বেরিইরো নামক অপর একজন পাদ্রীর একটিমাত্র পদ মিলিতেছে। ইহা পিয়ার্সের 'ধর্ম্মগীত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ হইতে আমরা উদ্ধৃত করিলাম। রচনাকাল অনূ্যন ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

যিহুহ দিয়াছিলেন, পুন লইয়েছেন,
তাহে মোদের খেদ কি আছে ?
আপন বস্তু আপনি লইয়েছেন।
যাহা বলি আমার আমার অধিকার নহে কাহার
যত দেখি তাঁহার, শাস্ত্রে প্রমাণ দিয়াছেন।
নরের অবস্থা যত, সকলি তাঁহারি কৃত
ধর্ম্মগ্রন্থে আছে ব্যক্ত, তিনি অভিমত করেয়েছেন।
এখন মোদের উচিত এই, তাঁর বাক্যে শাশিত হই
তাঁহার অভিপ্রায় সেই, আমাদিগকে কহিয়াছেন।

ধর্ম্মগীত—গীতসংখ্যা ২৪৪।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অপ্রকাশিত অথচ ইহার পরবর্তীকালের গীতসংগ্রহে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া নির্দিষ্ট গানের সংখ্যা দুইটি। রচয়িতা যথাক্রমে জন ওয়েটব্রেচ এবং সি. ডবলিউ. লিপ।

১। "অদ্য যীশু উঠিলেন, হাল্লিলুয়া
ইহা কেমন শুভদিন, "
খ্রীষ্টের আত্ম বলিদান "
সাধে মোদের পরিত্রাণ "
আইস আমরা হৃষ্ট হই, "
স্বর্গ রাজ্যের কীর্তি গাই, "
ক্রুশে যিনি মরিলেন, "
তিনি নিত্য জীবন দেন, "
আহ্লাদ কর ভক্তগণ, "
খ্রীষ্টের নামে সর্ব্বক্ষণ, "
মৃত্যুচ্ছায়া হইল নাশ, "
জীবন-দীপ্তি পায় প্রকাশ, "

আমরা যেন সর্ব্বদাই, হাল্লিলুয়া
যীশুর অনুগামী রই, ,,
শেষে মৃত্যু ক'রে জয়, ,,
হইয়া উঠি তেজোময়, হাল্লিলুয়া।"[২৭]

রচনাকাল, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

২। "প্রেম যে তুমি আপন তুল্য আমায় সৃজন করিলে ;
প্রেম যে তুমি দিয়া মূল্য আমারে উদ্ধারিলে ;
প্রেম যে তুমি আমার মন তোমায় করি সমর্পণ
প্রেম যে তুমি সৃষ্টির পূর্বে মম মঙ্গল ভাবিলে ;
প্রেম যে তুমি নারীর গর্ভে মানুষ হইয়া আসিলে ;
প্রেম যে তুমি আমার মন তোমায় করি সমর্পন।
প্রেম যে তুমি ক্রুশোপরে মৃত্যুর দংশন সহিলে ;
প্রেম যে তুমি আমার তরে ত্রাণের উপায় করিলে ;
প্রেম যে তুমি আমার মন তোমায় করি সমর্পণ।
প্রেম যে তুমি বল ও জীবন, সত্যের আত্মা আলোকময় ;
প্রেম যে তুমি মৃত্যুর বিক্রম করিয়াছ পরাজয়,
প্রেম যে তুমি আমার মন তোমায় করি সমর্পণ।
প্রেম যে তুমি, কবর হইতে মম দেহ উঠাইবে ;
প্রেম যে তুমি আমায় লইতে মহিমাতে আসিবে,
প্রেম যে তুমি, আমার মন তোমায় করি সমর্পণ।[২৮]

ইউরোপীয় রচিত মোট পদসংখ্যা ॥

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে প্রকাশিত ইউরোপীয়দের রচিত খ্রীষ্টপদাবলীর কালানুক্রমিক একটি হিসাব নিম্নে তালিকাবদ্ধ হইল।

	পদকর্তা	পদসংখ্যা	কোন্ গ্রন্থে প্রকাশিত
১।	মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও	৫	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, ১৭৪৩ খ্রী: অনুবাদসহ
২।	জন টমাস	১	য়ীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ

	পদকর্তা	পদসংখ্যা	কোন্ গ্রন্থে প্রকাশিত
৩।	উইলিয়ম কেরী	৯	যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ
৪।	উইলিয়ম ওয়ার্ড	১	ঐ
৫।	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	৯	ঐ
৬।	জন চেম্বারলেন	১৫৫	চেম্বারলেনের 'গীত'গ্রন্থ, ১৮১০ খ্রীঃ
৭।	জর্জ পিয়ার্স	৪৫	পিয়ার্সের 'ধর্ম্মগীত', ১৮৪৫ খ্রীঃ
৮।	এ. মস. সাটন	১	ঐ
৯।	সিলভেস্টাব বেরিইরো	১	ঐ
১০।	জন জেমস্ ওয়েটব্রেচ	১	উইলিয়ম কেরীর 'ধর্ম্মগীত', ১৯১০ খ্রীঃ
১১।	সি. ডবলিউ. লিপ	১	ঐ

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এগারজন ইউরোপীয় পদকর্তার ২২৯টি খ্রীষ্টীয় পদ পাইতেছি।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থের 'প্রণাম মারিয়া কৃপাএ পুণিত' পদটি মানোএল-এর পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া গ্রহণ কবা যাইতেছে। উপরের হিসাবে এই পদটিকে ধরা হয় নাই। ইহার অনুবাদক অজ্ঞাত। ইহা ছাডা পাদ্রী জন থিওফিলস্ বেকার্ডের কোন পদ-রচনার হিসাব আমরা করি নাই। তাঁহার গ্রন্থটিতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্বরে গেয় পূর্ববর্তী পদকর্তাদের অনেক গীত স্থান পাইয়াছে, কিন্তু কোথাও পদকর্তাদের নাম নাই। যে গানগুলি পূর্ববর্তী কোন সঙ্কলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, সেইগুলির সব কয়টিই বা কিছুসংখ্যক রেকার্ডের রচনা বলিযা ধরিতে হয়। এই নূতন পদগুলির কিছুসংখ্যক রেকার্ডের সম-সাময়িক অন্য কোন পাদ্রীদের রচনাও হইতে পারে। প্রত্যেকটি সঙ্কলন গ্রন্থেই দেখা যাইতেছে, সঙ্কলকের ও তাঁহার সমসাময়িক পদকর্তার পূর্বে অপ্রকাশিত কিছু কিছু পদ নূতন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। রেকার্ডের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, এমন অনুমান করাই সঙ্গত। রেকার্ড বলিয়াছেন "আমি পণ্ডিতের সহিত বহু পরিশ্রমে ইংরাজী গীতের ভাব লইয়া কতক রচিলাম এবং মনোহর ভাব গ্রথিত অনেক নূতন গীত রচনা করিলাম।"[২৯] কিন্তু কোন্‌গুলি তাঁহার রচনা তাহা নির্দেশ করেন নাই। সকল পদকর্তার পদের সহিত তাঁহার পদগুলিও মিলিয়া রহিয়াছে, সঠিকভাবে তাঁহার পদগুলি চিহ্নিত করা যাইতেছে না বলিয়া উপরের

হিসাবে রেকার্ডের কোন পদ ধরা হইল না। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, পিয়ার্স তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থের কোনটিতেই[৩০] রেকার্ডের নাম দিয়া কোনো পদ প্রকাশ করেন নাই। যেস্থলে রচয়িতার নাম জানা নাই পিয়ার্স পদের নীচে সেখানে অজ্ঞাত লিখিয়াছেন, নাম জানা থাকিলে নাম দিয়াছেন। রেকার্ড-সঙ্কলনের যে পদগুলি তাঁহার পূর্ববর্তী রচয়িতাদের নহে বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে, সেই পদগুলির মধ্য হইতে কোনো পদ পিয়ার্স-সঙ্কলনে গৃহীত হয় নাই। রেকার্ড ছাড়া বাকী সব পদকর্তার পদই পিয়ার্স-সঙ্কলনে প্রকাশিত হইয়াছে। মোটামুটি হিসাব লইয়া বলা যায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় এগার-বারো জন ইউরোপীয় পদকর্তা বাঙ্গালায় প্রায় আড়াই শতের মত পদ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় পদাবলী ॥

বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসে ইউরোপীয়দের সাহায্য ও দান আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। কিন্তু বাঙ্গালা কাব্যভূমিতে যে তাঁহারা একটি নূতন কাব্য-ধারার স্রষ্টা তাহা আমাদের অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে। যে অর্থে বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী শব্দ দুইটি ব্যবহৃত সেই অর্থেই এই নবকাব্যধারার খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীতগুলিকে খ্রীষ্টীয় পদাবলী বলা যায়। 'প্রার্থনা' খ্রীষ্টধর্মের নিত্য আচরণীয় একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক হইতেই খ্রীষ্ট প্রার্থনাগীতের সন্ধান মিলিতেছে। বাঙ্গালাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে হইলে বাঙ্গালায় বাইবেলের অনুবাদ প্রয়োজন, প্রার্থনাসঙ্গীতের প্রয়োজন, একথা মিশনারীদের অজানা ছিল না। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাগীত অনূদিত ও রচিত হইল এবং কালক্রমে প্রয়োজনের গণ্ডী ছাড়াইয়া খ্রীষ্টীয় পদাবলী সৃষ্টির সুষমা লাভ করিল। প্রাচীনতম বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয় পদটি[৩১] ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে প্রকাশিত। ইহার সহিত মানোএল-এর পাঁচটি গান প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর রচিত প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় পদটি ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে টমাসের অনুরোধে রামরাম বসু মদনাবাটীতে রচনা করেন।[৩২] তারপর অর্ধশতাব্দী ধরিয়া খ্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙ্গালী কবিদের মত ইউরোপীয় ধর্মযাজকগণও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর খ্রীষ্টীয় পদ রচনা করিয়াছেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত অন্যূন আড়াই শত পদের সন্ধান আমরা পাইতেছি। সংখ্যা দিয়া

সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার হয় না, যদি এই সঙ্গীতগুলিতে রস সমৃদ্ধির কিছু পরিচয় থাকে তবে ইহাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের বাহিরে অপাংক্তেয় করিয়া রাখার পক্ষে কোনো যুক্তি থাকে না।

জীবনের গভীরে সংসক্ত ধর্মানুভূতি সৃষ্টিপ্রেরণার বেদনার্ত মুহূর্তে রসাত্মক বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে মিষ্টিক কবিতার সৃষ্টি হয়। অনির্দেশ্য অভীপ্সিতের ইমোশনের অভিসারে হয় রোমাণ্টিক কবিতার জন্ম, আর সুনির্দিষ্ট ইষ্টের সন্ধানপ্রাপ্ত হৃদয়ের আবেশ মাধুর্য বিরহে, মিলনে, প্রার্থনার আর্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে ও বেদনায় মিষ্টিক রচনায় প্রকাশ লাভ করে। এই জাতীয় রচনায় সৃষ্টির আবেগ ধর্মবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে সহজ প্রকাশের পরিবর্তে ধর্মীয় চেতনার দীপ্তবুদ্ধি ইহার আত্মা ও দেহ গঠনে একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই জন্যই বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর তত্ত্বে ও অঙ্গবিরচনায় (উপমাদি প্রয়োগে) পার্থক্য বিদ্যমান। বৈষ্ণব কবি প্রার্থনার পদে মুক্তি চাহিবেন না, শাক্ত কবি চাহিবেন; বৈষ্ণব কবি ইষ্টের সহিত সাযুজ্য চাহেন না, শাক্ত কবি মাতৃপদে লীন হইতে চাহেন। তথাপি বিশেষ ধর্মীয় পরিমণ্ডলে রচিত বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের পদাবলী সাহিত্যের রসবিচারে উত্তীর্ণ হইয়া যে বিশ্বজনীনতা প্রাপ্ত হয় তাহার কারণ এই যে, পদাবলীর স্রষ্টাদের নিকট জীবন ও তাঁহাদের ধর্মবোধ পৃথকরূপে প্রতিভাত না হইয়া উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া একটি পূর্ণসত্তায় বিকাশলাভ করে। এই সকল কবিগণের জীবন হইতে ধর্মচেতনা কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না, ধর্মই ইঁহাদের জীবন এবং জীবনসঞ্জাত সার্থক সৃষ্টিই সাহিত্যপদবাচ্য। তাই বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের বৃত্ত পার হইয়া সাহিত্যবাসরে স্থান পায়, ইংরাজী সামগুলি (Psalm) ইংরাজী সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই সামগুলিতে খ্রীষ্টীয় ধর্মচেতনা কবিদের অন্তরোচ্ছ্বসিত সৃষ্টিবেদনাকে বহু যুগ ধরিয়া বাণীরূপে প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। যেমন বাঙ্গালীর বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, তেমনি করিয়া ইংরাজী ধর্মগীতগুলি বহু যুগকর্ষিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম-চেতনার আধ্যাত্মিক কৃষ্টিভূমির সার্থক ফসল। খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মের বিষয়ীভূত কথাগুলি প্রথম দিকে অপরিচিত বাঙ্গালা ভাষায় আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেরী-মার্শম্যান-টমাস-ওয়ার্ডের পদসমূহ এমন অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ ইহার কারণ এই যে, যে ভাষায় পদগুলি রচিত তাহার জাতীয় ঐতিহ্য ইহাদের

পটভূমি নহে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও এই নূতন ভাবটি বঙ্গভূমিতে রোপিত হইলে এই দেশের মৃত্তিকার রস হইতে যখন ইহা জীবনীশক্তি শোষণ করিতে লাগিল তখন হইতেই এই ভাবসম্ভূত পদগুলিও বিজাতীয় গন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে বাঙ্গালার আত্মীয়তা অর্জন করিতে লাগিল। চেম্বারলেন, রেকার্ড ও পিয়ার্সের পদে অনেকটা স্বাভাবিকত্ব রহিয়াছে। দুই-একটি এমন পদ আছে যাহা পড়িয়া মনে হয় ইহার কবি চিরকাল বাঙ্গালা দেশেই আছেন, তিনি বাঙ্গালী এবং ধর্মটি বাঙ্গালা দেশের চিরকালের ধর্ম। খ্রীষ্টীয় পদাবলীর রসসাফল্যের এই বিবর্তনটি কিছুসংখ্যক পদ উদ্ধৃত করিয়া বিশ্লেষণ করা যায়।

রচনার বিচারে কেরী-মার্শম্যান-টমাস-ওয়ার্ডের কৃতিত্ব বেশী নহে, ইহা তাঁহাদের পূর্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত গানগুলি হইতে সহজেই বোঝা যায়। ওয়ার্ড ও টমাসের একটি করিয়া গান পাওয়া গিয়াছে, আমরা তাহা পূর্ব অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাদের রচনা বৈচিত্র্যহীন, ভাষা জড়তায় খঞ্জ, ভাব অস্বচ্ছ। উইলিয়ম কেরীর যে গানগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ পদ চতুষ্টয় পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম গানের প্রথম স্তবকটিতে রচনার যে স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার অন্য পদগুলিতে তাহা অনুপস্থিত।

> "তারণ আনন্দ দায়ক রব
> মোর কর্ণে বাজল রে
> সমস্ত পীড়ার প্রতিকার
> ও ত্রাশের নাশক সে।"৩৩

'তারণ', 'পীড়ার প্রতিকার', 'ত্রাশের নাশক' শব্দগুলি খ্রীষ্টীয় ভাবনাপ্রসূত। শব্দগুলির বহুল ব্যবহার খ্রীষ্টীয় পদাবলীতে আছে। ব্রজবুলির অস্পষ্ট পদ-পাতধ্বনি গানটির ছন্দে অনুরণিত 'কর্ণে বাজল রে'।

রেভাঃ কেরীর মত মার্শম্যানও খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার চারিটি গীত আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতা মার্শম্যানের রচনার বৈশিষ্ট্য।

> "ও প্রভু য়িশু হে।
> সব তোমাতে বাঁচে।
> আর তোমার অতি দয়াতে।
> সর্বক্ষণ রক্ষা পায়।

লোক যেন তোমার স্তব
সর্ব্বত্রে করে নয়।
কেন দুরাচার দেবের নাম।
হিন্দুরা নিত্য লয়।
হে প্রভু কর নাশ।
তার গর্হনীয় নাম।
পাপিষ্ঠ দুষ্ট দেবতা যে
কি হবে তোমার সম।
রাজ্য যে বৃদ্ধি হউক।
পাউক সবে নূতন মন।
হউক যেন সবে জানিবে।
আর তারক নাহি আন।"[৩৪]

ছেদচিহ্নগুলি ঠিকমত দিয়া পড়িলে এবং দুই-একটি শব্দ পাল্টাইয়া লইলেই গানটি বোধগম্য হইবে। কেরী-মার্শম্যান-টমাস-ওয়ার্ড এই প্রথম চারিজন পদকর্তার মধ্যে টমাস ও ওয়ার্ডের গানে হিন্দু বিদ্বেষ বা হিন্দু দেবদেবীগণের প্রতি কটাক্ষপাত নাই। তাঁহাদের পদগুলিতে খ্রীষ্টীয় পাপবোধ ও 'তারণের জন্য' 'দয়ার য়িশুর' নিকট প্রার্থনার আর্তিই ধ্বনিত হইয়াছে। মার্শম্যানের সত্যোধৃত পদটিতে 'দুরাচার দেবের নাম' কেন 'হিন্দুরা নিত্য লয়' প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং 'পাপিষ্ঠ দেবতা' যে য়িশুর সমান নহে তাহা বলা হইয়াছে। কেরীর একটি গানে অনুরূপ কটাক্ষপাত আছে। গানটির অংশবিশেষ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে চেম্বারলেন, রেকার্ড, পিয়ার্স প্রভৃতির সঙ্গীতগ্রন্থে বঙ্গদেশের জনধর্মের প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত নাই।

"পাপের সাগরে ডুবিয়া মরিলাম প্রায়
এবং জগতে উপায় না দেখা যায়
শিবদুর্গা ও কালির অসাধ্য মোর ত্রাণ
কোন দেবতা না দেবী না নর পুণ্যবান
কোন যাজক না যজ্ঞ না ধর্ম্ম না দান
উদ্ধার করিতে পারে মোর বঞ্চিত প্রাণ।"[৩৫]

হিন্দুধর্মের বিপরীতে খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য এরূপ চারিটি গান শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত রচনায় পাওয়া যাইতেছে। রেভাঃ কেরীও এই নীচাশয়তার উপরে ছিলেন না উদ্ধৃত গানে ইহার প্রমাণ আছে। তবে সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে মার্শম্যানই বোধকরি এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহার পদে হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি কটাক্ষ তীব্রতর। তথাপি স্থানে স্থানে তাঁহার খ্রীষ্টীয় মনটির স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটিয়াছে, পদরচয়িতা হিসাবে এরূপ পদেই তাঁহার সার্থকতা।

"তোমার ক্ষমার সীমা নাই।
সত্বর আন তোমার ঠাঁই।
এখন পাপের সাগরে
ডুবিতেছে সমস্তে।
তোমার ক্ষমায় হবে পার।"[৩৬]

রচনা বিচারে কেরী-মার্শম্যান-টমাস-ওয়ার্ডের পদগুলিকে সার্থক বলা যায় না। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় পদাবলীর অসফল পদকর্তা তথাপি তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই খ্রীষ্টীয় পদাবলীর সম্ভাবনাময় ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছিল, এইখানেই তাঁহাদের কৃতিত্ব। এই ধারার প্রাচীনতম রচয়িতারূপে তাঁহাদের নাম স্মরণীয়।

ইঁহাদের পর এই কাব্যক্ষেত্রে চেম্বারলেনের আবির্ভাব। তিনি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৫টি গীত লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইউরোপীয় পদকর্তাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং চেম্বারলেনই প্রথম বাঙ্গালা সুরে গেয় খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীত রচয়িতা। এরূপ গানের সংখ্যা পঞ্চাশ। তাঁহার পুর্ববর্তীগণের গীতগুলি ইংরাজী সুরেই গীত হইত। বাঙ্গালা সুরে গেয় গানগুলির শীর্ষে বা গীত গ্রন্থের কোথাও ইহাদের সুর নির্দেশ নাই, তবে ভাব-ভাষা দেখিয়া মনে হয় এইগুলি শ্যামাসঙ্গীতের সুরেই অধিকতর সাফল্যে গীত হইতে পারে। ইংরাজী প্রার্থনাসঙ্গীতের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ চেম্বারলেন অনেক করিয়াছেন, এরূপস্থলে গানের প্রথমেই 'ইংরেজী হইতে তর্জমা হইল' লেখা আছে। ফলে তাঁহার মৌলিক রচনার সন্ধান সহজেই পাওয়া যাইতেছে। নীচে অনূদিত গানের একটি স্তবক উদ্ধৃত হইল।

(১) "আমি পাইলে সুপ্রমাণ।
মোর যে হবে স্বর্গবাস।

আমি ভয় সব করি আন।
ক্রন্দন ছাড়ি করি হাস।"[৩৭]

চেম্বারলেন বাঙ্গালা শিখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ লইয়াও পরীক্ষা করিয়াছেন। উদ্ধৃত স্তবকটি তিনি আরও তিনভাবে সাজাইয়া প্রতি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ছন্দদোলা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। কোনো ইউরোপীয় লেখকই বাঙ্গালার ছন্দ লইয়া এমন পরীক্ষা করেন নাই, বিষয়টির অভিনবত্ব হেতু আমরা স্তবকগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

অন্যরূপ ছন্দ

(২) "আমার হবে যে স্বর্গেতে স্থান।
আমার এমত যখন প্রমাণ।
তথায় শেষে যে করিবে বাস।
চক্ষু কান্দনে হইলে ছল ছল।
আমি মুছিব তাহারদের জল।
দূরে করিয়া লজ্যিব ত্রাস।"[৩৮]

অন্যরূপ ছন্দ

(৩) "মোর হবে স্বর্গ অধিকার
ইহার পাইলে সুপ্রমাণ
স্থির হইব ভয় না করি আর
মোর রোদন করি আন।"[৩৯]

অন্যরূপ ছন্দ

(৪) "আমার অধিকার স্বর্গেতে যদ্যপি হয়।
যে কালেতে পাব এই নিশ্চিত প্রমাণ।
সে কালে না রহিবে মনেতে ভয়।
আমার নয়নের বারি সব মোছাইবে গান।"[৪০]

ইহার মিল-বিন্যাস কখ কখ—এরূপ মিল সে যুগের বাঙ্গালা কবিতায় পাওয়া যায় না। প্রতিটি গানের মাথায় "অন্যরূপ ছন্দ" লিখিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয় যে সচেতনভাবেই কবি ছন্দের বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা ছন্দের গোড়ার কথা যে মাত্রা-বিচারে ইহা তিনি ধরিতে পারেন

নাই। আমরা স্তবক-সজ্জার চারিটি প্রকার-ভেদেই মিলের হেরফের লক্ষ্য করিতেছি মাত্র, অন্য কোনো বৈচিত্র্য নাই। ১, ৩ ও ৪ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত স্তবকে মিল এক প্রকার—প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল। ২ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত স্তবকে প্রথম-দ্বিতীয়, তৃতীয়-ষষ্ঠ ও চতুর্থ-পঞ্চম পংক্তির মিল রহিয়াছে। চেম্বারলেন মনে করিয়াছিলেন অন্ত্যমিলই বাঙ্গালা ছন্দের প্রাণ। তাঁহার রচনার সর্বত্রই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতেছে। ছন্দ-বিষয়ে জ্ঞান যাহাই থাক, এই ব্যাপারের চর্চা করিতে করিতে তিনি পদ্য রচনায় হাত পাকাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চেম্বারলেনের মৌলিক রচনার সংখ্যা কম নহে, প্রকৃতপক্ষে এই গানগুলিতেই তাঁহার কৃতিত্ব। ইহাদের ভাষা ও ছন্দ যেমন সাবলীল, ভাব তেমনি গভীর। নীচে তাঁহার মৌলিক রচনার একটি উদ্ধৃত হইল।

"য়িশু খ্রীষ্টের প্রেমে ডুবিয়া
নিত্য রহ আমার মন হে
য়িশু খ্রীষ্ট গুণ গাহিয়া
হৃষ্ট হইয়া রহ মন হে।
বিষ না খাইও আর   য়িশু কর সার
সচৈতন্য হইও মন হে
যিনি প্রেমনিধি   পাল তার বিধি
নিত্য তাঁহার গুণ গাইও হে।"[৪১]

আলোচ্যযুগে ইউরোপীয়দের রচিত খ্রীষ্টীয় পদগুলির মধ্যে চেম্বারলেনের নিম্নোদ্ধৃত পদটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এই পদটিতে কবির মুক্তিবাসনা ভগবদ্‌-ভক্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

"য়িশু খ্রীষ্টের নামে পার হইবা।
আমার মন ভুলিও না।
ভবার্ণবের মাঝে কেন ডুবিয়া রহ
য়িশু খ্রীষ্টের যে কার্য সে কি জ্ঞাত নহ
তদুপরি ভার যে রাখিবে তার
সে নিশ্চিত পার হইবে জান।
মন ভুলিও না।"[৪২]

চেম্বারলেন যখন গান রচনা করিতেছিলেন তখন জনসাধারণের আদরণীয় সঙ্গীত ছিল আগমনী-বিজয়ার পদগুলি। শ্যামাসঙ্গীতের সুরে বঙ্গের গৃহাঙ্গন তখন মুখরিত ছিল। চেম্বারলেন নিশ্চয়ই এই গানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সদ্যোদ্ধৃত পদটিই ইহার প্রমাণ। এই পদটির প্রথম পংক্তির "য়িশু খ্রীষ্টের নামে"র পরিবর্তে "তারা নামের গুণে" এবং চতুর্থ পংক্তির "য়িশু খ্রীষ্টের যে কার্য" স্থলে "তারা নামের গুণ" বসাইয়া দিলেই ইহাকে শাক্ত পদাবলীর অন্তর্গত একটি উৎকৃষ্ট গান বলিয়া মনে হইবে, গানটি রামপ্রসাদী সুরে সহজেই গীত হইতে পারে। অনেকে মনে করেন এই গানগুলি প্রচলিত শাক্ত পদাবলী ভাঙিয়াই রচিত হইয়াছিল।

চেম্বারলেন বাঙ্গালার সঙ্গীতধারাকে অনেকটা আত্মসাৎ করিয়া খ্রীষ্টীয় পদাবলী রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মৌলিক রচনাগুলির অনেকাংশই বিজাতীয়তা ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের আপন হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। কবির পদগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই খ্রীষ্টীয় ভাবাদর্শ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার পরবর্তী যুগে এই স্বাভাবিকত্ব আরও সাবলীল মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রেকার্ড-সংগ্রহের যে গানগুলি কোনো গীতসঙ্কলনে অন্য কাহারো নামে বা 'অজ্ঞাত' চিহ্ন দিয়া প্রকাশিত হয় নাই তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক রেকার্ডের রচনা ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাদের কোনো কোনোটিতে সৃষ্টির স্পর্শ লাগিয়াছে। এরূপ একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"এই সংসার রূপ সমুদ্রেতে
চড়ি ভ্রান্তি নৌকায়,
অবিশ্বাসের বাতাসেতে
ডুব্যা মরি প্রাণ যায়
তাতে প্রতারণার ঘূর্ণায়,
উঠে পাপের ঢেউ,
রক্ষ য়িশু মোরে ত্বরায়
আর নাবিক নহে কেউ.
ঝড়ে নৌকা করে টলমল
ভয়ে কাঁপ্যা মরি ;
এখন সকল দেখি বিফল,
ত্রাণ কর কাণ্ডারী."[৪৩]

পুর্ণচ্ছেদ স্থলে 'ফুলস্টপের' ব্যবহার লক্ষণীয়। শেষ চারিটি পংক্তি বাঙ্গালী কবির দেহতত্ত্বমূলক সঙ্গীতের অংশ বলিয়া ভ্রম হয়। দেখিতেছি, খ্রীষ্টীয় পদাবলী ক্রমেই বাঙ্গালার মৃত্তিকায় দৃঢ়মূল হইয়া বসিতেছে ও বাঙ্গালা পদাবলী সাহিত্যের সুরটি আত্মসাৎ করিতেছে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয় পদ রচনা করিয়াছেন জর্জ পিয়ার্স তাঁহাদের সর্বকনিষ্ঠ। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টীয় পদাবলীর একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, অনেক খ্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙ্গালী কবি[৪৪] সার্থক খ্রীষ্টীয় পদাবলী রচনা করিয়াছেন। পিয়ার্সের রচনা এইজন্য অনেকস্থলে প্রকাশের সাবলীলতায়, ভাষা চাতুর্য ও শব্দপ্রয়োগের সার্থকতায় পূর্ববর্তী রচয়িতাগণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্মের দ্যোতনা তাঁহার রচনায় বিস্ময়কর সাফল্যে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। কবির মৌলিকতা নীচের পদটিতে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"আকাশ আলোকময়
চন্দ্রতারাময়
সবে তোমার গৌরব
নিত্য দর্শায় হে।
আশ্চর্য তোমার কাজ
শিশু বালক সমাজ
তব যশ করয়ে
শত্রু নিবারে।"[৪৫]

প্রথম চারিটি পংক্তি ব্রাহ্ম-সঙ্গীতের স্ব-গোত্রীয়।

ইহার পর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আর একটি গানের উল্লেখ করিব। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টপদাবলী যে বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে, বিজাতীয়তা পরিত্যাগ করিয়া একান্ত করিয়াই 'বঙ্গীয়' রূপ লাভ করিয়াছে, পদটি তাহার প্রমাণ। ইহার রচয়িতা সি. ডবলিউ. লিপ। সঙ্গীতটি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।[৪৬]

ইহার প্রথম স্তবক :

"প্রেম যে তুমি, আপন তুল্য আমায় সৃজন করিলে
প্রেম যে তুমি, দিয়া মূল্য আমারে উদ্ধারিলে,
প্রেম যে তুমি, আমার মন তোমায় করি সমর্পণ।"

ইহার কাব্যোৎকর্ষ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মনে রাখিতে হইবে তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন কাব্য রচনা করেন নাই, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য দূরে থাকুক বাঙ্গালাদেশ তখনও রবীন্দ্রনাথের পদস্পর্শে ধন্য হয় নাই। এমন যুগে একজন বিদেশী বাঙ্গালা ভাষায় গান গাহিলেন 'প্রেম যে তুমি, আমার মন তোমায় করি সমর্পণ'—ইহা অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ অত্যাশ্চর্য রচনাগুলিই ক্রান্তি চিহ্ন স্থাপন করে। পদটিতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাইতেছে কবির দেবতা ও প্রিয় এক হইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার পদাবলী সাহিত্যের ইহাই ধর্ম, এই গানটিতে খ্রীষ্টীয় পদাবলী বাঙ্গালার পদাবলী সাহিত্যের এই ধর্ম অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। এতদিনে খ্রীষ্টীয় পদাবলী বাঙ্গালার পদাবলী সাহিত্যধারার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিল।

অন্যান্য পদ রচনা ॥

ইউরোপীয়দের প্রার্থনাসঙ্গীত বাদ দিলে তাঁহাদের ছন্দোবদ্ধ রচনার বড় বেশী কিছু বাকী থাকে না। যাহা থাকে তাহাও ধর্মীয় গণ্ডীর বাহিরে নহে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ছন্দে রচিত একটি বাইবেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বাইবেলটি শ্রীরামপুর মিশনারীদের মধ্যে কাহারো একার বা কয়েক-জনের সম্মিলিত প্রয়াসে রচিত। রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই। পুস্তিকাটি অতি ক্ষুদ্রায়তন, মাত্র ২৬ পৃষ্ঠার প্রচার-পত্রিকা। ইহার দুই হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার অন্য কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই।

আলোচ্য যুগে আর একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পদ্য রচনার সন্ধান মিলিতেছে, ইহা মার্শম্যানের 'কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের তুলনা',—'The Difference, or Krishna and Christ Compared'. গ্রন্থনাম এবং সেই সময়কার মিশনারী রচনায় হিন্দু দেব-দেবীগণের প্রতি কটাক্ষপাত হইতে আমরা অনুমান করি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা খ্রীষ্টের মহিমা প্রমাণ করিয়া হিন্দুর দেবতার কুৎসা প্রচার ইহার উদ্দেশ্য ছিল। মার্শম্যান এ-বিষয়ে কতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন পুস্তিকাটি না পাওয়ায় সঠিক বলা যাইতেছে না। তবে এই জাতীয় প্রচার-পত্রিকা অজস্র সংখ্যায় শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া সমস্ত বাঙ্গালাদেশে বিতরিত হইত

তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই বিষয়টি লইয়াই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলিকাতাস্থ ব্রিটীশ সরকার ও শ্রীরামপুরের মিশনারী গোষ্ঠীর বিরোধ বাঁধিয়াছিল।

রেভারেণ্ড থিওফিলস রেকার্ডের ছন্দে রচিত একটি প্রচার-পুস্তিকার সন্ধান মিলিয়াছে, ইহার বাঙ্গালা নাম জানা যায় নাই। ইংরাজী নাম "Epitome of the true Religion." পৃষ্ঠাসংখ্যা চল্লিশ, সাতটি সংস্করণে ইহার ৬৮৭০০০ কপি মুদ্রিত হইয়াছিল। 'ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেণ্টে' নির্দেশিত আচরণীয় বিধিগুলি ইহার বর্ণিতব্য বিষয় ছিল।

শ্রীরামপুর মিশন হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের যে সকল মুদ্রিত প্রচার-পুস্তিকা বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিতরিত হইয়াছিল তাহাদের সাহিত্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর হইলেও এইগুলি কেরী-মার্শম্যান গোষ্ঠীর হিন্দু-ইসলাম ধর্মবিষয়ে কিরূপ মনোভাব ছিল জানিবার সাহায্য করে। বিষয়টি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশকে ইংরাজ-সরকার শুভ বলিয়া ভাবেন নাই। এ-দেশের সকল কর্মের মূল প্রেরণা যে ধর্ম হইতে উৎসারিত তাহাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বিরূপ করিয়া ইংরাজ শাসনের সদ্যনির্মিত ভিত্তিমূলে আঘাত হানিতে প্ররোচিত করিবে—এই ধারণার ফলে ইংরাজ সরকার দেশীয় জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় প্রচার-পুস্তিকা বিতরণের বিরুদ্ধে মনোভাব পোষণ করিতেন। শ্রীরামপুর মিশনারীগণ ধর্মবিষয়ে অত্যুদার ছিলেন না। তাঁহাদের ধর্মের ন্যায় অন্যের ধর্মও যে মহৎ—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া খ্রীষ্টধর্মের মহত্ত্ব হিন্দু-ইসলাম ধর্মাপেক্ষা অধিক প্রমাণ করিতে তাঁহারা হিন্দু-ইসলাম ধর্মবোধে আঘাত হানিয়াছিলেন। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ও হিন্দুর দেব-দেবী যে অকিঞ্চিৎকর তাহা নানাভাবে প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই।[৪৭] প্রথমাবধি ইংরাজ শাসনের একটি মূল কথা ছিল, এদেশের ধর্মবিশ্বাসে সরকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং মিশনারীদের এই জাতীয় প্রচার-পত্রিকাগুলি সরকারের মূলনীতি বিরুদ্ধ হওয়ায় মিশনারীদের মুদ্রাযন্ত্রে ইংরাজ সরকার হস্তক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিরোধী কতিপয় প্রচারপত্র সরকারের হস্তগত হয়। এইগুলি শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস হইতে মুদ্রিত

হইয়াছিল বলিয়া ইংরাজ সরকার উইলিয়ম কেরীর নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। ভারতবর্ষীয় ধর্মবোধ এবং ধর্মসংস্কার আহত হইতে পারে এরূপ কোনো প্রচারপত্র মুদ্রণের বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল মতপ্রকাশ করেন। শ্রীরামপুর মিশনারীদের ঐরূপ কার্য সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরোধী বলিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে মিশনারীদের মুদ্রণকার্য পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেসটি তাঁহারা কলিকাতায় আনিতে আদেশ দেন। এ-বিষয়ে শ্রীরামপুরের ডেনিস সরকারের সহিতও ইংরাজ সরকারের পত্রালাপ চলে। অবশেষে স্থির হয় যে, ছাপাখানাটি শ্রীরামপুরেই থাকিবে তবে ইংরাজ-অধিকৃত বাঙ্গালায় মিশন-মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা বা পুস্তিকা প্রচার করিতে হইলে কলিকাতা-স্থিত সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে। কেরী ইহাতে সম্মত হইলে বিষয়টির উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। এই বিষয়ে মার্শম্যান লেখেন—

"The anti-missionary party was never so strong either in England or in India as it was at this period".[৪৮]

শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠীর সহিত ইংরাজ সরকারের এই বিরোধের ইতিবৃত্ত হইতে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারি।

(ক) ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-সকল প্রচার-পুস্তিকা শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস হইতে প্রচারিত হইয়াছিল অন্ততঃ তাহার কিছুসংখ্যকে হিন্দু-ইসলাম ধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত ঘটিয়াছিল।

(খ) শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠীর ইহাতে সায় ছিল।

(গ) কেরী-মার্শম্যান তাঁহাদের রচিত গানে হিন্দু দেব-দেবীগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। হিন্দু দেব-দেবীগণের প্রতি মার্শম্যানের উক্তি লেখকের গৌরব বৃদ্ধি করে না।

(ঘ) খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্ম ও যিশুখ্রীষ্টের লীলাকীর্তন করিবেন—ইহাই তাঁহাদের জীবনধর্ম, ইহাতে আপত্তির কি থাকিতে পারে? কিন্তু অন্য ধর্মের হীনতা প্রমাণ করিয়া বেড়াইবেন, অন্য ধর্মের দেব-দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধেয় শব্দ প্রয়োগ করিবেন—ইহা মিশনারীকর্ম নহে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত দেখিতেছি যে, কেরী-মার্শম্যান তাঁহাদের অজস্র গুণাবলী লইয়াও এই বিষয়ে উদার ছিলেন না।

ত্রুটি যাহাই থাকুক এই গানগুলি ইতিহাসের স্বাক্ষর লইয়া এখনও বিদ্যমান। কেরী-মার্শম্যানের দল কবে চলিয়া গিয়াছেন—বর্তমানে বঙ্গভাষী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর

সাহিত্য বলিতে এই সঙ্গীত-সম্পদকেই বুঝায়। তদুপরি ইউরোপীয়দের রচিত প্রাচীন গানগুলি হইতেই আমরা ইহাদের সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধিরও পরিচয় পাইতেছি, কাঙ্গালী তারাচাঁদ প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদলের কথা আমাদের আলোচনার বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বে, রসসমৃদ্ধির গৌরবে ও খ্রীষ্টানগণের ধর্মীয় চেতনার সাহিত্যিক সফল প্রয়াস বলিয়া খ্রীষ্টীয় পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা ইহাদের সবিশেষ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের আকর গ্রন্থ

১। চেম্বারলেনের 'গীত' ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২। Bengal Past and Present—Vol IX, Part I—page 46.

৩। পিয়ার্সের 'ধর্ম্মগীত' গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠা।

৪। The Missions of the Jesuits in India—By Rev. W. S. Mackay —page 19.

৫। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—পৃষ্ঠা ৩৮-৪০।

৬। মানোএলের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—পৃষ্ঠা ৩৬। সম্পাদক : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন।

৭। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৬২।

৮। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রামরাম বসু 'খ্রীষ্টায়ণ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশকাল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থটিকে highly useful বলা হইয়াছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার বারোটি সংস্করণ এবং সর্বশুদ্ধ এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার* বই মুদ্রিত হয়। লেখকের নাম ছিল না। ভণিতায় আছে—

"খ্রীষ্ট বিবরণামৃত করি গ্রন্থ নাম স্থিত
গীতচ্ছন্দে কোন লোক ভণে।"

*'Catalogue of the Christian Vernacular Literature' J. Murdoch —page 14.

৯। 'ধর্ম্মগীত'—সর্বাপেক্ষা পুরাতন বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয় গীত—সম্পাদক উইলিয়ম কেরী—বরিশার, ১৯১১—সঙ্গীত সংখ্যা : ১৫৬।

১০। 'ধর্ম্মগীত'—সঙ্কলক উইলিয়ম কেরী—৪৫৮ সংখ্যক গীতের টীকা।

১১। " — " " " —গীত সংখ্যা ৪৫৮। মূল গ্রীক গানটির ইংরাজী ভাবানুবাদ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. এম. ডেক্সটার কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১২। ধর্ম্মগীতের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ভূমিকা—উইলিয়ম কেরী—পৃষ্ঠা ।/০

১৩। "In this country it is common for a few of the lowest of the people to take up the trade of the ballad singers, or beggars. This morning at a place in the town where four roads meet, brethren Carry, Marshman, and I made our stand, and began singing our ballad. People looked out of their houses, some came and all seemed astonished to see three Sahibs turned ballad-singers...... The people seem quite anxious to get the hymns which we give away." From Ward's journal quoted by J. Murdoch in his 'Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India'—page 4.

১৪। 'গীত' গ্রন্থের নামপৃষ্ঠা—জন চেম্বারলেন।

১৫। ধর্ম্মগীত—উইলিয়ম কেরী—পৃষ্ঠা ।/০

১৬। „ — „ — „ ।৵০

১৭। „ — জর্জ পিয়ার্স, গ্রন্থের নামপৃষ্ঠা। কেরী লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর, গ্রন্থটি প্রাপ্তব্য।

১৮। দ্রষ্টব্য :—বাঙ্গালা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ—মহম্মদ সিদ্দিক খান—পৃষ্ঠা ৯৭।

১৯। ধর্ম্মগীত—জর্জ পিয়ার্স রচয়িতা—পৃষ্ঠা ২৯৭।

২০। সংস্কৃত ভাষায় খ্রীষ্ট বিষয়ক গান গ্রন্থাকারে সর্বপ্রথম ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গানগুলি হিব্রু হইতে দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অক্ষরে পাশাপাশি মুদ্রিত হইয়াছিল। অনুবাদক ইয়েটস ও ওয়েঙ্গার। প্রকাশকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। নামপৃষ্ঠা এইরূপ : খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাপুস্তকান্তর্গতা/গীতসংহিতা/The Book of Psalms/in Sanskrit Verse,/with the Bengali version subjoined /Translated from the Hebrew./By the Calcutta Baptist Missionaries/1856

গ্রন্থটিতে ১৫০টি গান আছে, প্রথম গানটি নিম্নরূপ :

১ প্রথমং গীতং।

১. পুণ্যবতাং সুখং পাপবতাং দুঃখং—
ধন্যঃ স মানবো যো ন দুষ্টানাং মন্ত্রণাং চরেৎ
ন তিষ্ঠেৎ পাপিনাং মার্গে নাসীত নিন্দকাসনে॥
কিন্তু শাস্ত্রে পরেশস্য মনস্তুষ্টিমবাপ্নুয়াৎ।
বিদধীত চ তসৈব শাস্ত্রে ধ্যানং দিবানিশং॥ (প্রথম স্তবক)

২১। Bengal Past and Present—Father Hosten—Vol IX, Part I—page 46.

২২। কেরীর গান, সংখ্যা—১, ৫, ৯, ১০, ১০ (১০ সংখ্যার গান দুটি), ১২, ১৫, ১৬, ১৮ —৯
মার্শম্যানের গান, সংখ্যা—২, ৩, ৪, ৭, ১১, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯ —৯
টমাসের গান, সংখ্যা—৬ —১
ওয়ার্ডের গান, সংখ্যা—৮ —১

২৩। গীতপুস্তক—টি. রেকার্ড (J. T. Reichardt)—আভাষ—পৃষ্ঠা ১-২।

২৪। পিয়ার্সের ৪৫টি গান।

এমন সাটনের পাঁচটি, সংখ্যা—৪, ৫, ২৭০, ২৭১, ২৭৬

কেরীর চারটি, সংখ্যা—১৪৮, ১৮১, ২৫৩, ২৯৩

মার্শম্যানের একটি, সংখ্যা—১৪১

সিলভেষ্টার বেরিইরো'র একটি, সংখ্যা—১৪৪

২৫। ধর্ম্মগীত—জর্জ পিয়ার্স—ইংরাজী ভূমিকা,—পৃষ্ঠা 111

২৬। ধর্ম্মগীত—জর্জ পিয়ার্স—বাঙ্গালা ভূমিকা—পৃষ্ঠা V

২৭। বরিশাল হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়ম কেরী সম্পাদি 'ধর্ম্মগীত' গ্রন্থের ১১৩ সংখ্যক সঙ্গীত। রচনাকাল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। কবি জন জেমস ওয়েটব্রেক (John James Weitbrecht)

২৮। একই গ্রন্থ, সঙ্গীত সংখ্যা ১৯, রচনাকাল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ। কবি সি. ডব্‌লিউ লিপ (C W Lipp)

২৯। রেকার্ডের ধর্ম্মগীত, আভাষ।

৩০। পিয়ার্সের ধর্ম্মগীত, ১ম সংস্করণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় সঙ্কলন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

৩১। 'প্রণাম মারিয়া কৃপাএ পুর্ণিত' প্রার্থনাটি মানোএলের পূর্ববর্তীকালের অনুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩২। ধর্ম্মগীত—বরিশালের উইলিযম কেরী সঙ্কলিত—সঙ্গীত সংখ্যা ১৫৬ দ্রষ্টব্য।

৩৩। য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত—প্রথম ভাগ—গীত সংখ্যা ১।

৩৪। „ „ „ „ „ — „ „ — „ , ১৩।

৩৫। „ „ „ , „ — , „ —কেরীর রচনা—গীত সংখ্যা ১০।

৩৬। „ „ „ , „ — „ , —মার্শম্যানের রচনা—গীত সংখ্যা ১৯।

৩৭। চেম্বারলেনের 'গীত'—সংখ্যা ১০৭। ইংরাজী কোন্ গান হইতে অনুদিত তাহার উল্লেখ নাই।

৩৮। চেম্বারলেনের 'গীত'—সংখ্যা ১০৮।

৩৯। „ „ — „ ১০৯।

৪০। „ „ — „ ১১০।

৪১। „ „ — „ ১৪।

৪২। „ „ — „ ৩০।

৪৩। থিওফিলস রেকার্ডের 'ধর্ম্মগীত'—সঙ্গীত সংখ্যা ৬৯।

৪৪। কাঙ্গালীচরণ, তারাচাঁদ, কৃষ্ণপাল, রামপ্রিয়, শ্যামপ্রিয় প্রভৃতি।

৪৫। জর্জ পিয়ার্সের 'ধর্ম্মগীত'—সঙ্গীত সংখ্যা ৪৪।

৪৬। দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ৩৮৮।

৪৭। কেরী-মার্শম্যানের গানগুলি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গানগুলি আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। টমাসের উর্দু ভাষায় রচিত 'Reasons for, not being a Musulman' টেক্সটি, মার্শম্যানের 'Krishna and Christ compared'—ইহার উদাহরণ।

৪৮। "... a letter dated 8th Sept' 1807 to Dr. Carey by the Secretary to the Government—'The Governor General in Council also deems it his duty to prohibit the issue of any publication from the Press superintendent by the society of Missionaries of a nature offensive to the religious prejudices of the natives......it is contrary to the system of protection which Government is pledged to offer to the undisturbed exercise of the religions of the country.' Printing Press in India: Chapter: Opposition to the Missionary Press—A. K. Priolkar."

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক

আলোচ্য যুগে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় ইউরোপীয়ের অভিমত

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়ারেন হেষ্টিংসের অভিমতটি মুখবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করিয়া আলোচ্য যুগে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় স্বনামধন্য ইউরোপীয়ের অভিমত প্রদত্ত হইল। সিটনকারের মন্তব্যটি সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস', পৃষ্ঠা ৩৬ হইতে গৃহীত। বাকীগুলি মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

1. "Every accumulation of knowledge, specially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the State : it is the gain of humanity : in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections ; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection ; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence. Even in England, this effect of it is greatly wanting. It is not very long since the inhabitants of India, were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life ; nor, I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely obated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings : and these will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist, and

when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance."

Warren Hestings :
1784 (Hestings letter published in The Bhagvat-Geeta, or Dialogue of Kreeshna and Arjoon by C. Wilkins 1785).

2. "I wished to obviate the recurrence of such erroneous opinions as may have been formed by the few Europeans who have hitherto studied the Bengalese ; none of them have traced its *connection with Shanscrit*, and therefore I conclude their system must be imperfect. For it the Arabic Language (as Mr. Jones has excellently observed) be so intimately blended with the Parsian as to render it impossible for the one be accurately understood without a moderate knowladge of the other ; with still more propriety may we urge the impossibility of learning the Bengal dialect with a general and comprehensive idea of the Shanscrit."

N. B. Halhed
Preface, A Grammer of the Bengal Language. 1778.

3. "It (Forster's Vocabulary) will nevertheless assist in forming an idea of *the richness of the language*, and tend to show its capability of being applied to every species of composition and of expressing every idea of the mind without the use of Persian or Arabick pedantisms...Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bengalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of

the Tongue....It must surely then appear a glaring inconsistency, that we should continue to use the Persian, with which the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language ; and daily experience proves the disadvantages of our not being able to hold a general personal intercourse, with the people committed to our superintendence, except through the medium of a third person, too frequently interested in imposing on both parties."

H. P. Forster
Introduction. A Vocabulary
in two parts. Part I. 1799.

4. "The study of Bengalee has been much neglected from an idea that its use is very confined. I believe, however, that it is the *Universal medium of conversation and business throughout the whole of Bengal, except among the servants of Europeans*, and even they use it constantly in their own families.

This language is peculiarly copious and harmonious ; and were it properly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive."

W. Carey
Preface, A Grammar of the
Bengalee Language, First Edition.
1801.

5. "Gaura, or, as it is commonly called Bengalah or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of Gaur was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts but is said to be spoken in its greatest

purity in the eastern parts only ; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from Sanscrit, The dialect has not been neglected by learned men. Many Sanscrit poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned Hindus in Bengal speak it almost exclusively : verbal instruction in Sciences is communicated through this medium, and even publick disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the Devanagari, as the Pracrit and Hindevi are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but Devanagari difformed for the sake of expeditious writing. Even the learned amongst them employ this character for the Sanscrit language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard."

H. T. Colebrooke
Asiatic Researches. Vol. VII.
Page 223-224. 1801.

6. "The Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none."

"The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India, ...four-fifths of the words in the language *are pure Sungskrita.* Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be

esteemed one of the Most Expressive And Elegant Languages Of The East."

W. Carry
Preface, A Grammar of the Bengalee Language, Fourth Edition. 1818.

7. "Closely dependant on the parent Sanskrit, it (Bengali) possesses many of the advantages, and few of the blemishes, which characterize that first of Indo-Germanic tongues. Though not without a few dialectical variations, it preserves mainly an unbroken regularity, from the banks of the Subarnarekha (সুবর্ণরেখা), to the frontiers of Assam. It is simple in its structure, lucid in its syntax and vigorous in its expressions, and above all, it is inseparably connected in our mind with those pleasing recollections, which the progress of education and the first dawning of enlightened opinions in the Lower-Provinces, cannot fail to excite...It has frequently been remarked that Bengali more closely resembles Sanskrit than Italian does Latin : We might go further, and almost say that it has altered very little from the original, than modern Greek has from the language of Thucydides and Plato. Bengali has experienced but a moderate change from the vicissitudes of conquest, and the sucessive sway of Mussulman or Affghan dynasties. It is true that the influx of Persian and Arabic substantives, into the spoken and even the written dialects, has been very considerable : but the great landmarks of the language have remained fixed and unalterable."

W. S. Seton-Karr
1849.

পরিশিষ্ট খ

আলোচ্য যুগের কতিপয় বিশিষ্ট ইউরোপীয় লেখকের বাঙ্গালা রচনা হইতে উদ্ধৃতি

১। "সন হাজার পাঁচ শহ নব্বই বছর খ্রীস্তর জর্ম্ম বাদে, ফ্লান্দেস্ দেশে জিরারদিমণ্ডে শুহরে এক বেপারীয়ে আর বেপারীয়ে বিস্তর রূপার মোহর ধার দিল। যে জনে ধার লইল, আপনার দেশে গিয়া রূপার মো-।১৬০।-হর মহাজনেরে ফিরিয়া পেঠাইল। সেও করজ পাইযা কটপত্র রাখিল। এক বছর বাদে বেপারীয়ে পুনর্ব্বার জেরারদিমণ্ডে গেল ; মহাজনের সাথে দেখা হইল। মহাজনে আর বার ধন চাহিল : সে কহিল : আমি তোমার করজ পেঠাইয়াছিলাম, এবং তুমিও করজ পাইলা : এহা জানি। মহাজনে কিরা খাইয়া কহিল : আমি যদি করজ, পাইয়াছিলাম, এহি অগ্নির মধ্যে আমার শরীর পুড়িয়া যাউক। এমত মিথ্যা কিরা কহিল : এবং এমত শাস্তি পাইল : রাইত হইল, কেহ কেহ যাহার যাহার ঘরে ঘরে গেল। মহাজনে শীতের কারণ আগুনের কাছে রহিল। দুই পহর রাইত্রে আগুনে মহাজনেরে ধরিল। সে পুড়িয়া গেল, এবং শরীর আঙ্গরা হইল : এবং আত্মা নরকে গেল।"

মানোএল-দা-আসস্থম্পসাঁও।
কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।
পৃষ্ঠা : ১৫৮।১৬০, ১৭৪৩।

২। "৯২ দ্বানবতি ধারা"

'সদর দেওয়ানি আদালতে যাঁহারা বিচার করিতে বসিতেন তাঁহারদিগের কোন চাকর কিম্বা সম্পর্কীয় লোক কোন প্রকারে যে কেহ আসামি কিম্বা ফরিয়াদী সদর দেওয়ানি আদালতে বিষয় রাখে তাহারদিগের কাহার স্থানে যদি কিছু লয় তবে যেমত আদালতের অসম্মান করিলে কয়েদ হইতে হয় সেই মত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক এবং তাহার সমুচিত এই যে যাহা লইয়া থাকে তাহার তিনগুণ ফিরিয়া দেয় কিম্বা তাহাকে যতদিন উচিত বুঝেন কয়েদ রাখেন অথবা কোড়া মারেণ এই তিনের মধ্যে যাহা সদর দেওয়ানি আদালতে উপযুক্ত জানেন করিতে পারিবেন এবং সে ব্যক্তি যাঁহার চাকর তিনি তাহাকে তগির করিবেন

পুনশ্চ নিজের কিম্বা আদালতের কোন কার্য্যে তাহাকে কদাচ চাকর নারাখিবেন।'

জোনাথান ডানকান।
ইম্পে কোডের অনুবাদ।
পৃষ্ঠা: ২১০।১৭৮৫।

৩। "প্রথমে ঈশ্বর স্বজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্তিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বরও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল প্রথম দিবস।

এবং ঈশ্বর বলিলেন আকাশ হউক জলের মধ্যস্থলে ও সে জল এ জল প্রথক করুক। অতএব ঈশ্বর স্বজন করিলেন আকাশ ও প্রথক করিলেন আকাশের উপরের জল নিচের জল হইতে। তাহাতে সেই মত হইল। ঈশ্বর সে আকাশের নাম রাখিলেন স্বর্গ সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল দ্বিতীয় দিবস।"

উইলিয়ম কেরী। ধর্ম্ম পুস্তক।
প্রথম ভাগ। পৃষ্ঠা: ১।১৮০১।

৪। 'হিন্দুলোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই প্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যাবৃদ্ধির হানি হয়।······জাতিরূপ হাপা কেবল বুদ্ধিবৃদ্ধির হানি করে না বরং ভিন্ন দেশে পরস্পর গমনাগমনের বাধক হয় পরোপকারক জ্ঞান সঞ্চয়েতে কৃপণতা প্রকাশ হয়। অন্য দেশীয় লোকেরদের সংসর্গ হইতে উৎপাদ্য যে জ্ঞান ও বিদ্যারূপ উন্নই জাতিকর্ত্তৃক বন্ধ হইয়াছে তাহাতে তাহারা অন্যদেশীয় বিশেষ বিবরণ ও ভূগোল-বিদ্যা ও মহাতাত্ত্বিক বিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা ও বৃক্ষাদিবিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা ও যুদ্ধ বিদ্যা ইত্যাদি আর আর উত্তম বিদ্যাতে অজ্ঞ হইয়াছে বিদ্বান লোক স্বদেশে উৎপন্ন না হইলে বিদ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে না নাবিকবিদ্যা-দ্বারা আমারদের প্রায় সকল ভাল হইল এবং যে নূতন বিদ্যাতে লোকেরদের উত্তর উত্তর সুখ বৃদ্ধি হয় তাহা প্রকাশ করণের দ্বারা সেই বিদ্যা লোকেরদের মনের তেজকারি হয় কিন্তু হিন্দুরা সমুদ্র গমন করে না অতএব এ সকল হইতে

দূর থাকে।……এ সকল বিচার করিয়া আমি বুঝি যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি প্রযুক্ত বিদ্যাবৃদ্ধির হানি হয়।'

জেমস হাণ্টার।
Pıimitiae Orientales, Calcutta.
Vol. 11. Page 67-74. 1803.

৫। 'এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণীবদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিব তাহার সহিত কল্যই কন্যার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথম একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরা পুর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে এ কারণ আমার এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতি তুষ্ঠ হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্ধ রাজ্য দিয়া রাজা করিলেন। ইতি'—

উইলিয়ম কেরী। ইতিহাসমালা।
চত্বারিংশ কথা॥ ১৮১২।

৬। "পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বৎসর নির্ম্মিতা হইয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে সে কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয় প্রথম ভাগ সৃষ্টি অবধি জলপ্লাবন পর্যন্ত ষোল শত ছাপান্ন বৎসর দ্বিতীয় জলপ্লাবনাবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত তেইশ শত আটচল্লিশ বৎসর। তৃতীয় খ্রীষ্টের সময়াবধি অদ্য

পর্যন্ত আটার শত আটার বৎসর। এই মত ভাগে ভাগে কাল নির্দিষ্ট করণের উপকার এই যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যে কর্ম্ম হইয়াছে সে সকল ক্রিয়া সময়ানুসারে নির্দিষ্ট হইয়া মনে থাকে।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল ঈশ্বর ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে আগম কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতুক তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইল এই হেতুক ঈশ্বব আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনোনিবেশ করিবেক।' তিনি দুইজনকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এক পুরুষ ও এক স্ত্রী। সে দুইজন নিষ্পাপী।"

জন ক্লার্ক মার্শম্যান।
খ্রীষ্টের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাস। সংক্ষেপ
বিবরণ। দিগদর্শন। ১৮ই জুন। ১৮১৮।

৭। 'হিন্দুস্থানেব নদী।'

'হিন্দুস্থানে ছোট বড অনেক নদী আছে ছোট পুস্তকে সকল সংখ্যা হয় না কিন্তু প্রধান নদী প্রথম গঙ্গা। তাহার মধ্যে গণ্ডক ও গোগরা ও শোণ ও মহানন্দা ইত্যাদি প্রবেশ করে সে গঙ্গা হিমালয়ে আরম্ভ হইয়া তের শত ক্রোশ আসিয়া কলিকাতার দক্ষিণে সাগরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় সিন্ধু নদী কৈলাস পর্ব্বতে আরম্ভ করিয়া শতদ্রু ও বিপাশা ও ঐরাবতী ও চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা ইহারদের সহিত মিলিয়া সিন্ধু দেশের নিকট ভারত দেশের পশ্চিম সীমা এক হাজার ক্রোশ চলিয়া ভারত সাগরে প্রবেশ করে। তৃতীয় ব্রহ্মপুত্র হিমালয় শ্রেণীতে আরম্ভ করিয়া তিব্বত ও আসাম ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালার উত্তর পুর্ব্ব কোণে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণের চাটি গ্রামের নিকট পদ্মাতে অর্থাৎ গঙ্গাতে মিলিত হইয়া বাঙ্গালার খালে প্রবেশ করে। এই নদী উত্তর কোল ও দক্ষিণ কোল নামে আসাম দেশকে দুই ভাগ করে। এই তিন প্রধান নদী যে স্থান হইতে নির্গতা হয় সে তিন স্থান প্রায় পরস্পর নিকট। এই নদী ছাড়া যমুনা ও নর্মদা ও গোদাবরী ও কৃষ্ণা ইত্যাদি অনেক ছোট নদী আছে।'

জন ক্লার্ক মার্শম্যান।
জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭। ১৮১৯।

৮। 'অপর সকল বিদ্যাগ্রন্থে সংজ্ঞালব্ধ না হইলে নির্ব্বাহ হয় না। অতএব যে স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীতা হইয়াছে কিন্তু যে যে স্থানে উপযুক্ত সংজ্ঞা পাওয়া যায় এই সেই সেই স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃত সংজ্ঞা গঠান গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় তাবদ্‌গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কহি উপযুক্ত সংজ্ঞাগঠনই অতিদুঃসাধ্য কার্য্য অতএব এই বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থেতে যে যে সংজ্ঞা অনুপযুক্ত বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরীবর্তনে অন্য সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্লাদ বিষয় হয় জানিবেন। অপর কেহ২ বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন যে সকলের সুবোধগম্য গ্রন্থ ছাপা কর না কেন এবং সহজ ভাষায় কি জন্যে রচনা কর না তদ্বিষয়ে উত্তর করি যে তাবদ্‌বিদ্যাগ্রন্থ কঠিন অতএব সহজ ভাষায় তর্জ্জমা প্রায় হয় না। অপর ইহাও বিবেচনা করুন বহ্ব্যভ্যাসব্যতিরিক্ত কোনো এক বিদ্যাজ্ঞ হওয়া যায় না এবং যাঁহারা অভ্যাস করেন তাঁহারদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ক হয় না তবে অনেক বিদ্যাতে সকলেই কি প্রকারে হঠাৎ পরিপক্ক হইতে পাবিবেন।'

ফেলিক্স কেরী। বিদ্যাহারাবলী।
বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থ পাঠকেরদেব প্রতি মেং
ফিলিক্স কেরী সাহেবের পত্রমিদং। ১৮১৯।

৯। 'উদ্যান ইত্যাদি বিষয়ক এক গ্রন্থের কতককথা।'

"যে বৃক্ষের ফুল সুগন্ধি না হয় ঐ বৃক্ষের মূল হইতে মৃত্তিকা বাহির করাইয়া তাহার সহিত জাম ও মুথাও খস খস চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত কর তাহার পর নূতন মৃত্তিকা তাহাতে দেও তাহার পর ঐ২ দ্রব্য জলেতে সিদ্ধ কর এবং সেই জল শীতল হইলে ঐ জলেতে গাছ সেচ সেই কর্ম্ম করিলে ফুল হইবেক···· দ্রাক্ষা লতার মূলেতে মূর্গের গূ দিলে এবং যে জলেতে সফরী মৎস ও শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুরদের মাংস সিদ্ধ হইয়াছে ঐ জল তাহাতে দিলে অতিশয় ফল হইবেক।···ছোট গাছের উপর ঘৃত ও বাইবেরঙ্গ ও চিনী ও ঘটিয়ার ধূআ করিলে তাহার ফল মিষ্ট হইবেক। কাঁঠাল গাছ ত্রিফলার রসেতে সেচিলে এবং তাহার গুঁড়ি বিচালীতে ঢাকিলে তাহার বড ও সুস্বাদু ফল হইবেক।"

উইলিয়ম লেষ্টর। হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও
বাগানের কৃষিসমাজের কৃত কর্ম্মের বিবরণ
পুস্তক। ১ম বালম। পৃষ্ঠা ১৩৭। ১৮২৪।

এই গ্রন্থটি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটি বহু লেখকের প্রদত্ত রিপোর্টের সঙ্কলন-গ্রন্থ। সম্পাদক লেস্টর। গ্রন্থটি উত্তরপাড়ায় আছে। ২৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০। "১২ বৎসর হইল আফ্রিকা দেশ হইতে এক সিংহ সিংহী লণ্ডননগরে এক সাহেবের চিড়িয়াখানাতে পিঁজরার মধ্যে রাখা গেল, এবং যে কাফ্রী থাবাল পর্যন্ত ঐ পশুদ্বয়ের সেবা করিয়াছিল ও তাহারদিগের সহিত আসিয়াছিল তাহাকেই সাহেব ঐ দুই পশুর সেবার্থে নিযুক্ত করিলেন। ঐ কাফ্রীকে দুই সিংহ অতি স্নেহ করিয়া আপন পিঞ্জরের মধ্যে আসিতে দিত এবং তাহাকে যখন দেখিত তখন তাহার গাত্রে উঠিয়া বিড়ালের বাচ্চার ন্যায় ক্রীড়া করিত। কখন কখন পিঞ্জরের মধ্যে মেজ রাখিয়া তাহার উপরে হুকার গ্লাশ রাখিয়া পশুদ্বয়ের নিকটে অনায়াসে বসিয়া তামাকু খাইত ; কোন কোন সময় ঐ দুই সিংহ যদি অধিক খেলা করিত, তবে সিংহপালক সঙ্কেত করিলে তাহারা স্থির হইয়া তাহার নিকট শয়ন করিয়া থাকিত। কিন্তু আহারের সময়ে কিম্বা যে সময় কোন লোক আসিয়া তাহারদিগকে বিরক্ত করে তখন তাহার পালকও তাহারদিগের নিকট যাইতে ভয় করিত, কেননা পাছে রাগ করিয়া তাহাকেও হিংসা করে। পরে ঐ কাফ্রী সাহেবের কার্য ত্যাগ করিলে সিংহী তাহাকে না দেখিয়া খেদেতে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া মরিল।"

জন লসেন। পশ্বাবলী। সিংহের বিবরণ ১৮২২।

১১। "লিপিবিদ্যাবিষয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত, কি জন্যে না, তাহাতে পুর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি ; আর ছাপা বিদ্যাতেও কৃতার্থ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা কর্তব্য, কারণ তাহাতে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক আমরা প্রত্যেক জন অল্প মূল্যে পাইতেছি।

ইতিহাস পুস্তক পড়াতে বিস্তর ফলদর্শে, তাহার মধ্যে একটা ফল এই যে সেই সমুদয় বিবরণ পাঠ করিয়া আপন আপন ব্যবহার শুধরাইতে পারা যায় ; ইহার প্রমাণ এই, যে কোন একটি কর্ম্ম যদি ক্রমে ক্রমে দশ জনকে করিতে বলা যায়, তবে সকলের শেষে যে ব্যক্তি ঐ কার্য করে সে যেমন পুর্ব্বের নয় জন অপেক্ষা উত্তম করিতে পারে, কেননা অগ্রে তাবতের ক্রিয়া দর্শন পুর্ব্বক দোষগুণ বিবেচনা করিয়া যাহাতে কোন দোষ না থাকে তাহাই করিতে

যত্ন করে; তেমতি ইতিহাস পড়িলে এই খানি হইয়া উঠে, যে পূর্ব্বের লোক সকলের ব্যবহার জ্ঞাত হইয়া যাহাতে আপনার সুব্যবহার হয় এইরূপ করিতে সচেষ্ট থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের মধ্যে যাহা যাহা কুৎসিত তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া উত্তম কার্য্য সমস্ত গ্রাহ্য করে।" প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়।

জে. পীয়ার্সন। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়।
পৃষ্ঠা ৬৫, ১৮৩০।

১২। রুমরাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

টিপ্পনী। রুমরাজ্যের অধিক আয়তন হওয়াতে রাজপরাক্রমের হ্রাস হইয়াছিল এই রাজস্থেরদের মধ্যে ঐ রাজ্যের বিনাশ হওনের অঙ্কুর পূর্ব্বেতেই জন্মিয়াছিল পরে গাথ্ ও বেণ্ডাল ও হন্ প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা রোমানেরদিগের কর্তৃক পূর্ব্ব প্রাপ্ত অপমানের প্রতিফল দেওনার্থে রুমরাজ্য আক্রমণ করিযাছিল তাহারা জর্মনি দেশের যে২ নানাস্থান রোমনেবা জয় করিতে পারেন নাই তাহাতে বাস করিত অথবা ইউরোপের উত্তরে এবং আশিয়ার উত্তর পশ্চিমে যে সকল দেশ আছে তাহাতে ডেন্ ও স্বূইড্ এবং পোল্ জাতিরা ও রুশিয়ানের-দিগের অধীন প্রজারা এবং টার্‌টারি দেশস্থ লোকেরা এইক্ষণে বসতি করে সেই সকল দেশে তাহারদিগের বাস ছিল এবং অসভ্য লোকেরা মনেব চাঞ্চল্য-প্রযুক্ত লুঠ করিবার আশায় বা নূতন স্থানে বসতি করিবার আশয়ে যেমত আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানে২ ভ্রমণ করে তদ্রূপ আশয়ে ঐ পূর্ব্বোক্ত অসভ্যেরা আপন দেশ হইতে নির্গত হইয়াছিল।

জন রবিনসন। ইতিহাস সার সংগ্রহ।
পৃষ্ঠা ৬৭, ১৮৩২।

১৩। "অনেক প্রকার বস্তুর কিমিয়ালয় উৎপন্ন হইলে আলোক নির্গত হয়। অতএব যে সময়ে দহন হয় সে সময় সকলেই জানে যে আলোক নির্গত হয় কিন্তু যে বস্তুতে কখন দহনোৎপত্তি হয় না সে বস্তুর লয়েতেও আলোক নির্গত হয়।

আলোক কিমিয়া প্রভাবের মত কোন২ বস্তুর পরস্পর লয়নিষ্পাদক এবং কোন২ বস্তুর লয়নাশক হয়। এই প্রকার কার্য্য পরে কহা যাইবেক। আলোক ও বিদ্যুতীয় সাধন কোন২ কার্য একরূপে নিষ্পন্ন করে। অপর সূর্য্যের তেজেতেও কিন্তু বিশেষ বিওলা (violet) বর্ণ কিরণেতে সূচী রাখিলে ক্রমে ক্রমে চুম্বক

প্রস্তরের গুণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু যে পরীক্ষাতে ইহা স্থিরীকৃত হয় তৎপরীক্ষাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।"

জন ম্যাক। কিমিয়া বিদ্যার সার।
পৃষ্ঠা ১০৭, ১৮৩৪।

১৪। "আমাদের চক্ষুর বৃত্তান্ত এই। আমরা চক্ষুর্দ্বারা দীপ্তিগ্রহণ করিয়া সকল বস্তু নিশ্চয় করি, দীপ্তির ক্ষীণতা হইলে চক্ষুর তারা বিস্তৃতা হইয়া অধিক কিরণ গ্রহণ করে, এবং সেই দীপ্তির প্রাবল্য হইলে ঐ তারা সংকুচিতা হইয়া অল্প কিরণ গ্রহণ করে। অতএব তুমি গৃহে থাকিলে তোমার চক্ষুর তারা বিস্তৃতা থাকে এবং বাহিরে গমন করিলে সেই তারা সঠিক দীপ্তি গ্রহণ করিয়া তোমার ক্লেশ জন্মায়, কিন্তু শীঘ্র সঙ্কুচিত হইয়া যত দীপ্তি সহ্য করিতে পারে তাবন্মাত্র গ্রহণ করে। পরে যখন তুমি গৃহে আগমন কর তৎকালে তোমার চক্ষুর তারা সঙ্কুচিতা হওয়াতে বাহির অপেক্ষা গৃহের মধ্যে বড় অন্ধকার বোধ হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরে চক্ষুর তারা পুনর্বার বিস্তৃতা হইলে কর্ম্ম করণার্থে উচিত কিরণ গ্রহণ করিতে পারে।"

উইলিয়ম ইয়েটস। জ্যোতির্বিদ্যা।
পৃষ্ঠা ৪৫, ১৮৩৮।

১৫। 'আক্ষেপোক্তি বিষয়।'

প্রশ্ন। আক্ষেপোক্তিতে কি বুঝা যায়?

উত্তর। তাহাতে বক্তার শক্ত প্রমাণ বুঝা যায়; যথা আর কি দুঃখ। উঃ কি জ্বালা। ইঃ কি বেদনা।

ওগো, ওরে ওহে আরে, এরে ওলো এই সকল আক্ষেপোক্তি দূরস্থ ব্যক্তির পূর্ব্বে উক্ত হয় যথা ওগো বাবা ওরে রামহরি।

গো হে রে লো এই সকল আক্ষেপোক্তি বর্ত্তমান ব্যক্তির অগ্রে উক্ত হয়। যথা পিতা গো, হরি হে, মুটিয়া রে, ছুঁড়ি লো।

জেমস কীথ। বালকেরদিগের শিক্ষার্থে স্পষ্ট
প্রশ্নোত্তর ধারাতে বঙ্গভাষার ব্যাকরণ।
পৃষ্ঠা ৪১। প্রথম প্রকাশ ১৮২৫; উদ্ধৃতিটি
তৃতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত। ১৮৩৯।

১৬। "তাবৎ পৃথিবীর কোথায় কখন কি ঘটে, তাহা আমাকে জ্ঞাত করণার্থে আমার অনেক অনেক লেখক ও ছাপা যন্ত্র আছে, এতদ্ভিন্ন আমার গৃহেতে বিবিধ পুস্তক আছে, সে সকল বহুমূল্য ও কামধেনু হইতেও মনোভীষ্টকারী হয়, কেননা তাহাদ্বারা আমি তাবৎ যুগের ও তাবৎ স্থানের কথা শীঘ্র জানিতে পারি এবং ঐ পুস্তকদ্বারা পূর্ব্বকালের তাবৎ বীর ও দাতাদিগকে সম্মুখের ন্যায় দেখিতে পাই, এবং তাহারা যে যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহা এখন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার করাইতে পারি। আমার জন্য বক্তারা বক্তৃতা করে, ও ইতিহাসকারী ইতিহাস লেখে, ও কবি লোকেরা কবিতা রচনা করে। সংক্ষেপে কহি, এই পুস্তকদ্বারা আমি বিষুবরেখা অবধি কেন্দ্র পর্যন্ত যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে যাইতে পারি এবং প্রথম যুগের কথা অবধি অদ্যকার কথা পর্যন্ত যে কথা জানিতে ইচ্ছা করি তাহাই জানিতে পারি। এই সকল রূপক কথা নহে।"

রেভাঃ উইলিয়ম ইয়েটস। সারসংগ্রহঃ।
২য় সংস্করণ। পৃষ্ঠা ১৩, ১৮৪৭।

১৭। "এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় নানা প্রকার সমাচার পত্র মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক এবম্প্রকার বিবিধ পত্রে বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা এবং বিবিধ মতে পোষকতা হইতেছে।...গৌড়ীয় ভাষায় গুণগ্রাহি পাঠকেরা ঐ সকল পত্র পাঠে যথেষ্ট সন্তৃপ্ত হয়েন। অতএব পত্রান্তরের অপেক্ষা নাই এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপক্ষ, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপকালে মনের মধ্যে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, শত্রুক্ষয় করিলেই হয় এই ভাবিয়া তর্ক বিতর্ক ছল বিতণ্ডা কিছুতেই ত্রুটি করেন না; যাহা যার আইসে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। যদিও অন্যান্য বিষয়ে উক্ত সম্পাদকেরা অতিশয় চিত্তরঞ্জক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন তথাপি ধর্ম্মের প্রসঙ্গে তাঁহারদের মাৎসর্য্য দর্শণে খ্রীষ্টীয় লোকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। অমৃতে যদি কথঞ্চিৎ বিষ যোগ হয় তবে তাহাও সকলের হেয় হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সুচারু পত্রিকা সকলের মধ্যে২ খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমারদের চিত্ত তৃপ্তি হইতে পারে না।"

রেভাঃ জে. লঙ্। সত্যার্ণব। পৃষ্ঠা ১,
১৮৫০, জুলাই সংখ্যা।

পরিশিষ্ট গ

ইউরোপীয় লেখকদের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দকে শেষ বৎসর ধরিয়া তাহার পূর্বে রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের বর্তমান তালিকাটি দুই ভাগে বিভক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুদ্রিত ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা রচনার তালিকা প্রথম ভাগে এবং দ্বিতীয় ভাগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা দিলাম। প্রথম ভাগের তালিকাটি সঙ্কলনে কোন প্রাচীন গ্রন্থ তালিকার সাহায্য গৃহীত হয় নাই—ইহা স্বরচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকাটি প্রস্তুত করিতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্কলিত কয়েকটি প্রাচীন ক্যাটালগের সাহায্য লইয়াছি। যে সকল তালিকা হইতে গ্রন্থ-নাম সংগৃহীত হইয়াছে, বর্তমান তালিকার গ্রন্থ-নামের পাশে সেই সকল তালিকার সংক্ষেপিত নাম দিয়াছি। যে সকল প্রাচীন ক্যাটালগ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের পুরা নাম ও প্রকাশের সময় নীচে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকটির পাশে আমি যে সংক্ষেপিত নাম ব্যবহার করিয়াছি তাহা প্রথম বন্ধনী চিহ্নের ভিতর দিয়াছি। অনেক গ্রন্থের বিবরণ বিভিন্ন ছাপাখানায় মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা, প্রকাশকগণের রিপোর্ট, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও গ্রন্থ সমালোচনা হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতা, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া ও চন্দননগরের গ্রন্থাগারে বহু সংখ্যক গ্রন্থের সন্ধান মিলিয়াছে, এই সকল গ্রন্থের আলোচনা লেখক ধরিয়া মূল গবেষণাপত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থ তালিকায় ইহাদের উল্লেখমাত্র করিয়াছি—কোনো আলোচনা করি নাই। আলোচ্য যুগে ইউরোপীয় মিশনারীরা অজস্র প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল পুস্তিকার কলেবর অতি ক্ষুদ্র এবং রচনাতে কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। এই পুস্তিকাগুলির সর্বাধিক উল্লেখ জন মারডকের ক্যাটালগে রহিয়াছে। যে সকল প্রচার-পুস্তিকার তিনের অধিক সংস্করণ হইয়াছিল, আমি বর্তমান তালিকায় মাত্র তাহাদেরই নাম দিয়াছি। গ্রন্থের পাশে যে বৎসরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রথম প্রকাশের কাল ধরিতে হইবে, যেখানে প্রথম প্রকাশ কাল পাই নাই, সেখানে সংস্করণ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছি।

যে সকল ক্যাটালগ হইতে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে তাহাদের নাম :

1. A Descriptive Catalogue of Bengali Works—J. Long. 1855. (From The History of Bengali Language & Literature by D. C. Sen) (D. C. B.)

2. Selections from the Records of Bengal Government, published by authority, No. XXXII. by Rev. J. Long. 1859. (S. R. B. Long)

3. Catalogues of the Christian Vernacular Literature of India with hints on the Management of Indian Tracts Societies, by John Murdock. 1870. (C. C. V.)

4. Selections from the Records of the Bengal Government, published by authority, No. XLI. Compiled by J. Wenger. 1865. (S. R. B. Wenger)

5. A Return of the names and writings of 515 persons, connected with Bengali Literature, either as authors or translators of printed works, Chiefly during the last fifty years ; and a Catalogue of Bengali newspapers and periodicals which have issued from the year 1818 to 1850, submitted to the Government by the Rev. J. Long. 1855. (R. N. W.)

6. Descriptive Catalogue of Vernacular Books & Pamphlets forwarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibition of 1867, compiled by the Rev. J. Long. (D. C. V.)

7. Early Indian Imprints, An Exhibition from The Willam Carey, Historical Library of Serampore ; prepared by K. S. Diehl. 1962. (E. I. I.)

গ্রন্থ তালিকা

(১ম ভাগ)

(অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুদ্রিত ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা গ্রন্থ)

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।

১। ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও।

২। বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণ। মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও। গ্রন্থদ্বয়ের বিস্তৃত পরিচয় গবেষণাপত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ এই তালিকায় দিলাম না—ইহার রচয়িতা দোম আন্তেনিয়ো-দো-রোজারিও বাঙ্গালী ছিলেন। ইহার বিবরণও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। এই গ্রন্থগুলি লিসবন সহর হইতে রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৭৬৬-৬৯।

৩। প্রশ্নোত্তরমালা। বেস্তো-দে-সিভেস্ত্রা

৪। প্রার্থনামালা। ঐ

ইহাদের রচনাকাল ১৭৬৬ হইতে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, প্রকাশস্থল লণ্ডন। এই বই দুইটিও রোমান হরফে মুদ্রিত। ইহাদের আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে আছে।

১৭৭৮।

৫। A Grammer of the Bengal Language, by N. B. Halhed.

গ্রন্থটির বিস্তৃত পরিচয় নবম অধ্যায়ে আছে।

১৭৮৫।

৬। Regulations for the Administration of Justice, in the Courts of Dewanie Adaulut. Printed at the Honourable Company's Press 1785. Calcutta. by Janathan Duncan.

ইহাই 'ইম্পে কোড' নামে প্রসিদ্ধ।

১৭৯১।

৭। Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry or Criminal Courts, in Bengal, Behar and Orissa, passed by the Governor General in Council on the 3rd December, 1790. by N. B. Edmonstone. 1791. Calcutta.

১৭৯২।

৮। Bengal Translation of the Regulation for the guidance of the Magistrates passed by the Governor General in Council in the Revenue Department on the 18th May, 1792, with supplementary enactments, Calcutta, 1792. by N. B Edmonstone.

১৭৯৩।

৯। "শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের অজ্ঞাতে মুর্দাংকিত হইল।" অনুবাদক এইচ. পি. ফরষ্টার। গ্রন্থটি 'কর্ণওয়ালিশ কোড' নামে প্রসিদ্ধ।

১০। ইংরেজী ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি। এ. আপজন।

১৭৯৭।

১১। শিক্ষাগুরু or, The Tutor. জন মিলার।

১৭৯৯।

১২। বোকেবিলারি, or A vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa by H. P. Forster.

Part I. in 1799. Part II. in 1802.

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে রচিত ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা, গ্রন্থতালিকা, ২য় ভাগে দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থতালিকা

(২য় ভাগ)

(উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুদ্রিত ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা গ্রন্থ)

১। মিঃ এডিস। Mr. Adeas.

(১) ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান। Anglo Bengali Dictionary.—Roz & Co. publication. Published in 1854. পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬১, মূল্য ৫৲ টাকা।

টড ও জনসনের অভিধান রচনার ধারা অবলম্বনে মার্শম্যানের বাঙ্গালা অভিধানের সূত্রানুসারে বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই অভিধান রচিত হয়। ইহাতে ২৩০০০ শব্দ সন্নিবিষ্ট। শব্দের ইংরাজী উচ্চারণ ও বাঙ্গালা অর্থ আছে। ইংরাজী শব্দের সমর্থক ভিন্ন ভিন্ন ইংরাজী শব্দও বাঙ্গালা অর্থের সহিত দেওয়া আছে। অভিধানটি সংকলনে প্রায় দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল বলিয়া ভূমিকায় বলা হইয়াছে।

(২) Shabdambudhi—Adeas Bengali Dictionary. Roz & Co. Publication, 1854. প্রকাশকাল ১৮৫৪ খৃঃ অব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০৪। মূল্য ২৲ টাকা ৮ আনা॥ (D. C. B.)

তৎকালে বইটির বহুল প্রচলন ছিল। প্রকাশের একবৎসর মধ্যে সমস্ত কপিই বিক্রয় হইয়া যায়। মরটন, কেরী, রাধাকান্ত দেব, রামচন্দ্র প্রভৃতির অভিধান হইতে সংগৃহীত শব্দাবলীর ইহা আকর-গ্রন্থ। ইহাতে ১৮০০০ বাঙ্গালা শব্দ ও প্রত্যেক শব্দের বাঙ্গালা অর্থ রহিয়াছে। যদিও বাঙ্গালা শব্দের সহিত সমার্থবাচক ইংরেজী শব্দ ইহাতে নাই, তথাপি বাঙ্গালাভাষা শিক্ষায় ইহা সাহায্য করিতে পারে বলিয়া বিদেশীর নিকটও এই অভিধানের সমাদর কম ছিল না।

২। এডাম থ্যাকার। Adam Thaker.

(১) ইমাম চুরি। Imam Churi (R. N. W.)

বইটি মুসলমানী বাঙ্গালায় রচিত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দ মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের যে তালিকা ১৮৫৫ খৃঃ অব্দ-এ রচিত হয় ইহাতে বইটির উল্লেখ থাকায় সম্ভাব্য রচনাকাল জানা যায়। মুসলমানী বাঙ্গালায় রচিত ইহাই একমাত্র বই যাহার উল্লেখ উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত পুস্তক-তালিকায় মিলিতেছে।

(২) Kings' Messenger. (C. C. V.)—রচনাকাল ১৮২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক প্রচার-পুস্তিকা। 'সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীশ্চান নলেজ' নামক ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে উদ্যোগী সমিতি কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়।

৩। আলেকজাণ্ডার, রেভাঃ এ। Alexander. Rev. A.

(১) Church Catechism. (R. N. W.)

খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় প্রচার-পুস্তিকা। 'সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীশ্চান নলেজ' কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৮২১ খৃঃ অব্দ।

৪। অ্যানসরজ, রেভা: এ। Ansorge, Rev. A.

(১) লুকের ধর্মশাস্ত্র। Comment of Lukes' Gospel (R. N. W.)

গ্রন্থটির বিবরণ রেভাঃ জে. লং'এর গ্রন্থতালিকা ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রচার অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থগুলির মতই ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে সম্ভবতঃ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বেই হইয়াছিল। ইংরাজীর নাম "Comment of Luke's Gospel" হইলেও ইহা যে "Commentary" ছিল না সেকালে এই জাতীয় গ্রন্থগুলির পরিচয় হইতে অনুমান করা যায়।

৫। অ্যারাতুন, রেভাঃ সি। Aratoon, Rev. C.

(১) প্রশ্নোত্তর। Catechism (R. N. W.)

ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরমালাগুলির মতই ইহাও একটি ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকা। গ্রন্থকারের অন্য কোন রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রচার ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বছর পুর্বেই ঘটিয়াছিল।

৬। ব্যাচিলার, রেভাঃ ও. আর। Bacheler, Rev. O. R.

(১) A Compendium of Medicine in Bengali. (সমাচার দর্পণ, ১৭ই নবেম্বর, ১৮২১)

গ্রন্থটির বাঙ্গালা নাম জানা যায় নাই। ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৭ই নভেম্বর সংখ্যায় সমাচার দর্পণে ইহার গ্রন্থ-পরিচয়ে জানা যায় যে ইতিপুর্বে এ-বিষয়ে একজন বাঙ্গালী আগ্রহী হইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং একজন ইউরোপীয় সেই সময় এ-বিষয়ে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টায় ছিলেন।

৫ই জুন ১৮১৯ খৃঃ অব্দের সমাচার দর্পণে আছে: 'শ্রীযুক্ত রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধ-সার-সংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় ও পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রমসকল লিখিত আছে এবং কোন্ পীড়ায় কোন্ ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই

এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমাদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।'

১৭ই নভেম্বর, ১৮২১ খৃঃ অব্দে A Compendium of Medicine in Bengali গ্রন্থের সহিত একটি বিজ্ঞাপন সমাচার দর্পণে বাহির হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে : "সকল লোকের উপকারার্থ শ্রীযুক্ত রবার্ট ডগলাস সাহেব ইংরাজী চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে ও আর আর গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী ভাষায় এক চিকিৎসা গ্রন্থ তর্জমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন কোন২ দ্রব্যেতে কোন ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং কোন ঔষধিতে কোন ব্যাধি নাশ করে এ-সকল তাহার মধ্যে থাকিবেন···গ্রন্থ ছাপা আরম্ভ হইলে ইহার বিশেষ সমাচার দর্পণে অর্পণ করা যাইবেক।"

সমাচার দর্পণের বিবরণে যে রামকমল সেনের ঔষধসার সংগ্রহ প্রকাশের পুর্বে 'ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই' এই বিবরণ ৫ই জুন, ১৮১৯ খৃঃ অব্দের। ১৭ই নভেম্বর, ১৮২১এ রেভারেণ্ড ও. আর. ব্যাচিলারের A Compendium of Medicine in Bengali গ্রন্থের উল্লেখ সমাচার দর্পণে আছে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল এইজন্য ৫ই জুন ১৮১৯ হইতে ১৭ই নভেম্বর ১৮২১ খৃঃ অব্দ হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভাব্য প্রকাশকাল ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ, নভেম্বরের পুর্বে।

৭। বেরিইরো, রেভাঃ. এস। Bareiro, Rev. S.

(১) Scripture Riddles. (R. N. W.)

খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্নোত্তরের সমষ্টি, পুস্তিকাটির প্রচার ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বেই ঘটে। রেভাঃ জে. লং-এর গ্রন্থতালিকা ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থতালিকায় গ্রন্থকারের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার আমেরিকান মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৮। রেভাঃ বেলী, এইচ. ভি.। Bayley, H. V. C. S.

(১) মুফস্সলের কথা। Memoirs for Mofussailities. Part I and II. (R. N. W.)

গ্রন্থটির উল্লেখ ব্যতীত ইহার কোন কপির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ধর্মসম্পর্কহীন গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ স্থান হওয়া উচিত

কিন্তু গ্রন্থটির সন্ধান ও ইহার বিবরণ না পাওয়ায় এই বিষয়ে অধিক কিছু বলা যায় না।

৯। ডঃ ব্রেমলী। Dr. Bramly.

(১) ব্রেমলী বক্তৃতা। Bramly Baktrita. (D. C. B.), 1836.

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উদয় চাঁদ আঢ্য কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৯। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে উদ্বোধন দিবসে ডঃ ব্রেমলী প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। রোগের বিষয়, কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ইহার বিষয়বস্তু। ইউরোপ ভূখণ্ডে রোগের চিকিৎসার বিষয়ও ইহাতে উল্লিখিত আছে।

১০। ব্লেয়ার। Mr. Blair.

(১) পাঠ্যধারা। Reading Exercises. (D. C. B.), 1833.

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৬। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে কঠিন কঠিন শব্দগুলির অর্থ পরিশিষ্টে বাংলায় দেওয়া আছে। এ ছাড়া প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১১। ব্লাণ্ট উইলিয়ম। Blunt, W.

(১) ফৌজদারী পুলিশ আইন। Abstract of Criminal Police Regulations from 1793 to 1825. (D. C. B.). কোম্পানীর ফৌজদারী আইনের সংকলনসার। মূল্য ৫৲ টাকা।

গ্রন্থটি যদিও উইলিয়াম ব্লাণ্ট-এর নামে প্রচলিত প্রকৃতপক্ষে তিনি যুগ্ম সংকলকের একজন। অপরজন এইচ. সেক্সপীয়ার। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ সময় মধ্যে ফৌজদারী আইনের যে সকল বিধি বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল গ্রন্থটিতে সেই সকল বিধি ও আদেশাদির প্রয়োজনীয় অংশসকল উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থটির নির্ঘণ্টে বিস্তৃতভাবে এই সকল আইনের উল্লেখ আছে।

(২) নববিধ আইন। Abstract of Regulations, Miscellaneous fro 1793 to 1824. (D. C. B.)

গ্রন্থটি আবগারী, লবণ, ডাকটিকিট ও বাণিজ্য বিষয়ক আইনের সংকলন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে এই সকল বিষয়ে কোম্পানীর আইনের আদেশলিপি ইহার বিষয়বস্তু। মূল্য পাঁচ টাকা।

(৩) জমিদারী আইন সার। Regulations on Land Revenue. মূল্য ৫৲ টাকা। প্রকাশকাল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

(৪) দেওয়ানী আইন সার। Abstract of Civil Regulations fro 1793 to 1824. (D. C. B.)

এইচ. সেক্সপীয়ারের সহিত সম্মিলিতভাবে ব্লান্ট ইহা অনুবাদ সংকলন করেন। ব্লান্টের সমস্ত গ্রন্থগুলিই কোম্পানীর আইনের সংকলনমাত্র। মূল্য পাঁ5 টাকা।

১২। রেভাঃ বুমওয়েচ, সি। Rev. Bomwetch, C.

(১) ১ম পাঠ। ধ্বনিধারা। or Thirty Reading Lessons for the use of Children in Bengali Christian Schools. পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬১। মূল্য চার আনা। রোজারিয় এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থটিতে স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা ও এই বিষয়ে ত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে। ধ্বনি শিক্ষার যে পদ্ধতিটি গ্রন্থকার অনুসরণ করিয়াছেন তাহা 'পেষ্টালোজিয়ান' পদ্ধতি নামে পরিচিত। অক্ষর শিক্ষার প্রাচীন একঘেয়ে পদ্ধতির পরিবর্তে এই নূতন পদ্ধতিটি কৃষ্ণনগর ও সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে প্রাচীন পদ্ধতিতে বর্ণপরিচয়ে যে সময় লাগিত তাহার অর্ধেক সময়েই শিক্ষা শেষ হইত। লং গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৫৩ এবং সুশীল কুমার দে আনুমানিক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন। (Bengali Literature in the 19th Century, page 243, footnote) পুস্তিকাটি চন্দননগর গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি। প্রকাশকাল নাই।

(২) ২য় পাঠ ধ্বনিধারা। Manual of the Phonetic system. (D. C. B.). পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০। মূল্য ১৲ টাকা। রোজারিও এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত।

বুমওয়েচ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষায় শিশুশিক্ষা বিষয়ে ধ্বনি শিক্ষার যে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন ইহাতে তাহারই পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে। কথোপকথনের মধ্য দিয়া অক্ষরের উচ্চারণ ও ধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষাই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়টি কয়েকটি চিত্রের মধ্য দিয়া গ্রন্থটিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য।

১৩। রেভাঃ বাকিংহাম, জে। Rev. Buckingham, J.

(14) Way of Life. page 14, On John XIX. 6; 1829-35.

(15) Faith and Hope. 1828.

(16) Letters revealing Errors. page 16. 1828-35.

(17) Works of God. page 29 On John, VI, 1830-40.

(18) The Revealor of Errors. page 28.

সমস্তগুলিই প্রচার-পুস্তিকা এবং বাইবেল-এর উপর রচিত। ১৭, ১৯ ও ২০ সংখ্যক পুস্তিকাগুলি লং ও মারডকের (R. N. W., C. C. V. Catalouge) গ্রন্থতালিকায় আছে, ১৮ সংখ্যকটি লং-এর এবং ২১ সংখ্যকটি কেবল মারডকের তালিকায় আছে। লং, জে. বাকিংহাম স্থলে রচয়িতার নাম ডবলিউ. বাকিংহাম লিখিয়াছেন। ইহা জে. বাকিংহাম হইবে। রচনার যে সময় উল্লিখিত আছে, সে সময় উইলিয়ম বাকিংহাম বলিয়া কোন মিশনারীর সন্ধান কলিকাতায় মিশনারী গোষ্ঠীর তালিকায় নাই। রেভাঃ জে. বাকিংহাম আছে। মারডকের তালিকাটি আমরা অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করি।

১৪। রেভাঃ বোষ্ট, এস। Rev. Bost. S.

(১) খ্রীষ্টীয় নীতি শাস্ত্র, or Annecdotes on Christian Graces. 1847. (C. C. V.)

গ্রন্থটি কেবল নীতিশাস্ত্র নহে, ইহাতে বাইবেল কথাও আছে। এই অনুবাদ গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬২।

১৫। রেভাঃ ব্রডবারি, জে। Rev. Bradbury, J.

(১) On Repentance. 1839 (C. C. V.) প্রচার-পুস্তিকা, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২০।

(২) ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণের বিবরণ, or, On the Existance and Attributes of God. 1841 (C. C. V.) পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪।

১৬। রেভাঃ কেরী, উইলিয়ম, ডি. ডি.। Rev. Carey, W. D. D.

বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরীযুগ অধ্যায়ে কেরীর সমস্ত রচনার বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রচার-পুস্তিকাগুলি বাদে সব বইগুলিই শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরী ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে মিলাইয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র 'ইতিহাসমালা' ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে। সজনীকান্ত দাস

'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলিয়াছেন (পৃঃ ১৪৯) ইহার কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে। এখানে সন্ধান করিয়া জানিয়াছি, গ্রন্থটি এই গ্রন্থাগারে এখন নাই।

(১) মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত। ১৮০০

(২) নিউ টেষ্টামেণ্ট। ১৮০১

(৩) A Grammar of Bengali Language. 1801

(৪) কথোপকথন। ১৮০৮

(৫) ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। ১ম ভাগ। ১৮০১

(৬) ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। ৩য় ভাগ। আউদের গীত। ১৮০০

(৭) ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। ৪র্থ ভাগ। ১৮০৫

(৮) ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। ২য় ভাগ। ১৮০৯

(৯) ইতিহাসমালা। ১৮১২

(১০) বাঙ্গালা অভিধান। ১ম খণ্ড, ১৮১৫, দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ অভিধান—১৮২৫

(১১) বহুভাষার অভিধান। ইহার খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট রহিয়াছে। গ্রন্থটি কোনদিন মুদ্রিত হয় নাই।

প্রচার-পুস্তিকা ঃ

(1) The Missioneries Address to the Hindus. by W. Ward. translated into Bengali by Rev. W. Carey. 1801. (C. C. V.)

(2) The Best Gift. Translated into Bengali from an English Tract by Dr. W. Carey. 1828. (C. C. V.)

(3) On Repentance. A translation by Dr. Carey of an English Tract, 1808 (C. C. V.)

(4) Letters to a Lascar (R. N. W.)। "Letters to a Laskar" পুস্তকটি ইংরাজীতে স্যামুয়েল পীয়ার্সের রচনা। কেরী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাকেই কেরীর প্রথম মুদ্রিত গদ্য রচনা বলা যাইতে পারে।

১৭। কেরী, এফ। Carey Felix

গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পরিচয় 'বাঙ্গালা গ্রন্থ-প্রকাশে কেরী যুগ' অধ্যায়ের 'ফেলিক্স কেরী' পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়। ১৮২০। (History of England)

(২) বিত্থাহারাবলী—ব্যবচ্ছেদ বিত্থা। ১৮১৯-২০। (Anatomy)

(৩) যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ। ১ম ও ২য় খণ্ড। প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮২১ ও ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। (Pilgrim's Progress-এর অনুবাদ)

(৪) স্মৃতিগ্রন্থ। ফেব্রুয়ারী, ১৮২১। (Jurisprudence)

১৮। কেরী, রেভাঃ উইলিয়ম (কাটোয়ার কেরী সাহেব)। Carey, Rev. W. of Cutwa.

(১) তমোনাশক। Destroyer of Darkness (R. N. W.).

(২) First Lie Refuted (R. N. W.).

(৩) Most Excellent Doctrine (R. N. W.).

১৯। কেরী, ইউষ্টেস। Carey Rev. E.

'বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রকাশে কেরী যুগ' অধ্যায়ে ইউষ্টেস কেরী'র আলোচনাকালে এই গ্রন্থের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(১) সত্যদর্শণ। ১৮১৮ (C. C. V.)

২০। কেমবেল, রেভাঃ, জে। Campbell, Rev. J.

গ্রন্থগুলির বাঙ্গালা নাম কোন ক্যাটালগেই নাই, কেবল ইংরাজী নাম আছে।

(১) History of the Jews (D. C. B.).

(২) The Great Atonement, 1846 (C. C. V.).

(৩) Memoir of Koilas Chandra Mukherji, 1846 (R.N.W).

২১। কমবে। Mr. Combe.

(১) প্রাণীতত্বসার। Constitution of Man. 1849 (S. R. B. Wenger)। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২২। চেম্বারলেন, রেভাঃ জে। Chamberlain, Rev. J.

চেম্বারলেন সাহেব খুব ভাল বাঙ্গালা জানিতেন। প্রার্থনাসঙ্গীত রচনা ও অনুবাদে তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত ও

অনূদিত বাঙ্গালা গানের সংখ্যা ইউরোপীয় সকল সঙ্গীত রচয়িতার তুলনায় অধিক। চেম্বারলেন-এর আলোচনা বিস্তৃতভাবে পঞ্চদশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

(১) Mental Reflections. 1807 (C. C. V.)। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়বস্তু পদ্যে লিখিত। এই প্রার্থনা পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে তিন হাজার সংখ্যা ছাপা হইয়াছিল। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত 'গীতসংহিতা' গ্রন্থে ইহার গানগুলি সংযোজিত হইয়াছিল।

(২) The Penitent's prayer. 1809 (C. C. V., R. N. W.).

(৩) Watts's Catechism in Verse. 1807 (C. C. V., R. N. W.).

(৪) The Way of Salvation. 1828, 7th edition (C. C. V.).

২৩। মিস কুরি, এফ। Miss Currie, F।

মিস কুরী শিক্ষিকার কাজ করিতেন। আমেরিকান মিশনারী সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার পুস্তিকাগুলি ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ট্র্যাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'প্রাত্যহিক পাঠ'—চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল—পৌরাণিক পাঠ, শৈব পাঠ, বৈষ্ণব পাঠ ও বেদান্ত পাঠ।

(১) রত্নাবলী। Ratnabali (D. C. B.).

(২) প্রাত্যহিক পাঠ। Daily Text Book (C. C. V.).

(৩) বাইবেল। (D. C. B.)

২৪। ডেভিস্, রেভাঃ সি। Davis, Rev. C.

(১) প্রার্থনাগীত। Manual of prayers, 1849 (R. N. W.).

২৫। ডিয়ার, রেভাঃ জে। Deer, Rev. J of 'Krishnaghur.'

(১) নির্ম্মল ধর্ম্ম। Nirmal Dharma (R. N. W.).। খ্রীষ্টধর্মই সকল ধর্মের সার ইহা প্রমাণ করাই এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য। এই ধর্ম নির্মল ও পবিত্র। ইহাকে আশ্রয় করিলেই সকল পাপ দূর হইবে। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

(২) খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। Christian Doctrine (R. N. W.)। খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ধর্মের বিভিন্ন উপদেশাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

২৬। ডি রোডট, রেভাঃ আর। De Rodt, Rev. R. of Calcutta.

লেখক লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন, দীর্ঘদিন ধরিয়া কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাঙ্গালা স্কুলের উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার রচিত চারিটি পুস্তিকার মধ্যে তিনটিই শিশুশিক্ষার বই। একটি বর্ণপরিচয়, দুইটি পাঠ সঙ্কলন এবং একটি খ্রীষ্টীয় প্রচার-পুস্তিকা। পুস্তিকাগুলির পরিচয় নীচে দিলাম।

(১) জ্ঞান-কিরণোদয়। Gyan Kirunuday। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯২, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থটির পুরা নাম—"জ্ঞান কিরণোদয়ঃ / অর্থাৎ / বালকবৃন্দের বোধবিধায়ক বিদ্যাবিষয়ক বিরচিত বৃত্তান্ত।"

(২) জ্ঞান-অরুণোদয়। Gyanarunaday। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৬, পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৮৪১। পুস্তকটি বর্ণ পরিচয়ের বই। ইহার পুরা নাম— "জ্ঞানারুণোদয়ঃ / অর্থাৎ/বালক শিক্ষার্থে বঙ্গভাষায় বর্ণমালা।" জ্ঞান-কিরণোদয় ও এই বইটির বিবরণ ওয়েঙ্গারের ক্যাটালগে রহিয়াছে।

(৩) বাঙ্গালা পাঠ্য। Bengali Reader (R. N. S.)। প্রকাশকাল ১৮৪৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২। বর্ণ পরিচয়ের পর পাঠাভ্যাসের বই।

(৪) মুক্তি মীমাংসা। Mukti Mimansa (R. N. S.)। প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮৪১/৪২ খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় একটি প্রচার-পুস্তিকা।

২৭। ডেনহাম, রেভাঃ ডবলিউ। Denham, Rev. W.

(১) সমতা। Sumata. 1839 (R. N. W.).

২৮। ডিয়ার, ডবলিউ. জে। Deer, W. J.

(১) Epitom of Christian Doctrine 1849/50 ? (C. C. V.). দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থটি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১০৩ পৃষ্ঠা ছিল। প্রথম সংস্করণ আনুমানিক ১৮৪৯/৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২৯। এলারটন, জে. এফ। Ellerton, J. F.

(১) ধর্ম্মপুস্তক। New Testament 1823 (R. N. W.).

(২) গুরুশিষ্য কথোপকথন। Scripture Dialogues (R. N. W.). 1817। গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট-এর বিষয় বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল।

৩০। এলিস, রেভাঃ জে। Ellis, Rev. J.

(১) ইংরাজী শিক্ষক। English Instructor, No. I. (R. N. W.). 1838। ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষার পুস্তিকা।

৩১। ফাউনটেইন, রেভাঃ জে। Fountain, Rev. J.

(১) ধর্মপুস্তক। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী কর্তৃক সম্পাদিত বাইবেলের কোন কোন অংশের অনুবাদক ফাউনটেইন। গ্রন্থকার ও গ্রন্থের বিষয় দ্বাদশ অধ্যায়ে ফাউনটেনের আলোচনাকালে করা হইযাছে।

৩২। গেলওয়ে জর্জ। Galloway, George.

(১) গ্লাডউইন সাহেবের ইতিহাস সার। Gladwin's Pleasant Stories, 1840 (R. N. W.).

৩৩। গাইড, রেভাঃ বি। Geidt, Rev. B.

(১) মার্টিন লুথারের জীবনী। Luther's Life. 1856. (R. N. W., C. C. V.)। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৮৪৮।৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। পেরেণ্ট সোসাইটির মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

৩৪। ডঃ গিলক্রাইষ্ট। Dr. Gilchrist.

(১) ঈশপের গল্প। Aesop's Fables. 1803 (D. C. B., D. C. V.)। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখক ঈশপস ফেবল'স এর উর্দু, ফারসী, আরবি, ব্রজভাষা ও বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। কাহারো কাহারো অভিমত এই যে, বাঙ্গালা অংশ তারিণীচরণ মিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

৩৫। গোগারলি, রেভাঃ জি। Gogerly, Rev. G.

(১) পবিত্র অবতার। The Holy Incarnation 1830 (C. C V., R. N. W.)। হিন্দুদেব অবতার পাপ দূর করিতে অশক্ত কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট সকল পাপ দূব করিতে পারেন—ইহার পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু। কয়েক বৎসর মধ্যেই ইহাব দশটি সংস্করণে ১২৬০০০ কপি ছাপান হইয়াছিল।

(২) শিশুর প্রথম পাঠ্যপুস্তক। Child's First Reading Book 1828 (C. C. V.).

৩৬। গ্রেভস, রেভাঃ আব. পি। Greaves, Rev. R. P. (S. R. B—Wenger).

(১) ক্যাথলিক এপিসটলস। Catholic Epistles imparts। বিশপ'স কলেজ হইতে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

৩৭। রেভাঃ হারলে জন। Rev. Harley J.

ইহার আলোচনা 'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেবীযুগ' অধ্যাযে 'অপ্রধান ইউরোপীয় লেখক' অংশে আছে।

(১) গণিতাঙ্ক। ১৮১৯।

৩৮। স্যার হটন, জি. সি। Sir Haughton, G. C.

গ্রন্থগুলিব পবিচয় 'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরীযুগ' অধ্যাযে 'অপ্রধান ইউরোপীয় লেখক' অংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

(1) Rudiments of Bengali Grammar London 1821.

(2) Bengali Selection with translation into English 1822.

(3) Glossary (Bengali and English)—1825.

(4) A Bengali English Dictionary 1833.

৩৯। হেবারলিন, ডঃ রেভাঃ জে। Haeberlin, Dr. Rev. J.

৪০। মিসেস হেবাবলিন। Mrs. Haeberlin.

হেবারলিনের জন্ম ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের চার্চ মিশনারী সোসাইটির যাজকরূপে তিনি কলিকাতায় পৌছেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এই সময় টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অব ফিলজফি' উপাধিতে

ভূষিত করে। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখান হইতে ঢাকা যান এবং ঢাকাতেই বসবাস আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর নিরবধি কাজ করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কলিকাতায় চলিয়া আসিতে মনস্থ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পত্নীও অসুস্থ হন। উভয়ে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিতেছেন তখন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রেভাঃ হেবারলিনের পত্নী বিদুষী মহিলা ছিলেন। স্বামীর মত তিনিও খ্রীষ্ট-ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উভয়েই বাঙ্গালা জানিতেন এবং কয়েকটি পুস্তিকাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থের তালিকা নীচে প্রদত্ত হইল।

ডঃ হেবারলিনের গ্রন্থ :

(১) মথির সুসমাচার। ১৮৪৩

(২) সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা পুস্তক। ১৮৪৪

(৩) স্ক্রিপচার নেরেটিভস। ১৮৪৭

গ্রন্থগুলির নাম মারডকের ক্যাটালগে রহিয়াছে। মিসেস হেবারলিনেরও তিনটি পুস্তিকার নাম একই ক্যাটালগে রহিয়াছে। পুস্তিকাগুলির বাঙ্গালা নাম পাওয়া যায় নাই। ইংরাজী নামগুলি প্রদত্ত হইল। ইহাদের রচনাকাল ১৮৪২ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

(1) The Peep of the Day.

(2) Barth's Stories.

(3) Line upon line.

৪১। হিল, রেভাঃ এস। Hill, Rev. S.

(১) ঈশা। মুসলমানী বাঙ্গালায় রচিত। রচনাকাল আনুমানিক ১৮৪৫। (এস. আর. বি—ওয়েঙ্গার)।

৪২। জোন্স, রেভাঃ ডি। Jones, Rev. D.

(১) জোসেফের জীবনী। Life of Joseph (R. N. W.) 1831.

৪৩। রেভাঃ কীথ, জেমস। Rev. Keith, J.

ইহাদের আলোচনা 'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরীযুগ' অধ্যায়ে 'অপ্রধান ইউরোপীয় লেখক' অংশে আছে।

(১) বালকেরদের শিক্ষার্থে স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে বঙ্গভাষার ব্যাকরণ। —১৮২৫

(২) একজন দারোয়ান ও মালী এই উভয়ের কথোপকথন। ১৮১৮ —(C. C. V.).

(৩) A dialogue between Ramhari and Sedhu 1818 (C. C. V.).

(৪) Second Catechism 1823, 7th edition (C. C. V.).

(৫) Good Counsel 1828, 4th edition (C. C. V.).

৪৪। ক্রুকবার্গ, রেভা: সি। Kruckberg, Rev. C.

(১) নিউটনের জীবনী। Life of John Newton (D. C. V., C. C. V., R. N. W.)। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৮৫০ এবং প্রকাশকাল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৪৫। লা ক্রয়া, রেভা: এ. এফ। La Croix, Rev. A. F.

রেভা: আলফোঁস ফ্রাঁসয়া লা ক্রয়া একজন স্থইস মিশনারী—নেদারল্যাণ্ডস সোসাইটির যাজকরূপে তিনি চুঁচুড়ায় আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এখানেই যাজকতা করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিবার পর হইতেই বাঙ্গালা-দেশকে তিনি দ্বিতীয় বাসস্থানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা, ওড়িয়া, হিন্দী ও ফারসী ভাষা তিনি শিখিয়াছিলেন—তবে ইউরোপীয় মহলে বাঙ্গালা ভাষার পণ্ডিত বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইঁহারই কন্যা মিসেস হানা মুলেন্স 'ফুলমণি ও করুণা'র লেখিকা। লা ক্রয়েস ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হন। লা ক্রয়েস পাঁচটি খ্রীষ্টীয় প্রচার-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তিকাগুলির বাঙ্গালা নাম জানা যায় নাই। মারডকের ক্যাটালগ হইতে নামগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তিকাগুলির নাম :

(1) The Ten Commandments. 1830 (C. C. V.).

(2) The Sermon on the Mount. 1830 (C. C. V.).

(3) On Drunkenness. 1840 (C. C. V.).

(4) On Popery. 1844 (C. C. V.).

(5) On Caste. 1850 (C. C. V.).

৪৬। লেভেনডিয়ার। Lavandier.

লেভেনডিয়ার রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাইলিন ও জনসনের ইংরাজী অভিধানের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১) মাইলিন্স স্কুল ডিক্সনারী। Mylins School Dictionary. 1824. (D. C. B., R. N. W.).

(২) জনসনের সংক্ষিপ্ত অভিধান। Johnson's Dictionary, abridged. 1830 (D. C. B., R. N. W.).

৪৭। লসন, রেভাঃ জে। Lawson, Rev. J.

'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরীযুগ' অধ্যায়ে 'কেরীযুগের নবীন লেখক' পরিচ্ছেদে গ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(১) ফটিক চাঁদের জীবনী। ১৮১৮

(২) দুঃখী জোসেফ। ১৮১৮

(৩) সিংহের ইতিহাস। ১৮১৯

(৪) পশ্বাবলী। ১৮২৮

পশ্বাবলীর আলোচনা 'বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইউরোপীয় পরিচালনা' অধ্যায়ে রহিয়াছে।

৪৮। লীচম্যান, রেভাঃ জে। Leechman, Rev. J.

(১) খ্রীষ্টধর্ম্মের সারসংগ্রহঃ। Summary of Christianity, 1842 (R. N. W.).

৪৯। লুইস, রেভাঃ সি। Lewis, Rev. C.

(১) ব্যপ্তিস্ত চার্চের প্রতি কথা। Address to Baptist Chruches. 1850 (R. N. W.).

৫০। লিপ, রেভাঃ ডবলিউ। Lipp Rev. W.

লিপ সংগীত রচয়িতা ছিলেন। 'বাঙ্গালা কাব্য চর্চায় ইউরোপীয় লেখক' অধ্যায়ে তাঁহার কথা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তিনি একটি প্রার্থনা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১) প্রার্থনা পুস্তক। Hymn Book, 1850 (R. N. W.).

৫১। মিসেস লকস। Mrs. Lockes.

(১) প্রথম শিক্ষা পুস্তক। Anglo-Bengali-Primer, 1850 (D. C. B., R. N. W.).

৫২। রেভাঃ ম্যাক, জন। Mack, Rev. John.

দ্বাদশ অধ্যায়ে 'কেরীযুগের নবীন লেখক' পরিচ্ছেদে গ্রন্থটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছি।

(১) কিমিয়া বিদ্যার সার। ১৮৩৪

৫৩। মিঃ মেকেঞ্জি। Mr. Mackenzie.

(১) আইন সার। Regulation, 1802-1810 (R. N. W.).

৫৪। মিসেস ম্রিমার। Mrs. Mrimmer.

(১) বাইবেল ষ্টোরিস। Bible Stories. 1843 (D. C. B.).

৫৫। মার্শম্যান, জন ক্লার্ক। Marshman, Rev. J. C.

গ্রন্থগুলির আলোচনা দ্বাদশ অধ্যায়ে 'জন ক্লার্ক মার্শম্যান' পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে।

(১) জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়। ১৮১৯

(২) কেরীর বাঙ্গালা অভিধানের সংক্ষিপ্তসার। দুই খণ্ড। ১৮২৮

(৩) সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস। ১৮২৯

(৪) ভারতবর্ষের ইতিহাস। ১৮৩১

(৫) মারিচ গ্রামার। ১৮৩৩

(৬) পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। ১৮৩৩

(৭) ঈশপ'স ফেবলস। ১৮৩৪

(৮) ক্ষেত্র বাগান বিবরণ। প্রথম খণ্ড ১৮৩১ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। উইলিয়ম কেরীর সম্পাদনায় প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার একটি কপি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক মার্শম্যান।

(৯) রাজসম্পর্কীয় আইন। ১৮৩৬

(১০) দেওয়ানী আইন সংগ্রহ। ১৮৪৩

(১১) দারোগার কর্ম্ম প্রদর্শক গ্রন্থ। ১৮৫১

(১২) ব্যবস্থা বিধান। ১৮৫১

৫৬। রেভাঃ মে, রবার্ট। Rev. May, R.

গ্রন্থটির আলোচনা দ্বাদশ অধ্যায়ে 'কতিপয় অপ্রধান লেখক' পরিচ্ছেদে করিয়াছি।

(১) গণিত। ১৮১৮

৫৭। মেণ্ডিস, জে। Mendies, J.

(১) বাঙ্গালা-ইংরাজী-অভিধান। ১৮২২

(২) ইংরাজী-বাঙ্গালা-অভিধান। ১৮২৮

মেণ্ডিস প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম তৎকালের সমস্ত ক্যাটালগেই রহিয়াছে।

৫৮। ডঃ মিল ও অধ্যাপক উইলসন। Dr. Mill ; Prof. Wilson

উভয়ে মিলিয়া বাইবেলের বিভিন্ন শব্দের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কি হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বাইবেলের সংজ্ঞার্থক শব্দাবলীর অভিধান এইভাবেই তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি সম্বন্ধে লং-এর ক্যাটালগে (ডি. সি. বি.) যাহা বলা হইয়াছে, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।

"Theological Terms, Mill's Vocabulary, page 36. Roz. E. Co. Though Sanskrit, yet as the theological terms in Bengali, there are valuable criticisms in it, by Dr. Mill and Professors Wilson—it was written with a view to uniformity of Theological terms in translations of the Bible in the Indian Languages. It gives the English, the original words, remarks on it meanings, proposed rendering in Sanskrits."

৫৯। রেভাঃ মর্টন, উইলিয়ম। Rev. Morton William.

'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরী যুগ' অধ্যায়ে 'কতিপয় অপ্রধান লেখক' অংশে রচনাগুলির আলোচনা আছে।

গ্রন্থ :

(১) দ্বিভাষার্থক অভিধান, ১৮২৮

(২) দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ, ১৮৩২

(৩) প্রার্থনা পুস্তক, ১৮৩৩

(৪) দানিএল মুনির চরিত্র, ১৮৩৭

(৫) তথ্যপ্রকাশ অথবা বজ্রসূচী, ১৮৪২

(৬) থিওলজিক্যাল বোকেবিলরি, ১৮৪৫

খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধ :

(1) Short Questions. 1835 (C. C. V.).

(2) Account of Madhu. 1836 (C. C. V.).

মর্টনের 'দ্বিভাষার্থক অভিধান' ও 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ'—গ্রন্থদ্বয় আমরা শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। গ্রন্থ দুইটির বিবরণ নীচে দিলাম।

১। অভিধানটির আখ্যাপত্র এইরূপ—

দ্বিভাষার্থকাভিধান, / or / A Dictionary / of the Bengal language / with / Bengali Synonyms / and / an English interpretation, / compiled from native and other authorities. / by / The Rev. William Morton, / Missionary from the incorporated society for the propagation / of the gospel in foreign parts /

অহঞ্চভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈবশব্দাম্বুধেঃপারংকিমন্যেজড়বুদ্ধয়ঃ॥ /

Bishop's College. / Printed by H. Townsend. / 1828

গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-৬৬০।

২। বাঙ্গালা প্রবাদ সংগ্রহটির আখ্যাপত্র এইরূপ—

দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ। / or, / A Collection of proverbs. / Bengali and Sanskrit / দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ। /or/A collection of proverbs. / Bengali and Sanscrit. / with / Their translation and application/ in English / by the Rev. Morton, / Senior Missionary of the Incorporated society for/propagating the Gospel in Foreign parts. / Calcutta / Printed at the Baptist Mission Press. / Sold by Messrs. Thacker and Co. St. Andrew's Library. / 1832.

বাঙ্গালা প্রবাদ সংগ্রহের ইহাই প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ৮০৩টি প্রবাদ আছে। কতকগুলি ছড়া-জাতীয় প্রবাদও আছে। সংস্কৃত প্রবাদ সংখ্যায় ৬৯টি, ৮০৪ হইতে ৮৭৩ পর্যন্ত।

ইহার ভূমিকায় সংগ্রাহক গ্রন্থের বিষয়ে দু'চারিটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়াছেন। আমরা ইহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"Preface/

The original proverbs were, for the greater part, collected for Mr. Pearce by natives around him...The estimates formed of this collection may be various. Some may deem a large portion of its contents mean; and current among an illiterate people, the style is of course often low and incorrect; yet as the actual expression, in customary language, of the national character and notions, it is only the more valuable. Averice and cunning, selfishness and apathy, everywhere show themselves; the sordidness of worldly aims, and indifference to higher, are seen to flow naturally from a base idolatry that cofers neither elevation of mind or purity of heart."

"Chinsura, July 1832—W. M."

৬০। মুণ্ডি, রেভাঃ জি.। Mundy, Rev. G.

মুণ্ডি প্রধানতঃ প্রচার-পুস্তিকা রচয়িতা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচটি ও ইহার পরে আরও দুইটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে দুইটির বাঙ্গালা নাম জানা গিয়াছে। ৫ ও ৬ সংখ্যক পুস্তিকা দুইটির বাঙ্গালা নাম যথাক্রমে 'আপত্তিনাশক' এবং 'ঈশ্বরঐহিকতত্ত্বাবধারণ'। নীচে সবগুলিরই ইংরাজী নাম দেওয়া হইল।

(1) Commentary on St. Mark, 1827 (C. C. V.).
(2) Christianity and Hinduism Contrasted, 1828 (C. C. V.).
(3) Third Catechism, 1828 (C.C. V.).
(4) Familiar letters on the Evidences or Christianity, 1828 (C. C. V.)
(5) Hindu Objections Refuted, 1850 (C. C. V., D. C. B.).

(6) Anecdotes on Providence, 1853 / 1854 (C. C. V., D. C. B.).

(7) Anecdotes on Social life, 1855 (C. C. V.).

৬১। নেফ ফেলিক্স। Neff Felix.

(1) Conversation on Sin and Salvation, 1848 (C. C. V.).

৬২। অসবোর্ন, রেভাঃ জে. এফ। Osborne. Rev. J. F.

প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় প্রচার-পুস্তিকা লেখক। মারডকের ক্যাটালগে অসবোর্নের প্রচার-পুস্তিকাগুলির নাম আছে।

(1) The profit or Godliness, 1843 (C. C. V.).

(2) The Saviour and the penitent thief, 1844 (C. C. V.).

(3) The necessity of Prayer and the Excellency of Love, 1844 (C. C. V.).

(4) Satan's Devices and on the Sabath, 1844 (C. C. V.).

(5) Covetousness and Christians the light of the world, 1845 (C. C. V.).

(6) The Government of the Tongue and the Fruits of the Spirit, 1845 (C. C. V.).

(7) On Searching the scripture and profit of Godliness, 1845.

(8) On the Sabath, 1848 (C. C. V.).

৬৩। রেভাঃ পেটারসন, জি। Patterson, Rev. G.

মারডক যে পুস্তিকাগুলি ইঁহার নামে দেখাইয়াছেন, লং সেই পুস্তিকাগুলিই জি. পেটারসন-এর নামে দেখাইয়াছেন। ওয়েঙ্গারের ক্যাটালগে জি. পেটারসন রহিয়াছে। আমরা জি. পেটারসন নামই গ্রহণ করিলাম। ৪ সংখ্যক গ্রন্থটির বাঙ্গালা নাম 'সদধর্ম্মানিরূপণ।'

(1) Reasons not being—Musulman, 1837 (C. C. V.).

(2) Christian Almanack, 1849-52 (C. C. V., R. N. W.).

(3) An Address to Pilgrims, 1852 (C. C. V.).

(4) Renares Prize Essay, 1854 (D. C. B.).

৬৪। রেভাঃ পীয়ার্স, জি। Rev. Pearce, G.

উইলিয়ম হপকিনস পীয়ার্স ও জি. পীয়ার্স—অনেকে উভয়কে এক ব্যক্তি ধরিয়া গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া গোলমাল করিয়াছে। দুইজন পৃথক ব্যক্তি কিন্তু একই সময়ে কলিকাতায় যাজকতা করিতেন, গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। উভয়েই ব্যাপটিষ্ট মিশনের সহিত যুক্ত ছিলেন। জি. পীয়ার্স দুইটি গ্রন্থ ও অনেকগুলি প্রচার-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার ভূগোলটি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে।

গ্রন্থতালিকা :

(১) ভূগোল বৃত্তান্ত। General Geography, 1818 (D. C. B.).
পৃথিবী, গ্রহ, ইহাদের গতি,—প্রথম অধ্যায়। ইহার পর এসিয়া ও ভারতবর্ষের বিবরণ। বাঙ্গালা ও এই প্রদেশের কতিপয় জেলার বিবরণ শেষাংশে রহিয়াছে।

(২) Lady Jane Grey, 1828 (C. C. V.).

(৩) প্রার্থনা পুস্তক। ধর্মগীত। শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীতে ইহার একটি খণ্ড আছে। Select Christian Hymns, 1833 (C. C. V.).

(৪) Compendium of Christian Duties, 1836. (C. C. V.).

(৫) Anecdotes, 1836 (C. C. V.).

(৬) Against Fornication, 1837 (C. C. V.).

(৭) কালক্রমিক ইতিহাস। Bible and Gospel History, 1838 (D. C. B.).

(৮) The Christian Remembrancer, 1844 (C. C. V.).

(৯) বৈষ্ণব নিবারক পত্র। ১৮৪৫ (?)

(১০) বাপ্তিস্ত মণ্ডলীর প্রার্থনা পুস্তক, ১৮৪৬ (C. C. V.).

(১১) Companion to the Bible, 1856 (C. C. V.).

(১২) Come to Jesus, 1851 (C. C. V.).

(১৩) The Voice of Bible Idolatry, 1851 (C. C. V.).

৯ সংখ্যক পুস্তিকার কথা সুশীলকুমার দে মহাশয়ের ইংরাজীতে রচিত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৫) আছে। ১, ৩, ৭ ও ১০ সংখ্যক গ্রন্থের উল্লেখ লং এবং ওয়েঙ্গারের গ্রন্থতালিকাতেও আছে।

৬৫। পীয়র্স উইলিয়ম হপকিনস। Pearce, Willam Hopkins.

(১) কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনী, ১৮১৯। Life of Krishnaprasád.

(২) সত্য আশ্রয়, ১৮২৮। The True Refuge.

(৩) ভূগোল বৃত্তান্ত, ১৮২৯

৬৬। পীয়ার্সন, জে. ডি। Rev. Pearson. J. D.

'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরীযুগ' অধ্যায়ে 'কতিপয় অপ্রধান লেখক' অংশে গ্রন্থগুলির আলোচনা আছে।

পাঠ্যপুস্তক :

(১) নীতিকথা। ১৮১৮ (S. R. B. Wenger, R. N. W., C. C. V.).

(২) পত্রকৌমুদি। ১৮১৯

(৩) পাঠশালার বিবরণ। ১৮১৯ (O. Christian Biography).

(৪) বাক্যাবলী। ১৮১৯

(৫) মারে সাহেবের ইংরাজী ব্যাকরণের বাঙ্গালা অনুবাদ। ১৮২০ (D. C. B.).

(৬) ভূগোল এবং জ্যোতিষ। ১৮২৫ (D. C. B.)

(৭) স্কুল ডিক্সনারী। ১৮২৯ (D. C. B., D. C. V.)

(৮) প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১৮৩০

খ্রীষ্টীয় নীতি-নিবন্ধ ও গীতপুস্তক :

(1) Dialogue Between a Mother and a Daughter, 1823 (C. C. V.).

(2) The First Catachism, 1824 (C. C. V.).

(3) Conversation of the Earl of Rochester, 1827 (C. C. V.).

(4) The Great Atonement, 1827 (C. C. V.).

(5) Jesus the Saviour, 1827 (C. C. V.).

(6) The Last Judgement, 1828 (C. C. V.).

(7) Twelve Select Discoures, 1828 (C. C. V.).

(8) History of Joseph, 1830 (R. N. W., C. C. V.).

(9) Manual of Prayers, 1830 (R. N. W., C. C. V.).

(10) God is a sprit, 1831 (C. C. V.).

(11) The Life of Christ, 1831 (C. C. V.).

৬৭। পিফার্ড, রেভাঃ সি। Piffard, Rev. C.

(১) বার্থ-এর 'চার্চ হিষ্ট্রি'র বঙ্গানুবাদ। Barth's Church History, 1840 (C. C. V., R. N. W.).

৬৮। মিঃ রিচার্ড. টি। Mr. Reichardt T.

দ্বিতীয় গ্রন্থটি ছন্দে রচিত। লেখকের খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতের গ্রন্থের আলোচনা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে।

(1) Catechetical Body of Divinity. pp. 133, 1825 (C. C. V.).

(2) An Epitome of the True Religion, 1830 (C. C. V.).

৬৯। রেভাঃ রিচার্ড আর। Rev. Richard R.

(1) Exposition of the Christian Doctrine, 1847 (C. C. V., R. N. W.).

(2) Subject for Consideration, 1851 (C. C. V.).

৭০। ডঃ রোয়ার হানস, এইচ. ই। Dr. Roer, Hans, H. E.

লেখক একটি মাত্র গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছেন। সেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে অবলম্বন করিয়া লেম্ব যে 'টেলস ফ্রম সেক্সপীয়র' রচনা করিয়াছিলেন রোয়ার তাহাই অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থটির নাম—মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত নাটকের মর্ম্মানুরূপ লেম্বস টেলের কতিপয় আখ্যায়িকা। গ্রন্থটি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আছে। প্রকাশকাল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, রচনাকাল ১৮৪৮-৫২।

৭১। জন রবিনসন। Rev. Robinson J.

'বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে কেরীযুগ' 'অধ্যায়ে কতিপয় অপ্রধান লেখক' অংশে গ্রন্থগুলির আলোচনা আছে।

(১) ইতিহাস সার সংগ্রহ। ১৮৩২

(২) মথির সুসমাচার। Barne's Notes on Matthew, 1835 (C. C. V.).

(৩) দুঃখেতে পূর্ণ পৃথিবীর সুখের পথ। A Happy path through a sorrowful world, 1844 (C. C. V.).

(৪) Discourse on the Thirty-Second Psalm, 1845. (R. N. W.).

(৫) কেরীর বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুবাদ। ১৮৪৬

(৬) হিন্দুদের মত খণ্ডন।

(৭) ধর্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত। ১৮৫০

(৮) রবিনসন ক্রুশোর জীবনচরিত। ১৮৫২

(৯) গঙ্গার খালের বিবরণ। ১৮৫৪

(১০) সামান্য লোকের স্বর্গপথ। ১৮৫৭

(১১) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যবিধান। ১৮৬১

(১২) On the Sufferings of Christ, 1862 (C. C. V.).

(১৩) On the Marriage Contract, 1862 (C. C. V.).

৭২। রবিনসন উইলিয়ম। Robinson, W.

(১) ভূমি পরিমাণ। Mensuration, 1850 (D. C. B.).

(২) গণিত পুস্তক। (D. C. B.)

৭৩। রোজারিও। Rozario

(১) অভিধান। ১৮৩৭ (D. C. B.)

অভিধানটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার বাঙ্গালা অংশ রোমান হরফে মুদ্রিত। লং-এর ক্যাটালগে ইহার উল্লেখ আছে।

৭৪। স্যাণ্ডিস, রেভাঃ টি। Sandys, Rev. T.

(১) ভূগোল। ১৮৪২

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২, ইহাতে ইংলণ্ড, পেলেস্টাইন, জুডিয়া প্রভৃতির বিবরণ এবং বাঙ্গালাদেশের ২৩টি জেলার ভৌগলিক বিষয়ের বিবিধ আলোচনা আছে। লং-এর সব কয়টি ক্যাটালগে গ্রন্থটির উল্লেখ আছে।

(২) ছোট এ্যনা। Little Anna, 1852.

ইহা একটি ৪০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

৭৫। রেভাঃ স্মিড. ডি। Rev. Schmid. D.

(১) বাইবেল। A Summary of the Holy Scripture, 1820 (C. C. V.).

(২) প্রার্থনা পুস্তক। Book of Common Prayer, 1822.

এই পুস্তকটির পরপর কয়েকটিই সংস্করণ হইয়াছিল। ওয়েঙ্গার, মারডক ও লং—সকলের গ্রন্থ তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে।

৭৬। সার রেভাঃ এফ। Schhurr. Rev. F.

(১) প্রার্থনাসঙ্গীত, স্বর সংযোগে। Hymns, Rhymes and Tunes. 1849, 1880 (C. C. V., S. R. B—Wenger)

৭৭। সারজেণ্ট এইচ। Sergeant, H.

লেখক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ছিলেন, তিনি ভার্জিলের ইনিএড-এর কিছু অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন বলা হইতেছে কিন্তু এই অনুবাদের কোন কপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

(1) Bengal Translation of Virgil's Aenied, Book I, 1805 (D. C. B., R. N. W.).

৭৮। মিসেস সেরউড। Mrs. Shearwood.

(১) ছোট হেনরি। Little Henry and his Bearer, 1824 (D.C.B.).

পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০। একটি মাতাপিতাহীন বালকের কাহিনী ইহাতে বলা হইয়াছে। পুস্তিকাটির কয়েকটিই সংস্করণ হইয়াছিল।

৭৯। স্মিথ, রেভাঃ ও'ব্রীন। Smith, Rev. O'Brien.

(১) প্রার্থনা পুস্তক। রাজদূত। Prayer for Morning, 1842 (C. C. V., S. R. B.—Wenger).

(২) প্রার্থনা পুস্তক। রাজদূত। Prayer for Evening, 1842 (C. C. V., S. R. B.—Wenger).

(৩) A Scripture Catechism, 1842 (C. C. V.).

৮০। স্মিথ রেভাঃ টি। Smith. Rev. T.

(১) পণ্ডিতদের প্রতি পাদরির চিঠি। Missionaries' Letter to the Pundits, 1850 / 1852 (C. C. V.).

(২) বাঙ্গালার ভূ-চিত্র। Map of Bengal, 1847 (R. N. W.)

৮১। স্মিথ রেভাঃ ডবলিউ. ও। Smith Rev. W. O.

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন রেভাঃ লং বাঙ্গালাদেশে নীল আন্দোলনে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন তখন স্মিথ তাঁহার বন্ধুর কাজ করেন—লং-কে তিনি

সাহায্য করিয়াছিলেন। স্মিথ চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত ছিলেন। লং-এর ক্যাটালগে ইঁহার গ্রন্থগুলির উল্লেখ আছে। আমরা রেভাঃ লং-এর কোন গ্রন্থ তালিকাবদ্ধ করি নাই—কারণ তাঁহার কোন গ্রন্থই আমাদের আলোচ্য যুগে (১৮৫০-এর মধ্যে) প্রকাশিত হয় নাই।

(1) Arabian Nights (R. N. W.).

(2) Agathos (C. C. V., R. N. W.).

(3) Introduction to church Catechisms (R. N. W.).

(4) Sutyarnab, Vols 3rd and 4th (R. N. W., S. R. B.—Wenger).

(5) Church of England Almanac (R. N. W.).

(6) Vernacular Society's Almanac (R. N. W.).

(7) History of England, Part I (R. N. W., S. R. B.—Wenger).

৮২। ষ্টিওয়ার্ট জেমস, ক্যাপ্টেন। Captain James Stewarts.

গ্রন্থগুলির আলোচনা দ্বাদশ অধ্যায়ে 'কতিপয় অপ্রধান লেখক' অংশে করা হইয়াছে।

(১) ইতিহাস কথা। ১৮১৬

(২) বর্ণমালা, ১৮১৮। Elementary tales and Spelling Book.

(৩) Short Reading Lessons, 1818.

(৪) উপদেশ কথা, ১৮১৮। Pleasing Tales.

(৫) তমোনাশক, ১৮২৮। The Destroyer of Darkness.

৮৩। সাদারল্যাণ্ড, জে। Sutherland, J.

(১) ভারতের ভূগোল। ১৮৩৪ (ডি. সি. বি.)। হ্যামিলটনের ভারতবর্ষের ভূগোল গ্রন্থের অনুবাদ।

৮৪। টাউনলী, এইচ। Townley, H.

(১) কোন শাস্ত্র পড়িবার। What Shastra should be obeyed, 1828 (C. C. V., R. N. W.).

(২) পণ্ডিত ও সরকার কথোপকথন। A Dialogue between a Pundit and a Sarkar, 1828 (C. C. V., R. N. W.).

৮৫। ট্রউইন রেভাঃ এস। Trawin, Rev. S.

(১) প্রার্থনা পুস্তক। Hymns for Public Worship, 1826 (C. C. V.).

(২) সুসমাচার। Treatise on the Lord's Supper, 1827 (C. C. V.).

৮৬। মিসেস ভইট। Mrs. Voight of Serampore.

(১) Daily Texts for a year, 1846 (C. C. V., R. N. W.).

৮৭। রেভাঃ ওয়ার্ড, উইলিয়ম। Ward, Rev. Willam.

গ্রন্থগুলির বিবরণ দ্বাদশ অধ্যায়ে রহিয়াছে।

(১) Memoir of Pitambar Singh, 1816.

(২) On the Stopping of Jagannath's car at Serampore, 1818.

(৩) An Account of the Joyful Deaths Several young English Christians, 1822.

৮৮। ওয়েটব্রীচ, রেভাঃ জে। Weitbrecht, Rev. J.

মিসেস ওয়েটব্রীচ স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। রেভাঃ জে. ওয়েটব্রীচ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় মিসেস ওয়েটব্রীচ (৮৯) অংশে প্রদত্ত হইল।

৮৯। মিসেস ওয়েটব্রীচ।

জার্মানীর উর্টেমবুর্গের অধিবাসী ওয়েটব্রীচ মিশনারী হইবার আকাঙ্ক্ষায় তদনুযায়ী শিক্ষা শেষ করিয়া সতেরো বৎসর বয়সে লণ্ডনে আসেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ অব ইংল্যণ্ডের মিশনারীরূপে কলিকাতায় পৌছিয়া বর্ধমানে নিজের কর্মস্থল বাছিয়া লন। ওয়েটব্রীচ খুব ভাল বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন, মিসেস ওয়েটব্রীচও বাঙ্গালা জানিতেন। উভয়েই কয়েকটি প্রচার-পুস্তিকা ও শিশুশিক্ষার বই প্রকাশ করিয়াছিলেন। রচনাগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাই কিন্তু ১৮৩০ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত রেভাঃ ওয়েটব্রীচ বর্ধমানে ছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনাগুলি এই সময় মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল—ধরিতে হইবে।

রেভাঃ ওয়েটব্রীচের রচনা :

(১) শিশুশিক্ষা। Infant School Manual (D. C. B., S. R. B. —Wenger).

(২) Lessons on Objects (R. N. S.).

(৩) Young Cottoger (R. N. S.).

মিসেস ওয়েটব্রীচের রচনা :

(১) Memoir of Robbe (C. C. V.).

৯০। রেভাঃ ওয়েঙ্গার জন। Wenger, Rev. Dr. John.

গ্রন্থগুলির আলোচনা দ্বাদশ অধ্যায়ে 'রেভাঃ ওয়েঙ্গার' আলোচনাকালে করা হইয়াছে।

(১) On Being in Debt, 1842.

(২) An Introduction to Bengali Language. By the Late Rev. Dr. W. Yates. Edited by J. Wenger. Vol I & Vol II, 1847. Enlarged edition in 1874.

(৩) উপদেশক, ১৮৪৭-১৮৫৭। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৫৭।

(৪) Outline of Christian Theology, 1848.

(৫) সত্যযাত্রা, ১৮৫১। The True Pilgrimage.

(৬) সুসমাচার সহচর, ১৮৫১। The Preacher's Companion.

(৭) ধর্ম্মহস্তকের সংক্ষেপ, ১৮৫১। The Evidences of Bible.

৯১। উইলিয়মসন, রেভাঃ জে। Williamson, Rev. J.

তিনটি রচনাই খ্রীষ্টীয় প্রচার-পুস্তিকা। প্রথমটি বাইবেলের সারানুবাদ।

(১) ধর্ম্মপুস্তকসার, ১৮২২।

(২) The Instructor, 1824 (C. C. V.).

(৩) Am I a Christian, 1844 (C. C. V.).

(৪) The Dairyman's Daughter, 1856 (C. C. V.).

৯২। উইলসন, এইচ। Wilson, Rev. H.

বিজ্ঞানসেবধী নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিষয়টির আলোচনা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি একটি প্রচার-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকটির নাম—Exposure of the Hindu Religion, 1833.

৯৩। মিঃ উলাসটন। Mr. Woollaston.

(১) স্থলভবোধ। রচনাকাল জানা যায় নাই তবে অনুমানিক ১৮৩২/৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যারত্ন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (এস. আর. বি—ওয়েঙ্গার)

৯৪। মিঃ উইঞ্চ, পি. এম। Mr. Wynch, P. M. (Civil Service).

(১) আইনসার। Regulations, 1816-1821 (R. N. W.).

৯৫। রেভাঃ ইয়েট্‌স, উইলিয়ম। Rev. Yates William.

(১) The Dying Words of Jesus, 1818.

(২) পদার্থ বিদ্যাসার অর্থাৎ বালকেরদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন। Elements of Natural Philosophy and Natural History in a Service of Familiar Dialogues Designed for the instruction of Indian youths. Calcutta, 1825.

(৩) প্রাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয়। An Epitome of Ancient History, containing a concise account of the Egyptians, Assyrians, Persians, Grecians and Romans. Calcutta, 1830.

(৪) সত্য ইতিহাস সার। অনুবাদ গ্রন্থ, মূল গ্রন্থের নাম Celebrated Characters in Ancient History, 1830.

(৫) জ্যোতির্বিদ্যা। An easy Introduction to Astronomy for young persons composed by James Ferguson, F. R. S., and revised by David Brewster, LL. D., translated into Bengalee by William Yates. Calcutta, 1833.

(৬) বাইবেল। The New Testament, Calcutta, 1833.

(৭) Baxter's call to the unconverted-এর বঙ্গানুবাদ, 1836.

(৮) Translation of Dodridge's Rise and Progress of Religion, Anglo-Bengali. Adopted to India. Completed by the Rev. G. Pearce. Calcutta, 1840.

(৯) বাঙ্গালা ব্যাকরণ। Introduction to the Bengali Language by Rev. W. Yates. Calcutta, 1840.

(১০) হিতোপদেশ। Hitopodesh, Calcutta, 1841.

(১১) সার সংগ্রহঃ। Vernacular class-book Reader for colleges and schools. Translated into Bengali by Rev. W. Yates, D. D. Calcutta. 1844.

(১২) বাইবেল। The Old Testament. Calcutta, 1844.

পরিশিষ্ট ঘ

মানচিত্র ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আলোকচিত্র
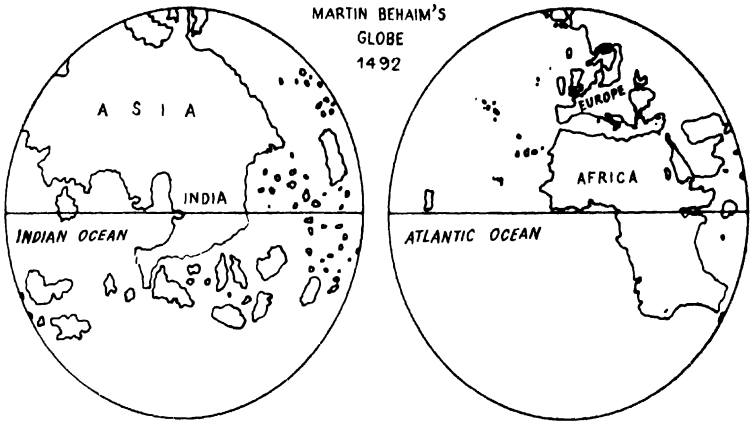
মার্টিন বেহাইম এর ভূমণ্ডল। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ
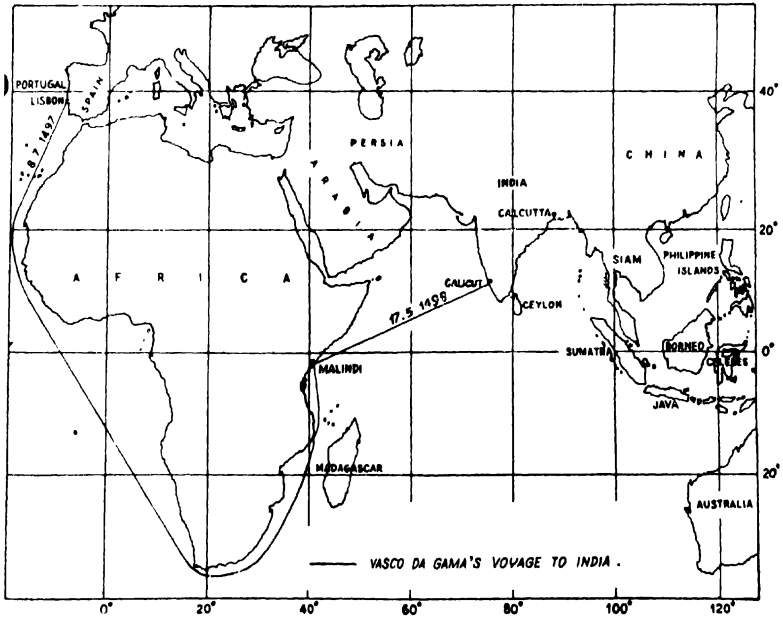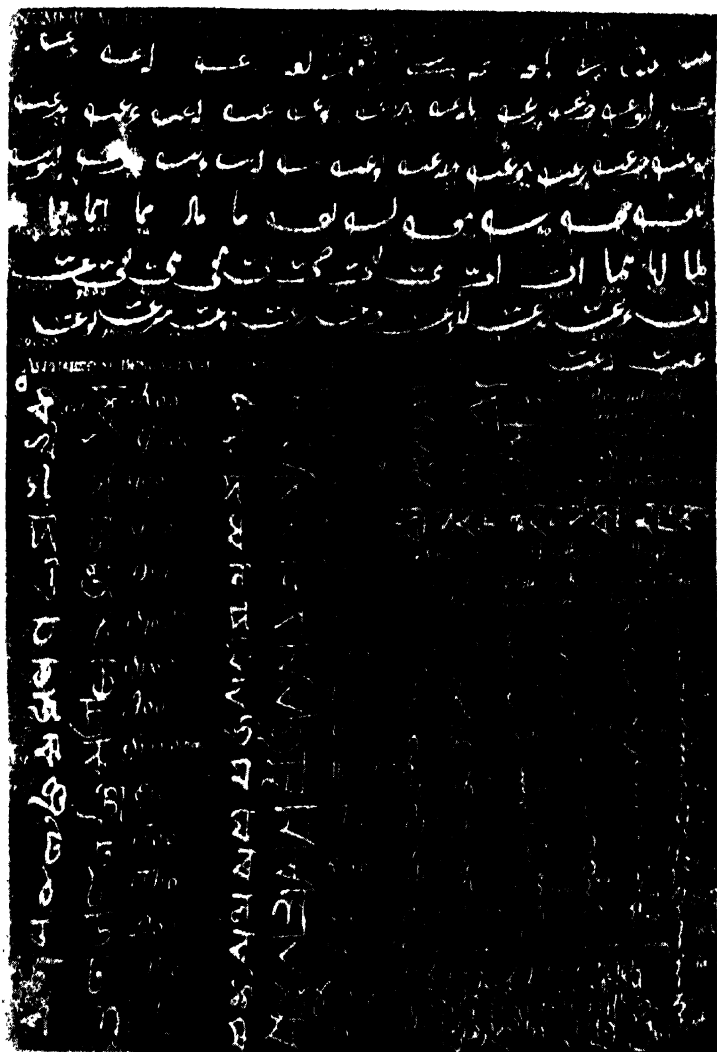
PORTUGAL
LISBON
SPAIN
8.7.1497
PERSIA
ARABIA
CHINA
INDIA
CALCUTTA
AFRICA
CALICUT
17.5.1498
CEYLON
SIAM
PHILIPPINE ISLANDS
SUMATRA
BORNEO
CELEBES
MALINDI
JAVA
MADAGASCAR
AUSTRALIA
VASCO DA GAMA'S VOYAGE TO INDIA.
40° 20° 0° 20°
0° 20° 40° 60° 80° 100° 120°

ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমন পথ

আওরংকজেব গ্রন্থে প্রদর্শিত বঙ্গীয় বর্ণমালা ॥ ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ

হলহেডের জেণ্টু-ল' গ্রন্থে প্রদর্শিত বঙ্গীয় বর্ণমালা ॥ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

FIFTY letters, in the following order.

FIRST SERIES.

অ o আ aa ই ee ঈ ee

উ oo ঊ oo ঋ ree ৠ ree

ঌ lee ৡ lree এ a ঐ i

ও o ঔ ou অং ung অঃ oh

SECOND SERIES.

ক ko খ k,ho গ go ঘ g,ho ঙ ng-o

চ cho ছ ch,ho জ jo ঝ j,ho ঞ gn-o

ট to ঠ t,ho ড do ঢ d,ho ণ no

ত to থ t,ho দ do ধ d,ho ন n

প po ফ p,ho ব bo ভ b,ho ম mo

য jo র ro ল lo ব wo ——

শ ſho ষ ſho স ſo হ ho ক্ষ khy-o

It

নবীন বাঙ্গালা ব্যাকরণ গ্রন্থে প্রদর্শিত বঙ্গীয় বর্ণমালা ॥ . । পৃষ্ঠাঙ্ক

Crepar Xaxtrer orth, bhed 36

CANTIGA
AO MENINO JESUS

Recem nacido.

BALOQ JESUZER

Guit zormo xttane xoia.

§.

HE Baba Jesus
Baloq Nirmol
Bibi Mariar udorer
Xidhi dhormo phol;
Amar doear Jesus.
He baba Jesus,
He xonar baba
Tomaqué ami toi
Cori tomar xeba,
Amár docar Jesus.
He xondor Jesus,
He xondorarxi,

Z

A

C O D E

O F

GENTOO LAWS,

O R,

ORDINATIONS

OF THE

PUNDITS,

FROM A

PERSIAN TRANSLATION,

MADE FROM THE

ORIGINAL,

WRITTEN IN THE

SHANSCRIT LANGUAGE.

N. B. Halhed.

LONDON.

PRINTED in the YEAR M DCC LXXVI

হলহেডের A Code of Gentoo Laws গ্রন্থের আখ্যাপত্র ॥ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

different Sexes: and as all animals muſt be of one Sex, it is generally ſufficient that the feminine term only be marked by a particular inflexion: hence ছাগল ch,haagolo a he goat ছাগলী ch,haagolee a ſhe-goat ভেড়া bharaa a ram, ভেড়ী bharee a ſheep কুকড়া kokoraa a cock কুকড়ী kookoree a hen; রাজহংস raajhungſo a gander রাজহংসী raajhungſee a gooſe.

টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায়॥

Tolo tolo kora jolo mondo mondo baay,
Raajhungſo raajhungſee khaleeyaa baraay.

"A ſoft breeze gently agitates the water,
"The gander and the gooſe ſport and ſwim."

The ſame form occaſionally takes place even when human beings are concerned, in a local or confined relation; thus we uſe the word *Jew* in a collective ſenſe, comprehending the whole people; but to expreſs a woman of that nation we muſt add a ſexual termination; as *Jeweſs*: ſo ব্রাহ্মন braahmon ſignifies a *Bramin*, or in general any perſon of the braminical tribe; but ব্রাহ্মনী braahmonee a *Bramineſs*, or woman only of that Sect.

এত

VOCABULARY,

IN TWO PARTS,

ENGLISH AND BONGALEE,

AND

VICE VERSA.

BY H. P. FORSTER,

SENIOR MERCHANT ON THE BONGAL ESTABLISHMENT.

[illegible]

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1799.

ফরসটারের 'বোকেবুলারী' গ্রন্থের নামপৃষ্ঠা ॥ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

নির্ঘণ্ট—গ্রন্থকার

ফ

ব

ভ

ম

য়

নির্ঘণ্ট—গ্রন্থাবলী

ধ

প

ফ

ব

ল

স

হ

য়